আমার বই

দ্বিতীয় শ্রেণি

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর | পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

ডি কে ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর -২
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৪
তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০১৭

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

পর্ষদ-এর কথা

নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী দ্বিতীয় শ্রেণির 'আমার বই' প্রকাশ করা হলো। বইটির মধ্যে প্রথম ভাষা বাংলা, দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি এবং গণিত সমন্বিত (Integrated) আকারে পরিবেশন করা হয়েছে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯—এই নথিদুটিকে নির্ভর করে এই অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে। বইটির কেন্দ্রে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'সহজপাঠ' দ্বিতীয় ভাগ। রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' তৈরি করেন। সেই কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলিকে সমীক্ষা এবং পুনর্বিবেচনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হয়েছে।

গত বছর নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী প্রথম শ্রেণির 'আমার বই' নির্মিত হয়েছিল। শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য সেই বইয়ের অন্তিম সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দ্বিতীয় শ্রেণির 'আমার বই' প্রস্তুত করা হয়েছে। এই নতুন পাঠ্যপুস্তকটিতে প্রাসঙ্গিক পাতায় 'শিখন পরামর্শ' যেমন আছে, শেষাংশে অনুপুঙ্খে বইটিকে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের নানা অভিমুখ নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায়, রাজ্যের শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বই বড়ো ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হবে। সূচনা হবে বুনিয়াদিস্তরে শিক্ষার নতুন যুগের।

এই বইটি নির্মাণে নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয় বিশেষজ্ঞদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাঁদের নিরন্তর শ্রমেই বইটি অল্পসময়ের মধ্যে প্রস্তুত করা সম্ভবপর হলো।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রেমী মানুষ, শিক্ষাব্রতী এবং অভিভাবকবৃন্দের মতামতও বইটির নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

যে সকল লেখক-লেখিকার রচনা বইটিতে সংকলিত হয়েছে, তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে নানাভাবে সহায়তা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন। দ্বিতীয় শ্রেণির 'আমার বই' ২০১৫ সালে সম্পূর্ণ নতুন অবয়বে, নতুন পরিকল্পনায় মুদ্রিত হলো। বইটি আমাদের রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে যথাসময়ে পৌঁছে যাবে। বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত আর পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

মার্চ, ২০১৭

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি-কে ৭/১, সেক্টর ২
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১
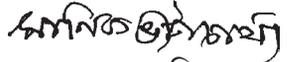
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্ কথন

২০১১ সালে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বিদ্যালয় পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠিত হয়। এই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির পর্যালোচনা এবং পুনর্বিন্যাস করা। সেই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচি তৈরি হয়েছে। আমরা সেই কাজ করার ক্ষেত্রে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ এই নথিদুটিকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করি। ২০১৩ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত শিক্ষার অধিকার আইন পূর্ণত বলবৎ হয়েছে। ফলে, নতুনভাবে 'শিশুকেন্দ্রিক' শিক্ষার উপযোগী পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা ছিল। মনে পড়ে, আক্ষেপ করে একদা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, '... আমরা নোট নিয়েছি, মুখস্থ করেছি, পাশ করেছি। বসন্তের দখিন হাওয়ার মতো আমাদের শিক্ষা মনুষ্যত্বের কুঞ্জে কুঞ্জে নতুন পাতা ধরিয়ে ফুল ফুটিয়ে তুলছে না। ... এর মধ্যে সংগীত নেই, চিত্র নেই, আত্মপ্রকাশের আনন্দময় উপায় উপকরণ নেই। এ যে কত বড়ো দৈন্য তার বোধশক্তি পর্যন্ত আমাদের লুপ্ত হয়ে গেছে।'

এই মহান স্রষ্টার শিক্ষাদর্শ অনুসরণ করে আমরা পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকে সংগীত, চিত্র আর 'আত্মপ্রকাশের আনন্দময় উপায় উপকরণ' সমন্বিত আকারে পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি। সারস্বত সামর্থ্য অর্জনের পাশাপাশি এর মাধ্যমে শিশু যেন সার্বিক বিকাশের দিকে এগিয়ে যেতে পারে, বিশেষজ্ঞ কমিটির সেটাই লক্ষ্য। নোট নেওয়া, মুখস্থ করা আর তার চর্বিতচর্বণ পরীক্ষার খাতায় কোনোক্রমে ছড়িয়ে দেওয়া, এই পদ্ধতিকে আমরা শিক্ষার আঙিনা থেকে বাতিল করতে চেয়েছি। যদি আমাদের রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে এই বইটির মাধ্যমে বড়ো পরিবর্তন ঘটে তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

দ্বিতীয় শ্রেণির 'আমার বই'-এর মধ্যে বাংলা, ইংরেজি এবং গণিত এই বিষয় তিনটিকে আমরা সমন্বিত আকারে পরিবেশন করেছি। পুরো বইটিতেই শিক্ষার্থীকে নানা হাতে-কলমে কাজের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট সামর্থ্যে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটির পাতায় পাতায় রং বেরঙের ছবি যেমন আছে, প্রতিটি প্রাসঙ্গিক পৃষ্ঠার নীচে 'শিখন পরামর্শ'-ও দেওয়া হয়েছে। বইটির শেষাংশে রয়েছে তুলনায় বিস্তারিত শিখন পরামর্শ। এই নতুন 'কৃত্যালি নির্ভর শিখন' (Activity Based Learning) প্রক্রিয়াকে, আশাকরি, শিক্ষার্থীরা উপভোগ করবে।

দ্বিতীয় শ্রেণির 'আমার বই'তে বর্ণ চেনা ও শব্দভাণ্ডার তৈরির ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত 'বর্ণপরিচয়' বইটিকে বহুলাংশে অনুসরণ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাছে শিখন যাতে 'আনন্দময়' এবং 'আতঙ্কহীন' হয় তার প্রয়াস আমরা করেছি। নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্পসময়ের মধ্যে পাঠ্যপুস্তকগুলি নির্মাণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের নির্দিষ্ট কমিটি বইটি অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। এধরনের সমন্বিত পুস্তকের নির্মাণ ভারতে তো বটেই বিশ্বেও প্রায় নজিরবিহীন। এই বইয়ের মাধ্যমে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি নতুন যুগের সৃষ্টি হয়, তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। নানাস্তরে আমাদের সহায়তা প্রদান করেছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী বিভিন্ন মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

সমস্ত শিক্ষাপ্রেমী মানুষের কাছে আমাদের নিবেদন, বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য তাঁদের মতামত এবং পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান

'বিশেষজ্ঞ কমিটি'

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মার্চ, ২০১৭

নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল

বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)
রত্না চক্রবর্তী বাগচী (সচিব, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ)

ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় রুদ্রশেখর সাহা মিথুন নারায়ণ বসু
অনুরাধা ঘোষ পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী রাতুল কুমার গুহ সৈকত রাউত বিপুল সন্ন্যাসী
শংকরনাথ ভট্টাচার্য সুমনা সোম তপসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়
মলয় কৃষ্ণ মজুমদার পার্থ দাস প্রদ্যুৎ পাল
সন্দীপ রায় নীলাঞ্জন দাস
দ্বীপেন বসু

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

রূপায়ণ

বিপ্লব মণ্ডল

সহায়তা : সাধন চক্রবর্তী শুভঙ্কর ভুঁইয়া দীপ্তেন্দু বিশ্বাস

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

এ.কে. জালালউদ্দিন যোগেন চৌধুরী
বিদিশা মুখোপাধ্যায়

আমার বই

নাম ....

মায়ের নাম ....

বাবার নাম ....

বিদ্যালয়ের নাম ....

রোল নম্বর ....

বাড়ির নম্বর ও রাস্তার নাম ....

....

গ্রামের নাম/শহরের নাম ....

জেলার নাম ....

এক
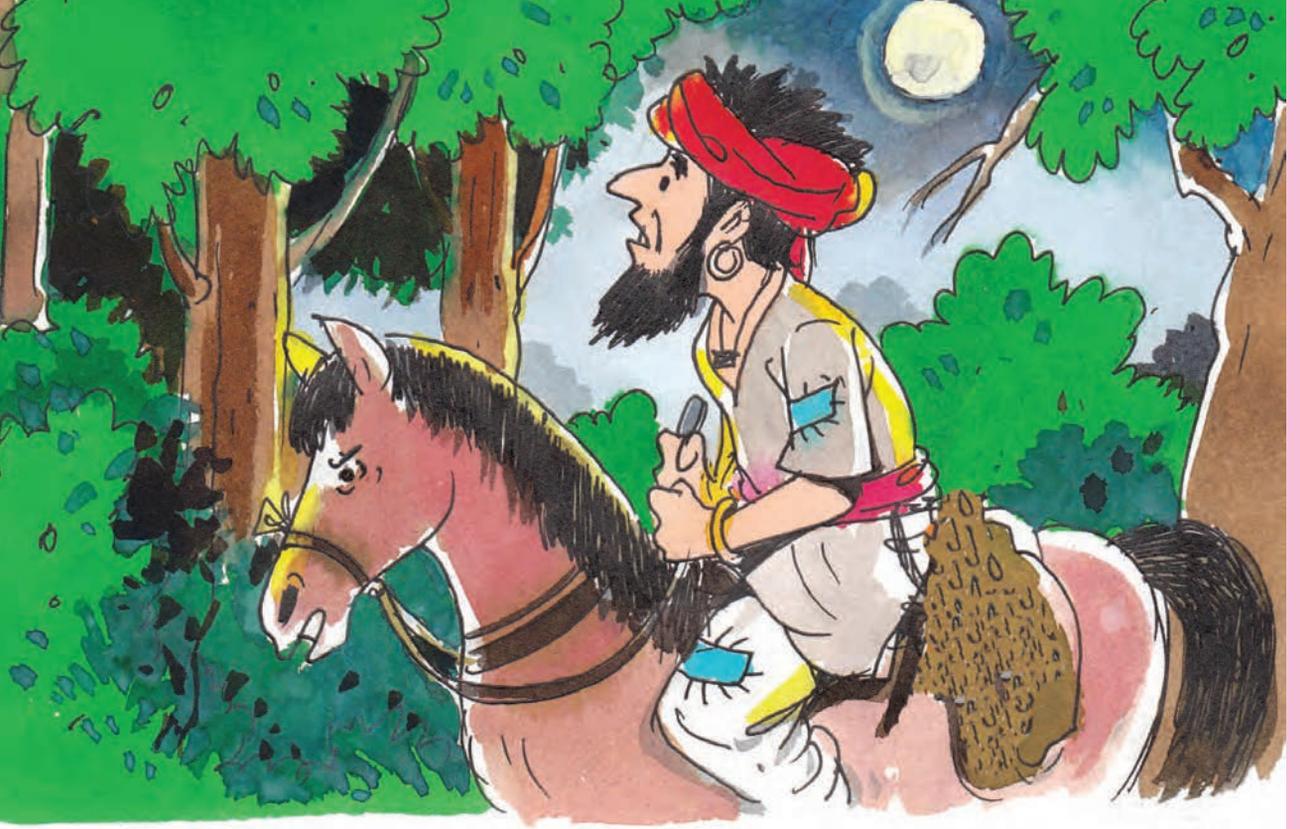
বনের পথে

আলিবাবা ক্বচিৎ এ পথে আসে। ঘন বনে এগোনো শক্ত। ডালপালায় ধাক্কা দিয়ে ঘোড়া এগিয়ে চলে। শুক্লাতিথির চাঁদের আলোয় ভাসছে চারপাশ। ভয় হয়, বনের পথ না জানলে বিপদ। তবে মাথায় সবসময় ঘোরে সেই 'চিচিং-ফাঁক'।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীদের যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার ও তৈরির ধারণা গঠন হবে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্তব্যঞ্জন প্রয়োগ করতে শিখবে। (৩-২৫ পাতা)

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ক্ক	=	ক	+	ক
ক্ত	=	ক	+	ত
ক্ব	=	ক	+	ব
ক্ল	=	ক	+	ল

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : এক্কা, মুক্তি, ক্লাস, পক্ব ।

ঘর পূরণ করি :

শ	+	ক্ত	=	
ধা	+	ক্কা	=	

ঘুড়ি ওড়াবার দিনে

শুক্রবার এলে বিক্রমের ভারি মজা। সামনেই শনি-রবির ছুটি। ও আর টিপু ঘুড়ি ওড়াতে দক্ষ। ঘুড়ি ওড়ানোয় ওদের সমকক্ষ কেউ নেই।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ক্র	=	ক	+	র
ক্ষ	=	ক	+	ষ

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি :

বক্র, চক্র, পক্ষ, অক্ষর।

ঘর পূরণ করি :

ক্র	+	ম	+	শ	=	
ক্র	+	মি	+	ক	=	
স	+	ক্ষ	+	ম	=	
শি	+	ক্ষ	+	ক	=	

আকাশে কত তারা

রাতের আকাশে অসংখ্য তারা। মগ্ন হয়ে গুনি। দিনের আকাশে থাকে রবি। তার আলোয় জাগ্রত থাকে চারপাশ। রবির কিরণে মুছে যায় সব গ্লানি। মুগ্ধ হয়ে দেখি।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

খ্য = খ + য

গ্ন = গ + ন

গ্র = গ + র

গ্ল = গ + ল

গ্ধ = গ + ধ

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি :

মুখ্য, ভগ্ন, অগ্র, গ্রাম, গ্লাস, দগ্ধ ।

ঘর পূরণ করি। একটি করে দেওয়া হলো :

খ্যাতি = খ্যা + তি

সখ্য = ☐ + ☐

গ্রাম = ☐ + ☐

রুগ্ন = ☐ + ☐

দুগ্ধ = ☐ + ☐

খেলার মাঠে

আজ ছিল ফাইনাল খেলা। গ্যালারিতে খুব ভিড়। দিগ্বিদিক থেকে লোক এসেছে। কোনো দলই গোল করতে পারল না। খেলা শেষে দু-দলকেই যুগ্মবিজয়ী ঘোষণা করা হলো। একজন আহত হওয়ায় খেলায় বিঘ্ন ঘটেছিল। মাঠে চিকিৎসক থাকায় সে শীঘ্র সেরে ওঠে।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

গ্ব	=	গ	+	ব
গ্ম	=	গ	+	ম
ঘ্ন	=	ঘ	+	ন
ঘ্র	=	ঘ	+	র
গ্য	=	গ	+	য

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি :

যোগ্য, বাগ্মী, প্রাণ, তমোঘ্ন ।

বামদিকের সাথে ডানদিক মেলাই :

দিগ্বিদিক	তাড়াতাড়ি
গ্যালারি	বাধা
যুগ্ম	চারদিক
বিঘ্ন	মাঠে বসার জায়গা
শীঘ্র	দুজন একসাথে

নাও চলেছে

ওই ভাসে ময়ূরপঙ্খী নাও। কঙ্কা ওতে চলেছে। আকাশে শঙ্খচিল। ওরা যাবে মঙগলপুর। নবীন সঙ্ঘের মাঠে হবে চড়ুইভাতি।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ঙ্ক = ঙ + ক　　ঙ্গ = ঙ + গ

ঙ্খ = ঙ + খ　　ঙ্ঘ = ঙ + ঘ

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : অঙ্ক, শঙ্খ, রঙ্গ, জঙ্ঘা ।

ঘর পূরণ করি :

অ	ঙ্ক	ন	=	অঙ্কন
জ	ঙ্গ		=	
ল	ব		=	
ল		ন	=	
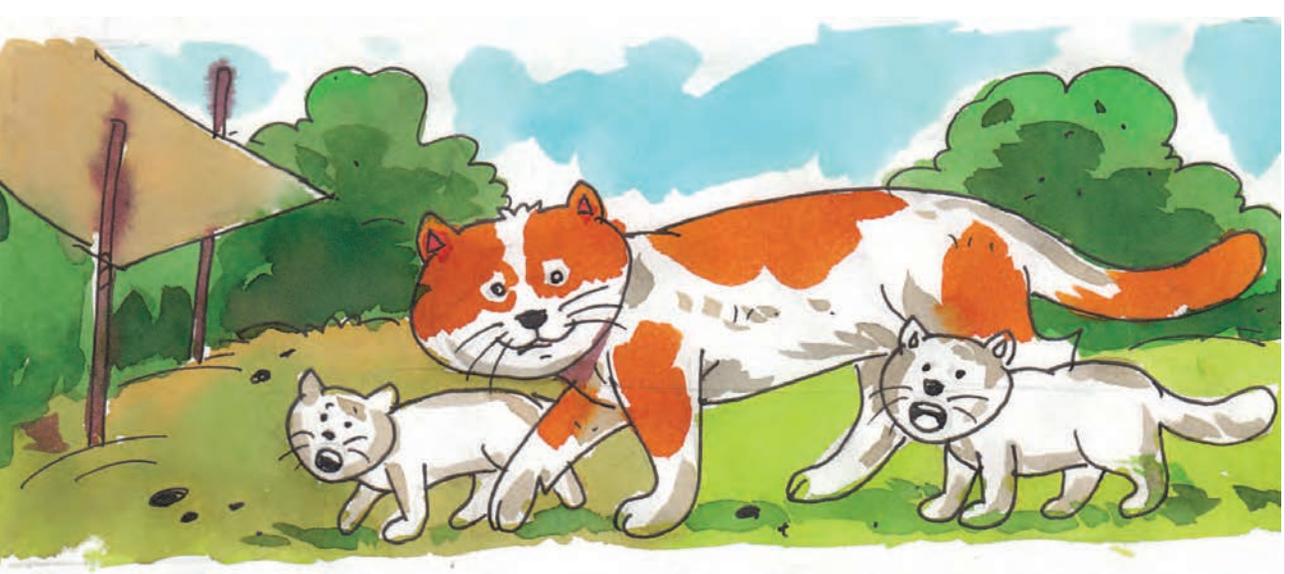
মা বিড়াল আর ছানা বিড়াল

মা বিড়াল দুটো বাচ্চা নিয়ে চলেছে। বাইরে খুব রোদ। মা খুঁজে বের করল ছায়ার আচ্ছাদন। খুশি হয়ে ছানারা চ্যাটাল নাক ঘষছে মায়ের গায়ে।

চলো উপরের রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

চ্চ = চ + চ

চ্ছ = চ + ছ

চ্য = চ + য

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : চচ্চড়ি, আচ্ছা, পাচ্য ।

ঝুড়ি থেকে যুক্তব্যঞ্জন নিয়ে মিলিয়ে লিখি :
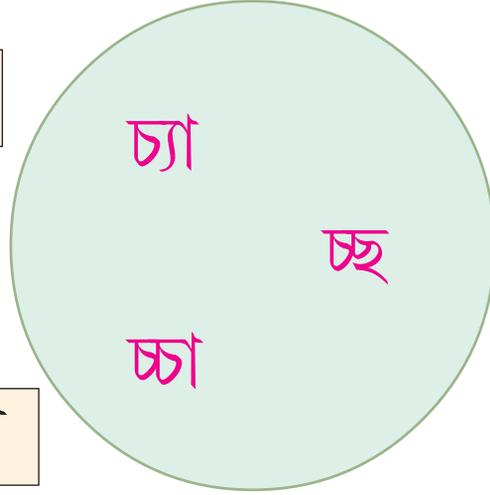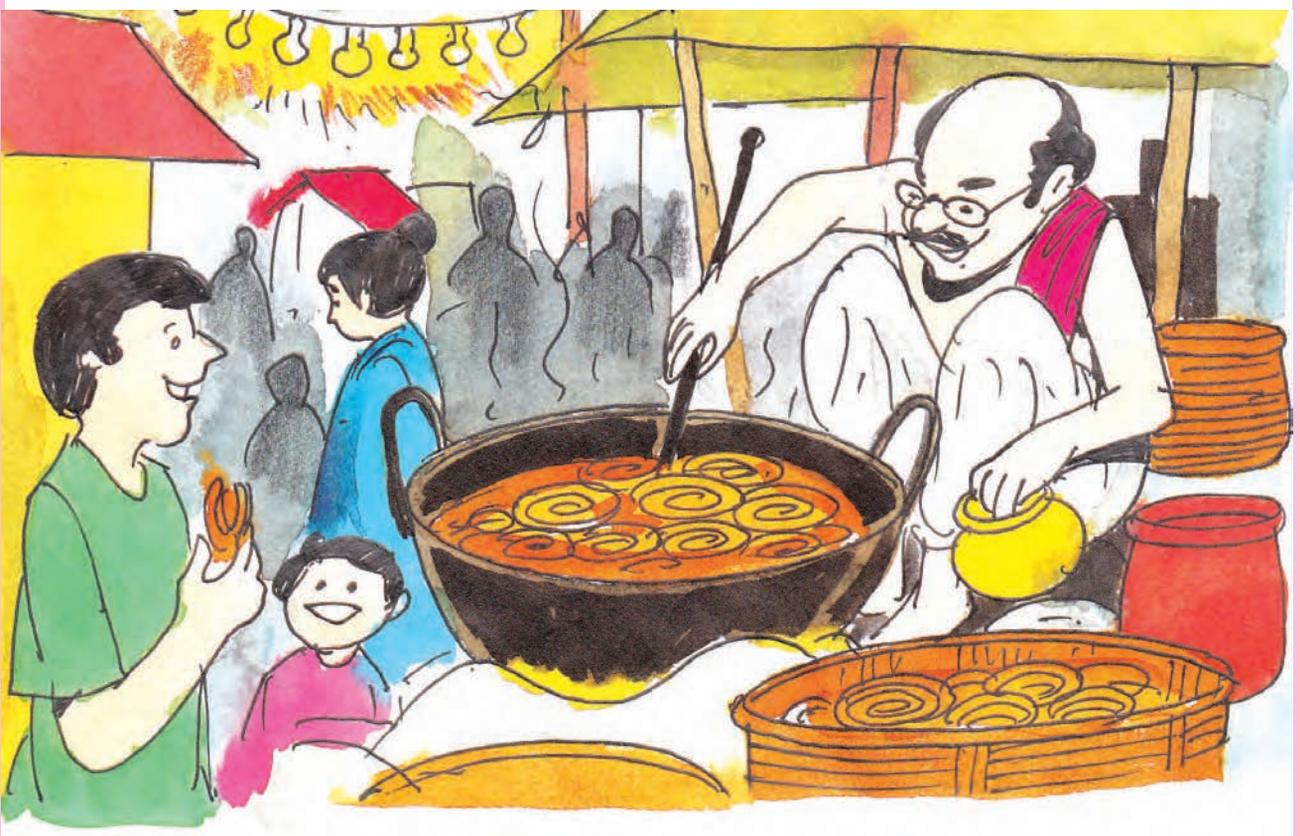
মেলার মাঠে

বজ্রপুরের মেলার সাজসজ্জা দেখে তাক লাগে। শীতের কুজ্ঝটিকা সরিয়ে চারদিকে জ্বলে ওঠে উজ্জ্বল আলো। ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করে ভাজা হয় জিলিপি। চারিদিক থেকে আসা জ্ঞাত-অজ্ঞাত নানা মানুষের ভিড়ে জমে যায় মেলা।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা তিনটি বর্ণ বিশিষ্ট যুক্তব্যঞ্জন প্রয়োগ করতে শিখবে। শিক্ষিকা/শিক্ষকেরা এই ধরনের আরো তিন বর্ণ বিশিষ্ট যুক্তব্যঞ্জনের উদাহরণ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন।

চলো উপরের রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ছ্য = ছ + য

জ্জ = জ + জ

জ্ঞ = জ + ঞ

জ্ব = জ + ব

জ্ঝ = জ + ঝ

জ্র = জ + র

জ্জ্ব = জ + জ + ব

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি :

ছ্যাঁদা, বিজ্ঞান, লজ্জা, জ্বালানি ।

ঝুড়ি থেকে অক্ষর নিয়ে মিলিয়ে লিখি :
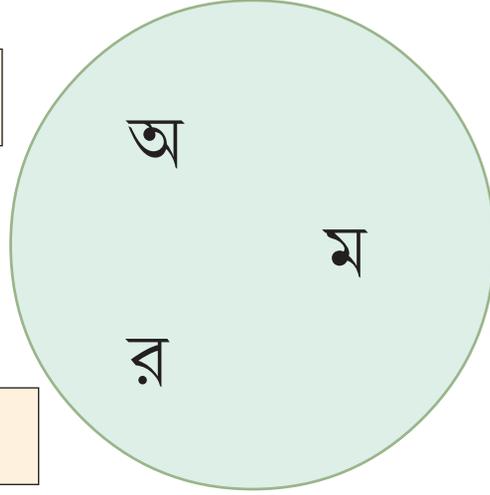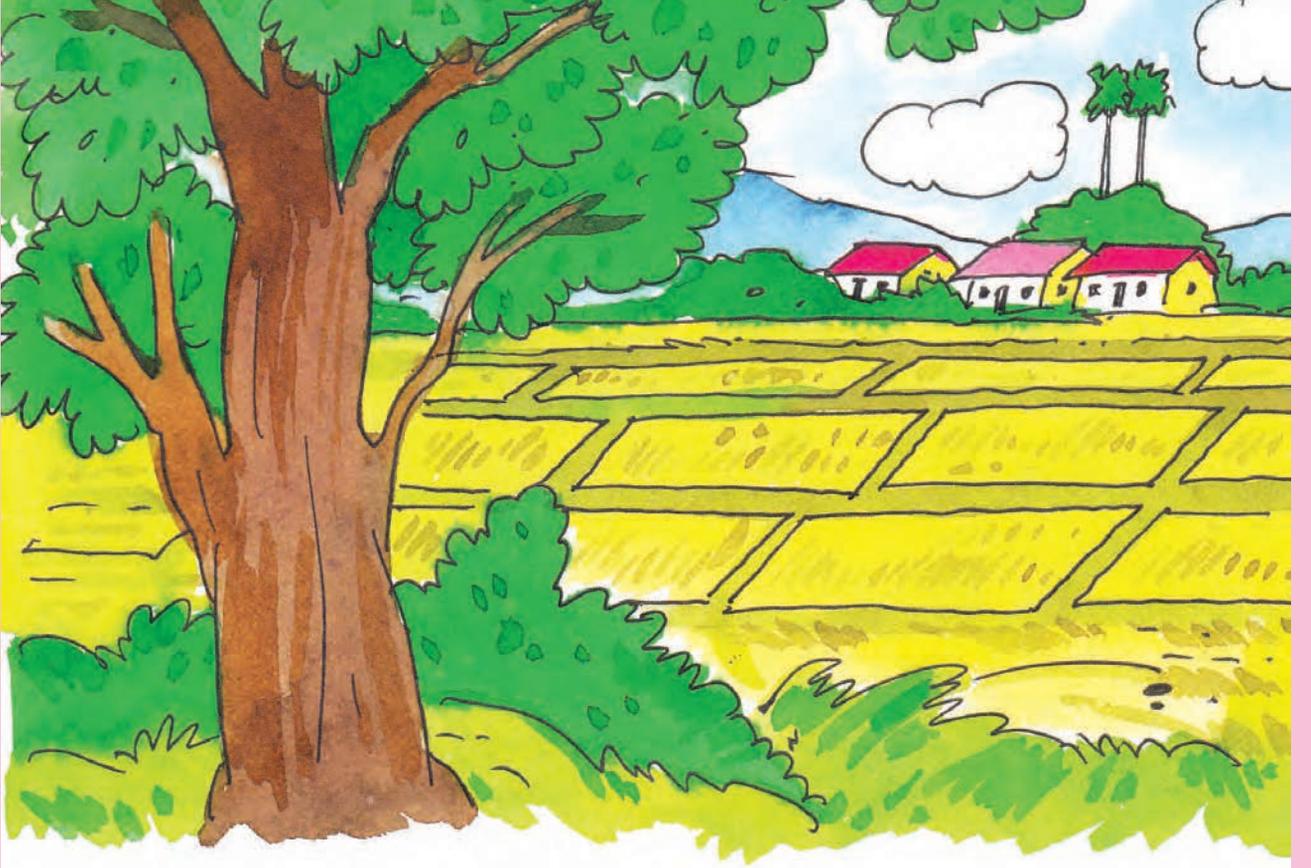
ঘাসের নকশা

গাঁ-গঞ্জে গাছপালা বেশি। মাঠে শতরঞ্চির মতো ঘাসের নকশা। আকাশে মেঘের আনাগোনা। গাছগুলি ঝড়ঝঞ্ঝার লাঞ্ছনা সয়েও ভারি খুশি।

চলো উপরের রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ঞ্চ = ঞ + চ

ঞ্ছ = ঞ + ছ

ঞ্জ = ঞ + জ

ঞ্ঝ = ঞ + ঝ

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : বাঞ্ছা, মঞ্চ, গুঞ্জন, ঝঞ্ঝাট।

ঘর পূরণ করি :
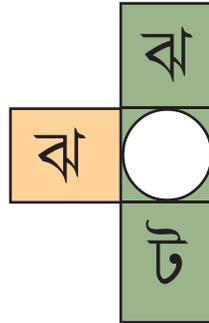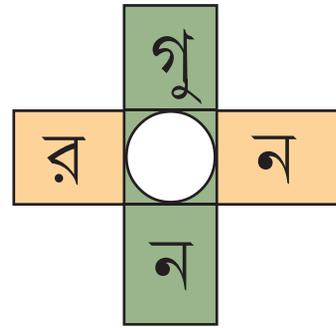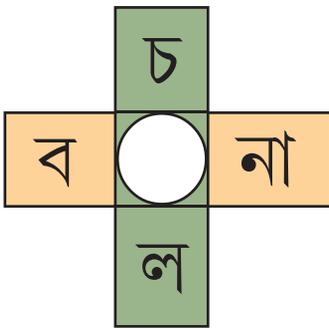
হাসির নাটক

নাট্য অভিনেতা মঞ্চে। অট্টহাসি হাসছেন। শুনে ছোটোদের মুখে ট্যাঁ-ফো নেই। সেরা অভিনেতা পাবে ট্রফি। এ নাটক পাঠ্য বইয়ে নেই।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ট্ট = ট + ট　　ঠ্য = ঠ + য

ট্য = ট + য　　ট্র = ট + র

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : ট্যাংরা, ট্রাম, অট্টালিকা, ঠ্যাং ।

ঝুড়ি থেকে অক্ষর নিয়ে ফাঁকা জায়গা পূরণ করি :

(১) দড়ি দিয়ে ঘোরাই লা____ ।

(২) যিনি নাটক লেখেন , তিনি না____কার।

(৩) দূরপাল্লার ____নে করে যাব মধুপুর।

(৪) ____লা গাড়িতে ডেগচি , হাঁড়ি চাপিয়ে চলেছি বনভোজনে।

ট্ট　ট্রে　ঠ্যা　ট্টু
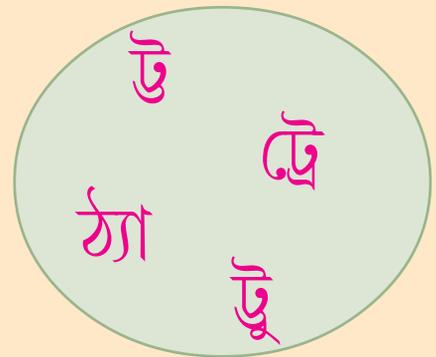
বাজনার তালে তালে

আজ খেলার মাঠে বড্ড ভিড়। ড্রাম বাজছে। তালে তালে ড্রিল করছে ছেলে-মেয়েরা। আকাশে উড্ডীন বেলুনের সারি।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ড্ড = ড + ড   ড্র = ড + র

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : আড্ডা, ড্রেস।

ঘর পূরণ করি :

ড্ড	+	আ	=	ড্ডা	→	আড্ডা
ড্ড	+	ঈ	=		→	
ড্ড	+	উ	=		→	
ড্র	+	আ	=		→	
ড্র	+	ই	=		→	

গুপির বিপদ

রাজা ছিলেন খুবই অহংকারী। তিনি ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে গুপিকে গ্রাম ছাড়া করলেন। বিষণ্ণ গুপি গেল অরণ্যে। রাজার আদেশ খণ্ডন করবে কে?

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ঢ্য	=	ঢ	+	য
ণ্ণ	=	ণ	+	ণ
ণ্ড	=	ণ	+	ড
ণ্য	=	ণ	+	য

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : ধণাঢ্য, ভাণ্ড, হিরণ্য ।

পাশের ঝুড়ি থেকে কথা নিয়ে বসাই :

মাঠের ধারে বসেছে রবিবারের হাট। পেছনে ________ তাল গাছের সারি। আলু, পটল, বেগুন, ________, পেঁপে রকমারি আনাজের কেনাবেচা চলছে। ঘটছে কতরকমের ________ । ________ মানুষের ভিড়ে বাজার ঠাসা।

ট্যাড়শ, ঢ্যাঙা, কাণ্ড, অগণ্য
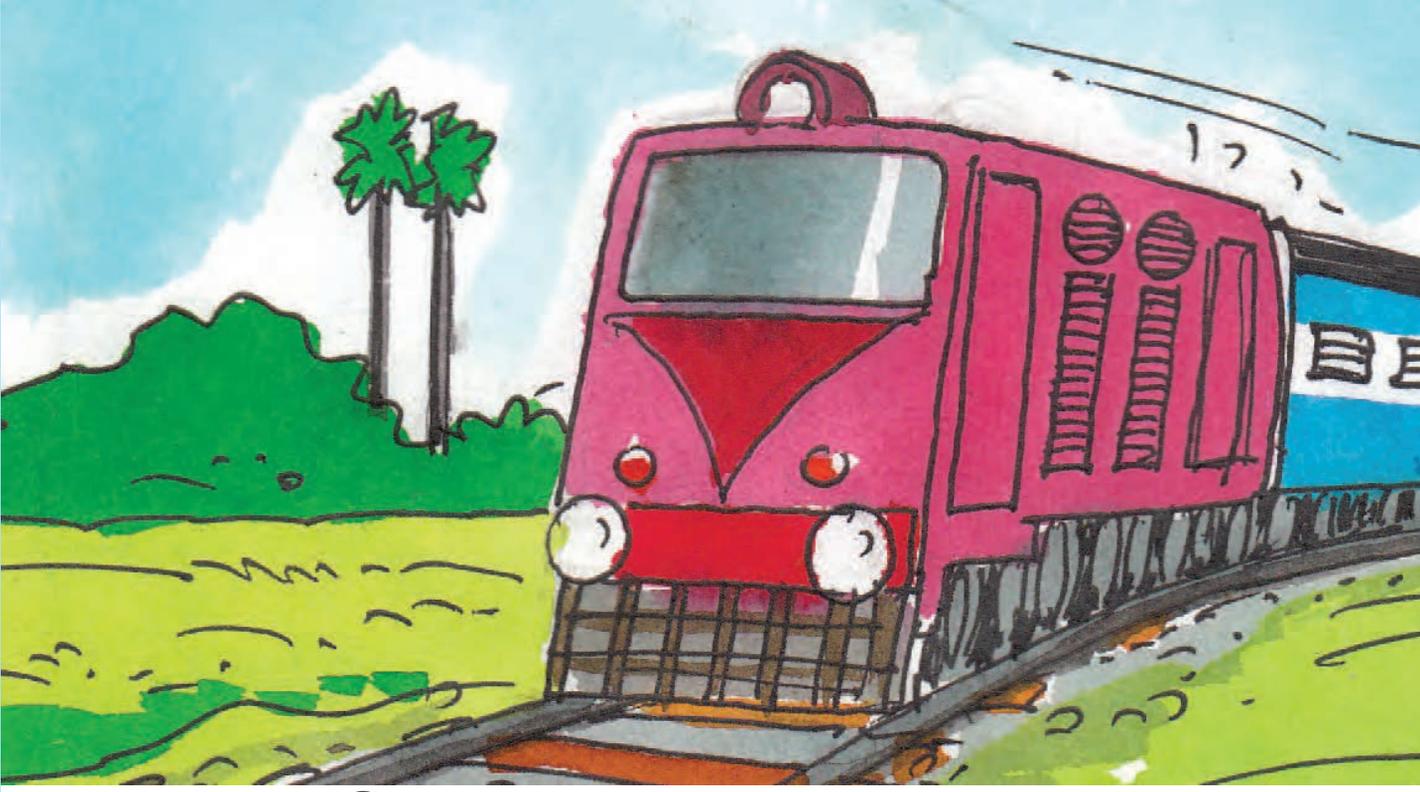
হাওয়ায় ছুটি

ত্বরিতগতিতে ছুটছে ট্রেন। পেরিয়ে যাচ্ছে তালপদ্মের মাঠ। ট্রেনে অনেক যাত্রী। উত্থানবাবু তাঁর জিনিসপত্তর যত্ন করে গুছিয়ে রাখছেন। ছোটার মজায় তিনিও আত্মহারা । মুখ বাড়িয়ে দেখছেন হাওয়ার সঙ্গে চাকার দ্বৈরথ। দ্রিমি দ্রিমি আওয়াজে কাঁপে চারপাশ। সত্যিই অদ্ভুত এ পৃথ্বী।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ত্ত = ত + ত

ত্থ = ত + থ

ত্ব = ত + ব

ত্ন = ত + ন

ত্ম = ত + ম

থ্ব = থ + ব

ত্য = ত + য

ত্র = ত + র

দ্ব = দ + ব

দ্ভ = দ + ভ

দ্র = দ + র

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : ত্বক, গাত্র, মহাত্মা, নিত্য, রত্ন, দ্বিতীয়, ভাদ্র, উদ্ভব।

এসো ছক পূরণ করি :

পাশাপাশি

৩. মহান মানুষ

৪. নিশা

৬. ২৯- এর থেকে ১ বেশি

৮. ঘ্রাণ

উপরনীচ

১. তাড়াতাড়ি

৩. মাতোয়ারা

৫. ছেড়ে দেওয়া

৭. মিত্রের বিপরীত

সমাধান :

পাশাপাশি

৩. মহাত্মা

৪. রাত্রি

৬. ত্রিশ

৮. গন্ধ

উপর-নীচ

১. ত্বরা

৩. মত্ত

৫. ত্যাগ

১.			৩.		
৪.					
		৫.		৬.	৭.
		৮.			

বাক্য রচনা করি :

পৃথ্বী ______________________________

অদ্ভুত ______________________________

রৌদ্র ______________________________

ভোরের আকাশে

ভোর হলে আকাশের ধ্যান ভাঙে। ছিন্ন হয় অন্ধকার। জন্ম নেয় নতুন দিন। কানে আসে পাখির কলকাকলির ধ্বনি। এ যেন এক অন্য পৃথিবী। অন্তরে জাগে আনন্দের শিহরণ।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ধ্য	=	ধ	+	য
ধ্ব	=	ধ	+	ব
ন্ধ	=	ন	+	ধ
ন্ম	=	ন	+	ম

ন্ত	=	ন	+	ত
ন্দ	=	ন	+	দ
ন্ন	=	ন	+	ন
ন্য	=	ন	+	য

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : বাধ্য, ধ্বজা, অন্ন, কন্যা, বন্ধ।

ঘর পূরণ করি :
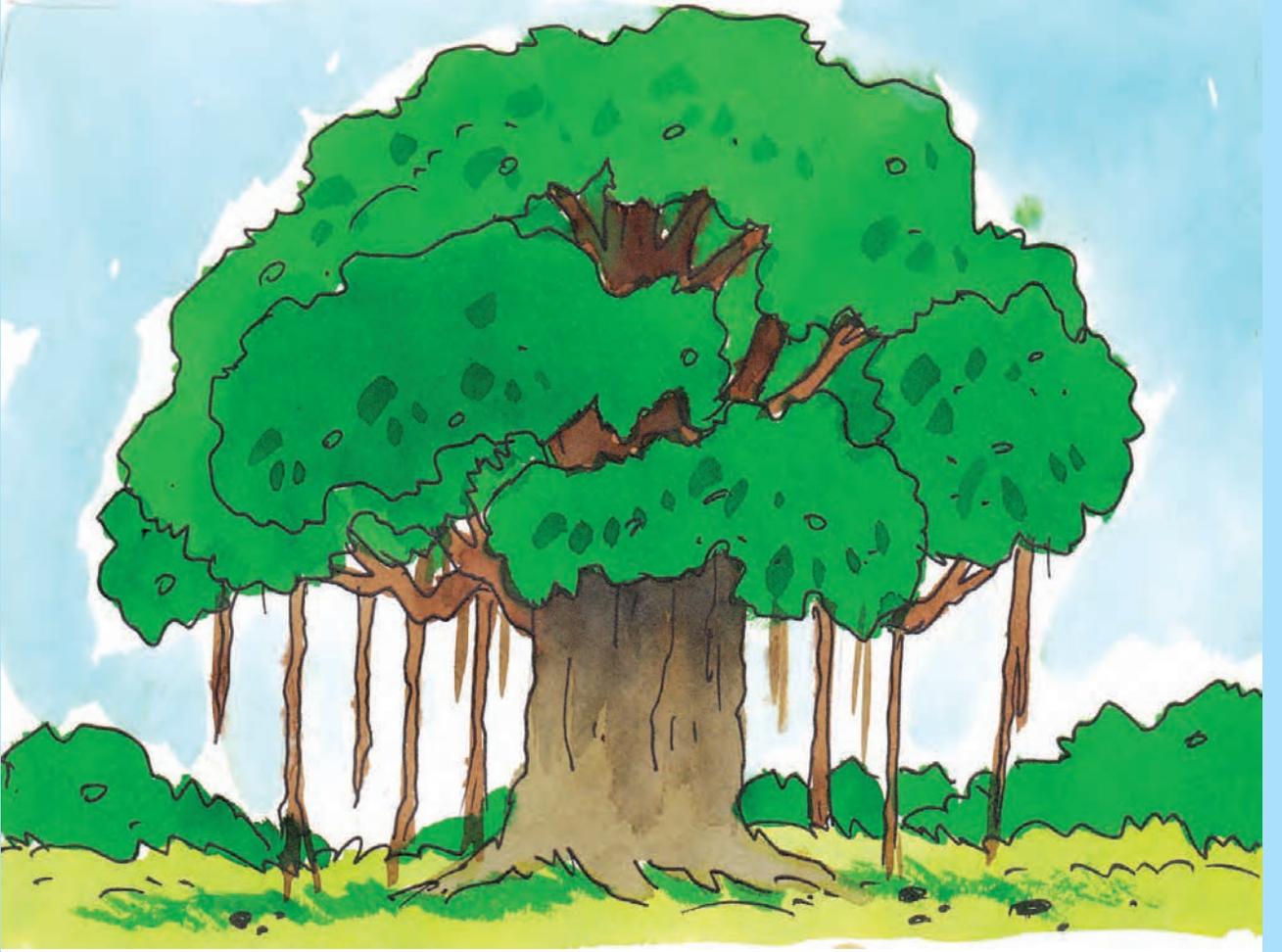
ঝুরি নামে মাটিতে

আফ্রিকা জুড়ে জঙ্গল। প্রকাণ্ড সব গাছ। এদের দৃপ্ত শিকড় মাটির গভীরে, প্লাবনও একে নড়াতে পারে না। ফ্যাকাসে আকাশে পাখির মেলা।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

প্র	=	প	+	র
প্ল	=	প	+	ল
প্ত	=	প	+	ত
ফ্য	=	ফ	+	য
ফ্র	=	ফ	+	র

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : প্রচুর, ফ্রক, ফ্যান, আপ্লুত, সপ্তাহ।

দাগ দিয়ে শব্দ খুঁজে বার করি ও লিখি :
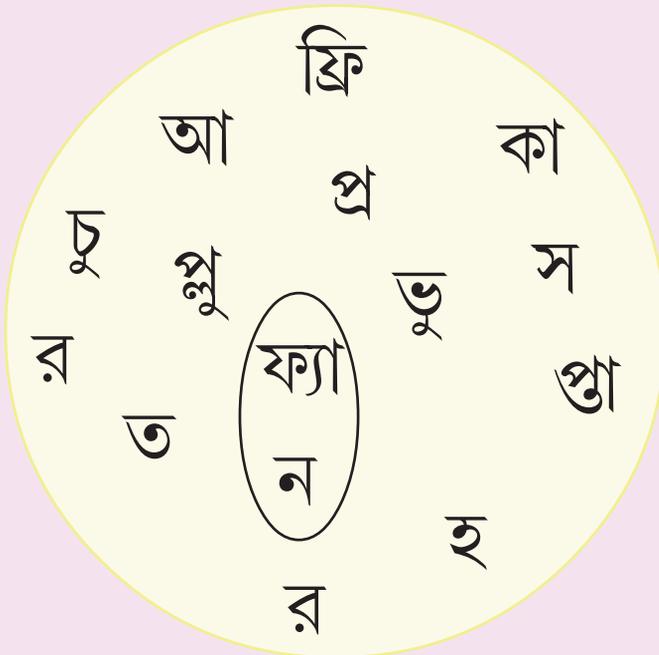
= ফ্যান

=

=

=

=

হাটে বাজারে

বাজার বসেছে ব্রজপুরে। ব্যবসায়ীরা পশরা আনেন গ্রামগঞ্জ থেকে। এখানে সবই সহজলভ্য। ভ্রমর এসেছে বাবার সঙ্গে। লোকজনের হাঁকডাকের শব্দে বাজার মশগুল। মাছের দোকানে বিকোচ্ছে জব্বর একটা কাতলা মাছ। দেখেতো ও তাজ্জব হয়ে গেছে।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ব্দ	=	ব	+	দ	ব্য	=	ব	+	য
ভ্য	=	ভ	+	য	ব্ব	=	ব	+	ব
ব্র	=	ব	+	র	ভ্র	=	ভ	+	র

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : জব্দ, আব্বা, ব্যয়, তীব্রতা, সভ্য, ভ্রমণ।

নতুন নতুন কথা বানাই :

	ব্যা	
অ		য়
	কু	ল
স		তা
	ব্র	

আমরা পাঠ থেকে কথা নিয়ে ছকটি পূরণ করি :

পাশাপাশি

২. ভুল

৪. সাজা পেয়েছে এমন

৬. যেখানে বেচাকেনা চলে

উপর- নীচ

১. বেড়াতে যাওয়া

৩. আওয়াজ।

৪. খুব বড়ো, বিরাট।

৫. আব্বা।

সমাধান

পাশাপাশি	উপর-নীচ
২. ভ্রম,	১. ভ্রমণ,
৪. জব্দ,	৩. শব্দ,
৬. বাজার।	৪. জব্বর,
	৫. বাবা।
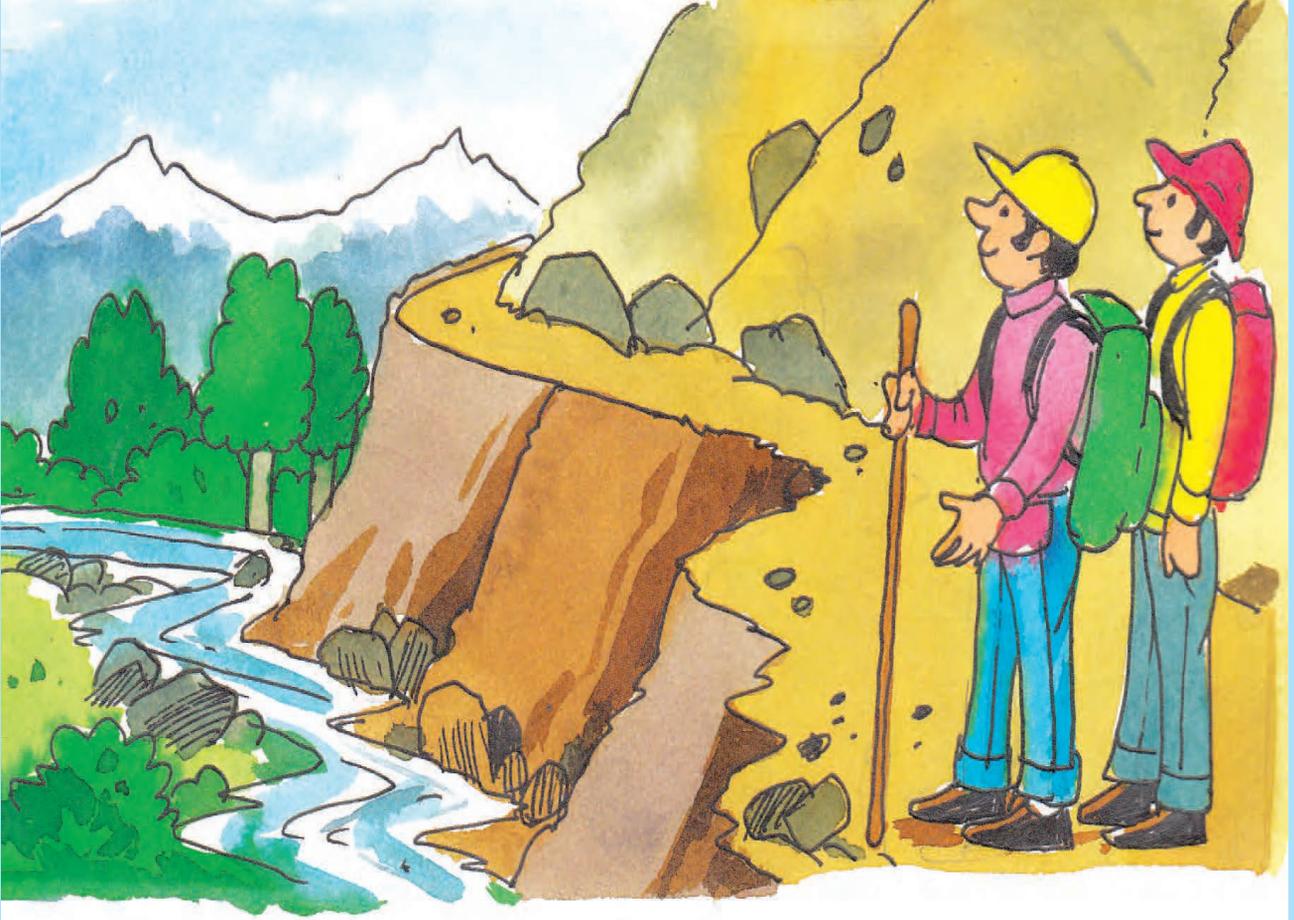
পাহাড়ের হাতছানি

লম্বা পাহাড়ি পথ। নিম্নে নদী। লম্ফ-ঝম্ফ করলে চলবে না। আলো ম্লান হয়ে এসেছে। আর ওঠা অসম্ভব। সবার সম্মতি নিয়ে এখানেই তাঁবু ফেলো। দেখো ঐ সুরম্য পাহাড়ের চূড়ার হাতছানি।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ম্ন	=	ম	+	ন
ম্ম	=	ম	+	ম
ম্ফ	=	ম	+	ফ
ম্ব	=	ম	+	ব
ম্ভ	=	ম	+	ভ
ম্ল	=	ম	+	ল
ম্য	=	ম	+	য

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : সম্বল, আম্মা, আরম্ভ, কম্পন, গুম্ফ, অম্ল, আম্র ।

সাজিয়ে নিয়ে শব্দ বানাই এবং বাক্য রচনা করি :

ল ম্ব অ ______ ____________________

ন ক ম্প ______ ____________________

স অ ব ম্ভ ______ ____________________

তি স্ম স ______ ____________________

ন্ম ত য় ______ ____________________

অজানা ইতিহাস

রোদ্দুরে কুয়াশার পর্দা কর্পূরের মতো উবে গেল। সামনেই পুরানো দুর্গ। বয়সের ভারে জীর্ণ। তবু নির্বিকার দাঁড়িয়ে। আমরা ধৈর্য ধরে ঘুরে ঘুরে দেখি। এই দুর্গে লুকিয়ে আছে অজানা ইতিহাসের বর্ণময় কথা। এ নিয়ে কারও মনে কোনো তর্ক নেই।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

র্দ	=	র	+	দ
র্ণ	=	র	+	ণ
র্গ	=	র	+	গ
র্প	=	র	+	প
র্ব	=	র	+	ব
র্য	=	র	+	য
র্ক	=	র	+	ক

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি :

অর্চনা, চর্ম, দর্শন, অর্ধ, ফর্দ, চর্চা, বার্ষিক

ডানদিক ও বামদিক মেলাই :

র	+	গ	দ্র
র	+	ক	র্য
দ	+	র	র্গ
ক	+	র	র্ক
র	+	য	ক্র

একই অর্থযুক্ত শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লিখি :

যবনিকা =

কেল্লা =

ভগ্নপ্রায় =

উদাসীন =
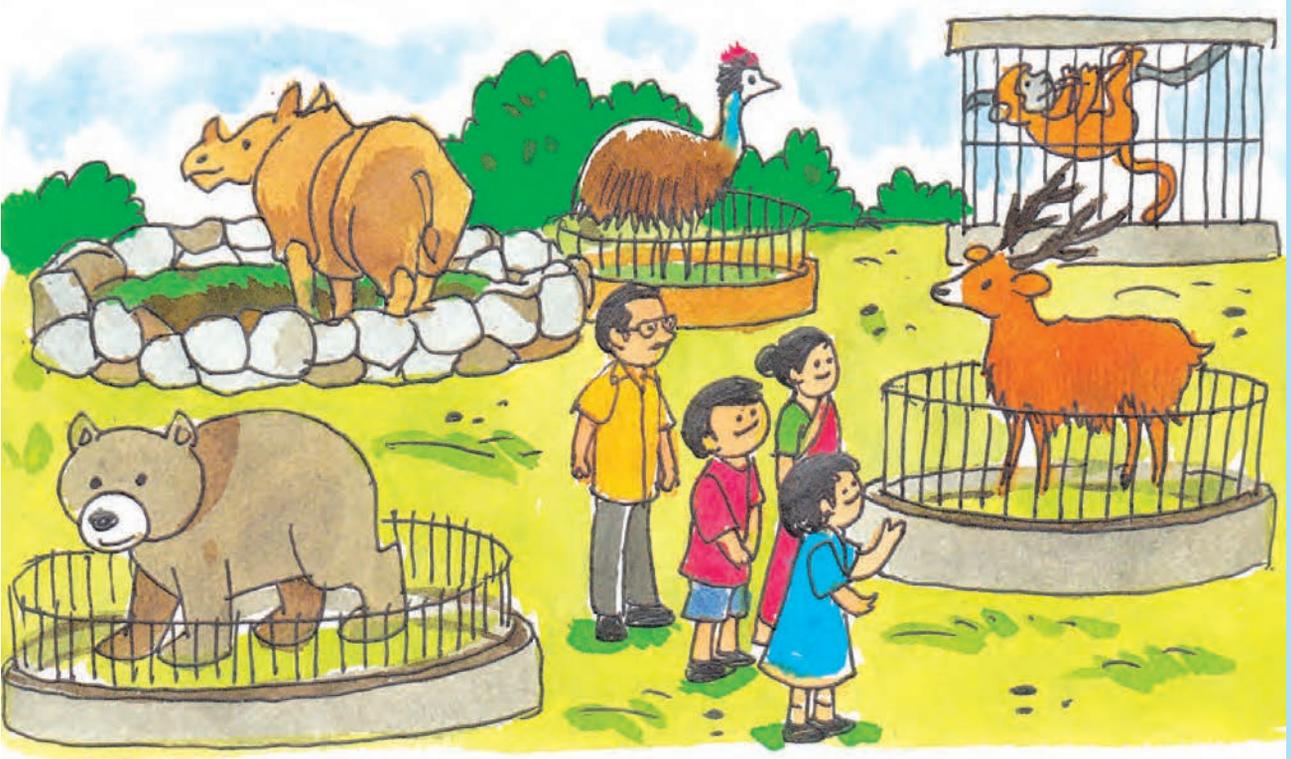
মজার চিড়িয়াখানা

গিয়েছিলাম চিড়িয়াখানায়। বল্গা হরিণ, ভাল্লুক দেখলাম। আর দেখলাম উল্টে-পাল্টে লাফ দিচ্ছে হনুমান। পাশেই বোল্ডার দিয়ে ঘেরা গন্ডারের খাঁচা। উটপাখির গা যেন কল্কাদার শাল! এসব একেবারেই কল্পনা নয়। সত্যিই মজার অভিজ্ঞতা!

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ল্গ	=	ল	+	গ
ল্ক	=	ল	+	ক
ল্ট	=	ল	+	ট
ল্ড	=	ল	+	ড
ল্ল	=	ল	+	ল
ল্প	=	ল	+	প

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : শিল্প, কল্য, পল্টন, বিল্ব, উল্লাস, ল্যাংচা, গুল্ম

পাঠটি পড়ে একটি বাক্যে উত্তর লিখি :

১. চিড়িয়াখানায় হনুমান কীভাবে লাফ দিচ্ছে ?

২. গন্ডারের খাঁচা কী দিয়ে ঘেরা ?

৩. উট পাখির গা-কেমন ?
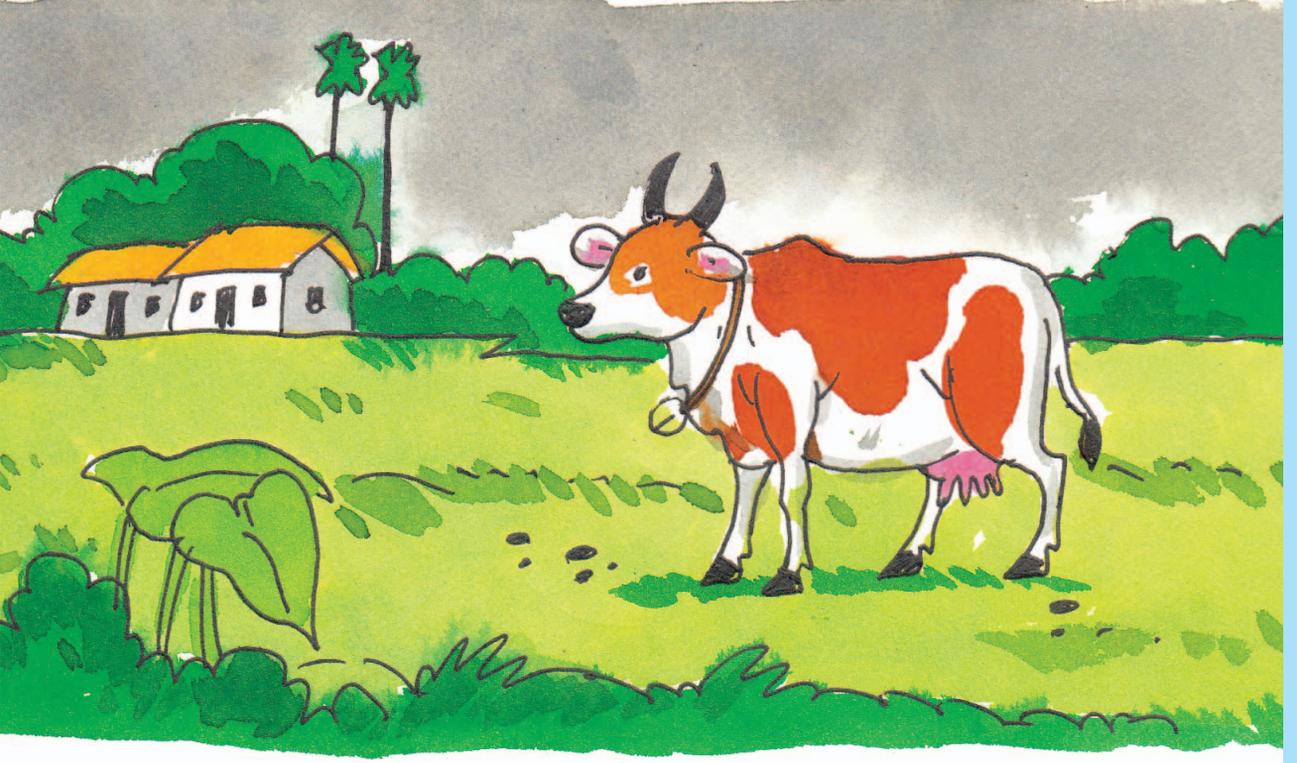
মেঘের ঘনঘটা

এখন শ্রাবণ মাস। পশ্চিমে ঘন কালো মেঘ জমে। গোটা বিশ্ব নিথর নিশ্চুপ। অবশ্যই ঝড় আসছে। শ্লথ পায়ে গোরু হাঁটছে মাঠে। আজ আর আলোর দর্শন মিলবে না। বিকেলে বেড়াতে যাবার প্রশ্নই নেই।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

শ্র	=	শ	+	র
শ্ব	=	শ	+	ব
শ্ল	=	শ	+	ল
শ্চ	=	শ	+	চ
শ্ন	=	শ	+	ন

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি :

বর্শা, দৃশ্য, নিশ্চয়,

প্রশ্ন, শ্লাঘা, রশ্মি

শ্র/ শ্রা/ শ্রু/ শ্ল/ শ্লা/ শ্য/ শ্চ/ শ্ব/ শ্ন বসিয়ে পাশাপাশি শব্দ তৈরি করি :

দৃ				ঘা		প্র	
	প		ম			ব	ণ
	তি		বি				ন্ত
		থ		বি		ম	

পাঠ পড়ে একটি বাক্যে উত্তর লিখি :

১. কোথায় ঘন কালো মেঘ জমে ?

২. গোরু কেমন করে হাঁটে ?

৩. আজ আর কী মিলবে না ?

জল থইথই

সকাল থেকে বৃষ্টি। কিছুই শুষ্ক নেই। বর্ষাতি গায়ে লোক চলেছে পথে। কোনোক্রমে গা-বাঁচাতে এই শ্রেষ্ঠ পথ। একমাত্র কৃষ্ণকাকুর দোকান খোলা। যাই, সর্ষে আনতে হবে।

চলো উপরের রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ষ্ক	=	ষ	+	ক
ষ্ঠ	=	ষ	+	ঠ
ষ্ট	=	ষ	+	ট
ষ্ণ	=	ষ	+	ণ

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি :

নষ্ট, সৃষ্টি, পুষ্করিণী, পৃষ্ঠা, কাষ্ঠ, বিষ্ণু, বৈষ্ণব।

নতুন একটা শব্দ বানাই :

ষ্ট	→	সৃষ্টি	বৃষ্টি
ষ্ঠ	→	কাষ্ঠ	
ষ্ক	→	আবিষ্কার	
ষ্ণ	→	জিষ্ণু	

পাঠটি পড়ে একটি বাক্যে উত্তর লিখি :

১. পথে লোক কী গায়ে দিয়ে চলেছে?

২. কার দোকান খোলা?

৩. কী আনতে যেতে হবে?
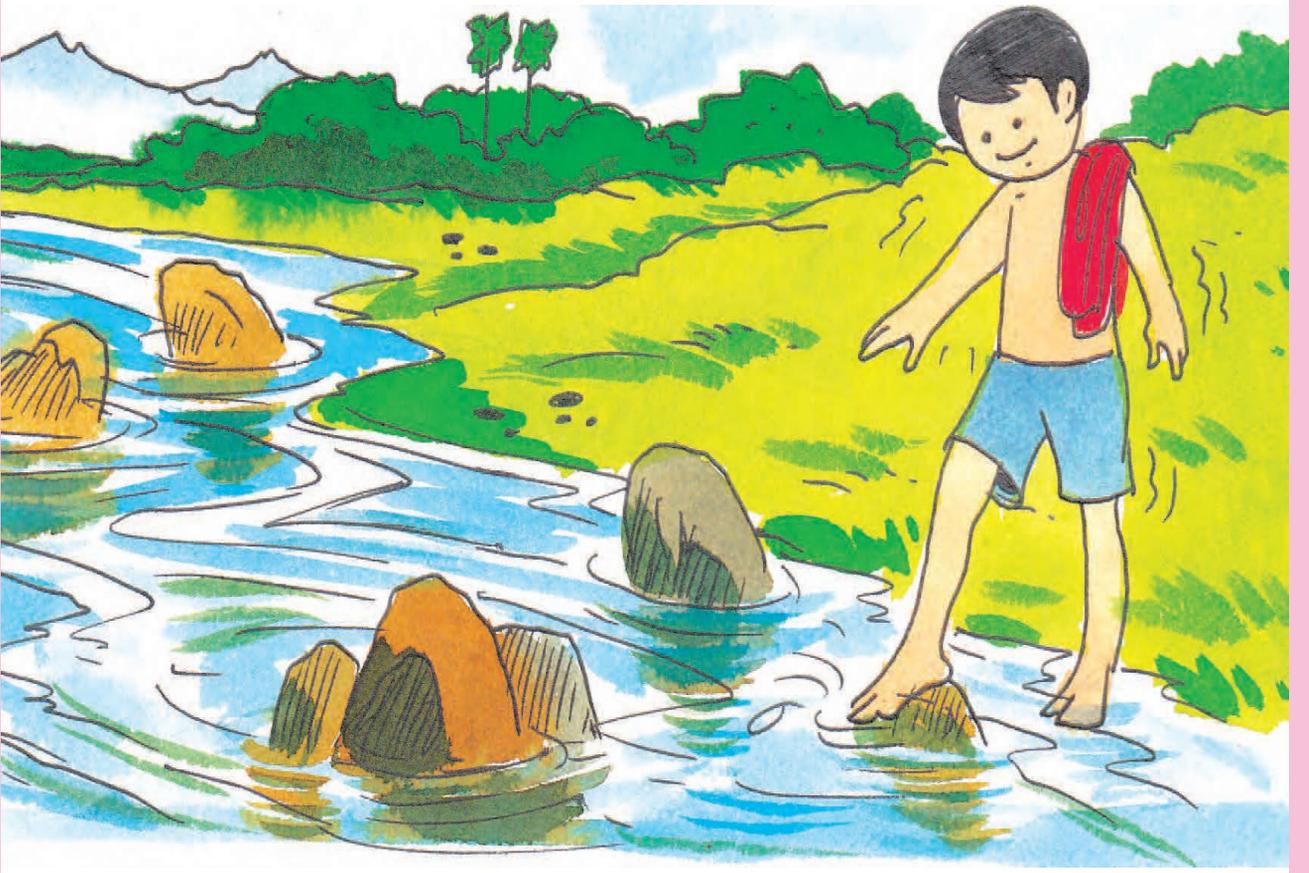
নাইতে নামি

নদীতে খুব স্রোত। আস্তে নামি। অস্থির হলে চলবে না। ইস্পাতের মতো শক্ত পাথরে পা রেখে স্নান সারতে হবে। চলো স্পর্শ করি ঠান্ডা নির্মল জল। এত স্বচ্ছ আর স্পষ্ট যে নীচ অব্দি দেখা যায়।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

স্র = স + র　　　স্প = স + প

স্ব = স + ব　　　স্ত = স + ত

স্থ = স + থ　　　স্ন = স + ন

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : অজস্র, স্থাপন, অস্পষ্ট, স্নাত, স্বপ্না, রহস্য ।

নীচের যুক্তব্যঞ্জনগুলিকে শব্দের প্রথমে, মাঝে এবং শেষে ব্যবহার করে অর্থপূর্ণ শব্দ বানাই:

স	হ	◯

নতুন শব্দগুলিকে বাক্যে ব্যবহার করি :

....

....

বিকেলের নানা রং

এখন অপরাহ্ণ বেলা। হ্রদের জলে সূর্য অস্ত যায়। সারা আকাশ জুড়ে লাল বহ্নির রকমারি ছটা। দেখে আহ্লাদে মন ভরে যায়। এমন সন্ধ্যার আহ্বান মনোমুগ্ধকর।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

হ্ল	=	হ	+	ল
হ্ব	=	হ	+	ব
হ্ণ	=	হ	+	ণ
হ্র	=	হ	+	র
হ্ন	=	হ	+	ন

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : পূর্বাহ্ণ, সায়াহ্ন, চিহ্ন, দাহ্য, প্রহ্লাদ।

ঠিক জায়গায় যুক্তবর্ণ বসাই :

পূ	র্বা		
ম	ধ্যা		
সা	য়া		
অ	প	রা	

পাঠটি পড়ে একটি বাক্যে উত্তর লিখি :

১.বিকেলের আরেক নাম কী?

২.কার জলে সূর্য অস্ত যায়?

৩.আকাশ জুড়ে কীসের রকমারি ছটা?

See and say :

VOWEL	CAPITAL LETTERS				
A	B	C	D		
E	F	G	H		
I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z
	CONSONANT				

vowel	small letters				
a	b	c	d		
e	f	g	h		
i	j	k	l	m	n
o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z
	consonant				

Circle the capital letters :

This is my bat.

I love my school.

That is Debu's ball.

We live in India.

We play cricket every Sunday.

The Taj Mahal is in India.

Read the sentences. Notice the Capital Letters :

1. She is Minu .
2. I have a pet cat.
3. Pinaki is my brother.

Use of Capital Letters :

1. In case of **I**
2. At the beginning of a sentence
3. In case of names of people, place, village, country, river, mountain, days of the week etc.

Rewrite the sentences using capital letters :

i am mouli. mita is my friend. we live in belna. belna is beside the river damodar. every sunday, we play together.

See and say :

Say :

1

bat mat

hat rat

one cat

2

bog hog

fog log
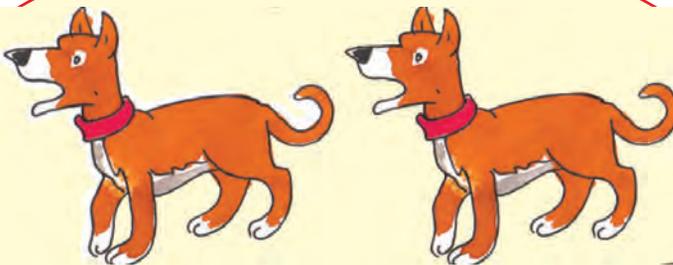
two dogs

See and say :

Say :

3 three

hug mug

jug rug

three bugs

4 four

den pen

men ten
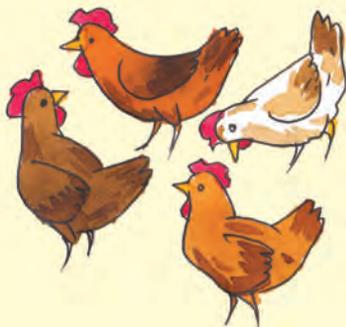
four hens

See and say :

Say :

5 five
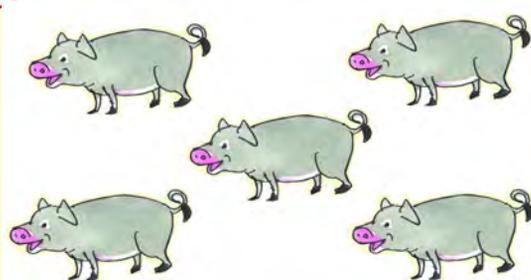
big fig

dig wig

five pigs

6 six

cook moon

hook pool

six books

See and say :

Say :

7 seven

call hall

fall tall

seven balls
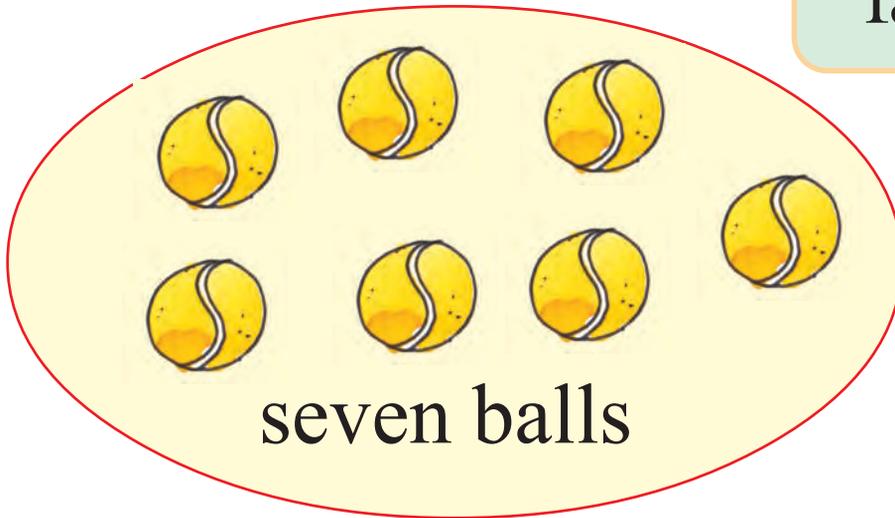
8 eight

free heel

jeep peel

eight trees
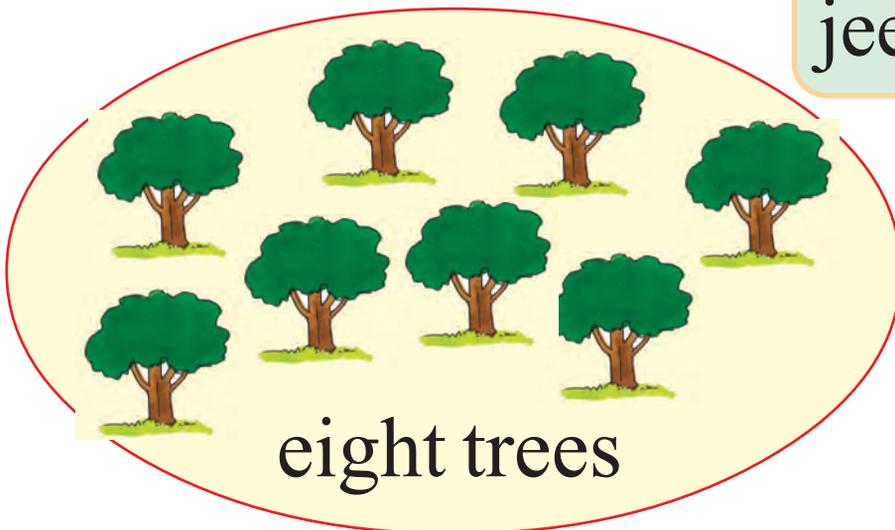
See and say :

Say :

9 nine

ship cash

shut fish

nine shops

10 ten
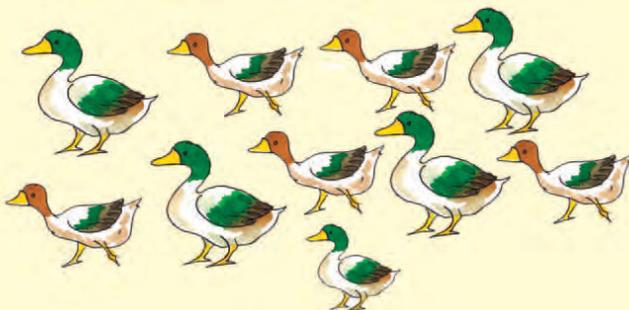
back clock

pack rock

ten ducks

Look at the pictures. Fill in the gaps :

three green trees
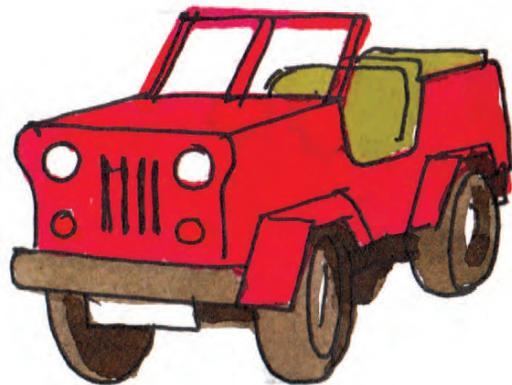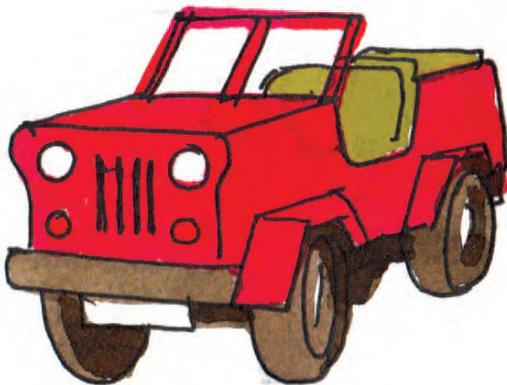
________________ red jeeps

Look at the pictures. Fill in the gaps :
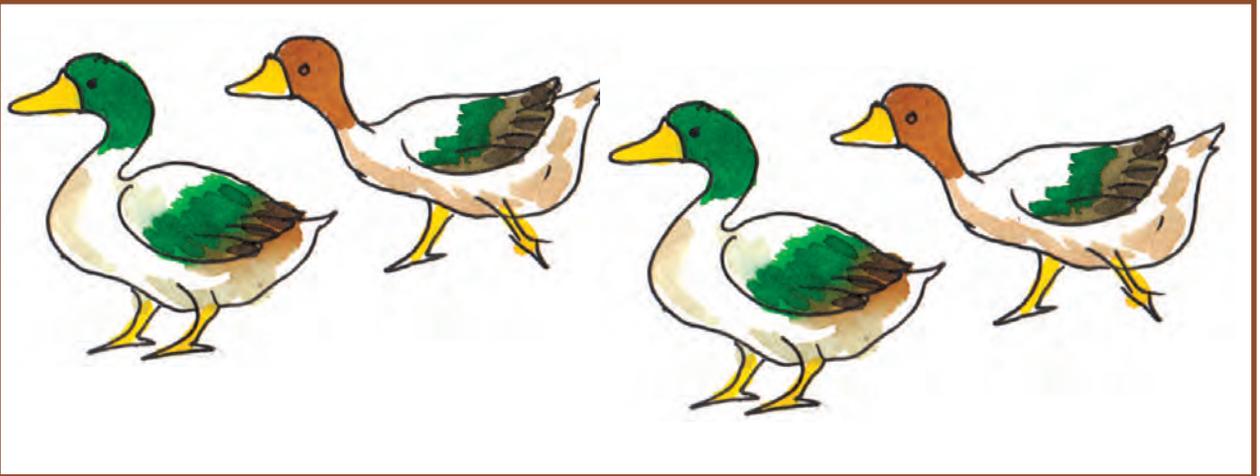
________________ small ducks

________________ big bags

Look at the pictures. Fill in the gaps :
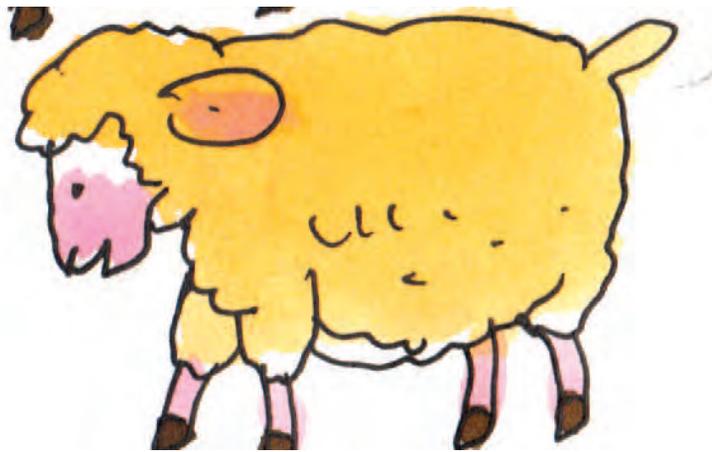
________________ fat sheep

________________ huge ships

Look at the pictures. Fill in the gaps :
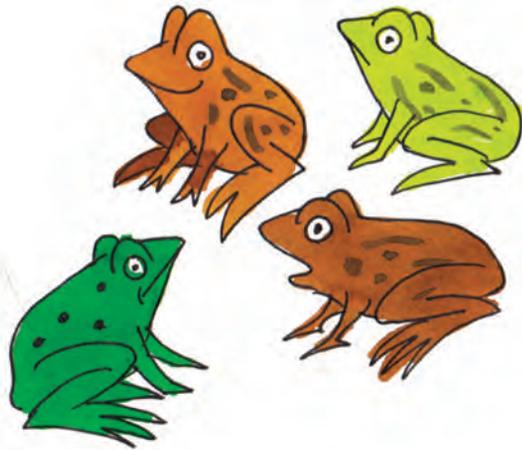
__________________ hopping frogs

__________________ sailing boat

Look at the pictures. Fill in the gaps :

________________ jumping fishes
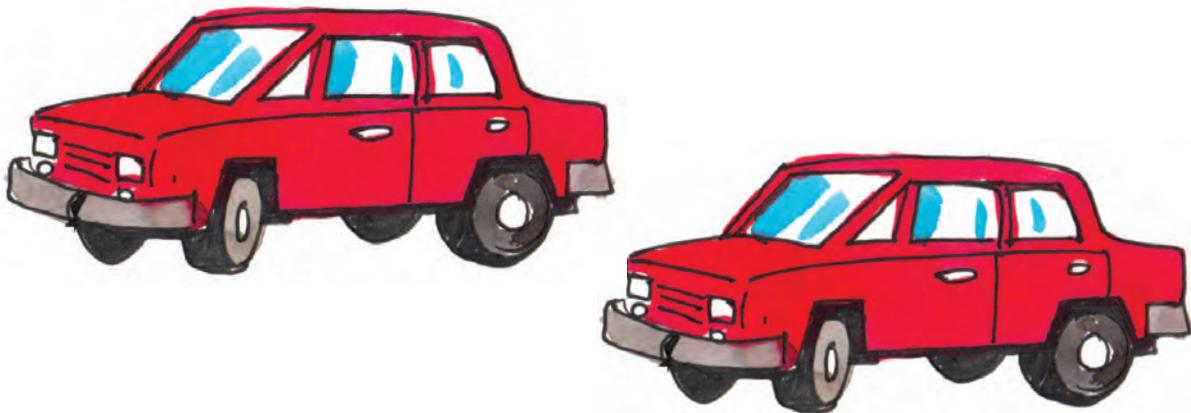
________________ tiny cars

Match column A with column B :

A	B
1) sky	a) green
2) milk	b) black
3) leaf	c) yellow
4) crow	d) white
5) yolk	e) blue

Colour the picture. Write three sentences about the picture:

See and Say :
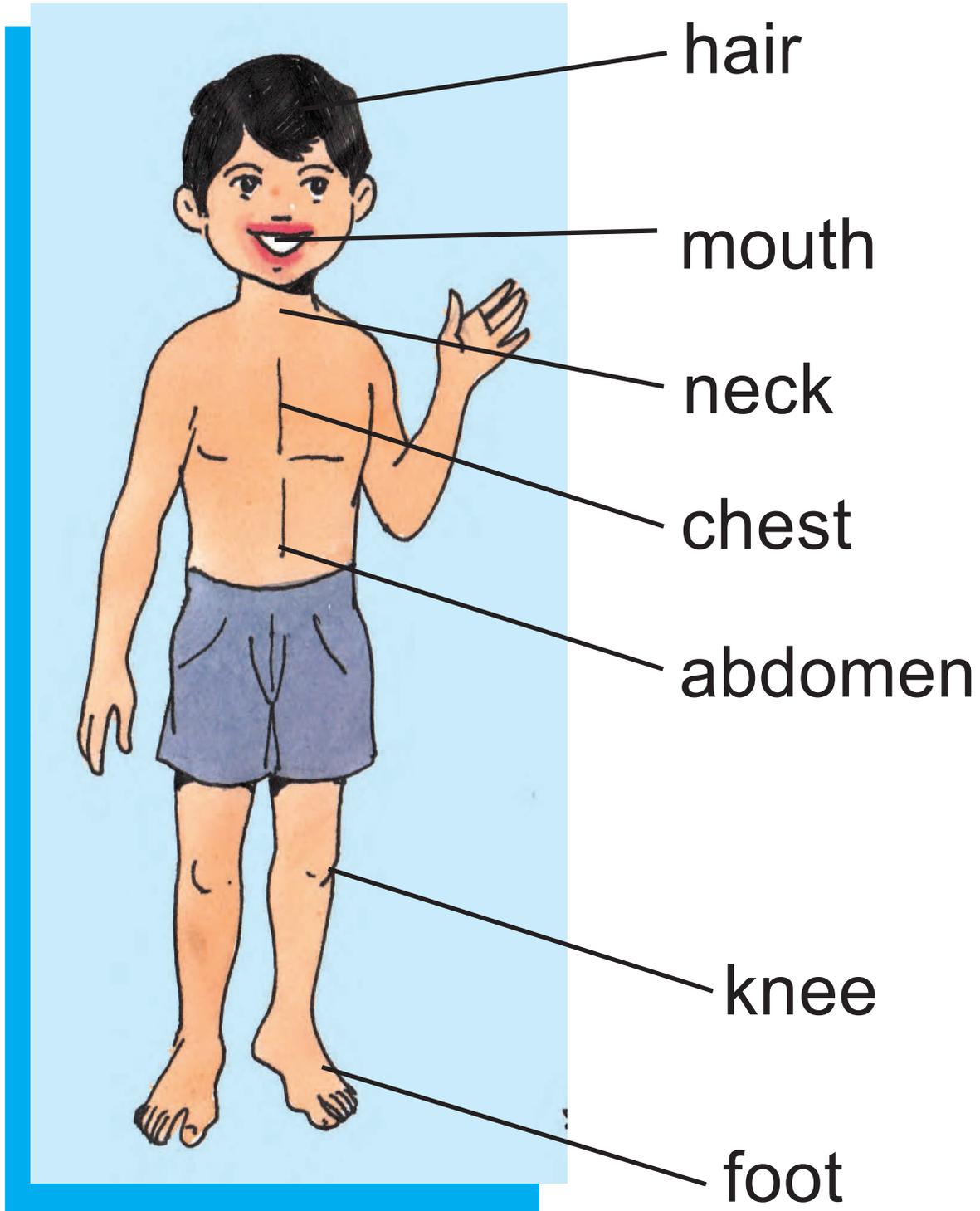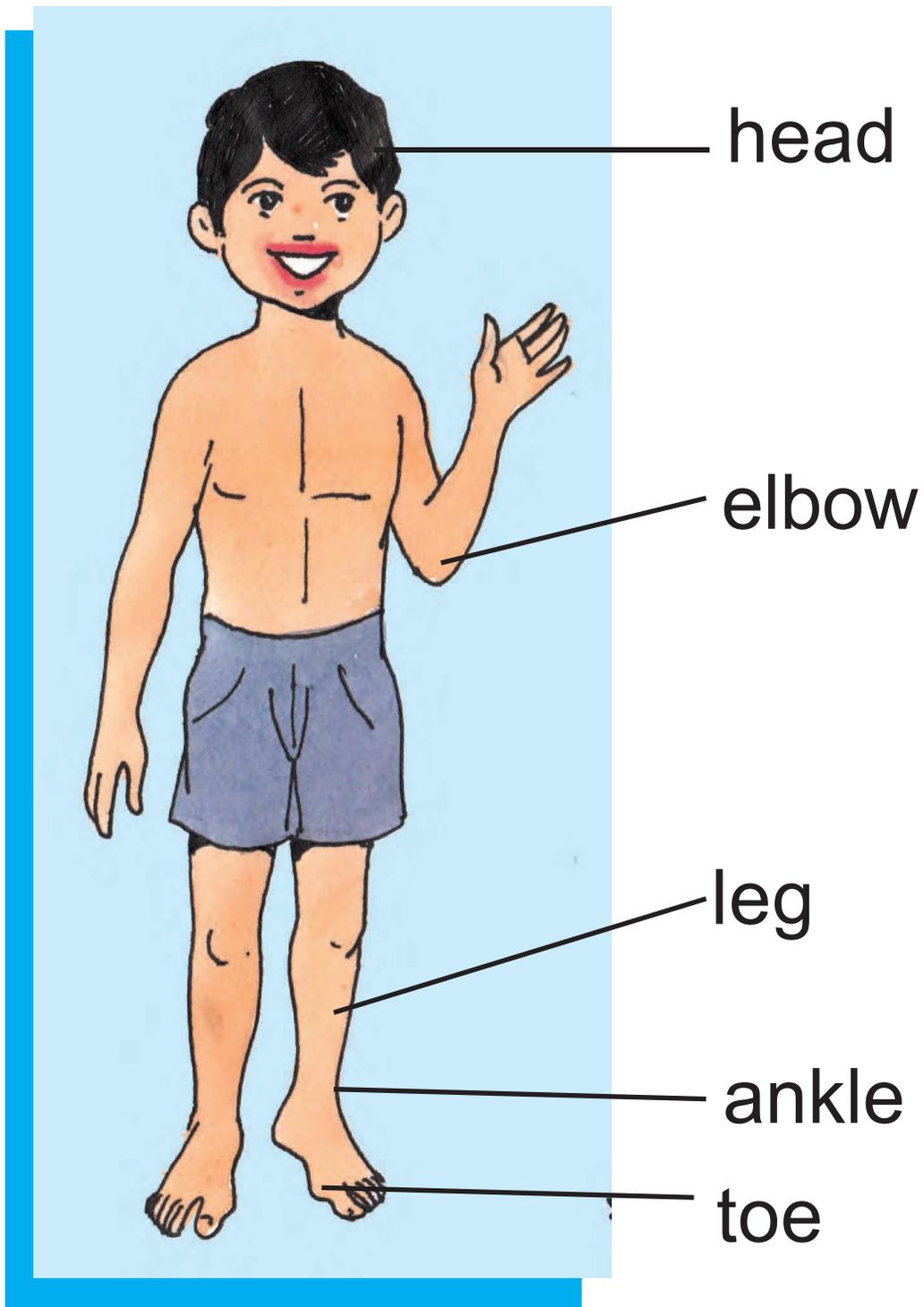
head
elbow
leg
ankle
toe

See the words in the help box . Fill in the gaps correctly :

1. I ________ my hands.
2. I ________ my head.
3. I ________ on my legs.
4. I ________ on my feet.

আলো আমার আলো

আলো আমার, আলো ওগো, আলো ভুবন-ভরা
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার, আলো হৃদয়-হরা ॥
নাচে আলো নাচে, ও ভাই, আমার প্রাণের কাছে—
বাজে আলো বাজে, ও ভাই, হৃদয়বীণার মাঝে—
জাগে আকাশ, ছোটে বাতাস, হাসে সকল ধরা ॥
আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি।
আলোর ঢেউয়ে উঠল মেতে মল্লিকা মালতী।
মেঘে মেঘে সোনা, ও ভাই, যায় না মানিক গোনা—
পাতায় পাতায় হাসি, ও ভাই, পুলক রাশি রাশি—
সুরনদীর কূল ডুবেছে সুধা-নিঝর-ঝরা ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিখন পরামর্শ : *শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে উপরের গানটি সুর ও ছন্দ মিলিয়ে গাইবে।*

প্রভাত বর্ণন

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি, সকলি ফুটিল॥
রাখাল গোরুর পাল, লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন, নিজ নিজ পাঠে॥
ফুটিল মালতী ফুল, সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি, আসিয়া জুটিল॥
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক, পুলকিত মন॥

শিখন পরামর্শ : *শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে উপরের কবিতাটি ছন্দ সহযোগে পাঠ করবে।*

শীতল বাতাস বয়, জুড়ায় শরীর।

পাতায় পাতায় পড়ে, নিশির শিশির॥

উঠো শিশু, মুখ ধোও, পরো নিজ বেশ।

আপন পাঠেতে মন, করহ নিবেশ॥

নীচের ছবিটিকে নিজের পছন্দ মতো রং করি :

See and say :
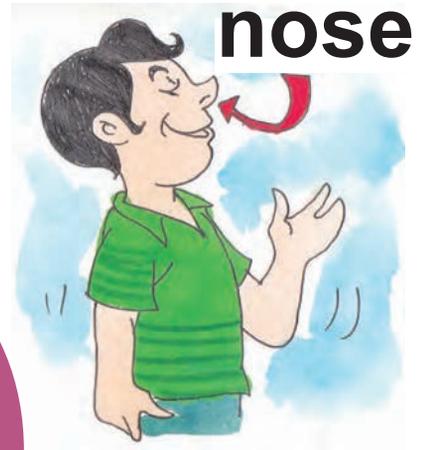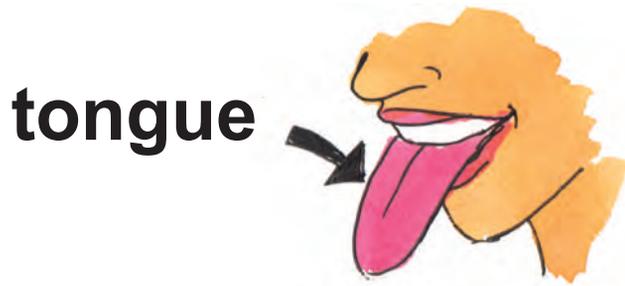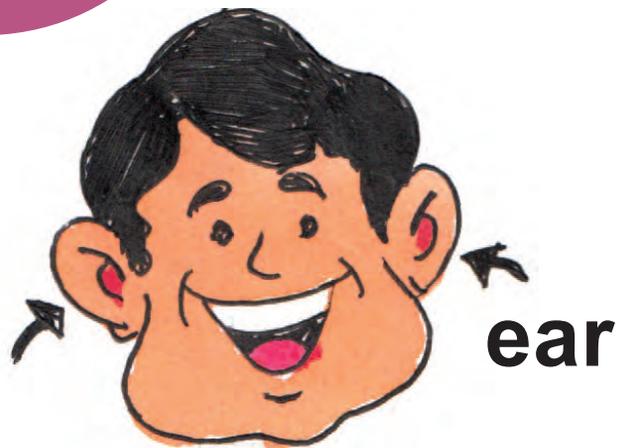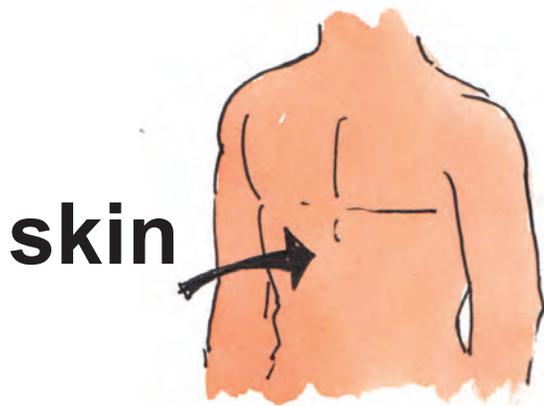
See the words in the help box . Fill in the gaps correctly :

1. I ____________________ with my eyes.
2. I ____________________ with my nose.
3. I ____________________ with my ears.
4. I ____________________ with my tongue.
5. I ____________________ with my skin.

See and write :

I can see a ________________.

I can see a ________________.

I can see a ________________.

I can see a ________________.

I can see a ________________.

Match column A with column B :

A	B
1. china rose	1. white
2. sunflower	2. pink
3. lotus	3. violet
4. lily	4. yellow
5. dahlia	5. red

See and write :

I can see a ________________.

I can see a ________________.

See and write :
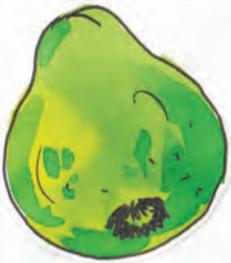
I can see a ________________.
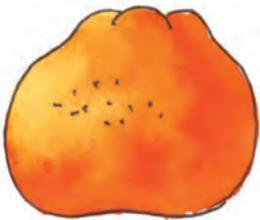
I can see a ________________.

I can see a ________________.

Make a list of fruits :

1. l emon
2. m ___________
3. j ___________
4. b ___________
5. g ___________
6. w ___________

Draw pictures of your favourite flowers and fruits:

Write the names of the flowers and fruits :

Flowers	Fruits
1.	1.
2.	2.
3.	3.

Listen and say :

Watermelon, watermelon
Rolling down the street.
Watermelon, watermelon
Stopped at my feet.
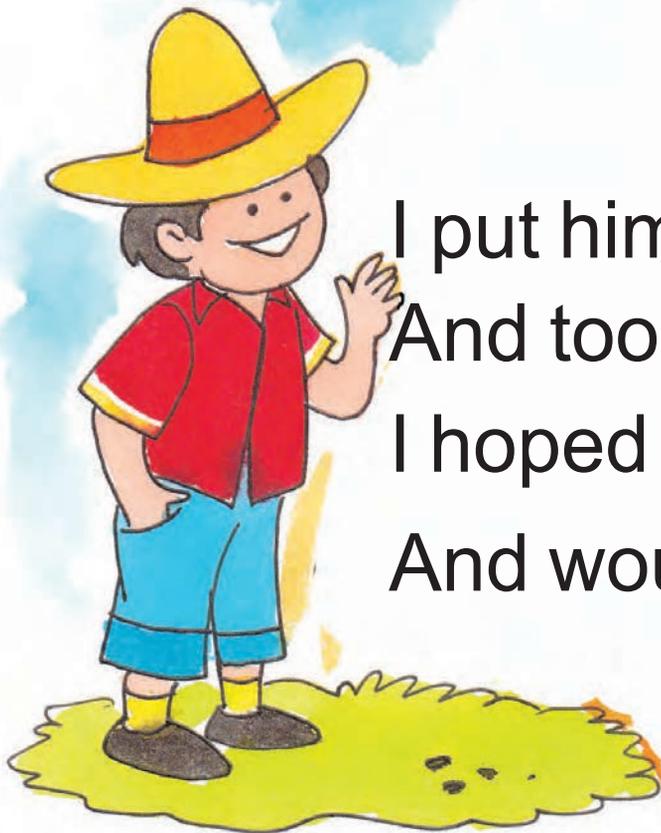
I put him in my wagon
And took him home.
I hoped he liked it
And wouldn't try to roam.

See and say :
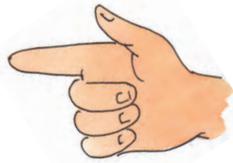
What is this ?
This is a book.
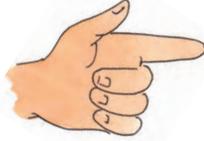
What is that ?
That is a book.
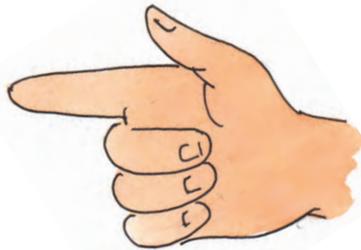
What is this ?

....
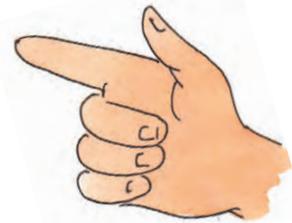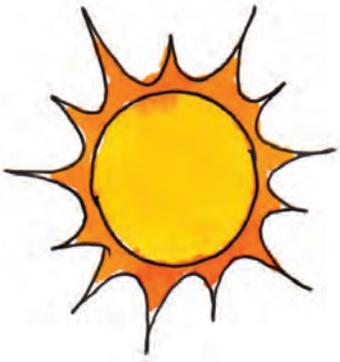
What is that ?

....
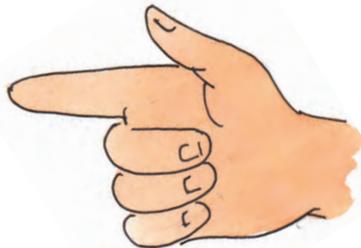
What is this ?

....
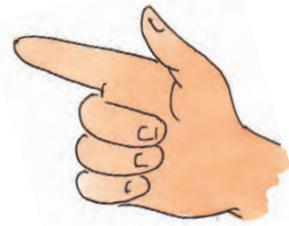
What is that ?

....

A telling sentence starts with a capital letter and ends with a full stop .

An asking sentence starts with a capital letter and ends with a question mark ?

See and Say :
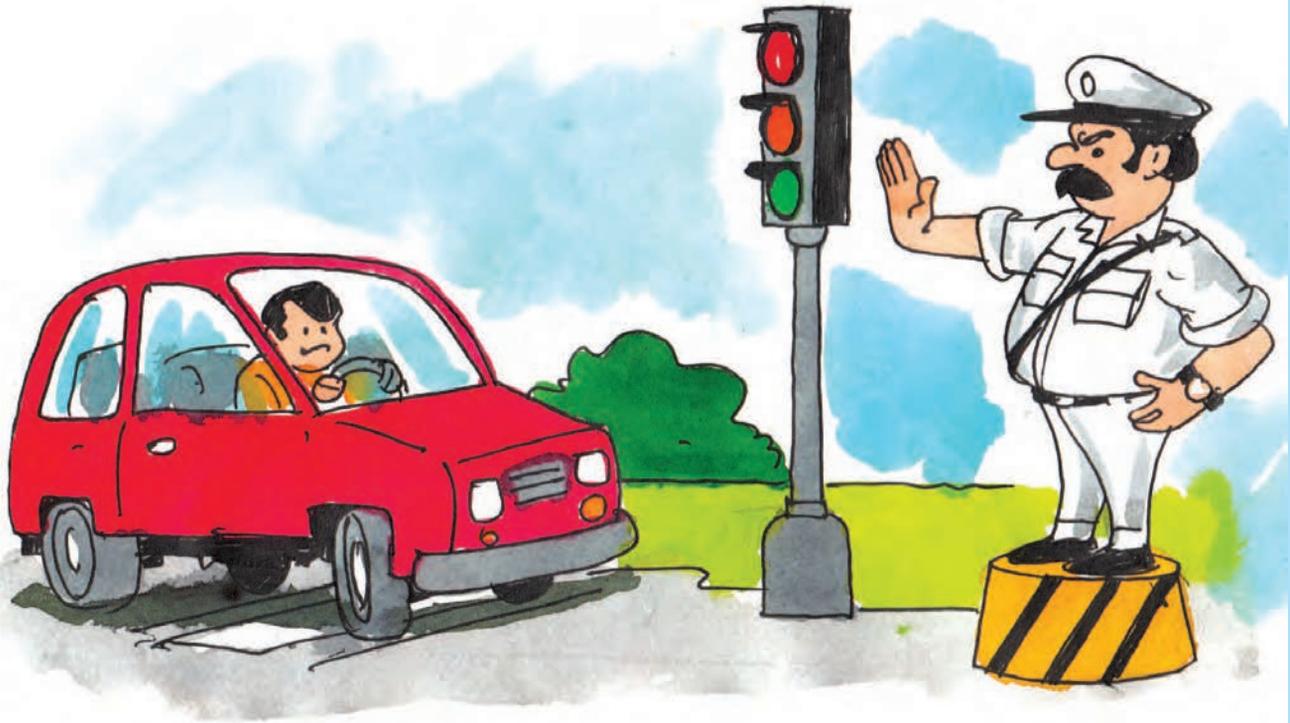
The signal was red.

The car did not stop at the signal.

The driver broke the rule.

Read the sentences:

There are six members in our family. They are my grandfather, grandmother, father, mother, sister and me. My father is a teacher. He teaches English. My mother is a housewife. She takes good care of us. My sister reads in class three. I am in class two. We are a very happy family.

Fill in the gaps with words from the passage:

a) There are __________ members in our family.

b) My father is a ______________.

c) My sister reads in class _______.

d) We are a very __________ family.

Draw the pictures :

the sun

a banana

a glass
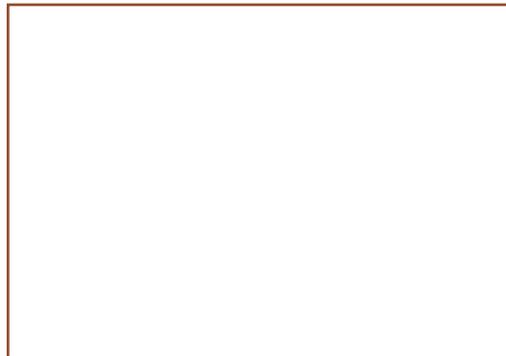
a leaf

an umbrella

a hut

ছবি দেখে ফাঁকা ঘরে ঠিকমতো লিখি

ছবিতে ২নং গাছ ১নং গাছের চেয়ে [ ], অথচ ৩নং গাছের চেয়ে [লম্বা]। এখানে ১নং গাছ সবচেয়ে [ ] ও ৩নং গাছ সবচেয়ে [ ]।

এখানে বিড়াল, বাঘের থেকে [ ], অথচ ইঁদুরের চেয়ে [বড়ো]। এখানে ইঁদুর সবার থেকে [ ], বাঘ সবার থেকে [ ]।
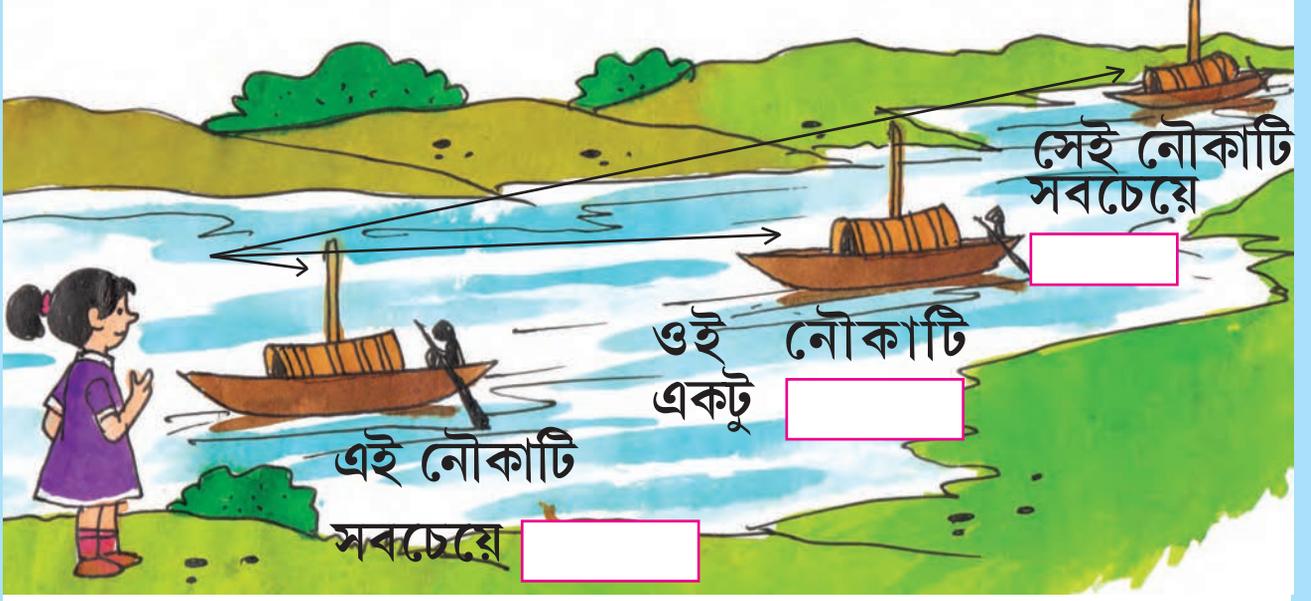
সাবিনা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছে তিনটি নৌকার কোনটি তার কাছাকাছি আর কোনটি সবচেয়ে দূরে।

২ নং শিশিতে ১ নং শিশির থেকে ☐ মধু আছে, অথচ ৩ নং শিশির থেকে বেশি মধু আছে।

(১) মাঝের শিশিতে বাঁদিকের শিশির চেয়ে ☐ মধু আছে।

(২) মাঝের শিশিতে ডানদিকের শিশির চেয়ে

[ ] মধু আছে।

(৩) এখানে সবচেয়ে বেশি মধু আছে [ ]

নং শিশিতে।

(৪) এখানে সবচেয়ে কম মধু আছে [ ] নং

শিশিতে।
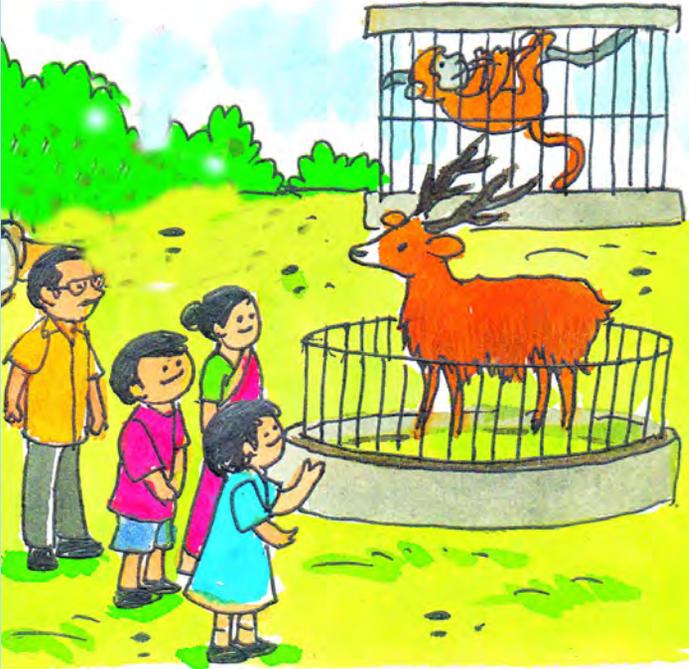
আমরা খাঁচার

[ ] অথচ হরিণ

খাঁচার [ ] ।

হনুমানও খাঁচার

ভিতরে ।

ছবি দেখে ফাঁকা ঘরে ঠিকমতো লিখি

মীর **রাজু** **রানা**

রাজুর হাতের বল, রানার হাতের বলের থেকে বড়ো, অথচ মীরের হাতের বলের থেকে ____। এখানে মীরের হাতের বল সবচেয়ে ____ ও রানার হাতের বল সবচেয়ে ____।
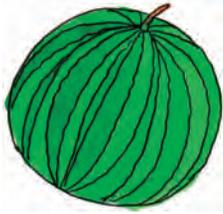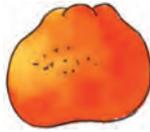
তরমুজ **কমলালেবু** **লিচু**

কমলালেবু, তরমুজের থেকে হালকা, লিচুর থেকে ____। এখানে তরমুজ সবথেকে ____, লিচু সবথেকে ____।

২নং গাছের গুঁড়ি ১নং গাছের গুঁড়ির থেকে [ ] অথচ বাঁশির থেকে [মোটা]। এখানে ১নং গাছের গুঁড়ি সবচেয়ে [ ]। বাঁশি সবচেয়ে [ ]।

এই আমটা একটু [ ]-তে, তাই সৌমেন আঁকশি দিয়ে পাড়ছে।

এই আমটা অনেক [ ]-তে। তাই ডেভিড গাছে উঠে পাড়ছে।

এই আমটা বেশ [ ]-তে। তাই আসিফ মাটিতে দাঁড়িয়ে পাড়ছে।

এখানে সবচেয়ে উঁচুতে আম পাড়ছে [ ], সবচেয়ে [ ]-তে আম পাড়ছে আসিফ।

ছবি দেখে ফাঁকা ঘরে ঠিকমতো লিখি

দিদিমা মেঝেতে বসে বই পড়ছে। বইটা মোটা । বোন টেবিলে বসে বই পড়ছে। বইটা দিদিমার বইয়ের থেকে ______ ।

ছেলেরা দৌড়াদৌড়ি করছে। ববি সবার ______ আছে। সবার পেছনে আছে ______ ।

সলমন জনের সামনে আছে অথচ ববির ______ আছে।

জন সানির ______ আছে অথচ ______-এর পিছনে আছে।

ছবি দেখি ও খুঁজি

বেশি-কম, ভারী-হালকা, লম্বা-খাটো, বড়ো-ছোটো, দূরে- কাছে, ভিতরে- বাহিরে, মোটা-সরু, উপরে- নীচে, সামনে-পিছনে, সোজা-বাঁকা।

ছবি দেখে ফাঁকা ঘরে ঠিকমতো লিখি
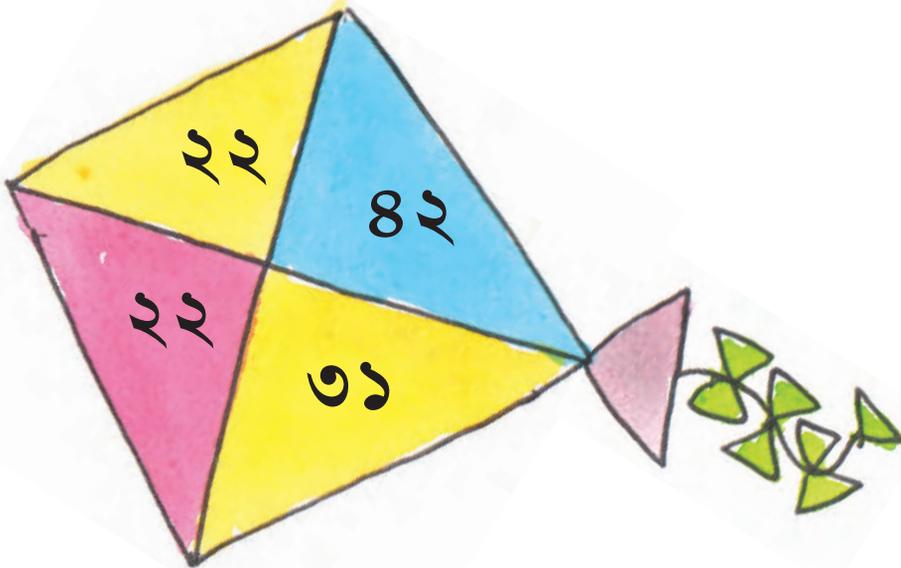
ছবি দেখে ফাঁকা ঘরে ঠিকমতো লিখি

ছবি দেখে ফাঁকা ঘরে ঠিকমতো লিখি

ছবি দেখে বুঝে লিখি
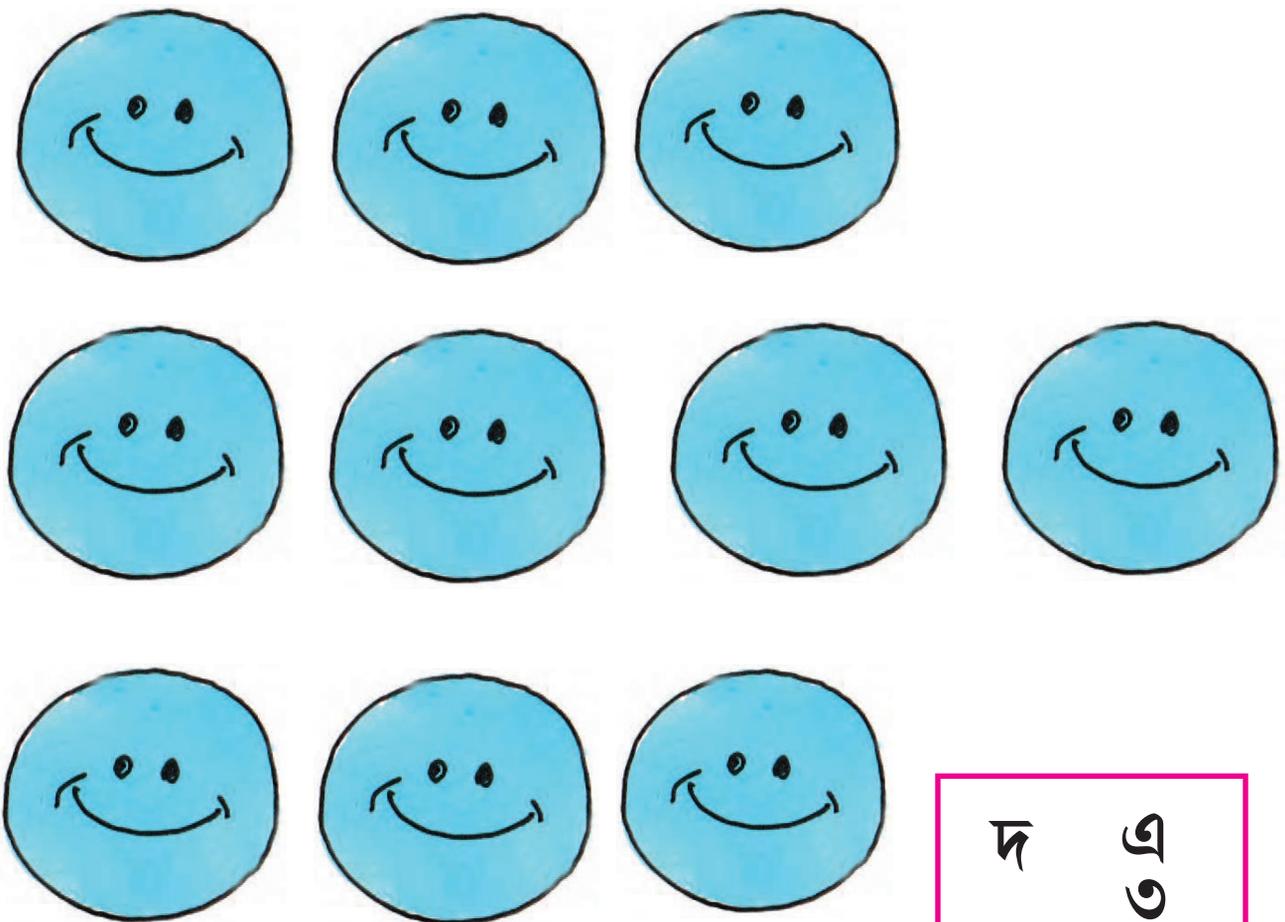
☐ + ☐ + ☐ = ☐

ছবি দেখে বুঝে লিখি

☐ + ☐ + ☐ = ☐

দ	এ
	☐
+	☐
+	☐
	☐

ছবি দেখে বুঝে লিখি

ছবি দেখে বুঝে লিখি

এ
□
- □
□ - □ = □
এ
৭
- ২
৭ - ২ = □
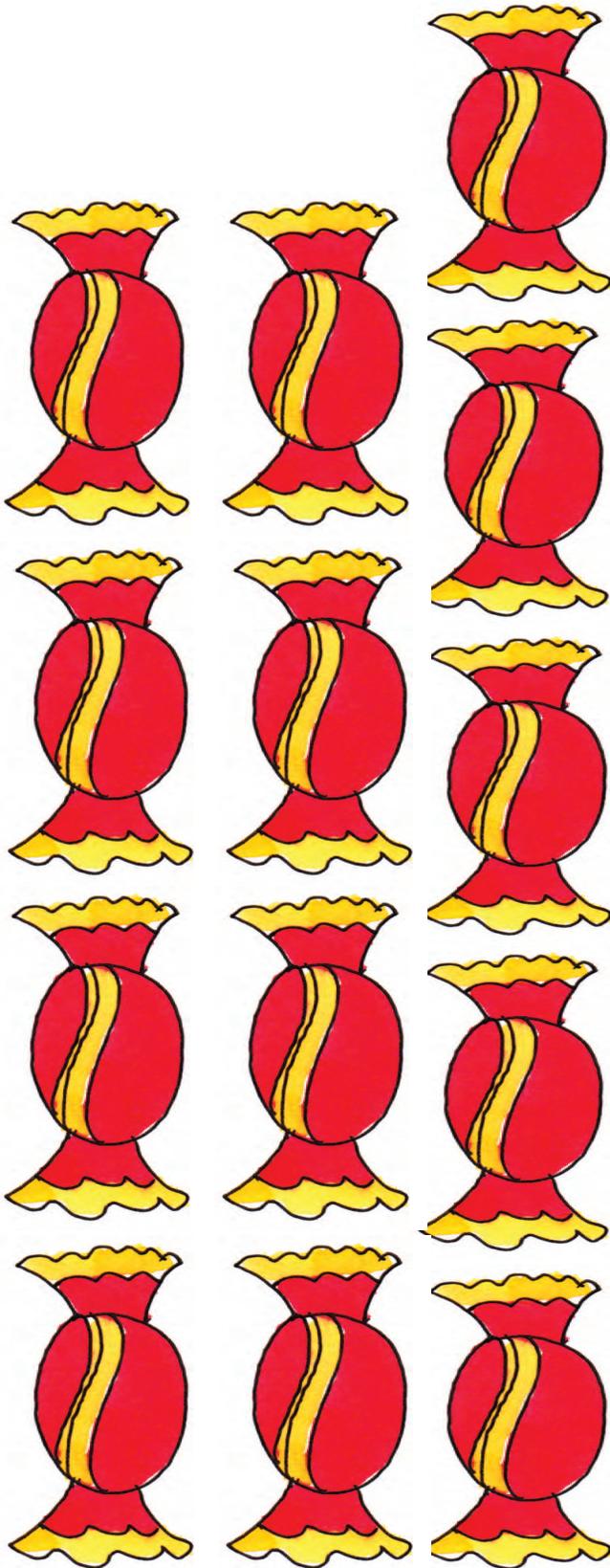
ফুলের কাছে বাঁদিক থেকে ৫ টি প্রজাপতি ও ডানদিক থেকে ৮ টি প্রজাপতি উড়ে আসছে। এখন ফুলের কাছে মোট কটি প্রজাপতি আছে দেখি।
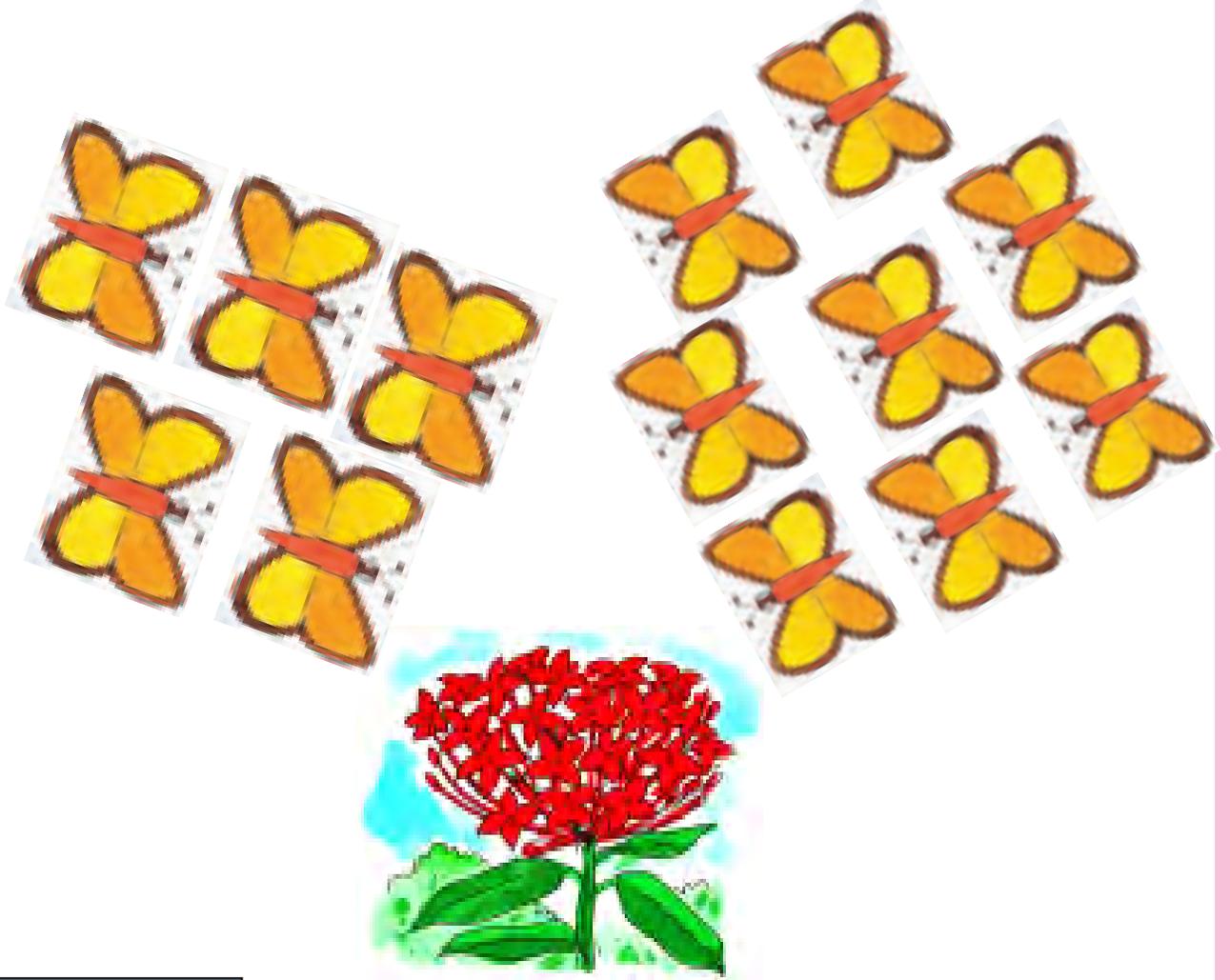
৮ + ৫ = ____ .

এখানে মোট ☐ টি প্রজাপতি আছে।

এক জায়গায় ৯ টি ফুল ছিল। তার থেকে ৫ টি ফুল তুলে নিলে, কটি ফুল সেখানে থাকবে দেখি।
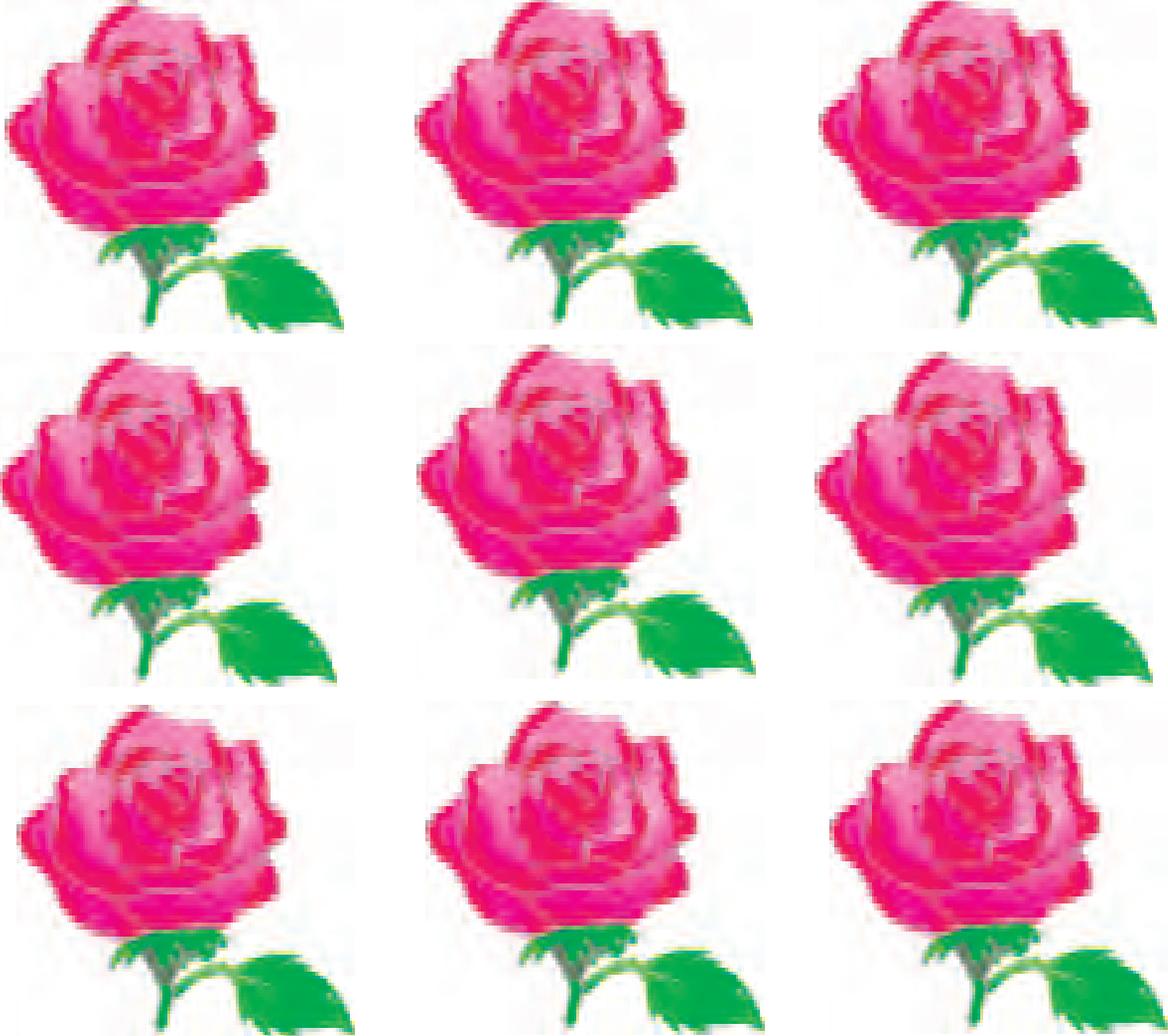
এ

___ ___ ___ = ____.

ওই জায়গায় ☐ টি ফুল রইল।
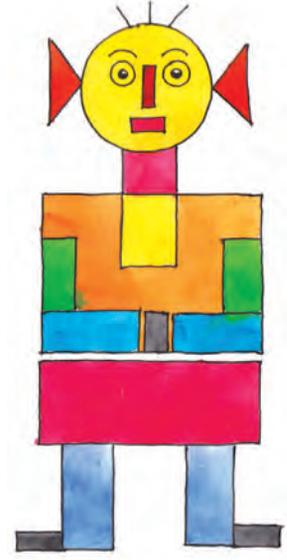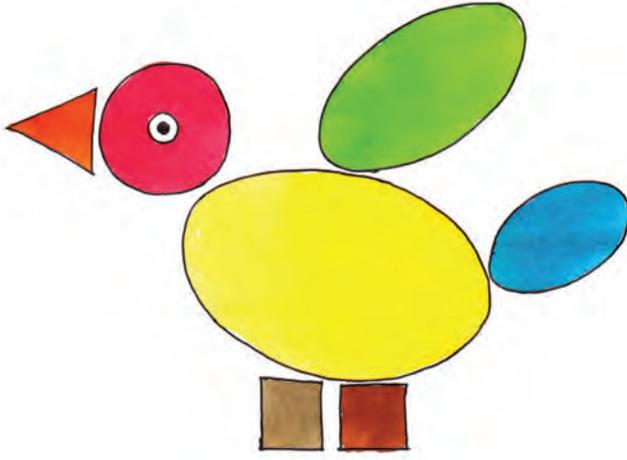
ফাঁকা জায়গায় নীচের আকারগুলি দিয়ে ছবি আঁকি ও রং করি
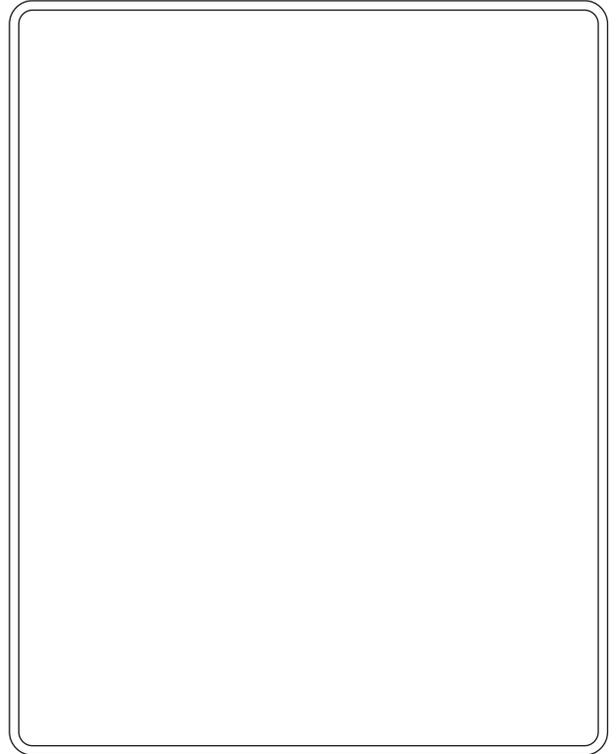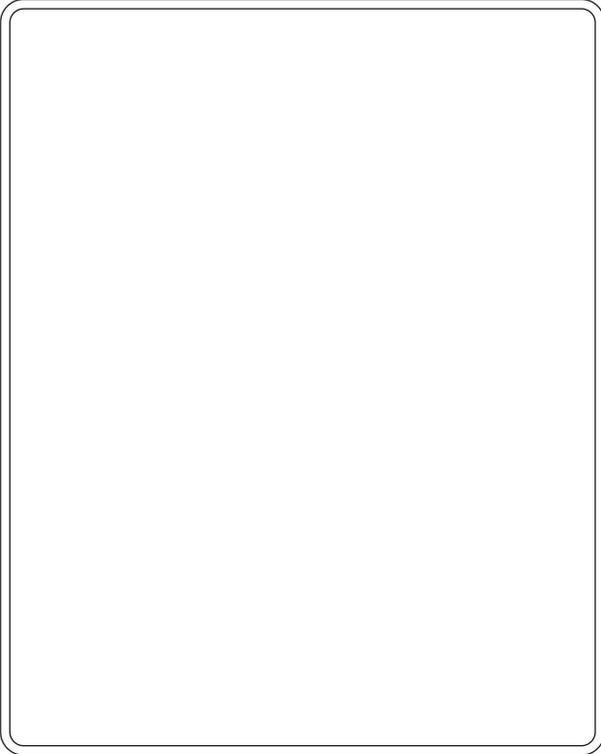
ছবি দেখে ফাঁকা ঘর ঠিকমতো ভরতি করি
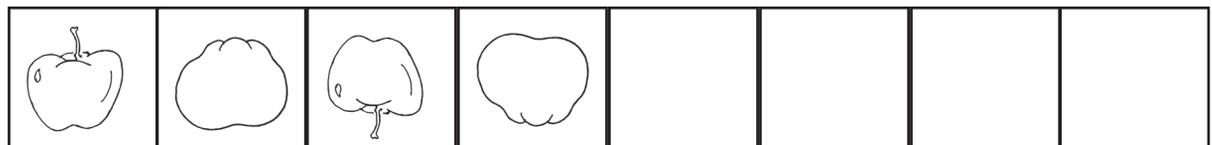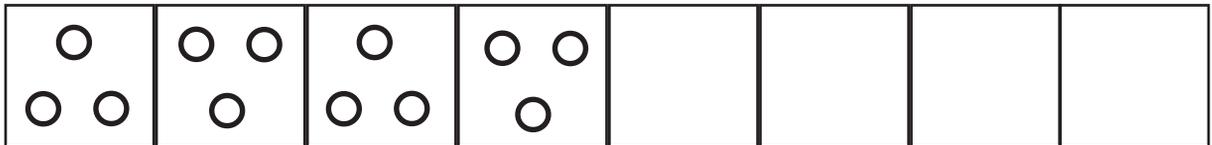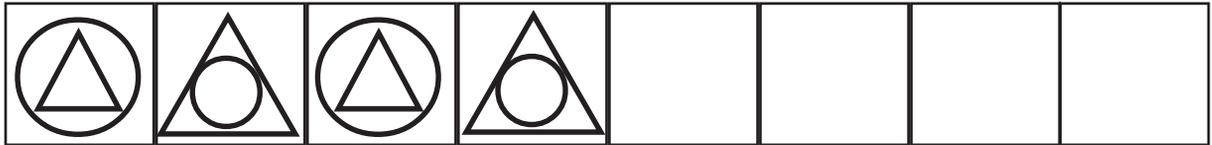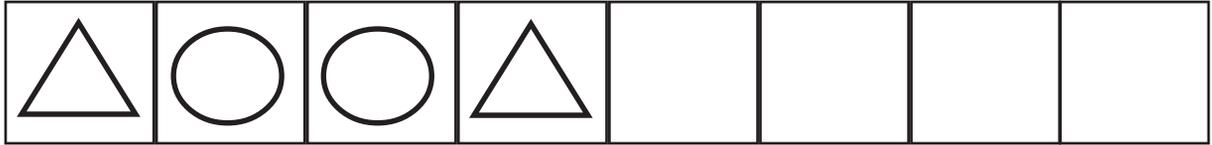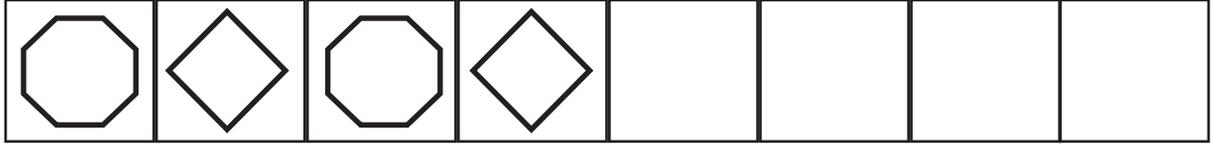
কাঠিতে বল বসাই

আজ আমরা বাগানে খেলা করব। গাছের নীচে অনেক আম পড়ে আছে। আমরা সেগুলো কুড়িয়ে এনে ঝুড়িতে জড়ো করব। এবার দেখি কে কতগুলো আম কুড়িয়ে আনলাম। নতুনভাবে কাঠি ও ৯টি লাল বল দিয়ে গুনব। কাঠিতে ৯ টার বেশি বল রাখা যায় না।

এই কাঠির নাম দিলাম একক কাঠি বা একক ঘর।

১ টি আমের জন্য কাঠিতে ১ টি লাল বল রাখব
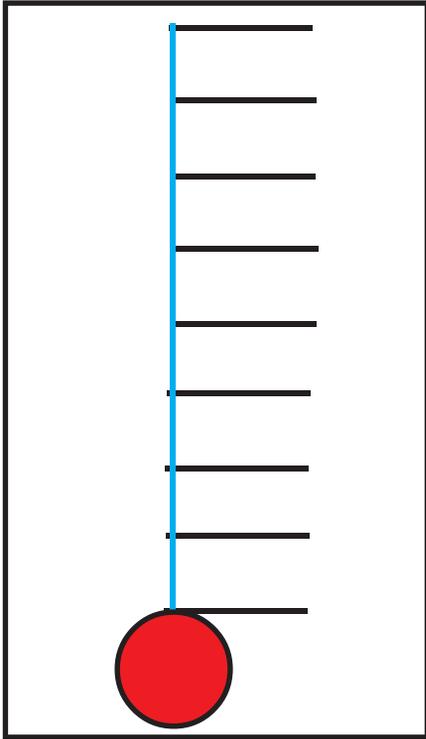
২ টি আমের জন্য কাঠিতে ২ টি লাল বল রাখব
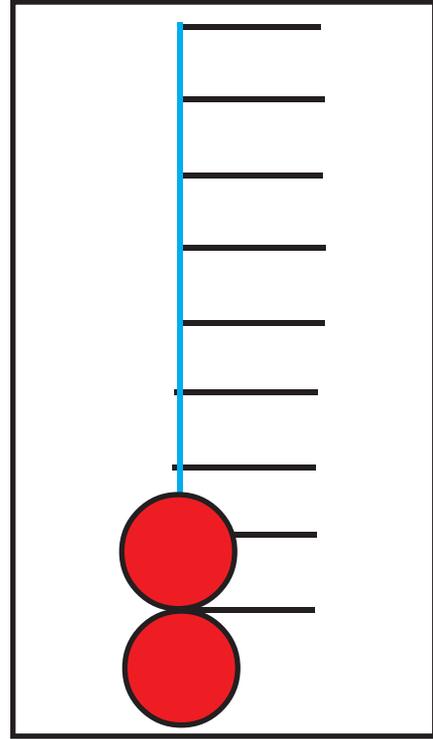
১ টি আম

২ টি আম

এই কাঠির নাম দিলাম **একক কাঠি বা একক ঘর।**

৫ টি আমের জন্য কাঠিতে ৫ টি লাল বল রাখব
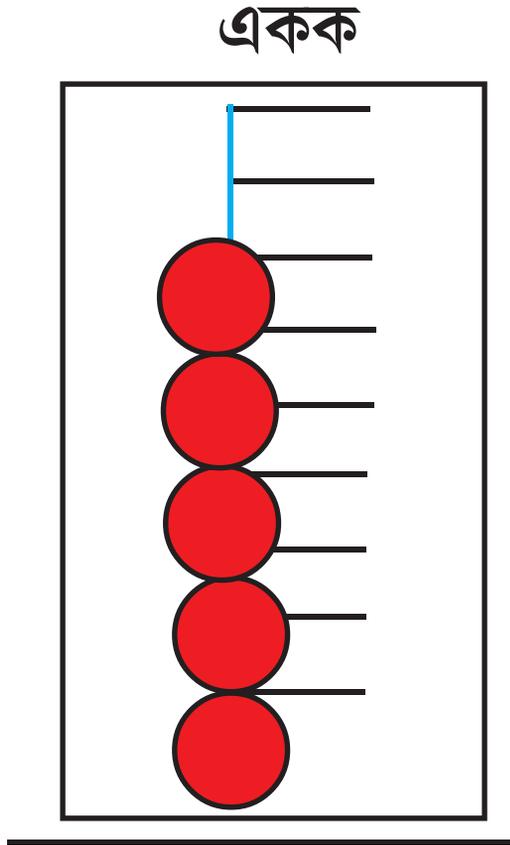
৯ টি আমের জন্য কাঠিতে ৯ টি লাল বল রাখব

৫ টি আম
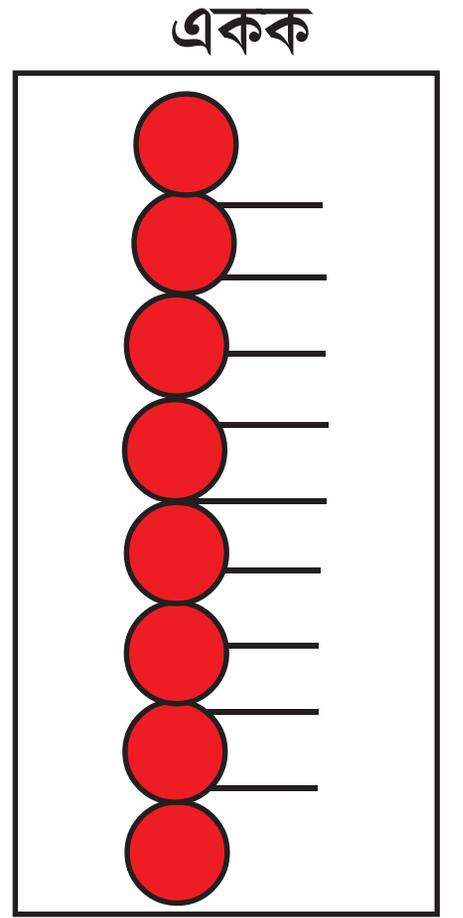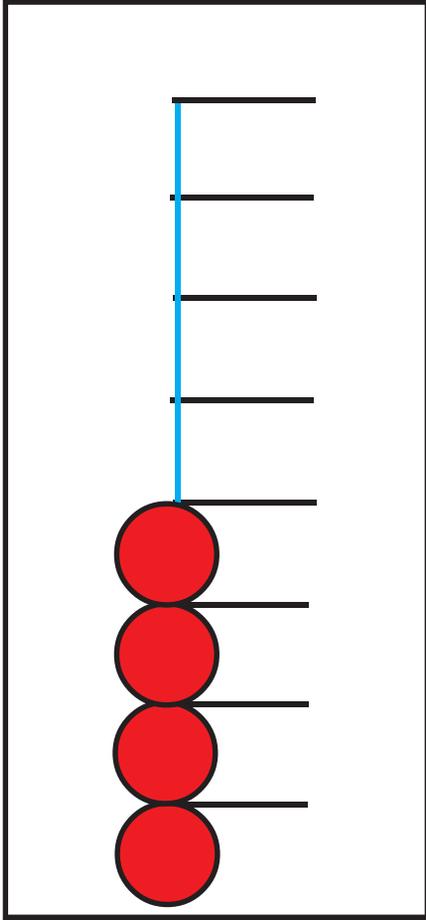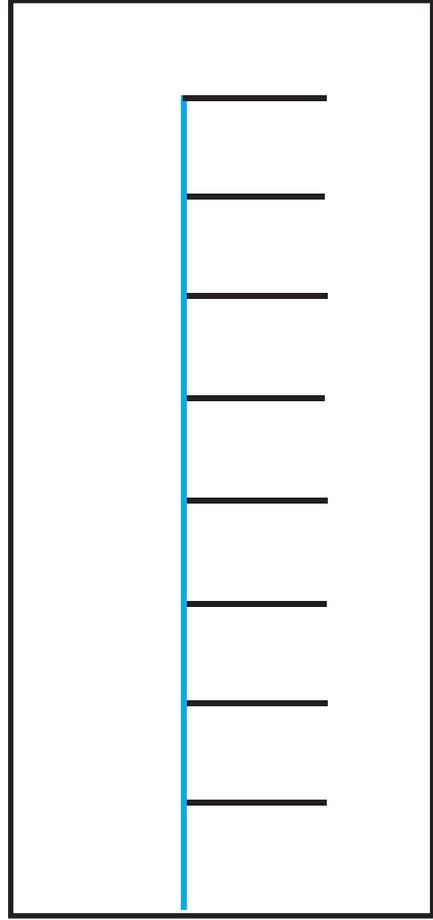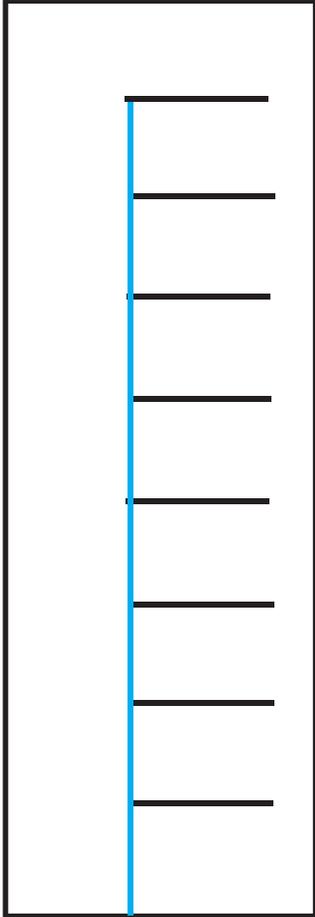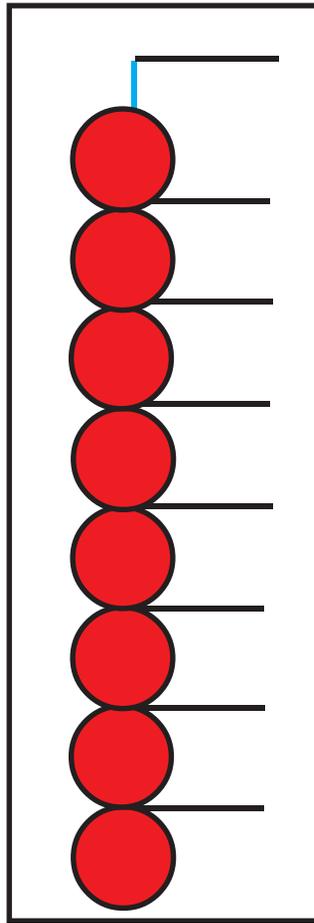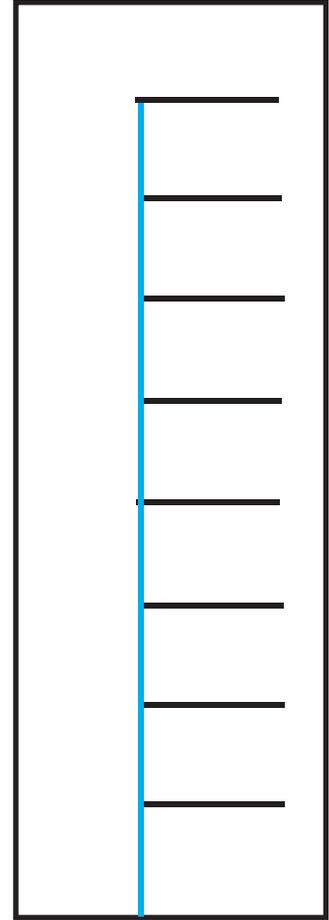
৯ টি আম

[কাঠিতে বল বসাই]

[কাঠিতে বল বসাই]

কাঠিতে বল বসাই

মিলি ১০টি আম কুড়িয়েছে। রঙিন বল ও কাঠি দিয়ে সে গুনবে।

তাই আর একটা নতুন কাঠি দরকার। এই নতুন কাঠির
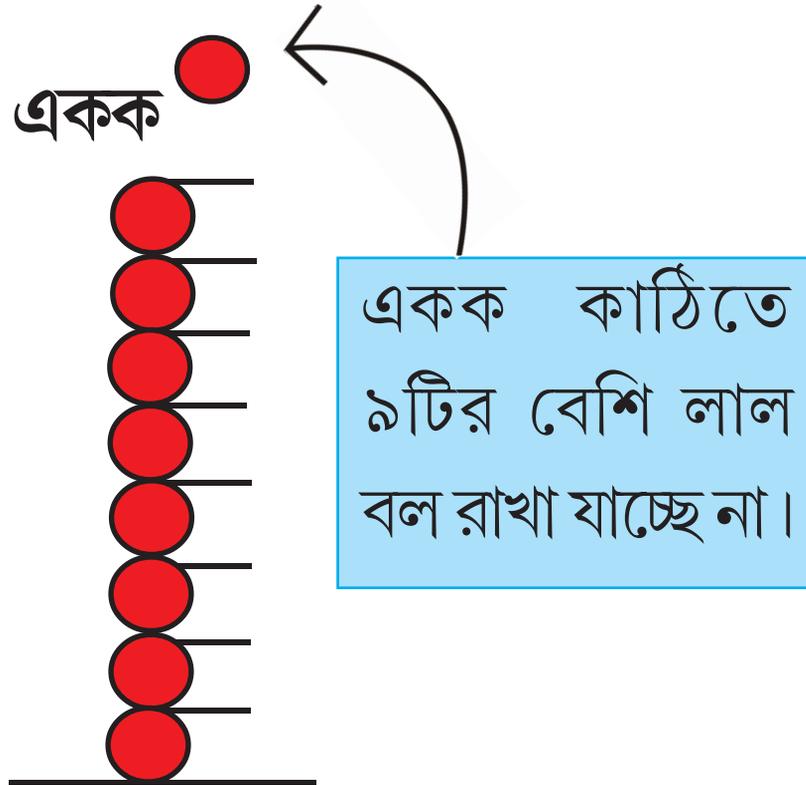
নাম দিলাম **দশক কাঠি বা দশক ঘর**।

তাই দশটি লাল বলের বদলে একটি হলুদ বল নিলাম।

বল নিলাম।

তাই পেলাম,

→ ১০ →
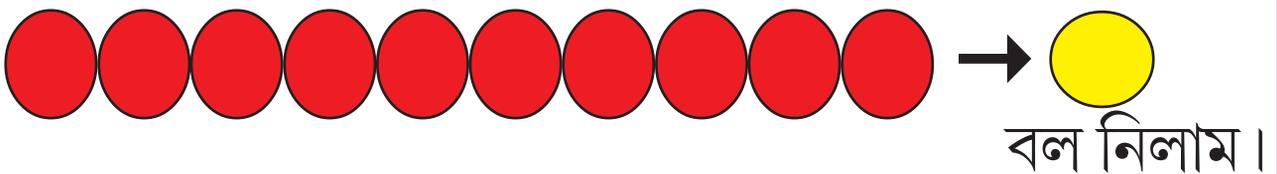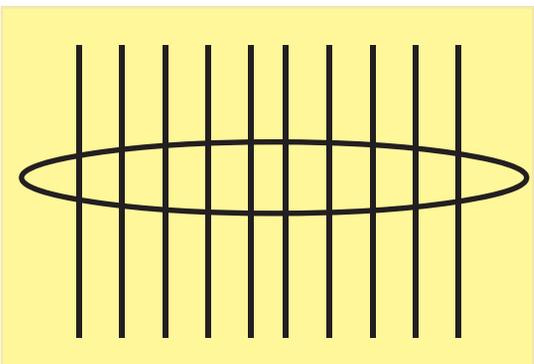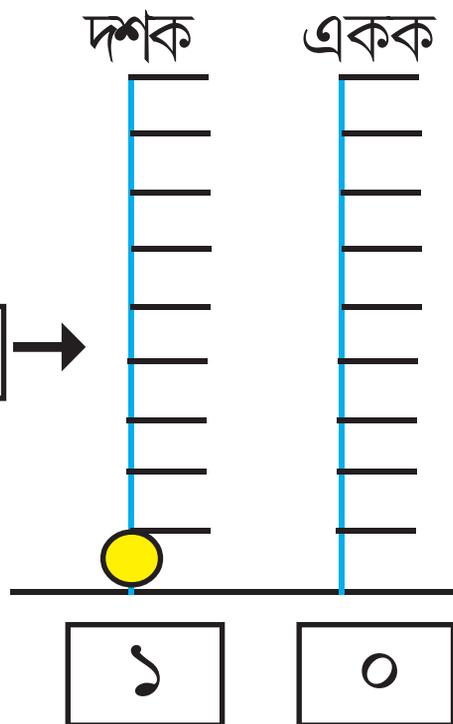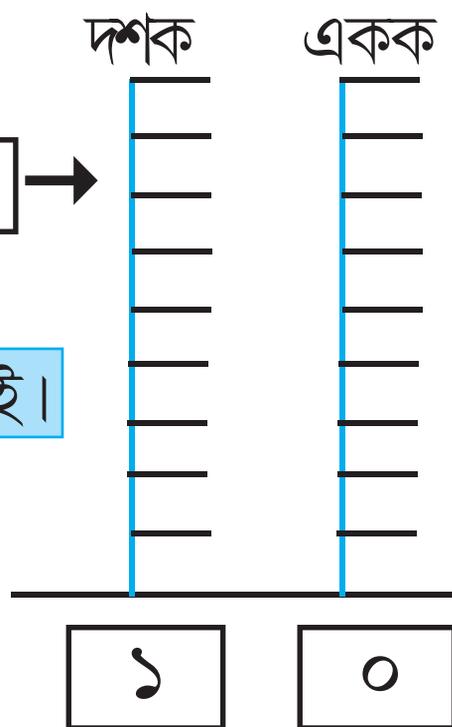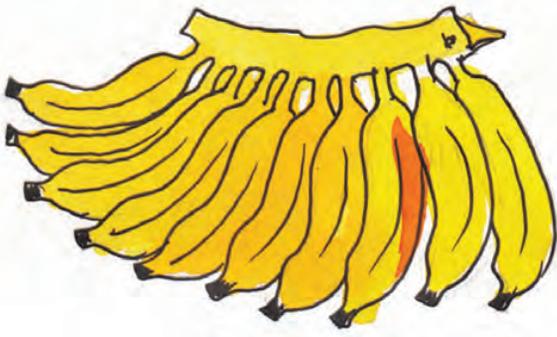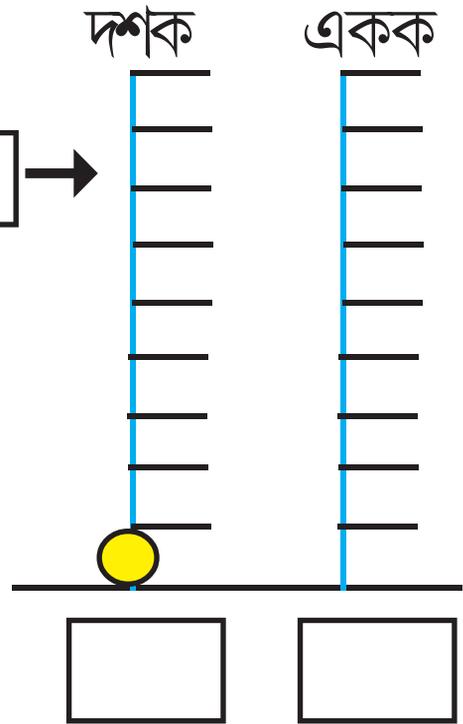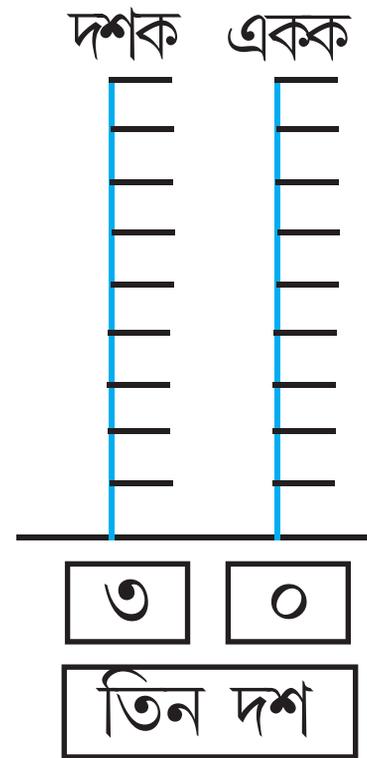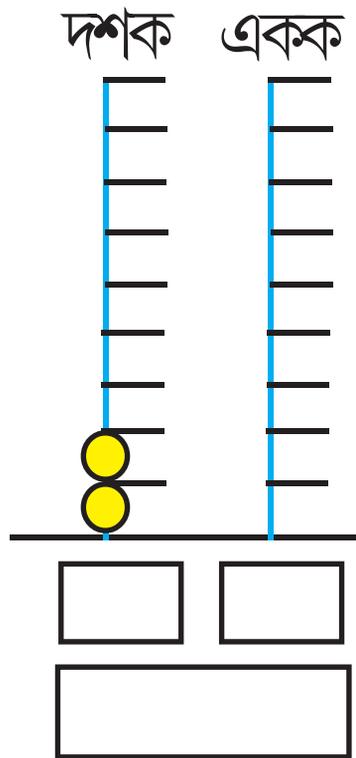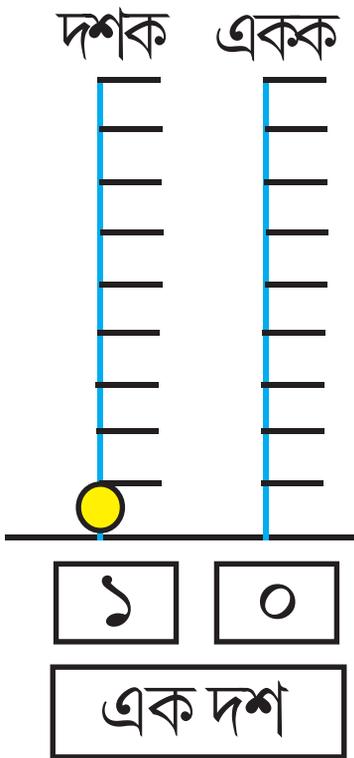
দশক একক

দশক কাঠিতে হলুদ বল বাড়িয়ে কী পাই দেখি :

দশক একক

১ ০

এক দশ

দশক একক

দশক একক

৩ ০

তিন দশ

দশক কাঠিতে হলুদ বল বাড়িয়ে কী পাই দেখি :
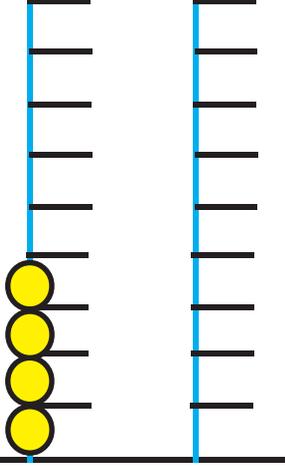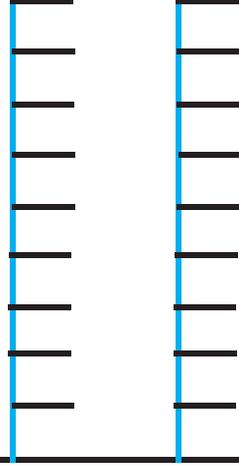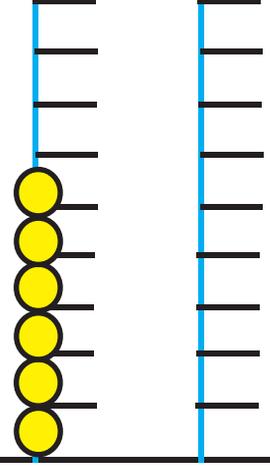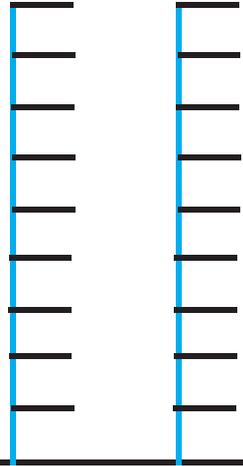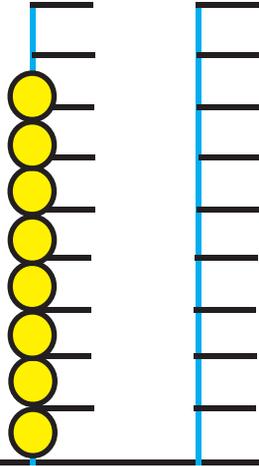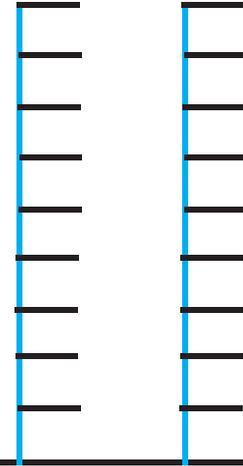
কাঠিতে বল দেখি ও বুঝে ফাঁকা কাঠিতে বল বসাই

যদি এমনভাবে রাখি
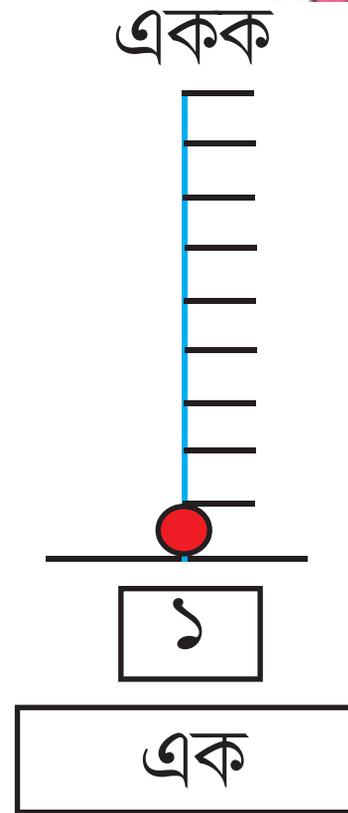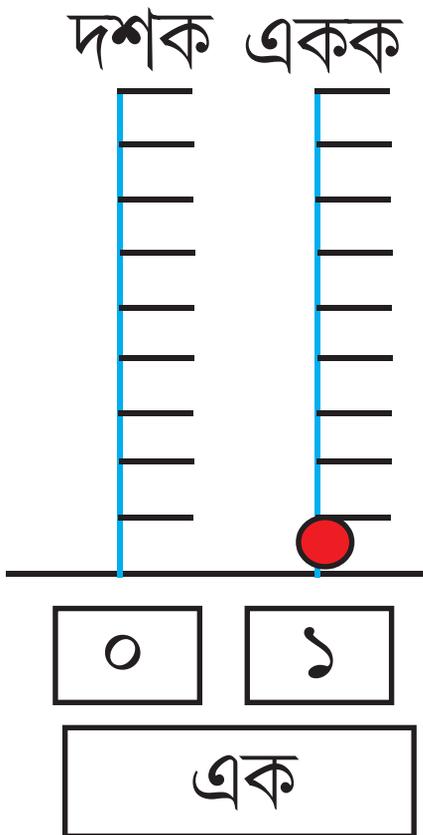
তাই ১ ও ০১ একই

কাঠি ও রঙিন বল দিয়ে ৩ ও ০৩ তৈরি করি—
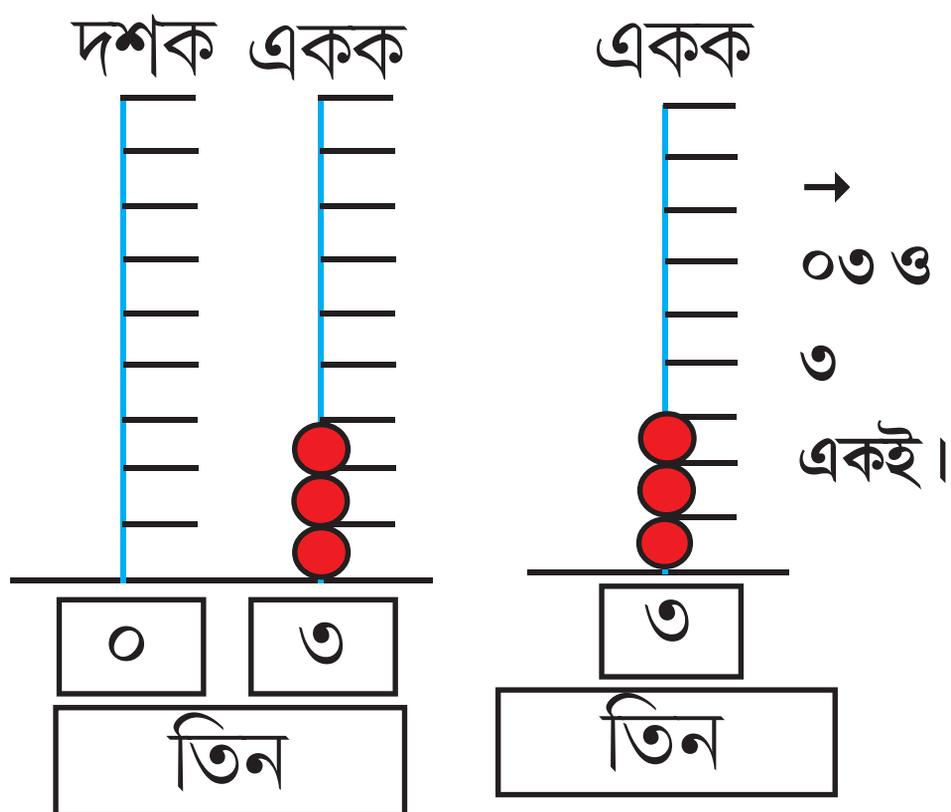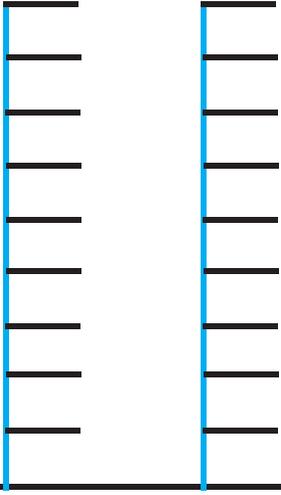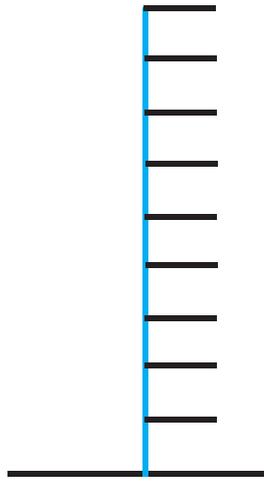
দশক একক
০
৫
একক
৫
→ ও
একই।
(বল বসাই ও
ফাঁকা ঘরে লিখি)

দশটি করে নিয়ে দল করি। ফাঁকা ঘরে ঠিকমতো লিখি

দশটি করে নিয়ে দল করি। ফাঁকা ঘরে ঠিকমতো লিখি
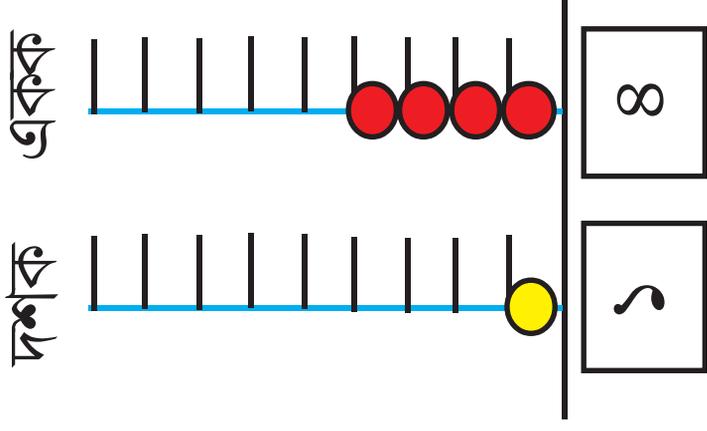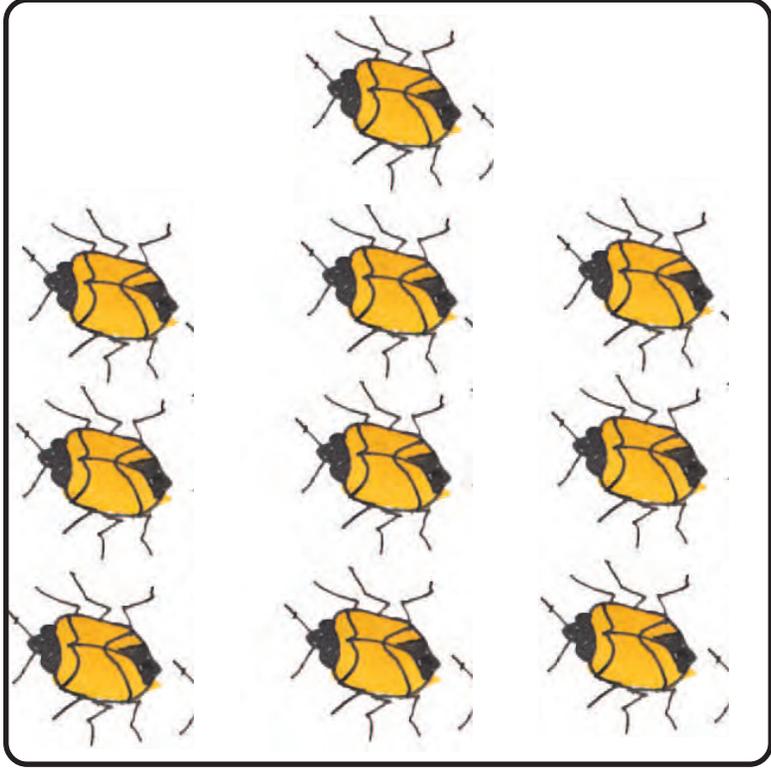
দশটি করে নিয়ে দল করি। ফাঁকা ঘরে ঠিকমতো লিখি

দশটি করে নিয়ে দল করি। ফাঁকা ঘরে ঠিকমতো লিখি

নিজে বল বসাই ও লিখি।

দশক একক
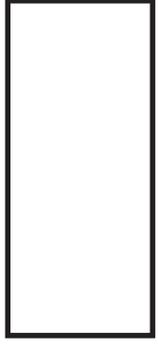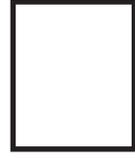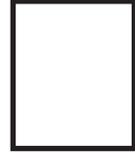
কটা বেলুন হলো দেখি

মেলায় গিয়ে সানিকে তার বাবা ১২ টি বেলুন কিনে দিল।
দিদি সানিকে আরও ৩ টি বেলুন দিল।
সানির এখন কটি বেলুন হলো দেখি।

 +
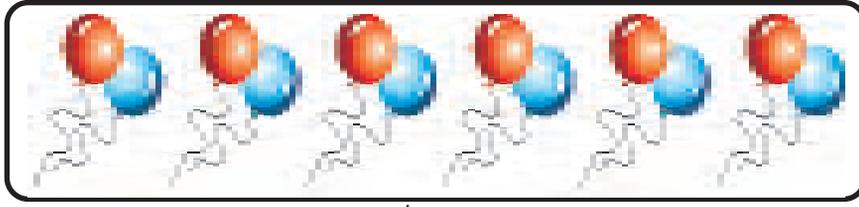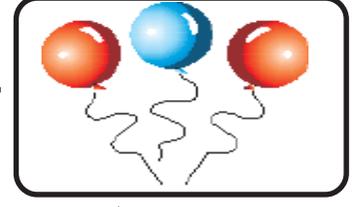
১২ টা বেলুন　　　　৩টে বেলুন

= ১৫টা বেলুন
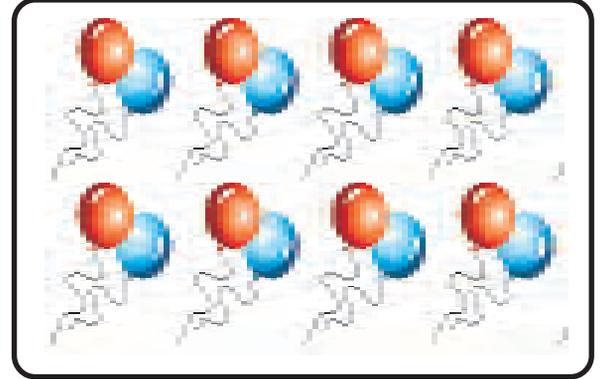
আলাদা ভাবে যোগ করি

দ	এ
১	২
+	৩

☐ টি বেলুন পাই।

হাতেকলমে
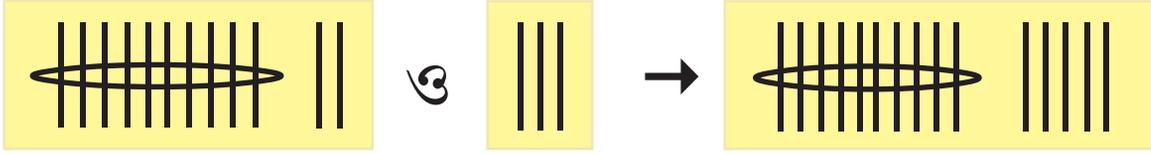
হাতেকলমে যাচাই করে দেখছি ১২ + ৩ = ১৫

এবার ১৫ টি বেলুন ও ১১টা বেলুন মিলে কতগুলো বেলুন পাব দেখি।

	দ	এ
	১	৫
+	১	১
	২	৬

হাতেকলমে

ও

→
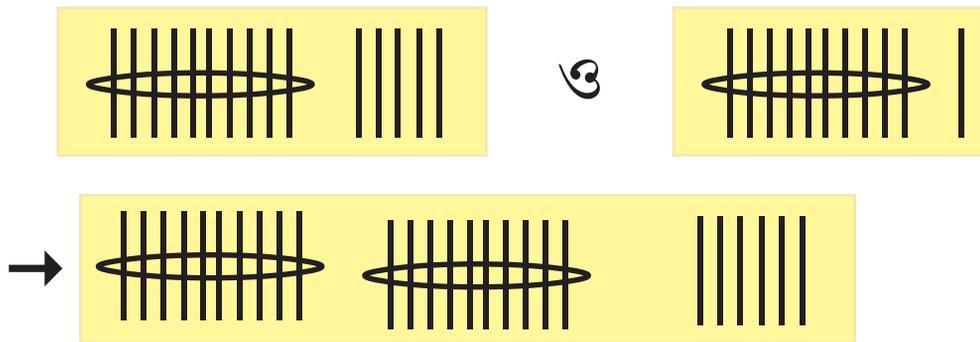
দেখছি, যোগের সময় এককের অঙ্কের নীচে এককের অঙ্ক ও দশকের অঙ্কের নীচে দশকের অঙ্ক বসবে।

বুঝি ও করি

যোগ করি :

১। ২২ + ৬ = ☐

২। ৫০ + ২ = ☐

৩। ৪০ + ২০ = ☐

৪। ৫২ + ১৬ = ☐

ছবি দেখি ও যোগ করি :

উৎসবে ছোটোরা রঙিন টুপি পরবে। একটি দোকানে ১৫ টি নীল টুপি ও ১২ টি লাল টুপি আছে। দোকানে দুটো রঙের মোট কটি টুপি আছে দেখি।

দোকানে মোট ☐ টি টুপি আছে।

দ	এ
১	৫
+১	২

পরিবেশ দিবসে গাছ লাগাব। আমরা ২৩ টি গাছ লাগিয়েছি। দিদিমণিরা ৩৬ টি গাছ লাগিয়েছেন। সবাই মিলে মোট কটি গাছ লাগিয়েছি দেখি।

সবাই মিলে মোট ☐ টি গাছ লাগিয়েছি।

দ	এ
☐	☐
+ ☐	☐
☐	☐

ফাঁকা ঘরে লিখি

১ টাকা ৫০ পয়সা

বা দেড় টাকা।

____ টাকা ____ পয়সা

বা আড়াই টাকা।

____ টাকা ____ পয়সা

বা সাড়ে তিন টাকা।

____ টাকা ____ পয়সা

বা সাড়ে চার টাকা।

____ টাকা ____ পয়সা

বা ____ টাকা।

____ টাকা ____ পয়সা

বা ____ টাকা।

ছবি দেখি ও দাগ দিয়ে মিল করি
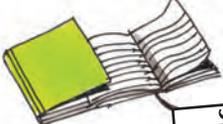
কোন কোন কয়েন ব্যবহার করলে পাশের দামটি মিলবে দেখে তাদের উপর (√) চিহ্ন দিই। যে কয়েনগুলি লাগবে না কেটে দিই।

রঙিন কার্ড দিয়ে গুনি

আজ আমরা বন্ধুরা মিলে অনেক আম পেড়েছি। ঠিক করেছি যে রঙিন কার্ড দিয়ে নতুনভাবে কতগুলো আম পেলাম গুনব।
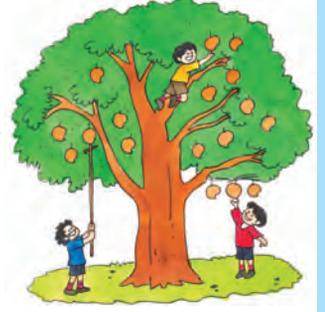
১টি আমের জন্য — ১ টি লাল কার্ড

২ টি আমের জন্য — ১ ১ টি লাল কার্ড

৩ টি আমের জন্য — ১ ১ ১ টি লাল কার্ড

এভাবে ৬টি আমের জন্য ______ টি লাল কার্ড।

আবার ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ টি লাল কার্ডের জন্য _____ টি আম।
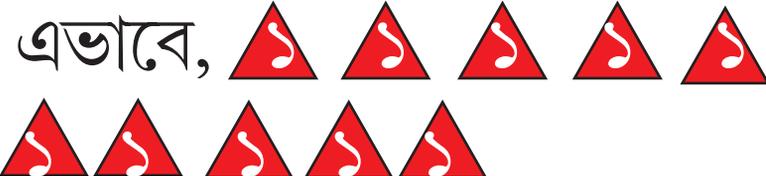
এভাবে, ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ → ১০ (১০টি লাল কার্ডের বদলে একটি ১০-এর হলুদ কার্ড নিলাম।)

তাহলে আমরা ১২ টি আম রঙিন কার্ডের সাহায্যে কীভাবে দেখাব—
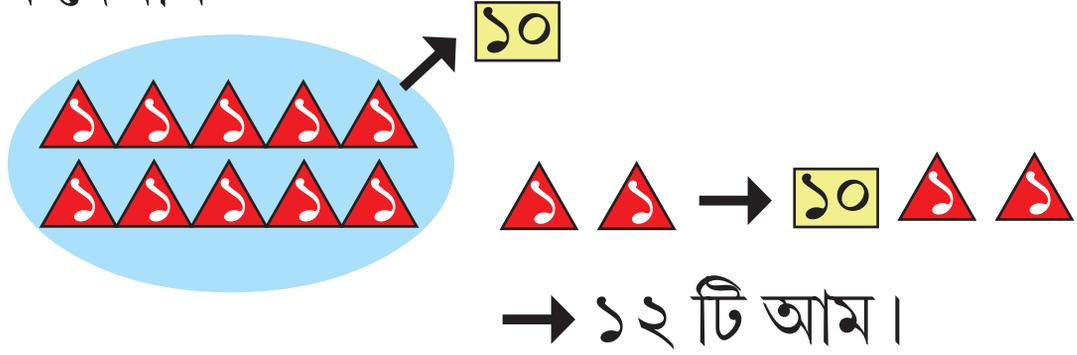
একইভাবে
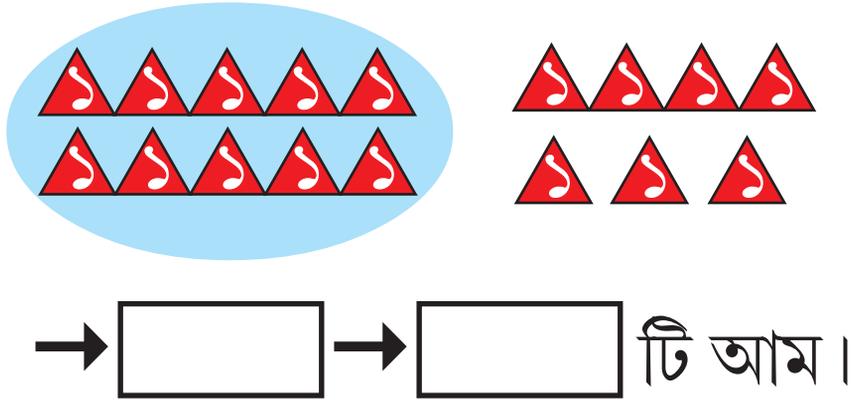
সংখ্যাগুলি পরপর যোগ করি। কী পাই দেখি :

দুই
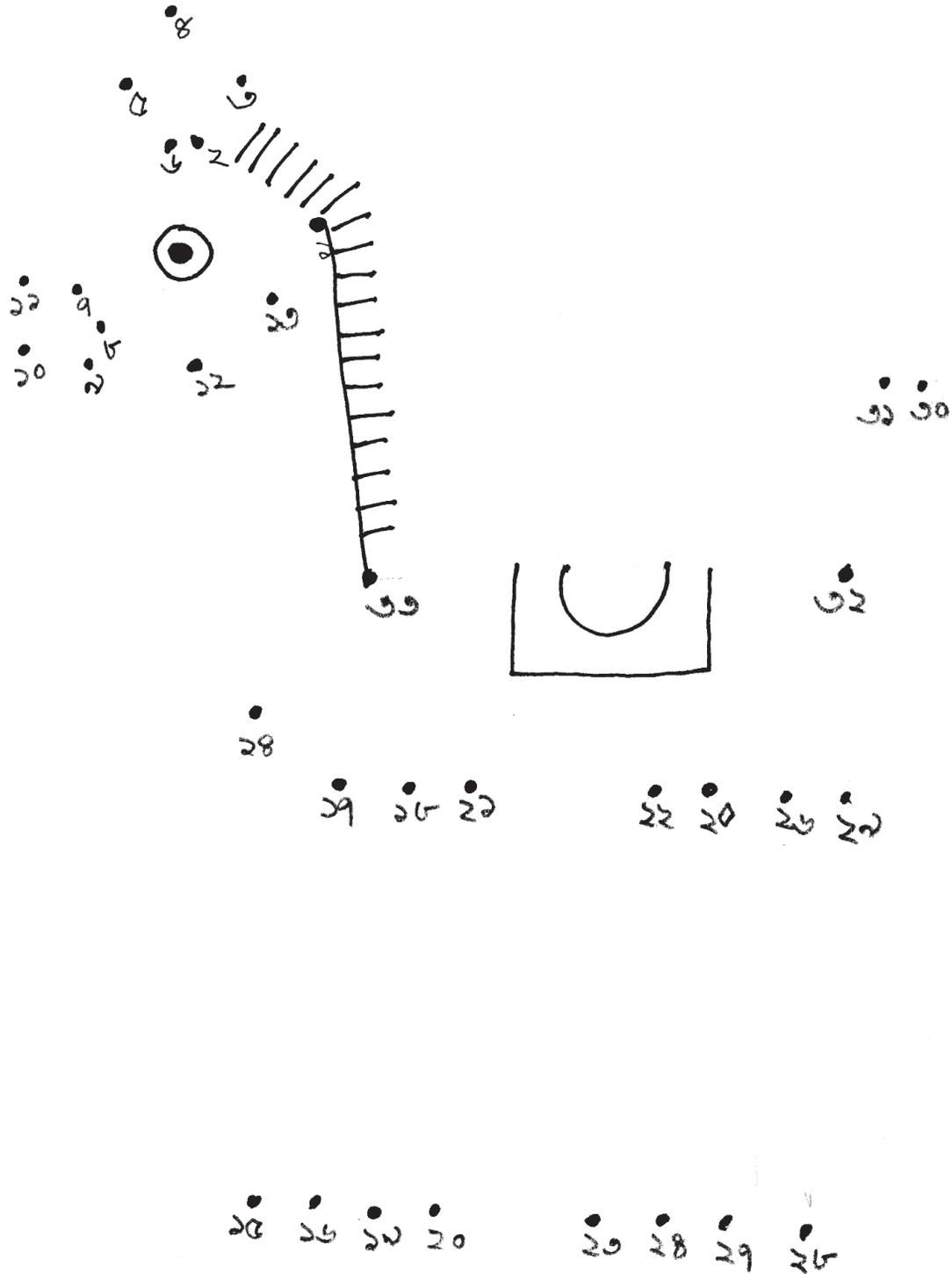
আমাদের দেশের জাতীয় সংগীত

জনগণমন-অধিনায়ক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

নীচের ছবিটিকে সম্পূর্ণ করে রং করি :
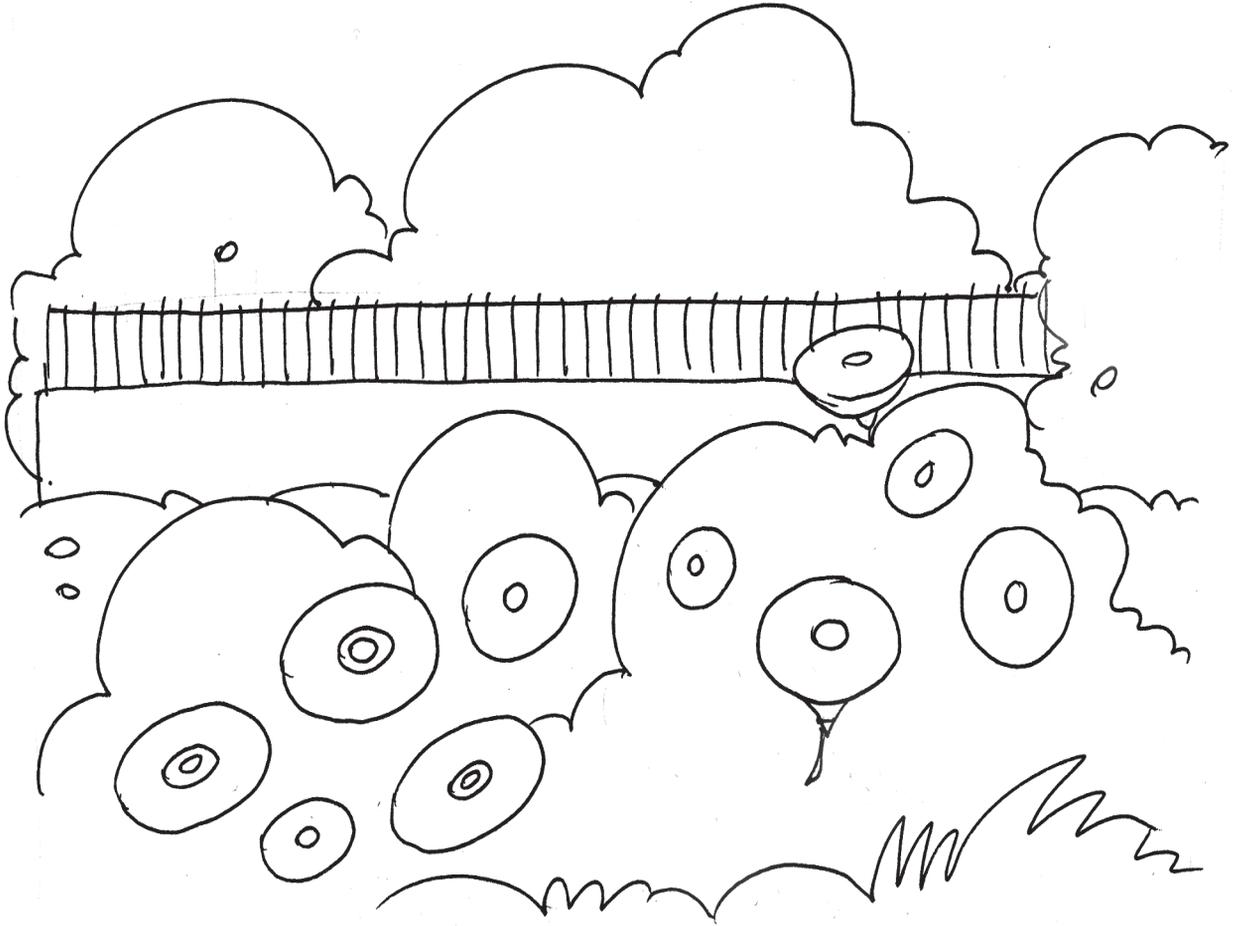
বর্ষার দিনে

অন্নদাশংকর রায়

শন শন হাওয়া বয়
এই আসে বিষ্টি
দরজা জানালা খোলা
ভেসে যায় ছিষ্টি।
তারপরে রোদ ওঠে
আহা, সে কী মিষ্টি!
আবার ঘনায় মেঘ
জোর আসে বিষ্টি
ঝাপসা দেখায় সব
যতদূর দৃষ্টি।
খিচুড়ির দিন এটা
চলো, করি ফিস্টি,
কী খেতে চাও, বলো
করি বসে লিস্টি।

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা কবিতাটি পড়বে ও 'হাতেকলমে'র কাজগুলি করবে।

শব্দার্থ :

বিষ্টি — বাদল। ছিষ্টি = সৃষ্টি। ঘনায় — ঘন হয়ে আসে। ঝাপসা — অস্পষ্ট। দৃষ্টি — দেখা। ফিস্টি — বনভোজন। লিস্টি — তালিকা।

হাতে কলমে

১. 'শন শন হাওয়া বয়' — 'শন শন' বললেই আমরা হাওয়ার আওয়াজকে বুঝি। এমনই 'টুপ টাপ' আর 'খিল খিল' এই শব্দ দুটি কীসের আওয়াজ বোঝাতে ব্যবহৃত হয় লিখি।

২. মিষ্টি, ফিস্টি —এই শব্দদুটির মধ্যে যে যুক্তব্যঞ্জন আছে, তা ভেঙে দেখাই।

৩. কোন ঋতুর কথা ছড়াটিতে রয়েছে?

Look at the table :

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

This is a page of a calendar. It shows the days of a month.

There are 12 months in a year. Some months have 30

days. Some months have 31 days.

Only February has 28 or 29 days.

 Learning tips : Students will read the names of months. And know about months in an year.

See and say :

Months

Janu-
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
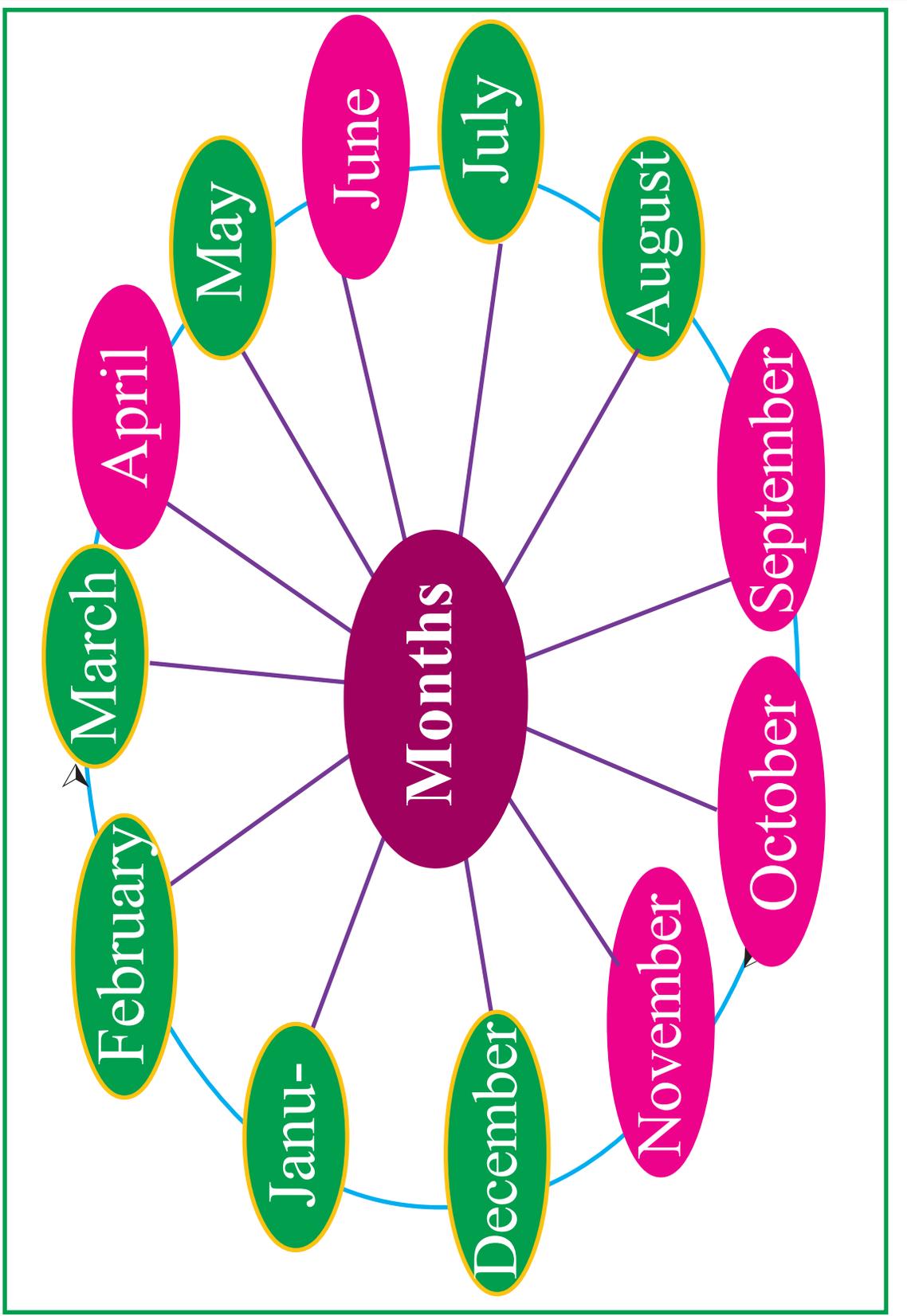
দৌড় প্রতিযোগিতা
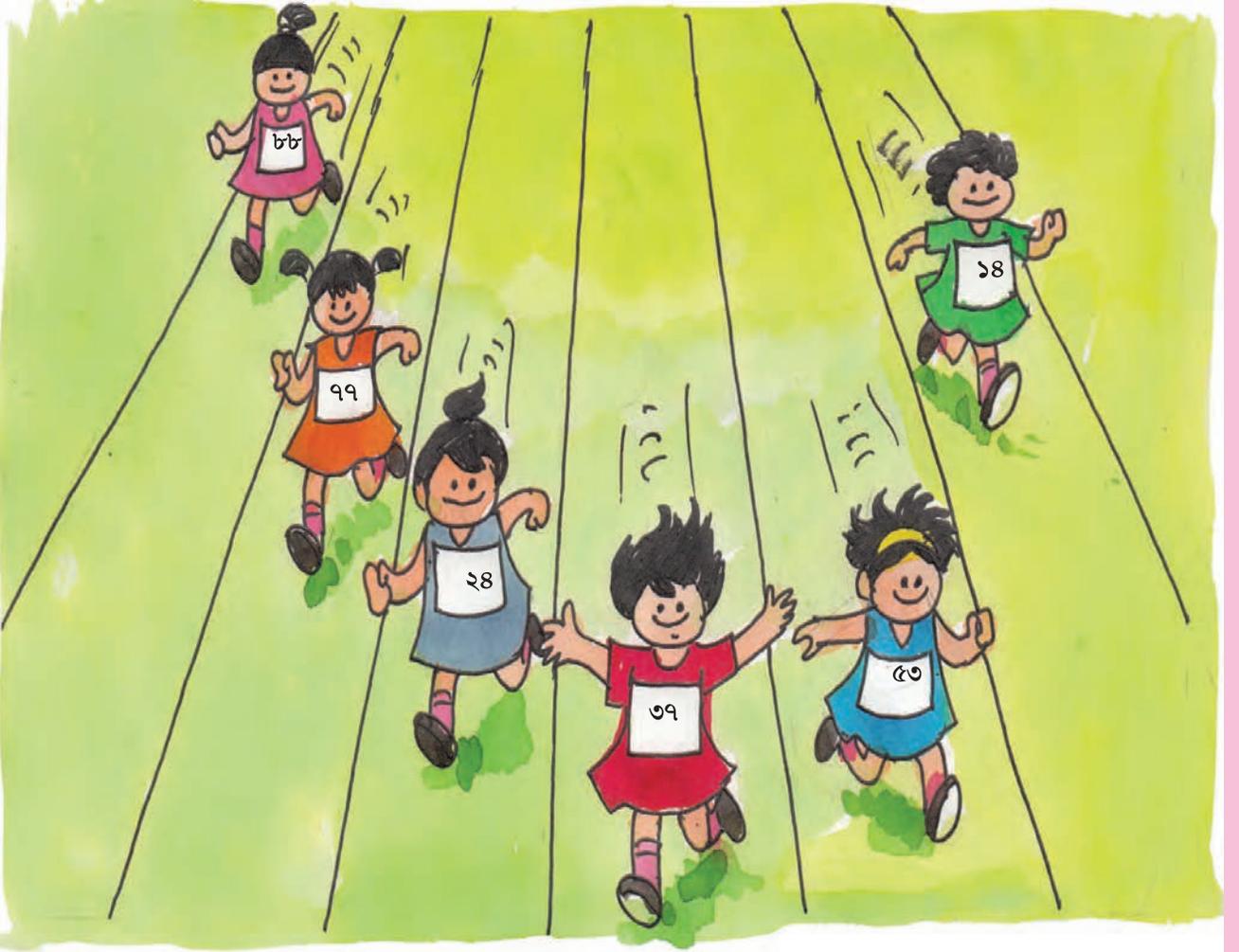
উপরের ছবি দেখে নীচের ছকটি পূরণ করি।

ছবি দেখে ক্রমপর্যায় বা পূরণবাচক অবস্থান ঠিক করি

সবার আগে পৌঁছেছে ৩৭ লেখা জার্সি পরা মেয়েটি	সে হয়েছে প্রথম (1st)।

 শিখন পরামর্শ : ক্রমপর্যায় সূচক বা পূরণবাচক সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা গঠন।

দেখে মনে হয় এরপর আসবে ☐ লেখা জার্সি পরা মেয়েটি	সে হয়তো হবে দ্বিতীয় (2nd)।
দেখে মনে হয় এরপর আসবে ☐ লেখা জার্সি পরা মেয়েটি	সে হয়তো হবে তৃতীয় (3rd)।
দেখে মনে হয় এরপর আসবে ☐ লেখা জার্সি পরা মেয়েটি	সে হয়তো হবে চতুর্থ (4th)।
দেখে মনে হয় এরপর আসবে ☐ লেখা জার্সি পরা মেয়েটি	সে হয়তো হবে পঞ্চম (5th)।
দেখে মনে হয় এরপর আসবে ☐ লেখা জার্সি পরা মেয়েটি	সে হয়তো হবে ষষ্ঠ (6th)।

পরপর অবস্থান বোঝাতে **প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ** শব্দ ব্যবহার করা হয়। এগুলিকে বলা হয় **ক্রমপর্যায় সূচক** বা **পূরণবাচক সংখ্যা**।

পূরণবাচক সংখ্যা লেখা ও পড়ার পদ্ধতি

নীচের ফাঁকা স্থানগুলি পূরণ করি :

কথায়	সংক্ষেপে	কথায়	সংক্ষেপে
প্রথম	১ম (1st)	ষষ্ঠ	৬ষ্ঠ (6th)
দ্বিতীয়	২য় (2nd)	সপ্তম	
তৃতীয়	৩য় (3rd)	অষ্টম	
চতুর্থ	৪র্থ (4th)	নবম	
পঞ্চম	৫ম (5th)	দশম	

গ্রীষ্মকালকে বাংলা বছরের প্রথম ঋতু ধরা হয়। নীচের খালি ঘরে সংক্ষেপে ঠিক পূরণবাচক সংখ্যা বসাই।

ক) গ্রীষ্মকাল বছরের ☐ ঋতু।

খ) হেমন্তকাল বছরের ☐ ঋতু।

গ) বসন্তকাল বছরের ☐ ঋতু।

ঘ) বর্ষাকাল বছরের ☐ ঋতু।

ঙ) শীতকাল বছরের ☐ ঋতু।

চ) শরৎকাল বছরের ☐ ঋতু।

শিখন পরামর্শ : ক্রমপর্যায় সূচক বা পূরণবাচক সংখ্যার ব্যবহার।

বাদল দিনে

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

সকালে চোখ মেলেই আবার চোখ বুজে ফেলল মীনা—উঃ— আর পারা যায় না। সারা রাত ধরে বৃষ্টি হলো, তবু এখনও টিপ-টিপ-টিপ! পাশে বসে বীণা গুন গুন করে গাইছিল ‘সকাল বেলার বাদল আঁধারে’, মীনা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল ‘এমন বিচ্ছিরি দিনেও তোর গান পায় দিদি? আমার তো কান্না পায়।’ বীণা হেসে বলল ‘তুই যে বাদলা দিন দুচোখে দেখতে পারিস না

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা গল্পটি পড়বে।

তাই তোর কান্না পায়, আমি বাদল ভালোবাসি তাই আমার গান পায়। নে, এখন উঠে মুখ ধুয়ে চা খাবি চল।'

চা খেতে বসে ঝমাঝম্ বৃষ্টি নামল। ছোটো ভাই নন্দ হাততালি দিয়ে বলল 'বেশ মজা! আজ ইস্কুলে যেতে হবে না—আয় বৃষ্টি হে—নে, বিস্কুট দিব মে—নে।' মীনা বলল 'যা বৃষ্টি ঝরে যা—মাখন রুটি গরম চা।'

(নন্দ) 'আয় মেঘ ঝেঁ—পে, দুধ দিব মে—পে'

(মীনা) 'যারে মেঘ উড়ে যা— দেশ ছেড়ে দূরে যা'

মেঘ জল যাই হোক্, বাবা ঠিক সময়ে অফিস যাবেন— তাঁর অনেক কাজ। রাস্তায় জল জমেছে, মা তাড়াতাড়ি স্টোভে রান্না চাপালেন।

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা গল্পটি পড়বে।

নন্দ কেমন মজা করে বৃষ্টিতে স্নান করল, মীনার কাল একটু কাশি হয়েছিল বলে, ভিজতে পেল না, তাই মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। মায়ের রান্না চমৎকার খিচুড়ি আলুভাজা, ডিমের বড়া খেয়ে, তবে মনটা আবার ভালো হলো !

দুপুরে, মা শুয়ে বই পড়ছেন, বীণা সেলাই করছে, নন্দ কাগজের নৌকো বানিয়ে জলে ভাসাচ্ছে, মীনার কোনো কিছুতেই মন বসছে না— সেলাই হাতে নিয়ে, নেড়ে চেড়ে রেখে দিল; নন্দর পাশে বসে দু-চারটা নৌকো ভাসিয়েই 'দূর ছাই' ! বলে উঠে পড়ল; একটা গল্পের বই নিয়ে বসল।—যেই না গল্পের ছোট্ট মেয়েটি গভীর বনে পথ হারিয়ে ফেলল, অমনি বইটা ছুঁড়ে

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা গল্পটি পড়বে।

ফেলে দিল। তারপর মুখখানা হাঁড়িপানা করে জানালার ধারে বসে রইল।

সামনে রাস্তার ধারে ধুলোমাখা রোদেপোড়া গাছটা বৃষ্টির জলে স্নান করে তাজা হয়েছে, সবুজ পাতার মাঝে ফুটে আছে গোল গোল, ফুরফুরে, হলদে কদমফুল! গাছতলায় কত ময়লা জমেছিল, সেসব এখন সবুজ ঘাসে ঢেকে গিয়েছে; চুষে ফেলে দেওয়া আমের আঁটি থেকে ছোটো চারা বেরিয়েছে, কচি লালাপাতা চিকচিক করছে, শেওলাপড়া পাঁচিলটা মনে হলো যেন সবুজ মখমল দিয়ে মোড়া —দেখতে দেখতে হাঁড়ি মুখখানা হাসিমুখ হয়ে এল।

হঠাৎ খিল খিল করে জোরে হেসে উঠল মীনা। নন্দ ছুটে এল 'কী হলো ভাই ছোটদি?'

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা গল্পটি পড়বে।

‘একটা ছোট্ট ছেলে সামনের রোয়াকে বসে কী যেন খাচ্ছিল, ঐ বড়ো ছেলেটা তার হাত থেকে খাবারটা ছিনিয়ে নিয়ে পালাতে গিয়ে, পা পিছলে—হিঃ-হিঃ-হিঃ — জানালা দিয়ে দেখে নন্দও হো-হো করে হেসে উঠল, একেবারে কাদামাখা ভূত! বেশ হয়েছে — যেমন কর্ম তেমনি ফল!’

বিকেলে আবার কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল ; বাদল মেঘে গুরু গুরু মাদল বাজল, শুরু হলো ঝোড়ো হাওয়ার পাগলা নাচন । বৃষ্টি নামবার ঠিক আগেই বাবা বাড়ি ফিরলেন। ভিতরে ঢুকেই বেশ লোভনীয় একটা

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা গল্পটি পড়বে ।

গন্ধ তাঁর নাকে এল, কানে গেল একটা মিষ্টি গানের সুর। দেখলেন, মা গরম হালুয়া তৈরি করছেন, আর বীণা মীনা চায়ের টেবিল সাজাতে সাজাতে গান করছে — 'মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য কে করে -এ-এ-এ- এ- এ—।' নন্দ গাইতে পারে না, সে ওদের গানের তালে তালে হেলেদুলে নৃত্য করছে!

শব্দার্থ :

টিপ-টিপ — হালকা বৃষ্টির শব্দ। গুনগুন — মৃদু শব্দ। ঝমঝম — ভারী বৃষ্টির শব্দ। হাঁড়িপানা — গম্ভীর। মখমল — কোমল পোশাক। রোয়াক — ঘরের সামনের পাকা দালান। মাদল — বাজনা বিশেষ।

Fill in the table :

Number of days	Name of the month(s)
7+7+7+7 = 28	
7+7+7+7+1 = 29	
7+7+7+7+2 = 30	
7+7+7+7+3 = 31	

Listen and say :

Thirty days has September

April, June and November,

February has twenty-eight alone

All the rest have thirty-one,

Excepting leap year, that's the time

When February's days are twentynine.

Learning tips : Students will do the activities. They will tell the rhyme along with the teacher.

The months of a year come in the following order :

1. January
2. February
3. March
4. April
5. May
6. June
7. July
8. August
9. September
10. October
11. November
12. December

নীচের ছবিগুলি দেখি (গ্রীষ্মকাল বাংলা বছরের প্রথম ঋতু) :

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা ক্রমপর্যায় সূচক বা পূরণবাচক সংখ্যার ব্যবহার করে উপরের কাজগুলি করবে।
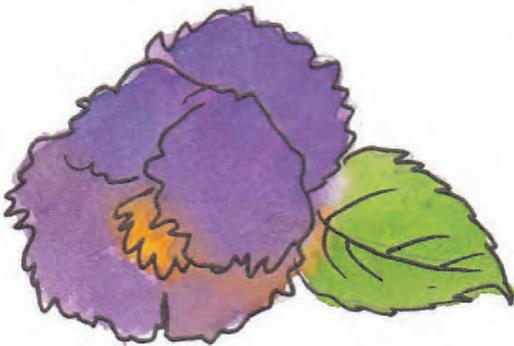
পূরণবাচক সংখ্যা বসিয়ে নীচের খালি ঘর পূরণ করি :

(উপরে দেওয়া ছবিগুলি ঋতুর ক্রমপর্যায় বা পূরণবাচক সংখ্যা অনুযায়ী আছে।)

ছবি	কথায়	সংক্ষেপে

হাতেকলমে

১. নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি :

১.১ বীণা সকালবেলা কোন গান গাইছিল?

১.২ বীণা-মীনার ছোটো ভাইয়ের নাম কী?

১.৩ মা কীসে রান্না বসালেন?

১.৪ মীনা বৃষ্টিতে স্নান করতে পারল না কেন?

১.৫ দুপুরবেলা কে কী করছিল লিখি:

মা	মীনা	বীণা	নন্দ

১.৬ বর্ষার কোন ফুলের কথা গল্পে খুঁজে পেলে?

২. বাক্য রচনা করি:

বৃষ্টি : ____________________

কান্না : ____________________

রাস্তা : ____________________

গল্প : ____________________

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা **‘বাদল দিনে’** গল্পটি পড়বে ও ‘হাতেকলমে’র কাজগুলি করবে।

Fill in the gaps :

a. The first month of a year is ______ ______________ .

b. ______________ comes between May and July.

c. The last month of a year is ______ ______________ .

d. The month that never has thirty or thirty-one days is __________ .

See and Say :

 Learning tips : Students will do the activities. They will read the names of months and seasons.

September and October

early autumn

November

late autumn

December and January

winter

February and March

spring
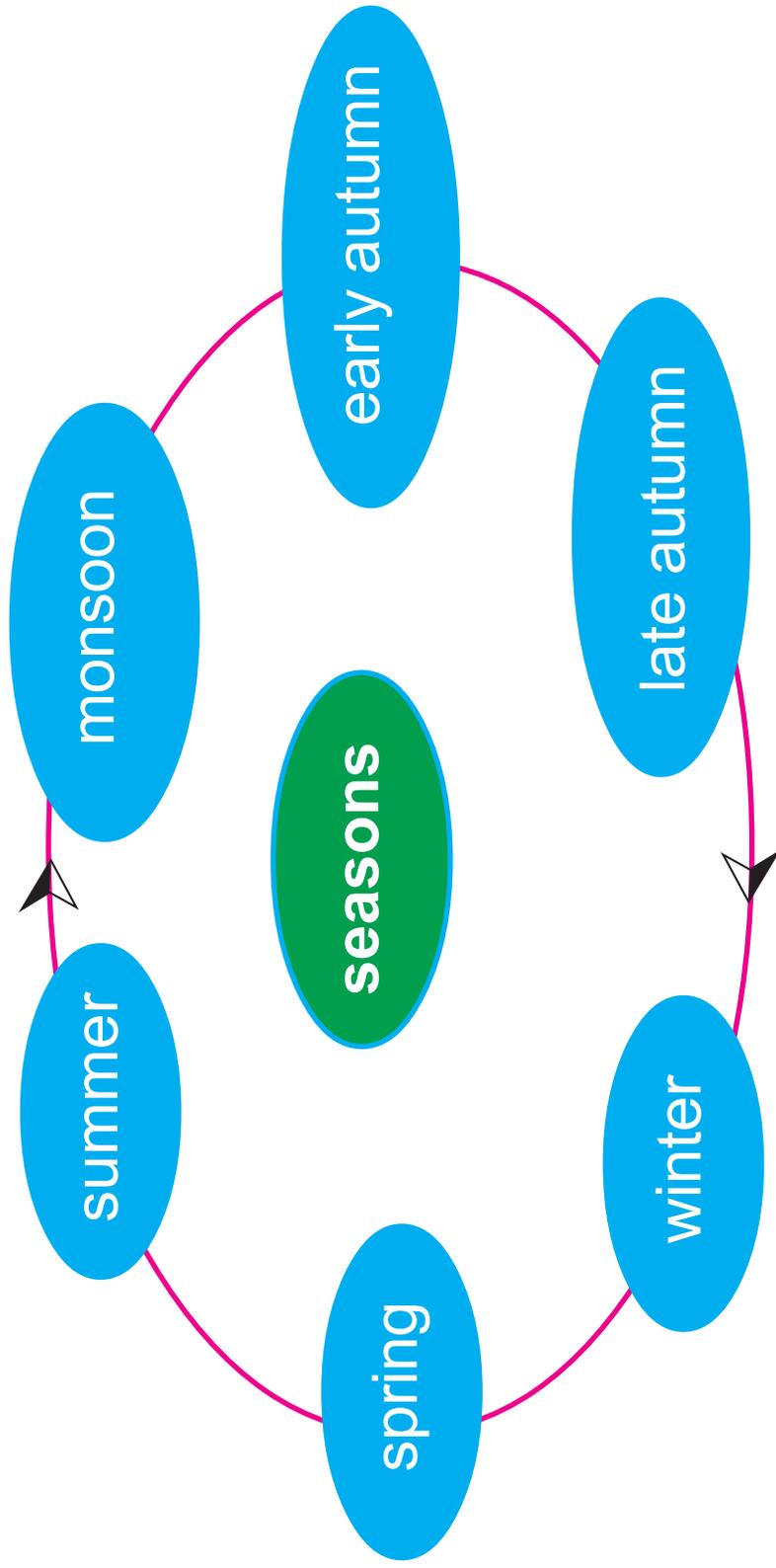
Learning tips : They will read the names of months and seasons. Students will do the activities.

Read the words on the screen. Fill in the boxes below :

summer	monsoon	early autumn
late autumn	winter	spring

কার্ড দিয়ে সংখ্যা বাড়াই

১০ -এর কার্ডের খেলা।

পলাশ ও পিয়ালী আজ ১০-এর কার্ড নিয়ে খেলা করবে।

আমি একটা করে কার্ড তোকে দেবো। তুই কত পেলি গুনে বলবি।

দিলাম	পেলাম		
১০ →	১০	৩০	দশ
১০ ১০ →	১০ + ১০	৩০	কুড়ি
১০ ১০ ১০ →	১০ + ১০ + ১০	৩০	ত্রিশ
১০ ১০ ১০ ১০ →	১০ + ১০ + ১০ + ১০	৪০	চল্লিশ
১০ ১০ ১০ ১০ ১০ →	১০ + ১০ + ১০ + ১০ + ১০	৫০	পঞ্চাশ
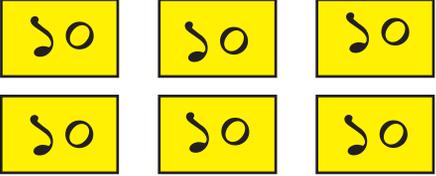
 শিখন সামর্থ্য : কাজের মাধ্যমে ১০-এর যোগ। অঙ্কে লেখা ও কথায় লেখা।
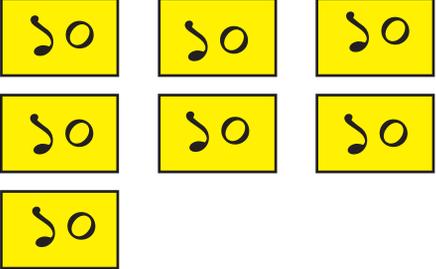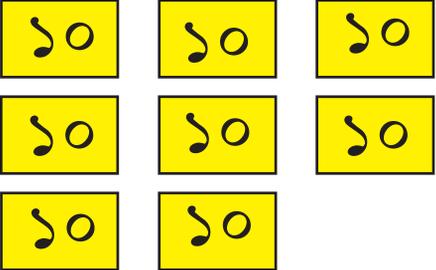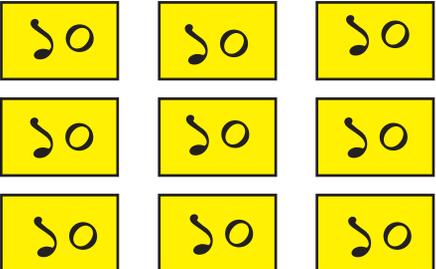
দিলাম	পেলাম		
১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ →	১০ + ১০ + ১০ +১০+১০+১০	৬০	ষাট
১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ →	১০ + ১০ + ১০ +১০+১০+১০ +১০	৭০	সত্তর
১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ →	১০ + ১০ + ১০ +১০+১০+১০ +১০ +১০	৮০	আশি
১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ →	১০ + ১০ + ১০ +১০+১০+১০ +১০+১০+১০	৯০	নব্বই

৩. ‘এমন বিচ্ছিরি দিনেও তোর গান পায় দিদি?’— বাক্যটিতে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে। এমন আরো কয়েকটি বাক্য খুঁজে লিখি।

৪. ‘কর্ম’-এই শব্দে যুক্তবর্ণ ‘র্ম’। ‘রেফ’ যোগে আরো দশটি শব্দ লিখি।

৫. আমার পড়া সহজ পাঠে বৃষ্টির কথা রয়েছে এমন পাঁচটি বাক্য সুন্দর করে লিখি।

৬. যুক্তব্যঞ্জন যোগে একই অর্থের অন্য শব্দ শিখি :

শব্দ			
নাচ		ত্য	
মজা		ন	
আম	আ		
ঠোঁট	ও		
গান	স		
মেয়ে	ক		
বাদল	ব		
পাঁচিল		চী	

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা **‘বাদল দিনে’** গল্পটি পড়বে ও ‘হাতেকলমে’র কাজগুলি করবে।

৭. গল্প থেকে খুঁজে নিয়ে বৃষ্টির দিনের মুখরোচক খাবারগুলির নাম লিখি :

....

৮. বিপরীত অর্থের শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লিখি :

হাসি, রোদ , পিছনে, পরে , তেতো, মজা।

৯. গল্পটি পড়ে 'আমি কে' — তা নীচে লিখি :

৯.১. বাদল দিনে আমার কান্না পায়।

....

৯.২. মেঘ জল যাই হোক, ঠিক সময়ে অফিস যাব।

....

৯.৩. বৃষ্টির দিনে দুপুরে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছি.

....

৯.৪. সবুজ পাতার মাঝে ফুটে আছি গোল গোল, ফুরফুরে, হলদে। ....

৯.৫. গাইতে না জানলেও গানের তালে নাচতে পারি। ....

এসো রং করি :

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজটি করবে।

Fill in the boxes correctly with names of seasons :

a) black cloud, strong wind [ ]

b) very hot, dry pond [ ]

c) new leaf, blossoms [ ]

d) cold wind, marigold [ ]

e) mist, dry leaf [ ]

f) white cloud, light rain [ ]

Learning tips : Students will do the activities. Teacher will encourage the students to participate in **Tell the class** activity.

Let's read :

The weather changes from day to day. Some days are sunny. Other days are cloudy. Some days are rainy. Other days are snowy or windy. The weather is always changing. We have different weather in different seasons.

Tell the class :

Different people like different seasons. Which season do you like the most? Why do you like the season so much?

রঙিন কার্ডের খেলা
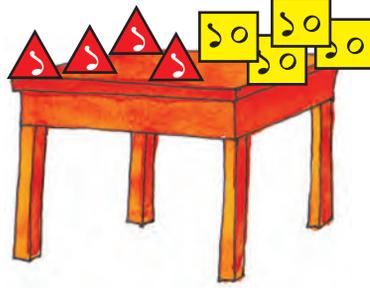
দশক　　　একক	স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখি	অঙ্কে লিখি
১০	১০ + ০	১০
	স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লিখি	কথায় লিখি
	এক দশক শূন্য একক	দশ

শিখন পরামর্শ : ১১ থেকে ২০ পর্যন্ত স্থানীয়মানে বিস্তার করে লেখা, স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লেখা, অঙ্কে লেখা ও কথায় লেখার ধারণা।

দশক একক	স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখি	অঙ্কে লিখি
১০ ১	১০ + ১	১১
	স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লিখি	কথায় লিখি
	এক দশক এক একক	এগারো

দশক একক	স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখি	অঙ্কে লিখি
১০ ১ ১		
	স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লিখি	কথায় লিখি
		বারো

দশক একক	স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখি	অঙ্কে লিখি
১০ ১ ১ ১		
	স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লিখি	কথায় লিখি
		তেরো

দশক একক	স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখি	অঙ্কে লিখি
১০ ১ ১ ১ ১		
	স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লিখি	কথায় লিখি
		চোদ্দ

দশক একক	স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখি	অঙ্কে লিখি
	১০ + ৫	১৫
	স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লিখি	কথায় লিখি
		পনেরো

দশক একক	স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখি	অঙ্কে লিখি
	১০ + ৬	১৬
	স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লিখি	কথায় লিখি
		ষোলো

দশক একক	স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখি	অঙ্কে লিখি
	১০ + ৭	১৭
	স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লিখি	কথায় লিখি
		সতেরো

দশক একক	স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখি	অঙ্কে লিখি
	১০ + ৮	১৮
	স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লিখি	কথায় লিখি
		আঠারো

দশক একক	স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখি	অঙ্কে লিখি
১০ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১		
	স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লিখি	কথায় লিখি
		উনিশ

দশক একক	স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখি	অঙ্কে লিখি
১০ ১০	২০ + ০	
	স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লিখি	কথায় লিখি
		কুড়ি
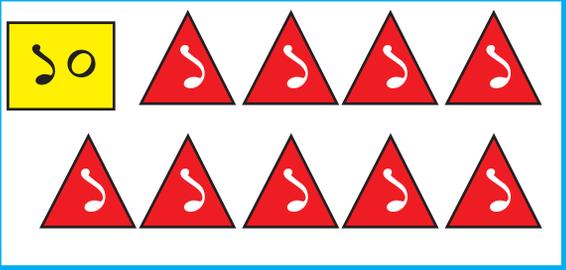
বারোমেসে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ঝড় ওঠে বৈশাখে, জষ্টিতে আম পাকে
কম করে দুটো মাস দারুণ গরম থাকে।
আষাঢ়ে মেঘের মেলা, শ্রাবণে বন্ধ খেলা
কম করে দুটো মাস চলে বরষার পালা।
ভাদ্রে টেঁকে না মন, আশ্বিনে পার্বণ
শরতের সাদাফুলে ঢেকে যায় কাশবন।
কার্তিকে ধান তোলা, অঘ্রানে ভরে গোলা

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা কবিতাটি পড়বে। বিভিন্ন মাসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাদের ধারণা গড়ে উঠবে।
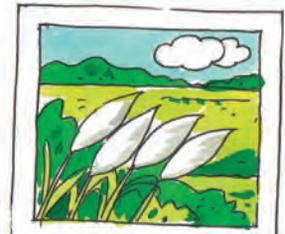
হেমন্তে হিম লেগে গোবিন্দ গালফোলা।
ফাল্গুনে ভরে ফাগে, চৈত্রে পরব লাগে
বসন্তে ফুল নিয়ে মধুরস রাত জাগে।।

শব্দার্থ :

দারুণ— ভীষণ, প্রচণ্ড। পালা — (এখানে) পর্যায়। পার্বণ— উৎসব। অঘ্রান — অগ্রহায়ণ (মাসের নাম)। গোলা — যেখানে ধান জমা করা হয়। ফাগ— রং। বারোমেসে— বারোমাসের। জষ্টি—জৈষ্ঠ (মাসের নাম)

হাতেকলমে

১। নীচের কোনটি মাসের নাম আর কোনটি ঋতুর নাম তা আলাদাভাবে লিখি:

বৈশাখ
আশ্বিন
হেমন্ত
ভাদ্র
শরৎ
বসন্ত
শ্রাবণ
কার্তিক

মাস	ঋতু

২। শূন্যস্থান পূরণ করি:

২.১ বৈশাখের ঝড়কে চিনি ____________ নামে।

২.২ বাংলায় 'জষ্টি' হলো ____________ মাস, আর 'অঘ্রান' হলো ____________ মাস।

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের 'হাতেকলমে'র কাজগুলি করবে।

৩। কোন ঋতু কবির চোখে কেমন :

গ্রীষ্ম	
বর্ষা	
শরৎ	
হেমন্ত	
শীত	
বসন্ত	

৪। বিপরীতার্থক শব্দ লিখি : পাকা, গরম, কম, রাত।

৫। বাক্যরচনা করি : ঝড়, পার্বণ, ফুল, হিম।

See and say :
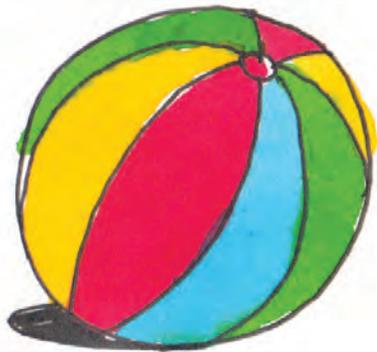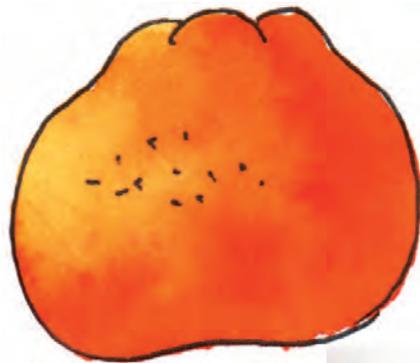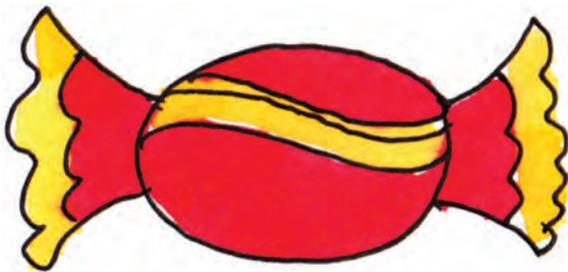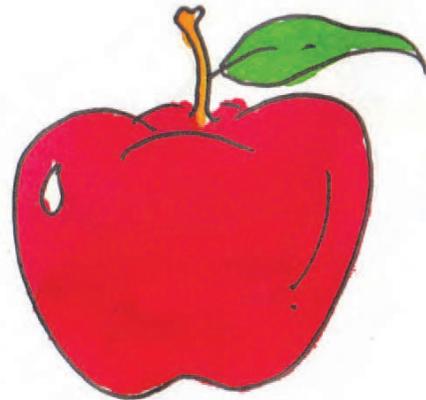
 Learning tips : Students will read the table. They will learn the use of **a** and **an** and see the use of **the**.

See and say :
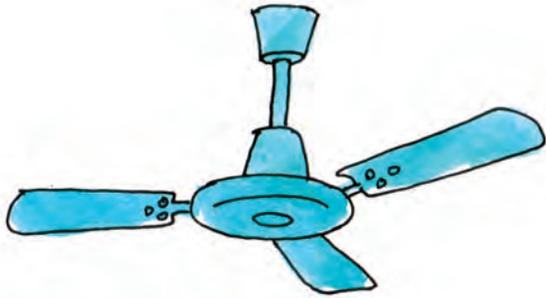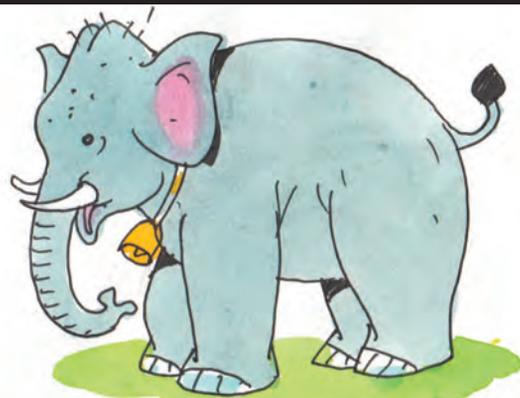
Use of a and an :

1. We use (say and write) **a** or **an** for one object.

2. We use **a** before consonant sounds.

3. We use **an** before vowel sounds.

but always ...
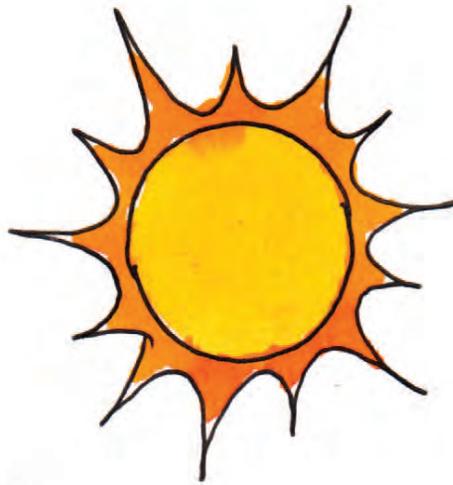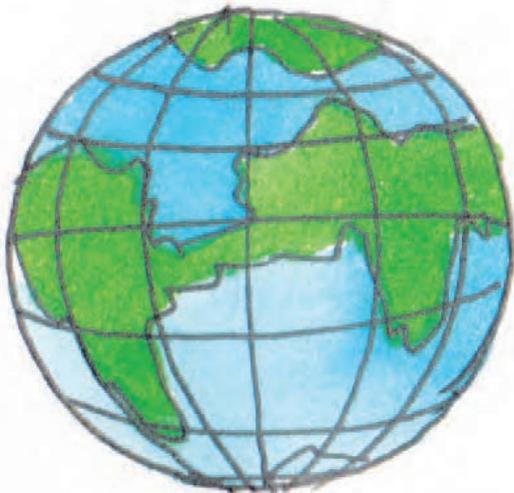
ফাঁকা ঘর ঠিকমতো ভরতি করি
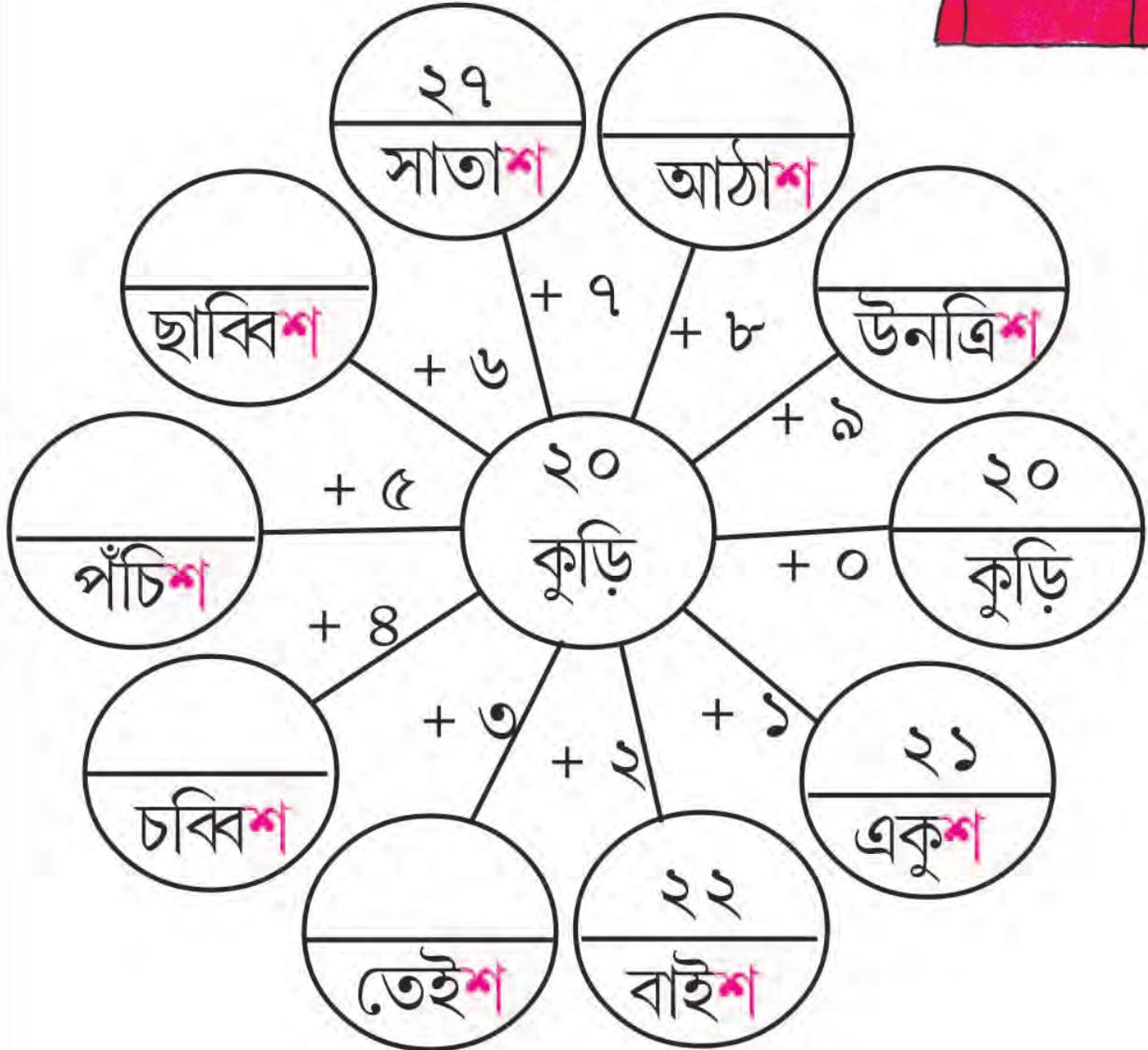
শিখন পরামর্শ : ২১ থেকে ৫০ পর্যন্ত স্থানীয় মানে বিস্তার করে লেখা, স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লেখা, অঙ্কে লেখা ও কথায় লেখার ধারণা।

৩০

+০ ৩০ ত্রিশ

+১ একত্রিশ

+২ ৩২ বত্রিশ

+৩ তেত্রিশ

+৪ চৌত্রিশ

+৫ পঁয়ত্রিশ

+৬ ছত্রিশ

+৭ সাঁইত্রিশ

+৮ আটত্রিশ

+৯ উনচল্লিশ
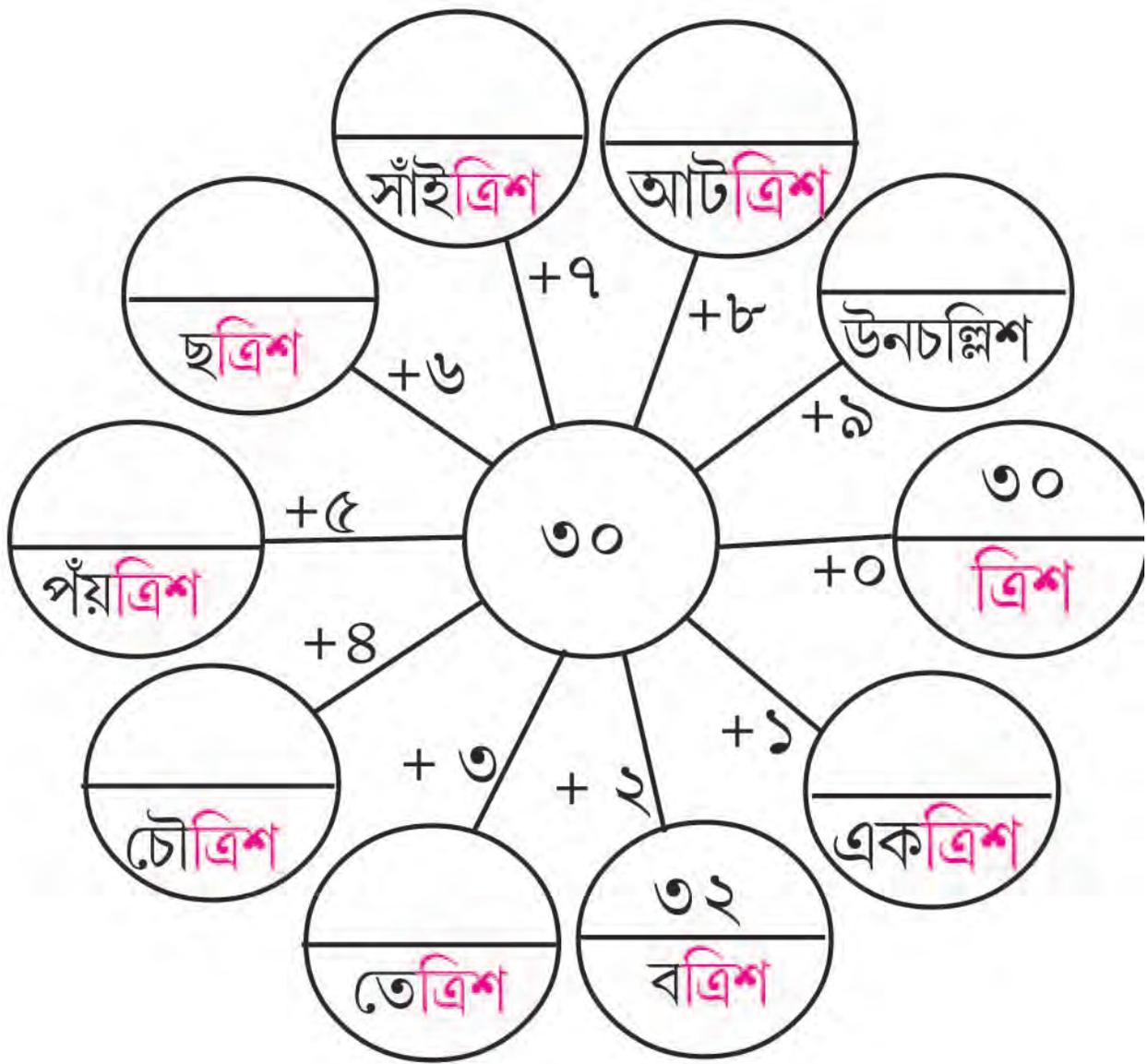
৩৯	+১	৪০	চল্লিশ
৪০	+১	৪১	একচল্লিশ
৪১	+১		বিয়াল্লিশ
৪২	+১		তেতাল্লিশ
৪৩	+১		চুয়াল্লিশ
৪৪	+১		পঁয়তাল্লিশ
৪৫	+১		ছেচল্লিশ
৪৬	+১		সাতচল্লিশ
৪৭	+১		আটচল্লিশ
৪৮	+১		উনপঞ্চাশ
৪৯	+১		পঞ্চাশ

রঙিন কার্ড নিয়ে খেলি

কার্ড দেখি ও সংখ্যা তৈরি করি —

দশক একক স্থানীয় মানে বিস্তার অঙ্কে লিখি কথায় লিখি

যে সংখ্যা দেখছি তা **প্রকৃত মান** যা বোঝাচ্ছে **স্থানীয় মান**

দশকের ঘরের সংখ্যার প্রকৃত মান ৩ ও স্থানীয় মান ৩০

এককের ঘরের সংখ্যার প্রকৃত মান ও স্থানীয় মান ২

দশকের ঘরের সংখ্যার প্রকৃত মান ☐ ও স্থানীয় মান ☐

এককের ঘরের সংখ্যার প্রকৃত মান ☐ ও স্থানীয় মান ☐

শিখন পরামর্শ : প্রকৃত মান ও স্থানীয় মানের ধারণা।
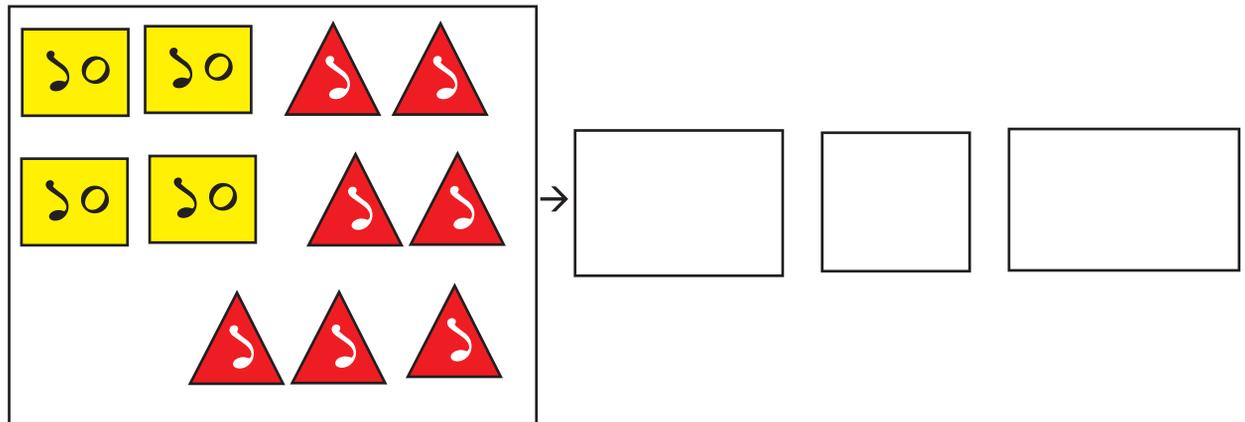
১০ ১০ ১ ১
১০ ১০ ১ ১
দশকের ঘরের সংখ্যার প্রকৃত মান ও স্থানীয় মান
এককের ঘরের সংখ্যার প্রকৃত মান ও স্থানীয় মান
১০ ১০ ১ ১
১০ ১০ ১ ১
১ ১ ১
দশকের ঘরের সংখ্যার প্রকৃত মান ও স্থানীয় মান
এককের ঘরের সংখ্যার প্রকৃত মান ও স্থানীয় মান

সংখ্যা	প্রকৃত মান	স্থানীয় মান
২ ⑥	৬	৬
৭ ⑥		
৩ ⑧		

সংখ্যা	প্রকৃত মান	স্থানীয় মান
৩ ⓪	৬	৬
৯ ⑨		
৮ ②		

ফাঁকা ঘর ঠিকমতো ভরতি করি

সংখ্যা	কথায়	যোগ
৫০	পঞ্চাশ	+ ০
৫১	একান্ন	+ ১
৫২	বাহান্ন	+ ২
	তিপ্পান্ন	+ ৩
৫৪	চুয়ান্ন	+ ৪
৫৫	পঞ্চান্ন	+ ৫
	ছাপ্পান্ন	+ ৬
	সাতান্ন	+ ৭
	আটান্ন	+ ৮
	উনষাট	+ ৯

কেন্দ্রে: ৫০
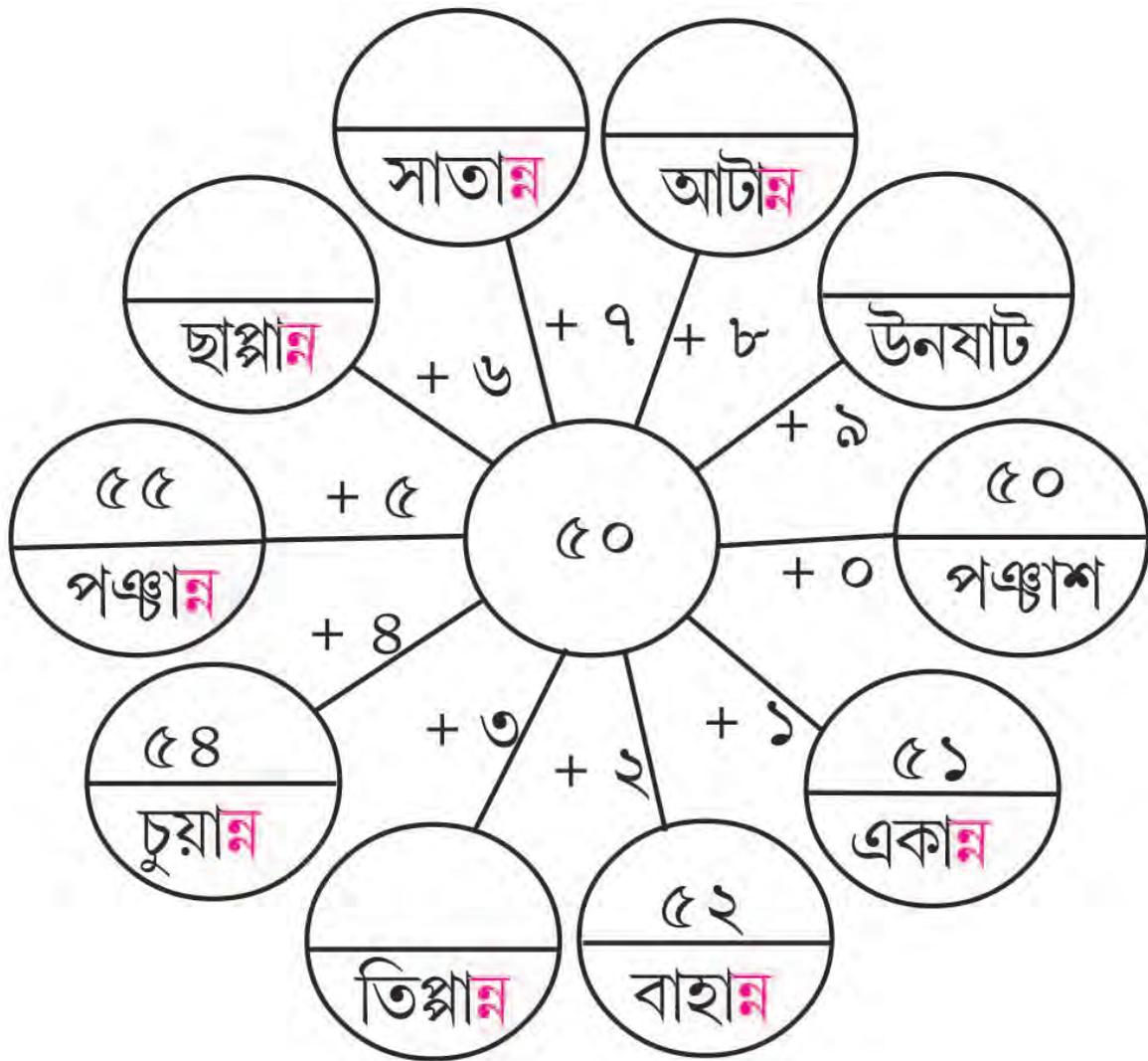
শিখন পরামর্শ : ৫১ থেকে ৭৯ পর্যন্ত স্থানীয় মান বিস্তার করে লেখা, স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লেখা, অঙ্কে লেখা ও কথায় লেখার ধারণা। স্থানীয় মান ও প্রকৃত মানের ধারণা।

৭০
সাতাত্তর
আটাত্তর
ছিয়াত্তর
উনআশি
+ ৭
+ ৮
+ ৬
+ ৯
৭০
সত্তর
+ ৫
পঁচাত্তর
+ ০
+ ৪
+ ৩
+ ১
+ ২
চুয়াত্তর
৭১
একাত্তর
৭২
বাহাত্তর
তিয়াত্তর
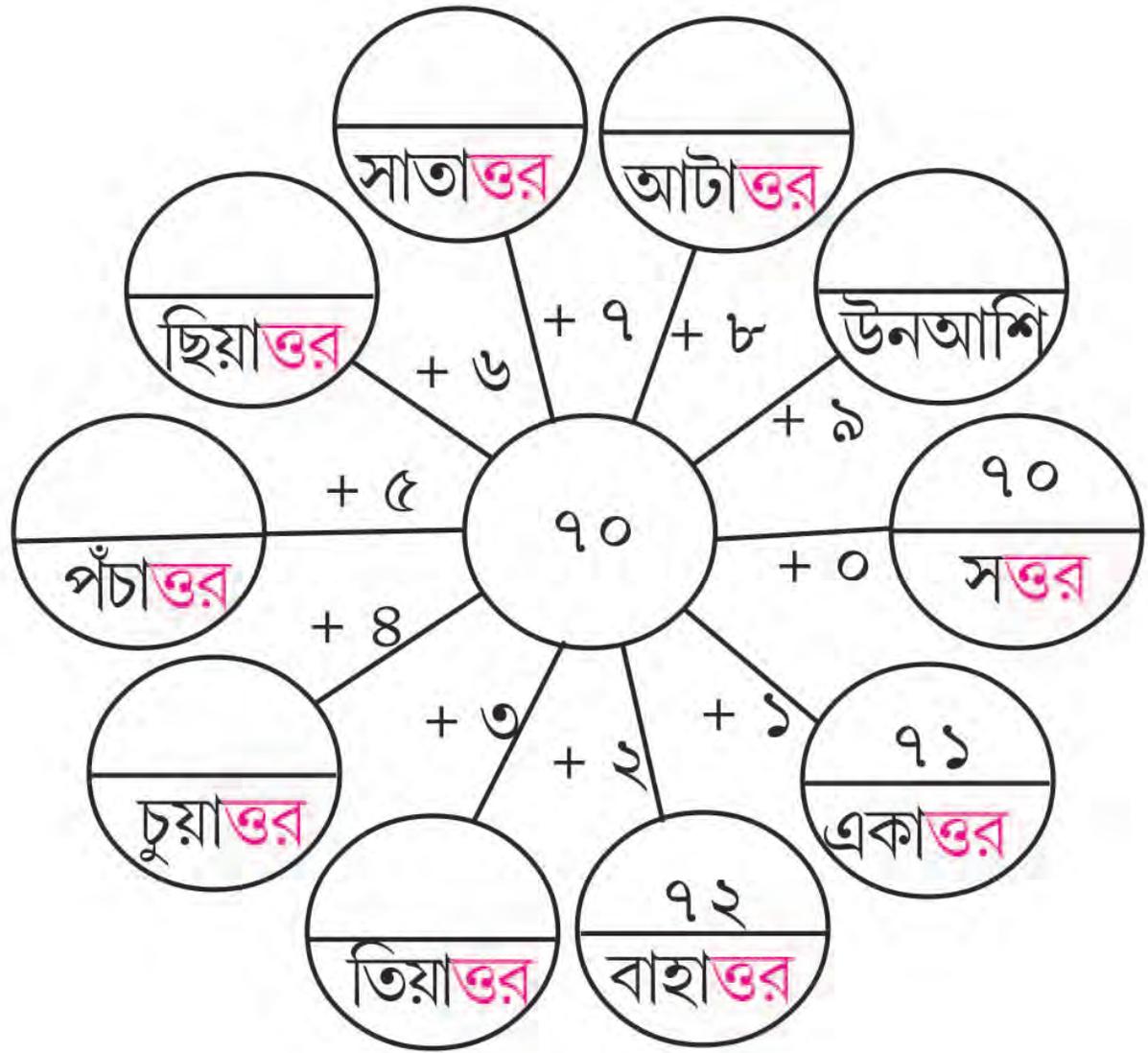
৫৯	+১	৬০	ষাট
৬০	+১	৬১	একষট্টি
৬১	+১		বাষট্টি
৬২	+১		তেষট্টি
৬৩	+১		চৌষট্টি
৬৪	+১		পঁয়ষট্টি
৬৫	+১		ছেষট্টি
৬৬	+১		সাতষট্টি
৬৭	+১		আটষট্টি
৬৮	+১		উনসত্তর
৬৯	+১		সত্তর

See the pictures. Write ‘a’, ‘an’ or ‘the’ to fill in the gaps :

(1) This is ________________ house.

(2) This is ________________ axe.

(3) This is ________________ eagle.

(4) This is ________________ train.

(5) This is ________________ moon.

Learning tips : Students will do the activities.

Look at the pictures and make sentences :

ফাঁকা ঘর ঠিকমতো ভরতি করি

৭৯	+১	৮০	আশি ০ + ৮০
৮০	+১	৮১	একাশি ১ + ৮০
৮১	+১		বিরাশি ২ +
	+১	৮৩	তিরাশি +

 শিখন পরামর্শ : ৮১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত স্থানীয় মান বিস্তার করে লেখা, স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লেখা, অঙ্কে লেখা ও কথায় লেখার ধারণা। স্থানীয় মান ও প্রকৃত মানের ধারণা।
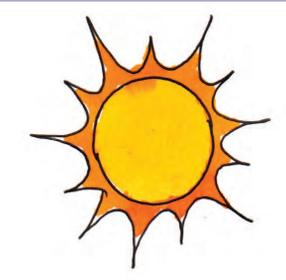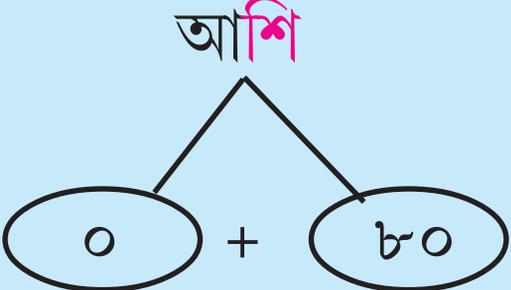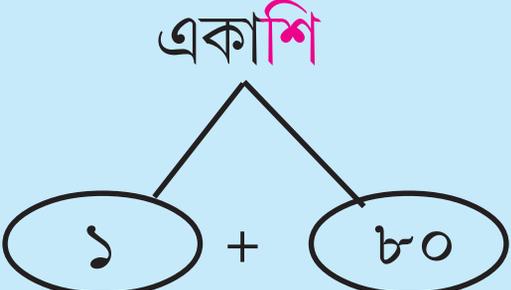
ফাঁকা ঘর ঠিকমতো ভরতি করি

	+১	৮৪	চুরাশি ( ) + ( )
৮৪	+১		পঁচাশি (৫) + ( )
৮৫	+১		ছিয়াশি ( ) + ( )
	+১		সাতাশি ( ) + ( )

ফাঁকা ঘর ঠিকমতো ভরতি করি

	+১	৮৮	অষ্টআশি ( ) + ( )
৮৮	+১		উননব্বই ( ) + ( )
৮৯	+১	৯০	নব্বই ( ) + ( )
৯০	+০	৯০	নব্বই ( ) + ( )

ফাঁকা ঘর ঠিকমতো ভরতি করি

৯০	+১		একানব্বই ( ) + ( )
৯১	+১		বিরানব্বই (২) + (৯০)
	+১	৯৩	তিরানব্বই (৩) + ( )
	+১	৯৪	চুরানব্বই ( ) + ( )

ফাঁকা ঘর ঠিকমতো ভরতি করি

৯৪	+১		পঁচানব্বই ( ) + ( )
৯৫	+১		ছিয়ানব্বই ( ) + ( )
	+১	৯৭	সাতানব্বই (৭) + ( )
৯৭	+১		আটানব্বই ( ) + ( )

ফাঁকা ঘর ঠিকমতো ভরতি করি
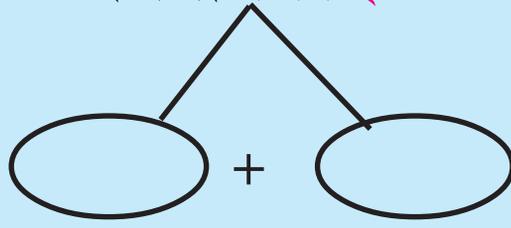
৯৮	+১		নিরানব্বই ( ) + ( )
৯৯	+১	১০০	একশো

ফাঁকা ঘর ভরতি করি :

ফাঁকা ঘর ভরতি করি :

সংখ্যা	দশকের ঘরের প্রকৃত মান	এককের ঘরের প্রকৃত মান	দশকের ঘরের স্থানীয়মান	এককের ঘরের স্থানীয়মান	কথায় লিখি
২৬	২	৬	২০	৬	ছাব্বিশ
	৩	৯			
			৩০	৮	

ফাঁকা ঘর ভরতি করি :

সংখ্যা	দশকের ঘরের প্রকৃত মান	এককের ঘরের প্রকৃত মান	দশকের ঘরের স্থানীয়মান	এককের ঘরের স্থানীয়মান	কথায় লিখি
					উনিশ
৫০					
	৬	৫			
					পঁচাত্তর
			৮০	৮	
	৯	৫			
৯৯					

মোট ফল দেখি :

সোহমকে ওর কাকু ১৮ টি কলা গাছ থেকে পেড়ে দিল। মা দিল ৮টি।

কাকু দিল   ১ ৮ টি

মা দিল   + ৮ টি

১০ ১০

১০ ১০

তাই এখন সোহমের কাছে ২৬ টি কলা আছে।

শিখন পরামর্শ : প্রথমে কার্ডের সাহায্যে ও পরে কার্ড ছাড়া হাতে রাখা যোগের ধারণা।
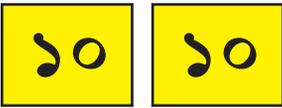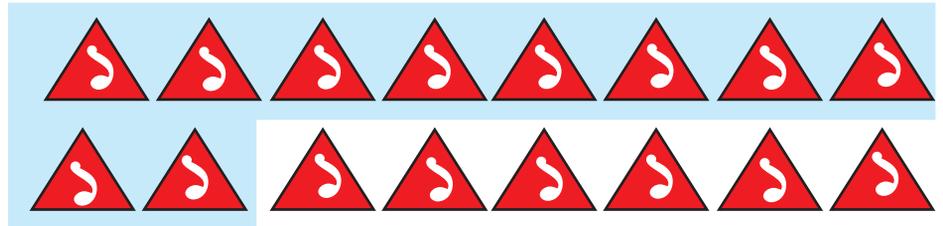
কিন্তু সোহম তার দিদির কাছ থেকে আরও ৪টি কলা নিল।

আগে সোহমের কাছে কলা ছিল ২ ৬ টি

দিদির কাছ থেকে নিল + ৪ টি

৩ ০ টি
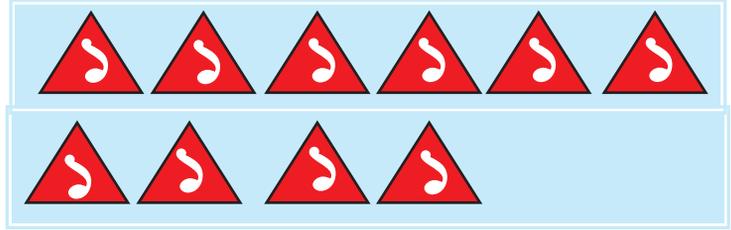
এখন সোহমের কাছে মোট ৩ ০ টি কলা রইল।
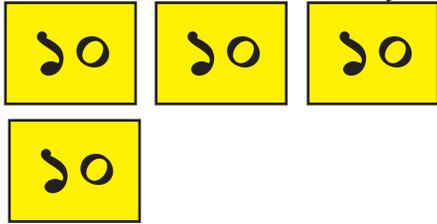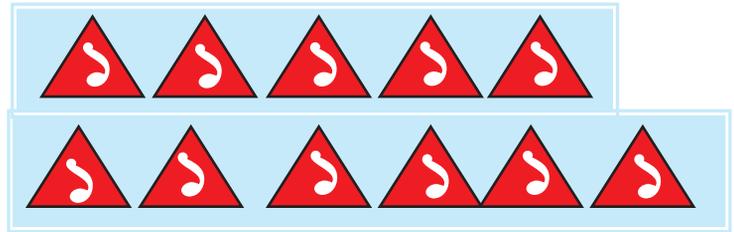
১
দশক
একক
১০
১০
১০
১০
১
১০
১০
১০
১০
১
১
দশক একক
২ ৫
+ ১ ৬
৪ ১
২
দশক
একক
দশক একক
৩ ২
+ ৩ ৯

১
দ এ
৫ ৯
+ ২ ৩
৮ ২

দ এ
৪ ৭
+ ৩ ৮

দ এ
৬ ৯
+ ১ ৭

দ এ
২ ৭
+ ৪ ৪

আগুনের পরশমণি

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে।।
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো—
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে।।

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা শিক্ষিকা/শিক্ষকের সহায়তায় স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণে, ঠিক সুরে গানটি গাইবে।

আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোটাক তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো—
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্ব-পানে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেলা থেকে কেনা আমার প্রিয় জিনিসগুলির ছবি আঁকি

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজটি করবে।

See and say :
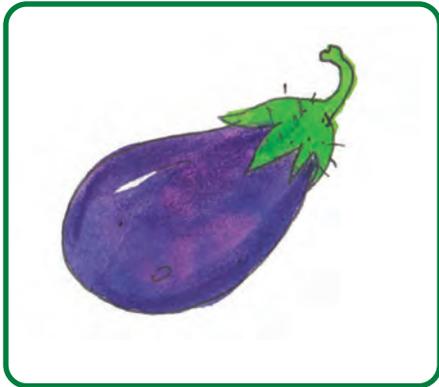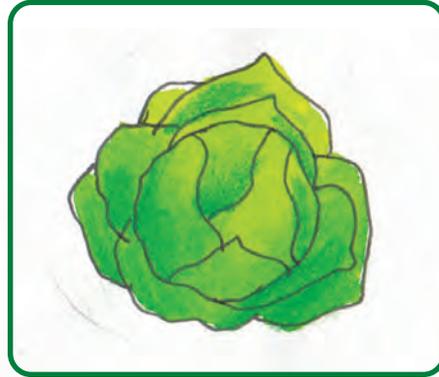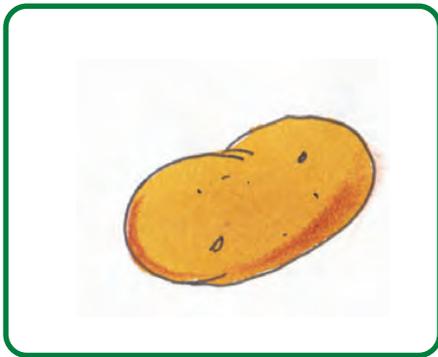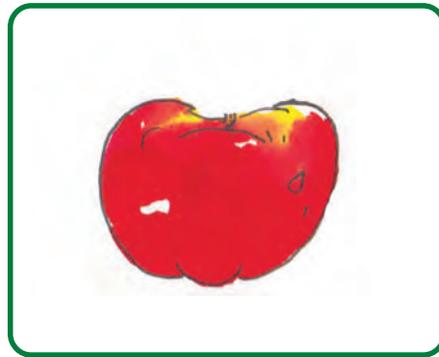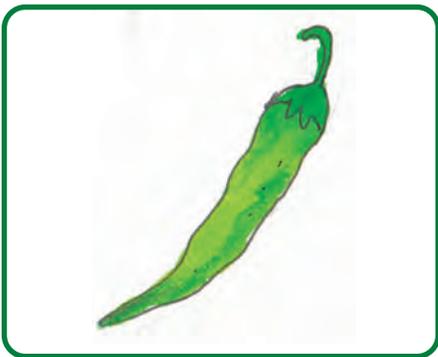
Learning tips : Students will read the names of different vegetables.

See the pictures. Fill in the gaps :
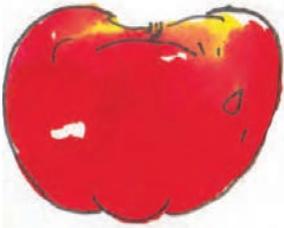
I can see a ______________
______________________ .

I can see an ______________
______________________ .

I can see a ______________
______________________.

I can see a ______________
______________________.

I can see a ______________
________ .

I can see a ______________
________ .

 Learning tips : Students will do the activities.
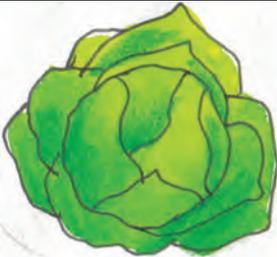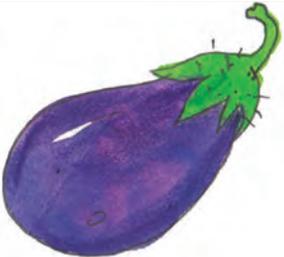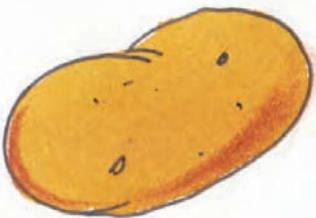
Match vegetables with their colours :

vegetables	colours
1) potato	a) green
2) chilli	b) violet
3) cabbage	c) red
4) brinjal	d) brown

নিজে করি

গ্রামের উৎসবে একটি রাস্তায় আলো লাগানো হয়েছে ৩৮ টি। অন্য একটি রাস্তায় আলো লাগানো হয়েছে ৪৫ টি। দুটি রাস্তা মিলিয়ে মোট কতগুলি আলো লাগানো হয়েছে হিসাব করি।

	দ	এ	
একটি রাস্তায় আলো লাগানো হয়েছে	৩	৮	টি।
অন্য রাস্তায় আলো লাগানো হয়েছে+	৪	৫	টি।
মোট আলো লাগানো হয়েছে			টি।

ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসব হচ্ছে। সকালে আকাশে বড়ো ঘুড়ি উড়েছে ৬৮ টি। বিকেলে আকাশে ছোটো ঘুড়ি উড়েছে ১৪ টি। সকাল ও বিকেল মিলিয়ে মোট কটা ঘুড়ি উড়েছে হিসাব করি।

মেলায় গতকাল ২৭ টি ঝুড়ি বিক্রি হয়েছে। আজ ৪৬ টি ঝুড়ি বিক্রি হয়েছে। দু-দিনে মোট কটি ঝুড়ি বিক্রি হয়েছে হিসাব করে দেখি।

শিখন পরামর্শ : গল্পের সাহায্যে যোগ অঙ্কের ধারণা এবং যোগ অঙ্ক থেকে গল্প লেখার ধারণা।

একটি গাড়ি করে ৪২ জন লোক বেড়াতে যাচ্ছিল। পরে আরও ৮ জন লোক ওই গাড়িতে উঠল। এখন ওই গাড়িতে মোট কতজন লোক হলো হিসাব করে দেখি।

নিজে গল্প লিখি :

	দ	এ	
রাজিয়া চারাগাছ লাগিয়েছে	২	৮	টি।
সহেলি চারাগাছ লাগিয়েছে	+ ২	৯	টি।
মোট চারাগাছ লাগানো হয়েছে			টি।

নিজে গল্প লিখি :

	দ	এ	
পূজা মালা গেঁথেছে	৩	৮	টি।
সাবিনা মালা গেঁথেছে	+ ৩	৫	টি।
মোট মালা গাঁথা হয়েছে			টি।

কমিয়ে দিই

উৎসবে ভরা শরৎকাল। রহমতচাচা ৩৪টি ফুল ঝুড়িতে রেখেছেন। আমি ২টি ফুল ঝুড়ি থেকে নিয়ে নিলাম। হিসাব করে দেখি কতগুলো ফুল ঝুড়িতে পড়ে রইল।

থেকে নিলাম

শিখন পরামর্শ : দুই অঙ্কের সংখ্যা থেকে হাতে না রেখে এক অঙ্কের সংখ্যার বিয়োগের ধারণা।
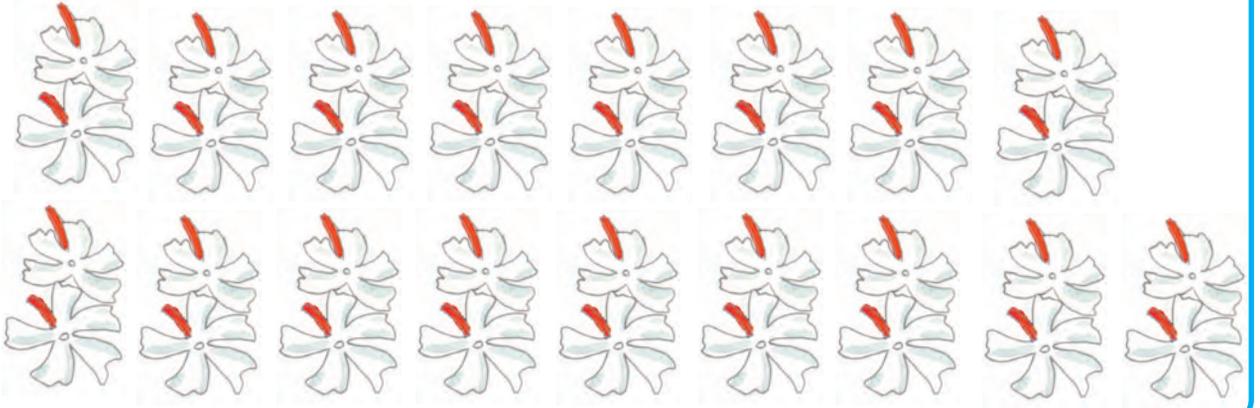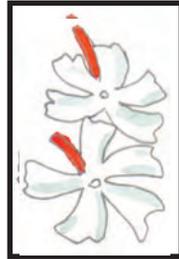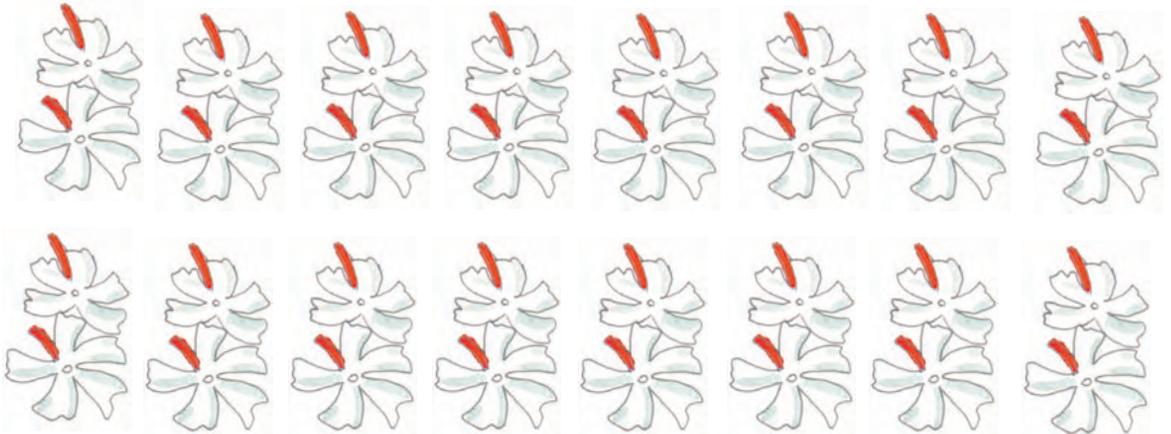
৩৪	টি ফুল -	২	টি ফুল =	৩২	টি ফুল

অন্যভাবে দেখি

	দ	এ	
	৩	৪	
-		২	
	৩	২	টি ফুল থাকল

হাতেকলমে যাচাই করে দেখি—

৩৪ → |||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||

||

৩৪ - ২ → |||||||||| |||||||||| |||||||||| ||// → ৩২
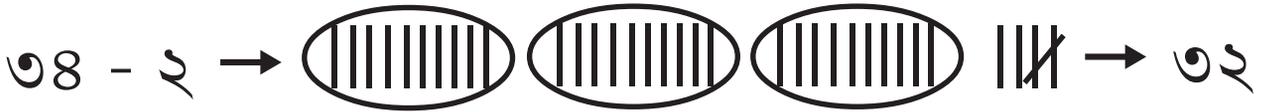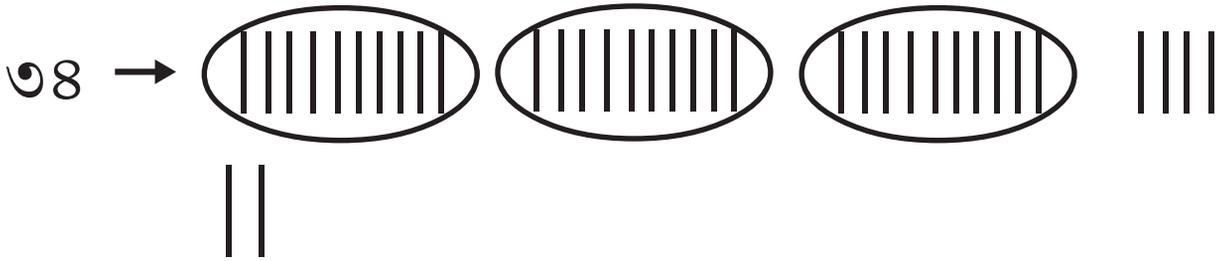
দুই অঙ্কের সংখ্যা থেকে এক অঙ্কের সংখ্যা বিয়োগের সময় প্রথম সংখ্যার এককের অঙ্কের নীচে দ্বিতীয় সংখ্যার একক অঙ্ক বসবে।

ফাঁকা ঘর ভরতি করি :

একটি নৌকা করে ২৮ জন যাচ্ছিল। উৎসবে যোগ দিতে ৭ জন বাগবাজার ঘাটে নেমে গেল। এখন নৌকায় কতজন বসে আছে দেখি।
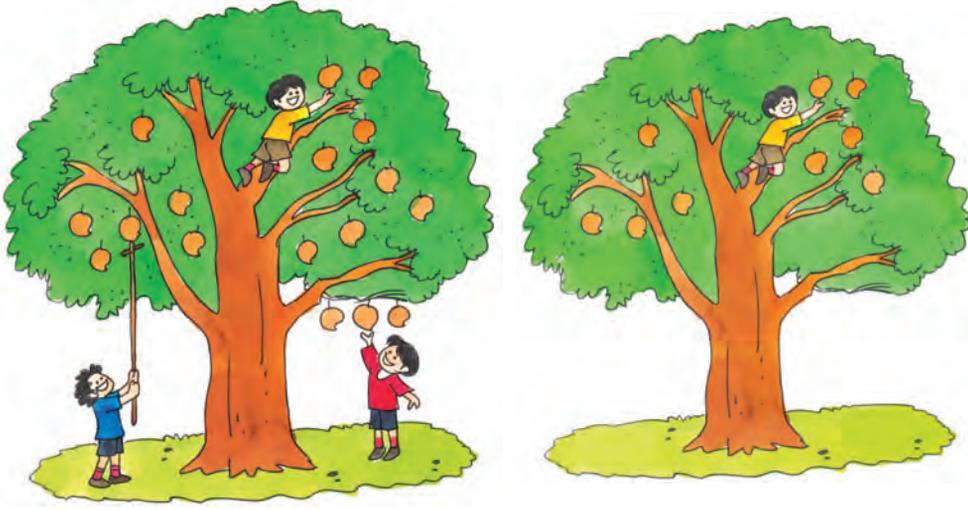
একটি গাছে ৩৫ টি আম ছিল। উৎসবের দিনে মামা বাড়িতে এসেছেন। তার খাওয়ার জন্য ৪ টি আম পাড়া হয়েছে। গাছে আর কটি আম আছে হিসাব করি।

দ	এ
৩	৫
—	৪
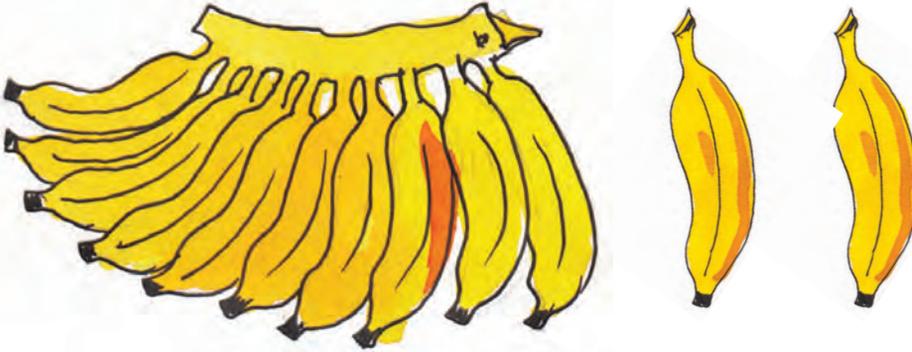
বাবা বাজার থেকে ১২টি কলা কিনে আনলেন। আমি সেখান থেকে ২টি কলা খেলাম। এখন কটি কলা আছে হিসাব করে দেখি।

দ	এ
১	২
—	২

শিখন পরামর্শ : গল্পের মাধ্যমে দুই অঙ্কের সংখ্যা থেকে হাতে না রেখে এক অঙ্কের সংখ্যার বিয়োগের ধারণা।

ফাঁকা ঘর ভরতি করি :

দ এ
২ ৪
— ৪
দ এ
৪ ৯
— ৮
দ এ
৫ ৬
— ৫

দ এ
৬ ৭
— ৬

দ এ
৭ ৭
— ৭

দ এ
৮ ৯
— ৮

দ এ
৯ ৭
— ৫

অন্যখানে

সুখলতা রাও

হাটে গোলমাল বেচে কেনে মাল
কত লোকজন কত মন মন
চাল ডাল নুন, ঢেড়স বেগুন,
তরকারি শিম, মাছ আলু ডিম,
ধামা ভরা আম, পেঁপে কলা জাম,
হাঁড়ি হাঁড়ি খাসা গুড়ের বাতাসা।
ওই কার ছেলে ইস্কুল ফেলে
পড়ার বেলায় পায়রা ওড়ায়।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা কবিতাটি পড়বে ও '**হাতেকলমে**'র কাজগুলি করবে।

শব্দার্থ : গোলমাল— হৈচৈ। খাসা— চমৎকার। বেচে— বিক্রি করে। মন— ওজনের পরিমাপক। ধামা— বেতের তৈরি বড়ো পাত্র।

হাতেকলমে

১. পাঠ্য কবিতা অনুসারে নীচের তালিকাটি পূরণ করি :

যে যে জিনিস হাটে বিক্রি হচ্ছে —

সবজির নাম	
ফলের নাম	
মুদিখানায় পাওয়া যায় এমন জিনিস	
এছাড়াও অন্যান্য জিনিস	

See the pictures. Fill in the boxes correctly :
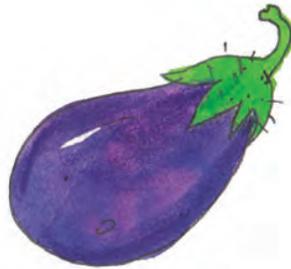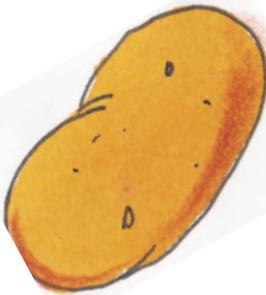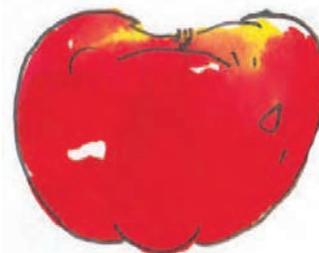
Learning tips : Students will fill in the crossword puzzle.

Listen and say :
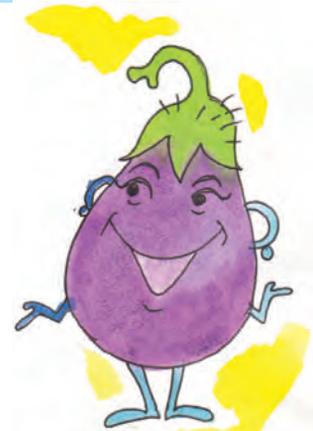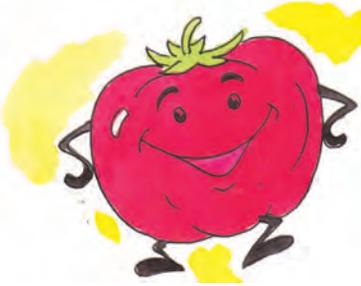
Tomatoes are red, beans are green

A brinial has a crown, just like a queen.

Potatoes are brown, onions are pink,

Carrots have juice which I can drink.

Vegetables make me healthy and wise,

I'll eat some daily with milk and rice.

Draw pictures of four vegetables. Colour them and write their names .

Learning tips : Teacher will encourage the students to participate in the rhyme. Then students will do the other activities.

মেলায় ঝুড়ি বিক্রি

শীতকাল। শান্তিনিকেতনে পৌষমেলা বসেছে। হাসানচাচা ২৩টি বেতের ঝুড়ি নিয়ে মেলায় বিক্রি করছে। ৭টি ঝুড়ি বিক্রি হলো। কটি ঝুড়ি থাকল তা রঙিন কার্ড দিয়ে হিসাব করি।

হাসানচাচার কাছে,

	দ	এ	
প্রথমে ঝুড়ি ছিল	২	৩	টি
ঝুড়ি বিক্রি হলো	-	৭	টি
	১	৬	টি

শিখন পরামর্শ : কার্ডের সাহায্যে হাতে রাখা বিয়োগের ধারণা।

২ ৩ টি → ১০

\- ৭ টি →

১৬ টি ← ১০

হাসানচাচার কাছে আরও ১৬ টি ঝুড়ি থাকল।

কাঠি দিয়ে যাচাই করি :

মেলায় ছবি বিক্রি

এই মেলায় এক চিত্রশিল্পী বিক্রির জন্য ২১টি ছবি এঁকে এনেছেন । তিনি মেলার প্রথম দু-দিনে ৭টি ছবি বিক্রি করলেন। তাঁর কাছে আর কটি ছবি থাকল তা রঙিন কার্ড নিয়ে হিসাব করি।

	দ	এ	
ছবি ছিল	২	১	টি
বিক্রি হয়েছে	−	৭	টি

আরও ছবি থাকল ☐

২ ১ টি → ১০

\- ৭ টি →

আরও ছবি ☐ ←

টি থাকল

রঙিন কার্ড নিয়ে বিয়োগ করি :

৩ ৪ টি → ১০ ১০ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

- ৫ টি → ১ ১ ১ ১ ১

[ ] ← [ ]

দ	এ
৩	৪
-	৫

[ ]

শিখন পরামর্শ : কার্ডের সাহায্যে হাতে রাখা বিয়োগের ধারণা।

বিয়োগ করি

(১)

	দ	এ
	৫	
	~~৬~~	~~২~~
—	৪	৬

(২)

	দ	এ
	৭	৪
—	১	৯

(৩)

	দ	এ
	৪	১
—	১	৮

(৪)

	দ	এ
	৮	০
—	৩	৫

বিয়োগ করি

(৫)

	দ	এ
	৬	৩
—	২	৫

(৬)

	দ	এ
	৮	২
—	৬	৭

(৭)

	দ	এ
	৪	১
—	১	৮

(৮)

	দ	এ
	৮	০
—	৩	৫

বিয়োগ করি

(৯)

	দ	এ
	৭	৩
—	৫	৮

(১০)

	দ	এ
	৯	০
—	২	৫

(১১)

	দ	এ
	৯	২
—	৬	৮

(১২)

	দ	এ
	৭	৩
—	৩	৮

বিয়োগ করি

(১৩)

	দ	এ
	৯	০
—	৮	৮

(১৪)

	দ	এ
	৭	০
—	৬	৮

(১৫)

	দ	এ
	৪	২
—	২	৮

(১৬)

	দ	এ
	৩	৭
—	২	৯

উচিত শিক্ষা

এক বনের ধারে একটা বড়ো জাম গাছ ছিল। সেটি ছিল এক চড়াই পাখির খুব পছন্দের গাছ। বেশ নিরিবিলিতে বাস করা যাবে দেখে চড়াই তার ডালে বাসা বেঁধে ডিম পেড়েছিল। যথাসময়ে তার ডিম ফুটে

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপকথাটি পড়বে।

চারটি বাচ্চা বেরোল। এখনও তাদের চোখ ফোটেনি। চড়াই খুঁজে-পেতে তাদের জন্য পোকাটা, ফড়িংটা ধরে এনে খাওয়ায়। দেখতে দেখতে তাদের চোখ ফোটে। খিদে পেলে কিচমিচ করে ওঠে। মায়ের মন খুশিতে ভরে যায়, সে আরও বেশি করে বাচ্চাদের জন্য খাবার খুঁজে আনে।

এই ভাবেই বেশ দিন কাটছিল। হঠাৎ একদিন একটা বিশাল হাতি হেলে দুলে এসে দাঁড়ায় সেই জাম গাছটার গোড়ায়। অনেকক্ষণ ধরে তার পিঠ চুলকোচ্ছিল, কিন্তু তার পছন্দ হচ্ছিল না। জাম গাছটা দেখে সে সেই গাছে গা ঘষতে লাগল। বেশ আরামও হলো। তাই জোরে জোরে পিঠ ঘষতে লাগল গাছে। চড়াইয়ের বাচ্চারা ভীষণ ভয়ে চমকে চমকে উঠতে লাগল। চড়াই প্রথমে

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপকথাটি পড়বে।

কিছু বুঝতে পারেনি, পরে দেখল একটা বিশাল হাতি তার সাধের জাম গাছের গায়ে পিঠ ঘষছে। আর গাছটাও খুব দুলছে। বিপদ বুঝে সে চিৎকার করে উঠল, 'আরে কী করছ? থামো, থামো। গাছের ওপরে যে আমার বাসা রয়েছে।'

হাতি বলল 'তা আমি কী করব?'

'শিগগির থামো। না হলে যে আমার বাসা ভেঙে যাবে। আমার বাছারা বড্ড ভয় পাচ্ছে।'

হাতি হেসে বলল, 'তোর বাচ্চারা ভয় পেয়েছে তো আমি কী করব ? গর্তের মধ্যে লুকোতে যাব?'

চড়াই কাকুতি মিনতি করে, 'তুমি আর গাছটাকে নাড়িয়ো না। আমার বাচ্চারা উড়তে শেখেনি। উঁচু বাসা থেকে পড়লে মরে যাবে।'

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপকথাটি পড়বে।

হাতির পিঠ চুলকে খুব আরাম লাগছিল। বলল, ‘তাতে আমার কী?’

চড়াই যত মিনতি করে হাতি তত মজা পায়। সে সমানে গাছ নড়িয়ে চলে আর বলে, ‘আমার খুব আরাম লাগছে ।’

হঠাৎ গাছটা ভীষণ দুলে উঠল। চড়াইয়ের কচি বাচ্চারা তাদের দুর্বল ডানা ঝাপটে ঝাপটে চ্যাঁ চ্যাঁ করতে লাগল। এবার চড়াইয়ের খুব রাগ হলো। সে মিনতি করা ছেড়ে তীক্ষ্ণ স্বরে হাতিকে বলল,

‘এই শেষবার বলছি। এক্ষুনি থামো। নইলে—’

হাতি হেসে বলল,‘ নইলে কী ’?

‘নইলে তোমাকে পস্তাতে হবে।’

‘তোর মতো পুঁচকে পাখি আমার কিচ্ছু করতে পারবে না।’

‘দেখবে, কী করতে পারি ?’

‘দেখতেই তো চাই। এই দেখ আরও জোরে জোরে তোর গাছ নাড়াচ্ছি।’ বলে সে সত্যিই গাছে ঠেলা মারে। চিৎকার করে ওঠে চড়াই, ‘দাঁড়াও’! কী করে তোমায় জব্দ করতে হয় দেখাচ্ছি!’ বলে সে ফুড়ুৎ করে হাতির কুলোর মতো একটা কানে ঢুকে পড়ল। তারপর সেখানে সে ডানা ঝাপটে ওড়ে আর ঠোকরায়।

যন্ত্রণায় হাতি চিৎকার করে ওঠে, মটিতে শুয়ে পড়ে মাথা ঘষে ঘষে চড়াইকে মারতে চেষ্টা করে। কিন্তু তা পারবে কেন? চড়াই তো রয়েছে তার কানের ভেতরে। কাতরাতে কাতরাতে হাতি বলে, ‘বড্ড লাগছে আমার।

তুমি শিগগির বেরিয়ে এসো আমার কান থেকে । লক্ষ্মী বোনটি আমার।'

কানের ভেতর থেকে চড়াই বলে, 'তাতে আমার কী ? এখানে উড়তে আমার খুব ভালো লাগছে ।'

'না না বোনটি তুমি আমাকে বাঁচাও। আমি আর কখনও গাছ নাড়াব না। আমার অন্যায় হয়ে গেছে। এইবারটি তুমি আমায় মাফ করো।'

চড়াই বলল, 'ঠিক বলছো?'

হাতি বলে, 'ঠিক। '

চড়াই আবার হতির কান থেকে বেরিয়ে আসে। হাতিরও প্রাণ জুড়োয়। গাছের ডালে নিজের বাচ্চাদের কাছে গিয়ে চড়াই বলে, 'গায়ে জোর আছে বলে গর্ব

করা ভালো নয়। মনে রেখো, ছোটো প্রাণীরও কিছু ক্ষমতা থাকতে পারে।’

হাতির ভালোই উচিত শিক্ষা হয়েছিল। তাই ‘চিরকাল মনে রাখব’ বলে হাতি সেখান থেকে দ্রুত চলে যায়।
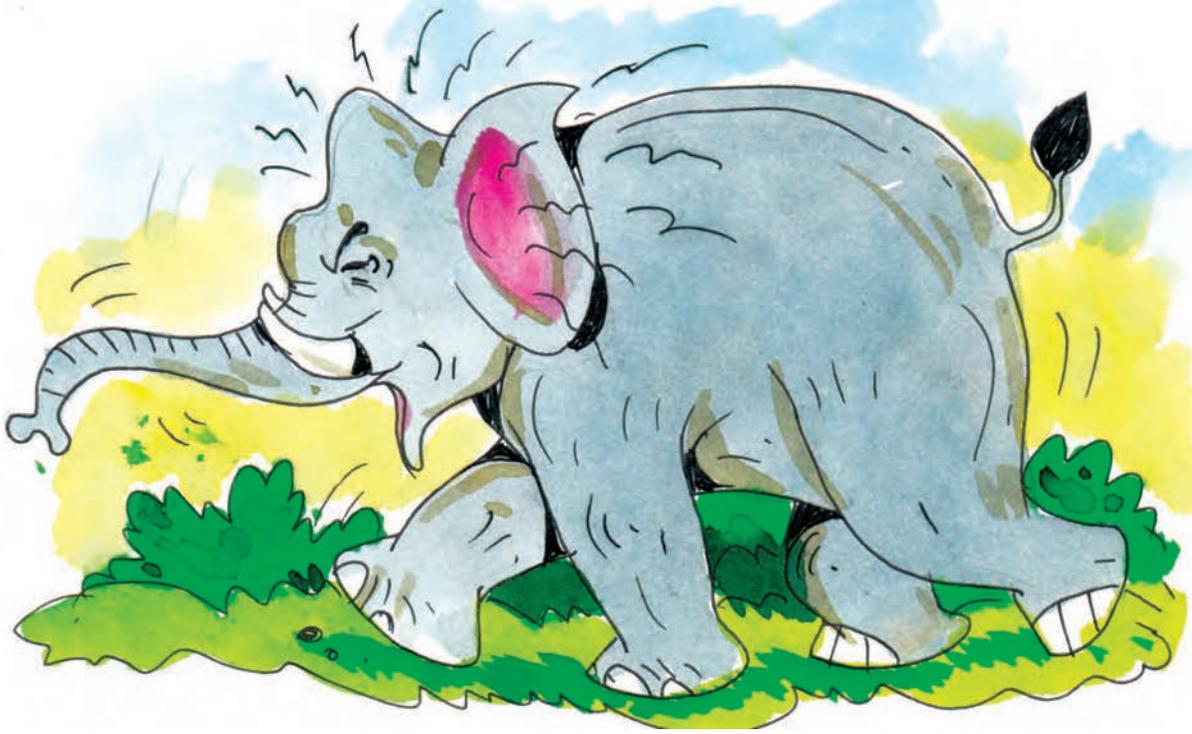
See and say :

That is ...

a tiger

a lion

a camel
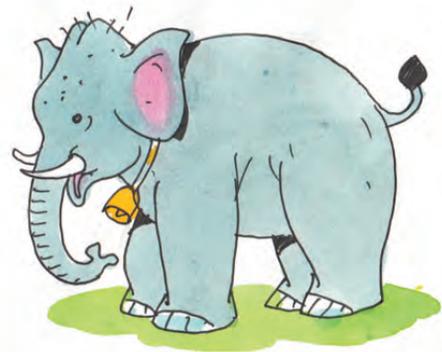
an elephant

Match column A with B :

A	B
1. camel	a. trunk
2. lion	b. stripes
3. elephant	c. mane
4. tiger	d. hump

Learning tips : Students will read the names of animals. They will do the activity.

Look at the picture :

You can see the body parts of many animals in this picture. Name the animals.

____

____

____

Learning tips : Students will do the activity.

ছবি আঁকি
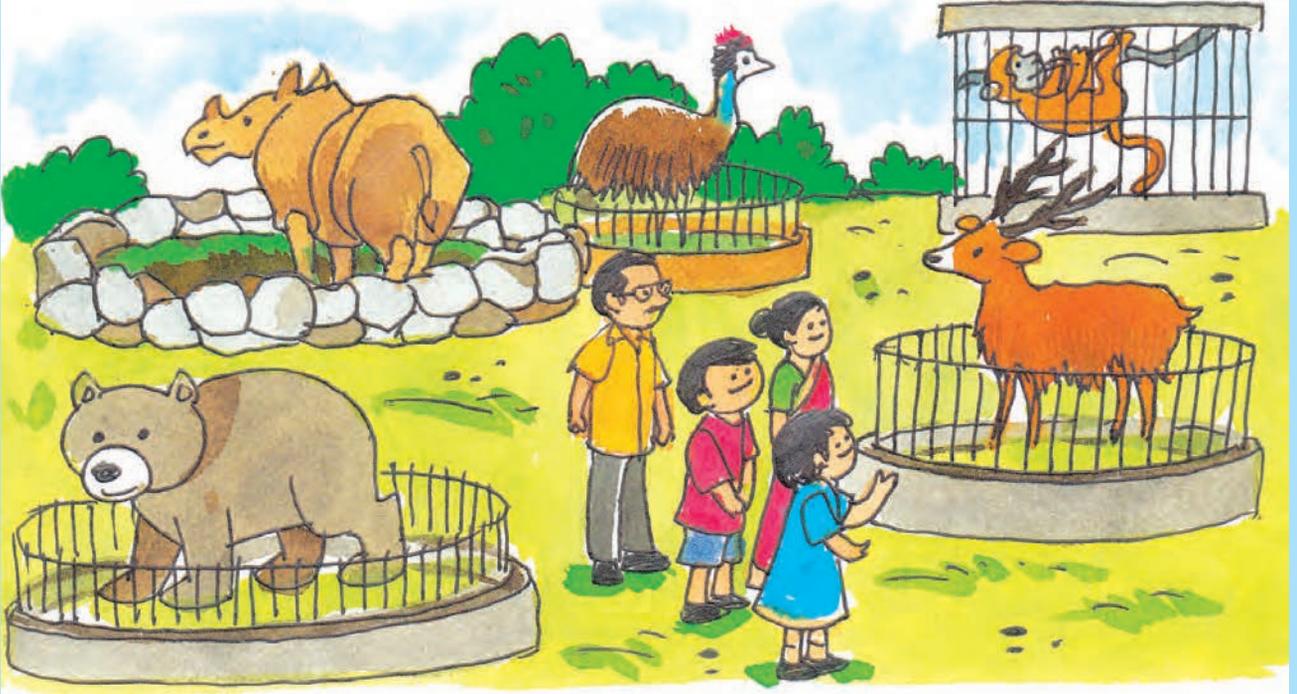
আমরা চিড়িয়াখানা বেড়াতে গিয়েছিলাম। অনেক পশু ও অনেক পাখি দেখলাম। খুব ভালো লেগেছে। খুব আনন্দ পেয়েছি। পশু-পাখিগুলোকে খুব মনে পড়ছে। একটা খাতায় ওদের ছবি এঁকে রাখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু পশু-পাখির ছবি আঁকা বেশ শক্ত।

 শিখন পরামর্শ : জ্যামিতিক চিত্রের নাম না জেনে আকারের ধারণা।

দাদা ছবি আঁকছে। মিঠু আয়। আমরা দাদার সঙ্গে বসে পশু-পাখি আঁকার নিয়ম শিখি।

দাদা বলল সব ছবিই কতগুলো সোজা দাগ ও কতগুলো বাঁকা দাগ দিয়ে আঁকা যায়।

আমরা সোজা দাগ ______________

ও বাঁকা দাগ আঁকলাম।

এবার আমরা সোজা দাগ ও বাঁকা দাগ দিয়ে খুব সহজ সহজ ছবি আঁকি।
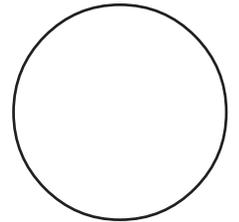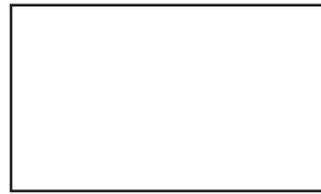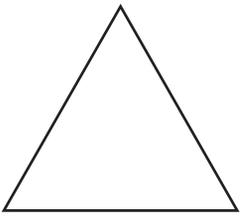
এগুলো দিয়ে নানারকম ছবি আঁকি।

হাতেকলমে

১. যুক্তবর্ণের ব্যবহার রয়েছে, গল্প থেকে এমন পাঁচটি শব্দ খুঁজে নিয়ে লিখি:

২. নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি :

২.১ চড়াই পাখি কোথায় বাসা বেঁধেছিল ?

২.২ চড়াই ছানারা ভয় পেয়েছিল কেন ?

২.৩ মা চড়াই কীভাবে দুষ্টু হাতিকে জব্দ করল ?

২.৪ মা চড়াই শেষে হাতিকে কী বলল ?

৩. গল্পে কে কী করেছে তা নীচের ছকটিতে লিখি:

মা-চড়াই	হাতি

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা 'উচিত শিক্ষা' উপকথাটি পড়ে উপরের কাজগুলি করবে।

৪. বামদিকের সঙ্গে ডানদিকের বিপরীতার্থক শব্দগুলি মিলিয়ে লিখি :

পছন্দ — সবল

ভয় — অনুচিত

দুর্বল— অপছন্দ

তীক্ষ্ণ— সাহস

উচিত — ভোঁতা

৫. কিচমিচ, চ্যাঁ চ্যাঁ, ফুড়ুৎ — এই শব্দগুলি কোন কোন প্রাণীর সঙ্গে জড়িত ? তাদের কোন কোন কার্যকলাপ বোঝাতে আমরা এই শব্দগুলি ব্যবহার করি ? এই তিনটি শব্দ দিয়ে তিনটি পৃথক বাক্য নিজে বানিয়ে লিখি।

See the pictures...

Learning tips : Students will know about different activities of birds.

See and say ...

That is a cuckoo.

That is an Indian roller.

That is a parrot.

Learning tips : Students will read the sentences. They will know the names of birds.

See and say ...

That is a kingfisher.
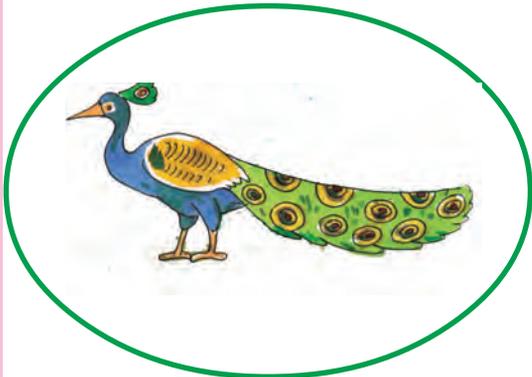
That is a peacock.
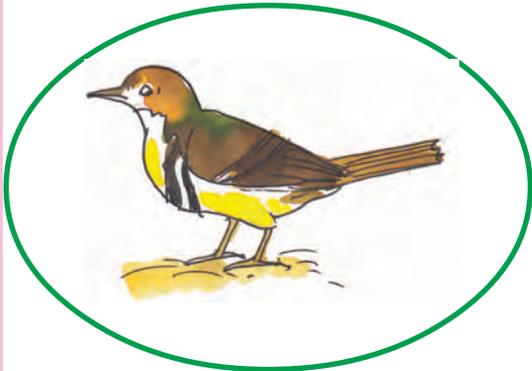
That is a wagtail.

That is a magpie robin.

দাদা বলল সব ছবিগুলো ঠিকমতো সাজিয়েই সব পশু-পাখি আঁকা যাবে। আমরা আঁকতে চেষ্টা করি। ছবি কীসের মতো দেখতে তা ফাঁকা ঘরে লিখি আর ছবিগুলোতে রং করি।
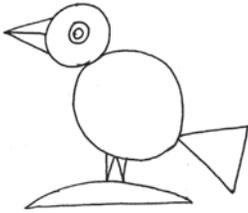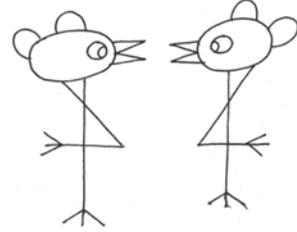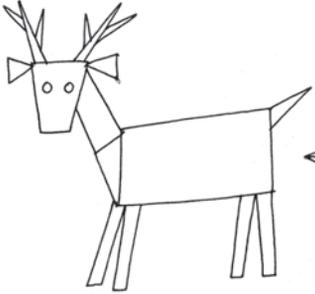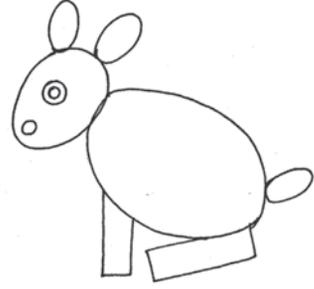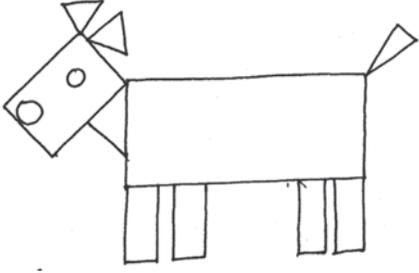
আঁকতে আঁকতে আমাদের দেখা পশু-পাখিদের মনে পড়ছে। খুব মন কেমন করছে।

শিখন পরামর্শ : বিভিন্ন জ্যামেতিক চিত্রের আকার সম্বন্ধে ধারণা।

See the pictures of the birds. Write their names:

Learning tips : Students will do the activities.
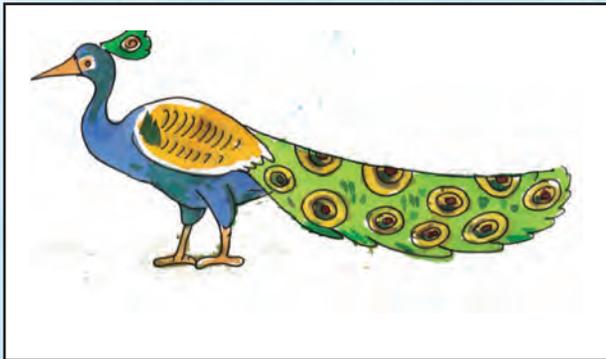
Fill in the gaps. Use words from the help box :

(a) Birds have ____________ .

(b) Birds eat with ___________.

(c) Birds live in ______________.

(d) Some birds can _________ sweet songs.

Help box

sing

beaks

wings

nests

Colour the bird :
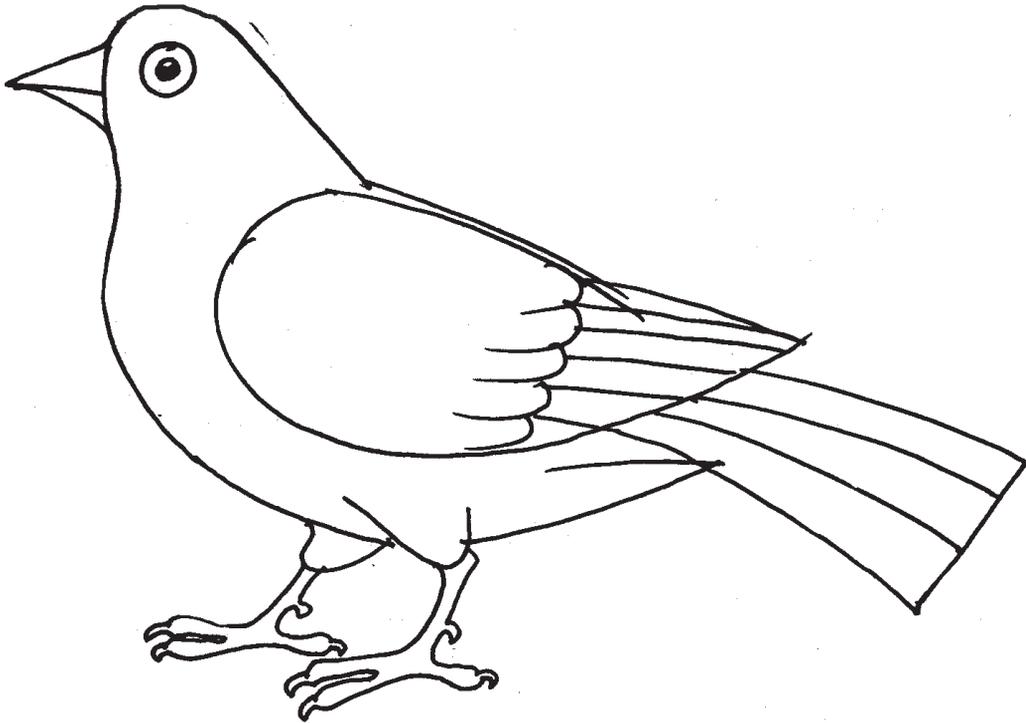
Draw the picture of a bird. Colour it :

 Learning tips : Students will do the activities.
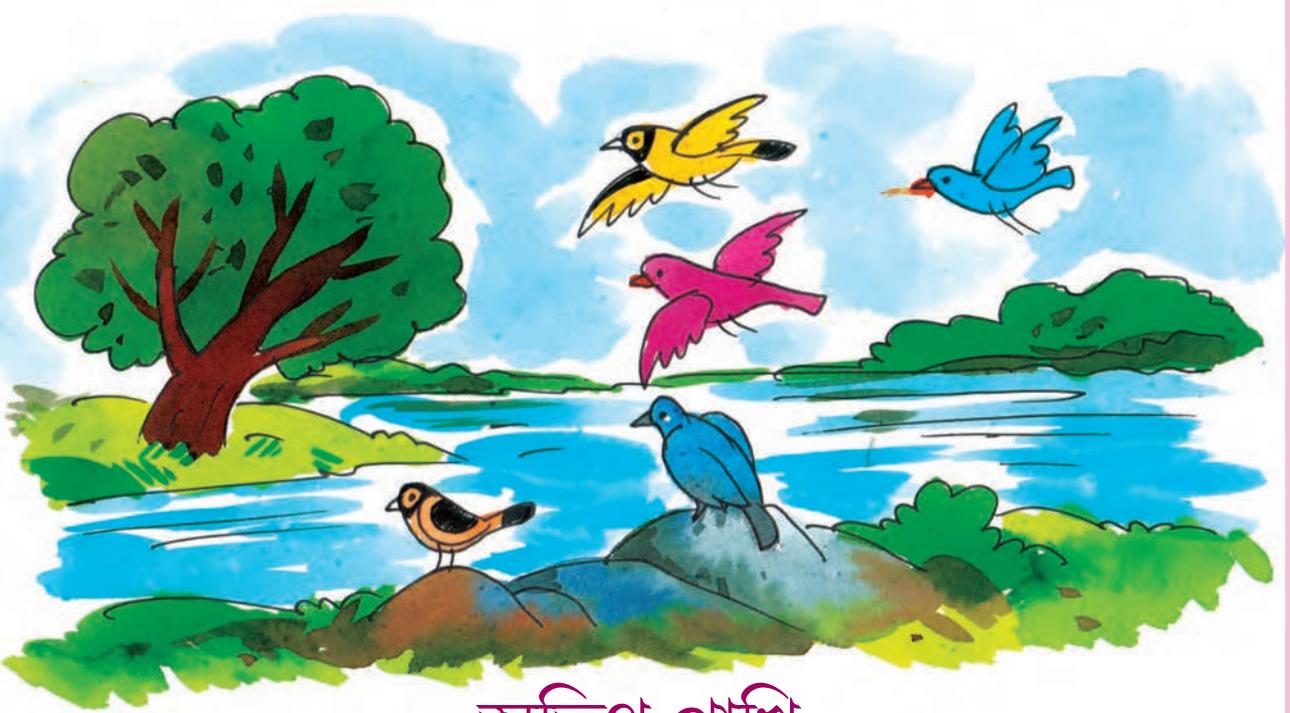
অতিথি পাখি

সরল দে

অতিথি পাখি অতিথি পাখি
পথিক পাখির ঝাঁক,
দূর থেকে ওই আসছে উড়ে
হাজার হাজার লাখ
হারায় না পথ অতিথি পাখি
এ পথ তাদের চেনা নাকি?

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কবিতাটি পড়বে।

আসছে রে মেঘ ফুঁড়ে ফুঁড়ে
ঘুরে পথের বাঁক।

আয় রে তোরা অতিথ্ পাখি
আয় রে তোরা আয়।
হরেক পাখির খুশির মেলা
রঙের ছোঁয়া পায়।
শীতের কটা দিনের তরে
অতিথ্ পাখি জলায় চরে,
শীতের শেষে হিমের দেশে
আবার ফিরে যায়।

শব্দার্থ : অতিথ্ পাখি—অতিথি পাখি বা পরিযায়ী পাখি। ঝাঁক—দল। বাঁক—মোড়। তরে—জন্য। চরে— বিচরণ করে। হিম—বরফ।

1. Some birds fly many miles.
2. They fly for food and shelter.
3. They fly to live in friendly climate.
4. They are migratory birds.

Write four sentences about birds :

____

____

____

____

____

____

Learning tips : Students will know about migratory birds. They will do the activity.

নিজে করি

রোশেনারা ৩২ টি গাঁদা ফুল নিয়ে মালা গাঁথা শুরু করল। কিন্তু মালা গাঁথার পরে ঝুড়িতে ১২ টি ফুল পড়ে আছে। মালায় কতগুলো ফুল আছে হিসাব করি।

		দ	এ	
মালা গাঁথার জন্য ফুল নিল		৩	২	টি।
ঝুড়িতে পড়ে আছে	-	১	২	টি।
মালায় ফুল আছে				টি।

আজ খুব বৃষ্টি পড়ছে। তাই ১৯ জন ছাত্রছাত্রী স্কুলে আসতে পারেনি। আমাদের শ্রেণিতে মোট ছাত্রছাত্রী ৩৭ জন। তাহলে আজ কতজন স্কুলে এসেছে হিসাব করি।

শোভন ৬০টি ঘুড়ি এনেছে। আমাদের ৪৮টি ঘুড়ি দিয়ে দিল। শোভনের কাছে এখন কতগুলো ঘুড়ি আছে হিসাব করি।

শিখন পরামর্শ : গল্পের মাধ্যমে বিয়োগের ধারণা ও নিজে গল্প লেখার ধারণা।

সানিয়ার কাছে ৩৩টি টিপ আছে। সানিয়া বন্ধুদের ১৮টি টিপ দিয়ে দিল। সানিয়ার কাছে এখন কতগুলো টিপ আছে দেখি।

নিজে গল্প লিখি :

	দ	এ	
দোকানিকে দিল	৩	০	টাকা।
রিতেশের খাতার দাম -	১	৮	টাকা।
রিতেশ ফেরত পাবে			টাকা।

নিজে গল্প লিখি :

	দ	এ	
বাসে লোক ছিল	৪	৮	জন।
বাস থেকে নেমে গেল -	১	৯	জন।
এখন বাসে লোক আছে			জন।

হাতেকলমে

১. 'অতিথ্ পাখি' কবিতার কবি হলেন --------------

২. 'অতিথ্ পাখি' বলতে কোন পাখিদের বোঝানো হয়? -------------------------

৩. কীভাবে 'অতিথ্ পাখি' আমাদের দেশে আসে? ------------------

৪. বছরের কোন সময়ে তাদের দেখা মেলে? ------------------------

৫. শীত শেষ হলে 'অতিথ্ পাখি'রা কী করে? ------------------------

৬. যুক্তবর্ণ ব্যবহার করি :

শব্দ				শব্দ			
পাখি =	প	ক্ষী		লাখ =			
বাঁক =				হাজার =			
পথ =				ছোঁয়া =			

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের **'হাতেকলমে'**র কাজগুলি করবে।

৭.‘শীতের কটা দিনের তরে

অতিথ্ পাখি জলায় চরে’— কবিতায় কবি ভিনদেশি পাখিদের আমাদের এখানে এসে শীতের কয়েকমাসের জন্য বিভিন্ন জলাভূমিতে, দিঘিতে, বিলে, বাওড়ে অতিথি হয়ে বসবাসের কথা বুঝিয়েছেন।

এই অতিথি পাখিদের নিয়ে নীচের কথাগুলি সম্পূর্ণ করি :

১.অতিথি পাখিরা দূরদূরান্ত থেকে

....

২.সেই পাখিরা খাবার এবং আশ্রয়ের

....

৩.তারা প্রচণ্ড ঠান্ডা থেকে বাঁচতে

....

৪.শীত শেষে এরা

....

Listen and say :

Flip-Flap ! Flip-Flap!

Rises my kite,

Up and up in the sky,

Blue and bright.

Flip-Flap! Flip-Flap!

Goes my kite,

Sometimes to my left,

And sometimes to my right.
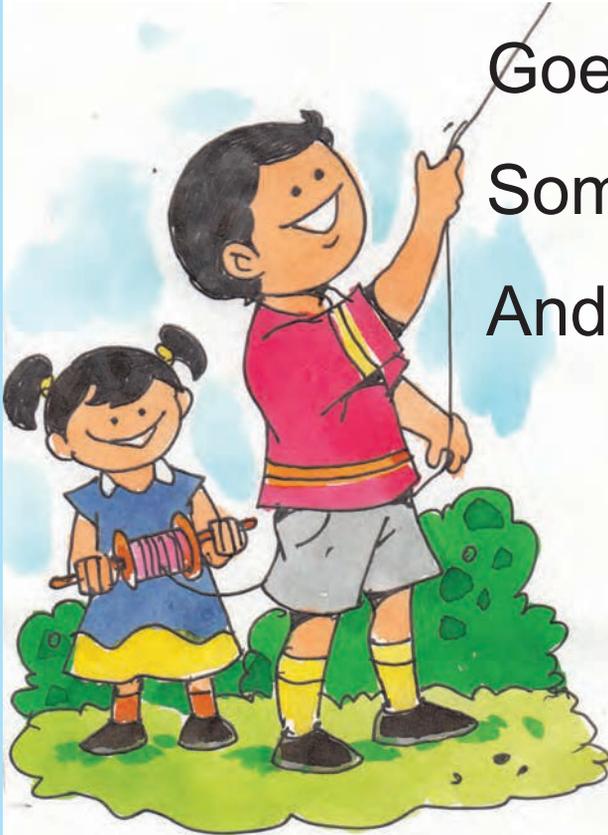
Flip-Flap! Flip-Flap!

Flies my kite,

High and high above,

Touching the skies.

Learning tips : Teacher will encourage the students to participate in the rhyme.

আম কুড়োই

কাল ঝড়ে অনেক আম পড়ে গেছে। আমি ১২ টি কুড়িয়েছি। দাদা ১৮ টি কুড়িয়েছে। বোন কুড়িয়েছে ৭ টি আম।

শিখন পরামর্শ : কার্ডের মাধ্যমে তিনটি দুই বা দুটি দুই ও একটি এক অঙ্কের সংখ্যার যোগ যাতে যোগফল ৯৯-এর কম।
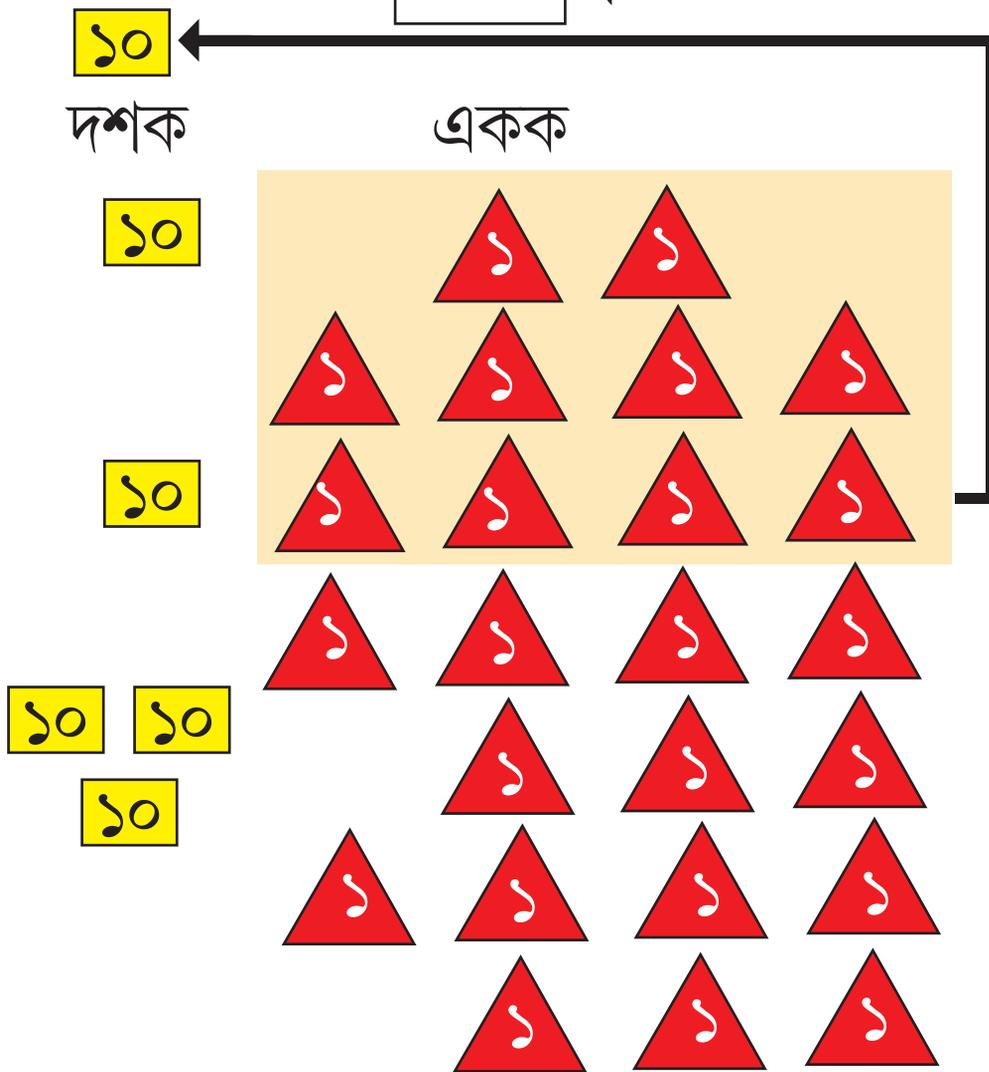
আমরা তিনজনে মোট ☐ টি আম কুড়িয়েছি।

মা আজ অনেক নাড়ু তৈরি করেছেন। মা দিদিকে ৮ টি ও দাদাকে ৭ টি নাড়ু দিলেন। বাকি ১৫ টি নাড়ু রেখে দিলেন। মা ☐ গুলো নাড়ু তৈরি করেছেন।

মা দিদিকে দিলেন ৮ টি নাড়ু

দাদাকে দিলেন ৭ টি নাড়ু

রেখে দিলেন ১৫ টি নাড়ু

মোট নাড়ু ☐ টি

দ	এ
	৮
+	৭
+১	৫
☐	

দশক

১০

একক

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

১০ ১ ১ ১ ১ ১

১০ ১০ ১০
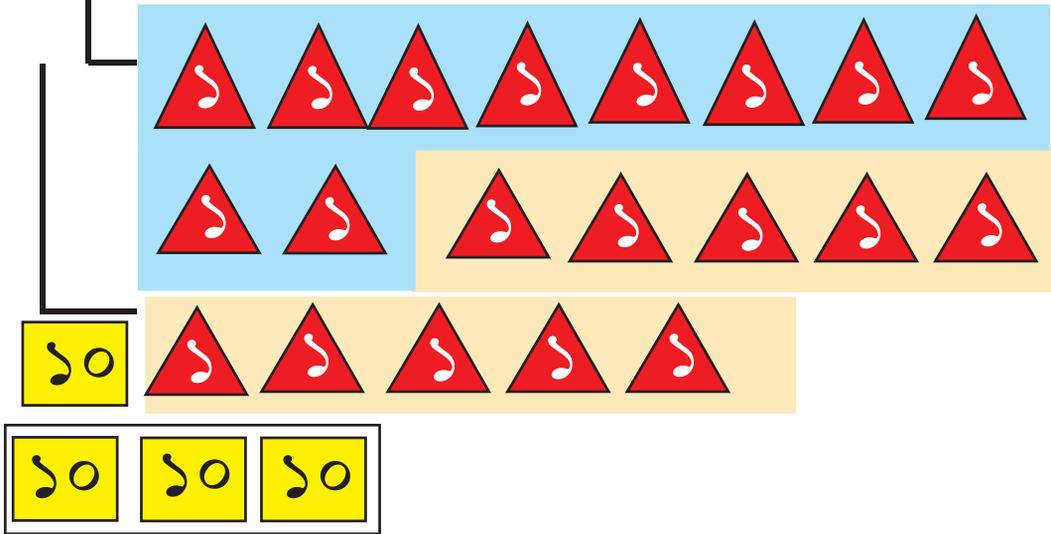
বেলুন বাড়ি

শঙ্খ ঘোষ

তোমরা সবাই মাটির মানুষ
আমার আছে বেলুন বাড়ি—
সেই বেলুনে সমস্ত দিন
শূন্যে ভেসে দিচ্ছি পাড়ি।
তোমরা দেখো মাথার ওপর
কেমন করে মেঘ চলে যায়
ওপর থেকে সেই মেঘকেই
দেখছি আমি পায়ের তলায়।
একটা দেশেই তোমরা বাঁধা

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা কবিতাটি উপযুক্ত বিরামচিহ্ন সহ কবিতার ছন্দ ও ভাব বজায় রেখে পড়বে।

আমার দেশতো হাজার হাজার

এমনি আমার বেলুনবাড়ি

কোনো সীমাই থাকে না যার।

তোমরা কি চাও আমার মতো

থাকার সঙ্গে চলার স্বাদও !

নিজের নিজের বাড়ির ওপর

মস্ত একটা বেলুন বাঁধো।

See and say :

ant

honey bee

butterfly

mosquito

cockroach

beetle

See the pictures. Fill in the gaps :

This is a honey bee.

This is __________ __________.

This __________ __________ __________.

_______ _______ __________ __________.

 Learning tips : Students will read the names of insects and do the activities.

নিজে করি :

১।

	দ	এ
	৩	৬
+		৬
+		৮

২।

	দ	এ
	২	৭
+	৩	০
+		৩

৩।

	দ	এ
	৩	৫
+	৩	০
+	২	৯

৪।

	দ	এ
	৪	২
+	৩	৫
+	১	৯

শিখন পরামর্শ : হাতে রাখা যোগের ধারণা এবং যোগফল ৯৯-এর কম।

দয়ারামকাকুর ঝুড়িতে অনেকগুলো লিচু আছে। তিনি মিমিকে ১৪ টি ও পথিককে ১৯ টি লিচু দিলেন। এখনও ঝুড়িতে ১৩ টি লিচু পড়ে আছে। হিসাব করে দেখি দয়ারামকাকুর ঝুড়িতে প্রথমে কতগুলো লিচু ছিল।

	দ	এ	
মিমিকে দিলেন			টি
পথিককে দিলেন			টি
ঝুড়িতে আছে			টি
ঝুড়িতে মোট লিচু ছিল			টি

নিজে গল্প লিখি:

	দ	এ	
জিলিপি	২	২	টাকা
পাঁপড় ভাজা	১	৭	টাকা
বাদাম ভাজা	৩	৮	টাকা
মোট খরচ			টাকা
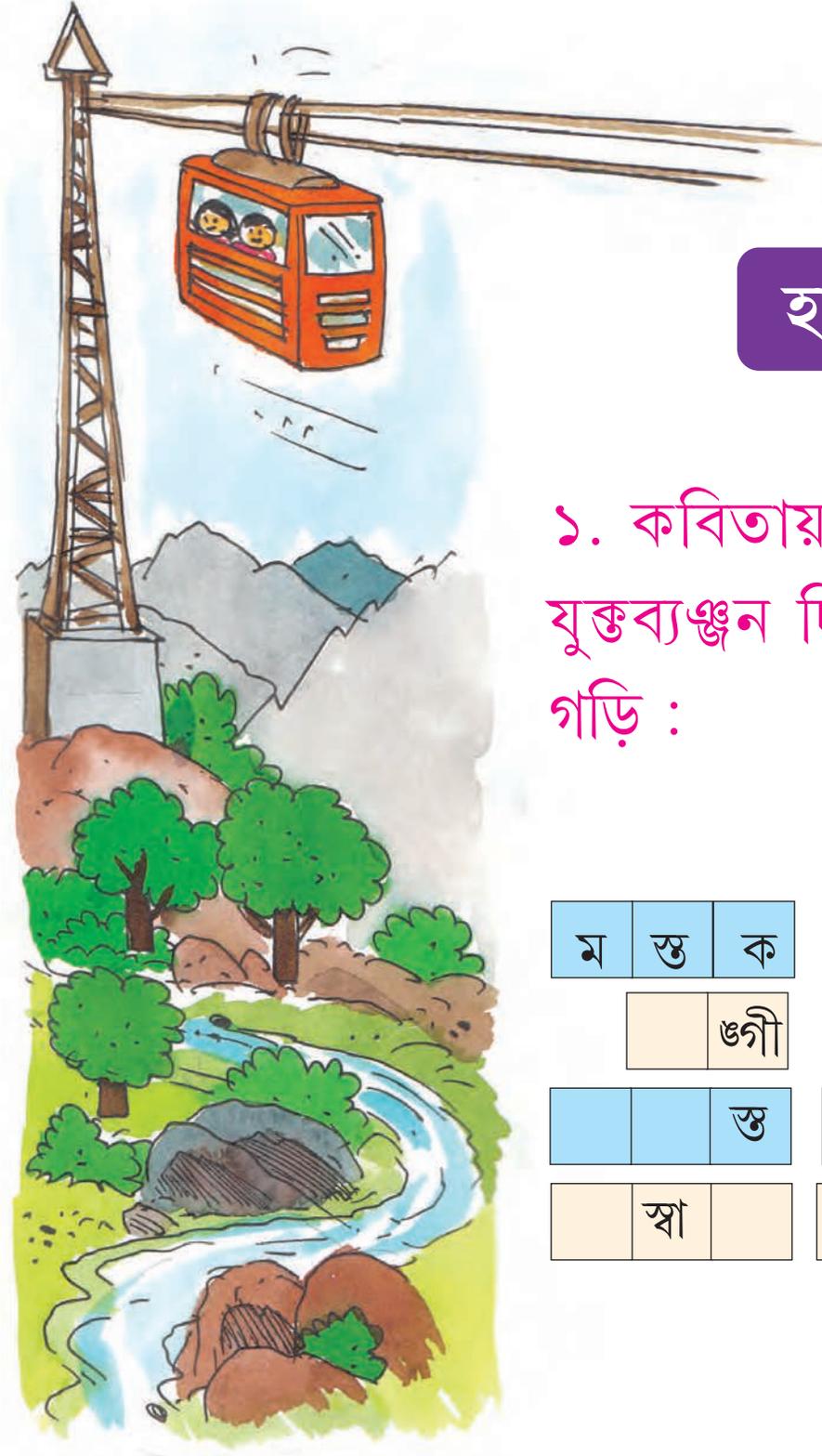
হাতেকলমে

১. কবিতায় রয়েছে এমন যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে নতুন শব্দ গড়ি :

ম	স্ত	ক

	স্ত

	ঙগী

	ঙগ

		স্ত

	চ্ছে

	স্বা	

	চ্ছ	

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা 'বেলুন বাড়ি' কবিতাটি পড়বে ও **'হাতেকলমে'**র কাজগুলি করবে।

২.বেলুন ছাড়া আকাশে আর যা যা উড়তে দেখি
——————

৩.বেলুন বাড়ির মানুষটি মেঘকে যেখানে ভাসতে
দেখে———

৪.বন্ধনীর শব্দ শূন্যস্থানে ঠিকমতো বসাই : (সীমানা/
শূন্যে/মস্ত)

৪.১ বেলুনে চড়ে ————— পাড়ি দেওয়া যায়।

৪.২ বেলুন বাড়ির কোনো ————— থাকে না।

৪.৩ থাকার সঙ্গে চলার স্বাদ পেতে বাড়ির ওপর
————— বেলুন বাঁধতে হবে।

৫.বিপরীত অর্থের শব্দ পাশে পাশে লিখি :

ওপর _____, বাঁধা _____, মস্ত _____, সীমা _____।

৬.বাক্য রচনা করি :

দিন, শূন্য, নিজের, বেলুন।

Read the sentences :

One evening, the beetle wanted some honey. So the beetle called the glow worm. The glow worm came with light. Together, they went to the hive of a bee. On the way, they heard the sound of a cricket.

Read the clues. Fill in the boxes :

Across :

1. A cricket makes
2. A glow worm gives
3. An insect has six

Down :

4. A bee collects
5. A mosquito spreads

 Learning tips : Students will read the sentences and do the activity.

4
1 s
5 d
2
h
y
3
e
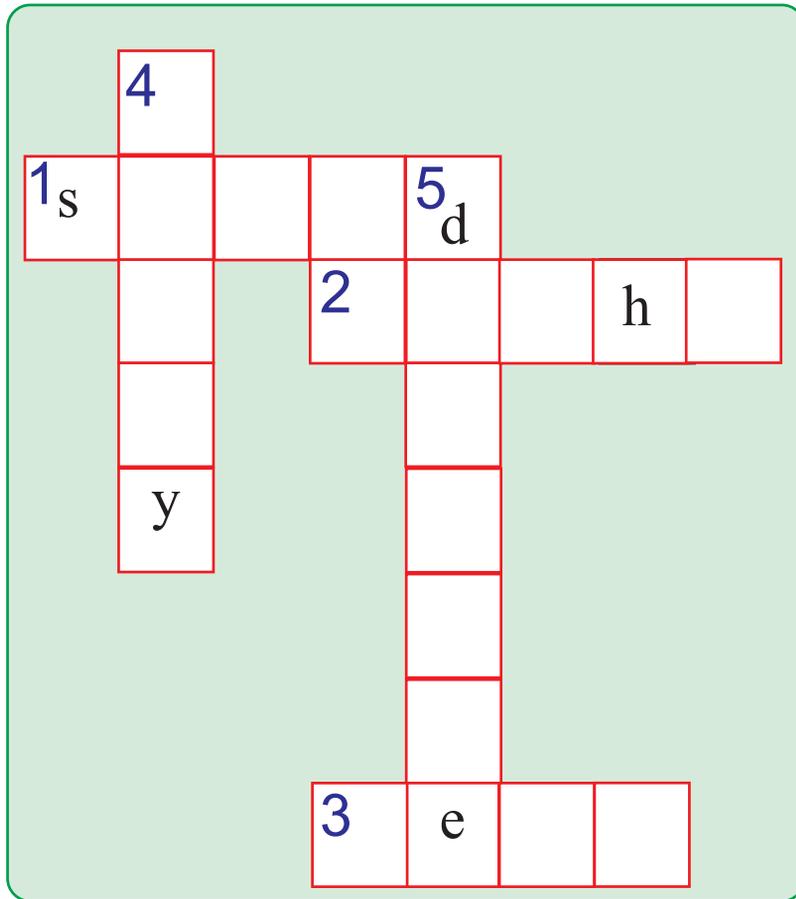
বড়ো-ছোটো বুঝি

সায়নের কাছে ২১টি দেশলাই কাঠি আছে। কিন্তু দেশলাই বাক্সে ৩১ টি কাঠি রাখতে হবে। কতগুলো বেশি দরকার দেখি।

	দ	এ	
সায়নকে রাখতে হবে	৩	১	টি কাঠি
কিন্তু সায়নের কাছে আছে	২	১	টি কাঠি
আরও দরকার	১	০	টি কাঠি
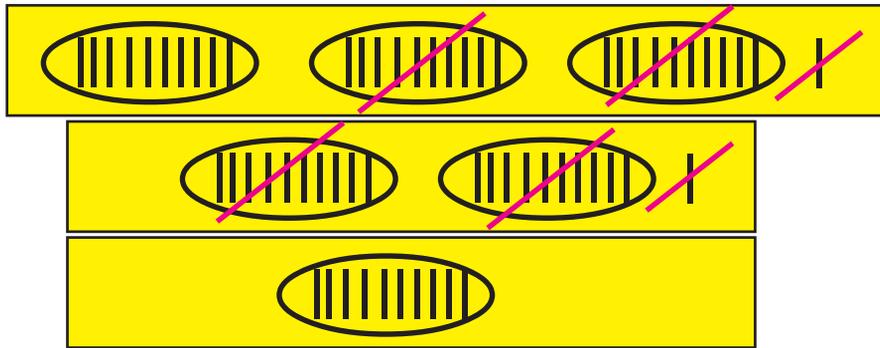
তাই ৩১,২১ -এর থেকে ☐ (বড়ো/ছোটো)

৩১ ☐ ২১ [> বা < বসাই]

যদি সায়নকে ৪১ টি দেশলাই কাঠি বাক্সে রাখতে হতো, তবে হিসাব করে দেখি কত বেশি কাঠির দরকার।

কাঠি রাখতে হবে ☐ টি

সায়নের কাঠি আছে ☐ টি

☐ টি

আরও ☐ টি কাঠি দরকার

৪১, ২১ এর চেয়ে ☐ (বড়ো/ছোটো)

৩১ $>$ ২১, ৪১ $>$ ২১, ৫১ ☐ ২১,

৬১ ☐ ২১, ৭১ ☐ ২১, ৮১ ☐ ২১

এককের ঘরের অঙ্ক একই রেখে দশকের ঘরের অঙ্ক বাড়ালে বা কমালে সংখ্যার মান বাড়ে বা কমে।

শিখন পরামর্শ : সংখ্যার বড়ো-ছোটোর ধারণা।

পুঁতি দিয়ে মালা গাঁথি

জেরিনা ২৭ টি পুঁতি দিয়ে মালা গেঁথেছে। পলি ১৭টি পুঁতি দিয়ে মালা গেঁথেছে। কার মালায় পুঁতি বেশি দেখি।

	দ	এ
	২	৭ টি
-	১	৭ টি
	১	০ টি

তাই জেরিনার মালায় পলির চেয়ে ☐ পুঁতি আছে [বেশি/কম]

তাই ২৭ ☐ ১৭ [> /< বসাই]

 শিখন পরামর্শ : সংখ্যার বড়ো-ছোটোর ধারণা। ঊর্ধ্বক্রমে ও অধঃক্রমে লেখার ধারণা।

হাতেকলমে

২৭ →

১৭ →

২৭—১৭ → → ১০

তাই কোনটা ছোটো কোনটা বড়ো দেখার জন্য প্রথমে দশকের ঘরের অঙ্ক দেখব তারপরে এককের ঘরের অঙ্ক দেখব।

> বা < বসাই

২৭ ☐ ৩৬, ৪১ ☐ ২৯, ৫৬ ☐ ৬৫,

৪২ ☐ ৫৮, ৭১ ☐ ৬৮

১) ছোটো থেকে বড়ো (ঊর্ধ্বক্রমে) সাজাই :

৮৫, ৯৬, ৭৭, ৬৬, ৬০ →

২) বড়ো থেকে ছোটো (অধঃক্রমে) সাজাই :

৫০, ৪৮, ৮৮, ৭৭, ৪০ →

Read the sentences:

Insects are small. All insects have six legs. Most insects can fly. They have wings. Insects are in the world we live in. They are in the garden. They are in the desert. They are in the hills. They are everywhere.

Tick (✓) the correct answer :

1. Insects are big / huge / small.
2. All insects have four / six / five legs.
3. Most / no / all insect(s) can fly.
4. Insects are only in the hills /only in the desert / everywhere.

Learning tips : Students will do the activities. Teachers will encourage the students to sing to the tune of **"twinkle, twinkle, little star"**

Listen and say :

Insects All Around

Lady bugs and butterflies,

Buzzing bees up in the sky.

Teeny, tiny little ants,

Crawling up and down the plants

Many insects can be found

In the sky and on the ground.

টুপির সংখ্যা বাড়াই
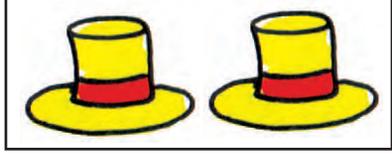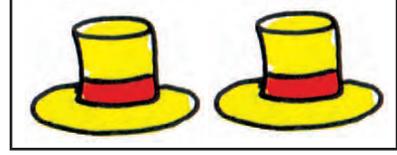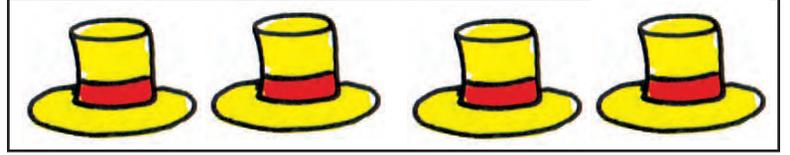
পেলাম,

২ + ২ = ৪ দুটি ২-এর দল মিলে ৪ হলো।

এখানে দল = ২ , প্রতি দলে ২ টি।

আবার,

পেলাম ☐ + ☐ + ☐ = ৬

 শিখন পরামর্শ : যোগের মাধ্যমে গুণের প্রাথমিক ধারণা।
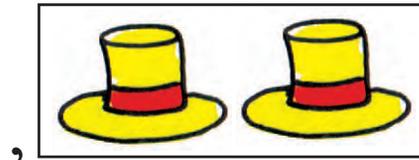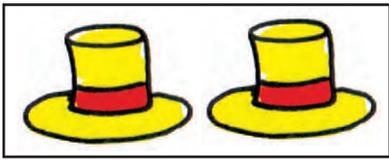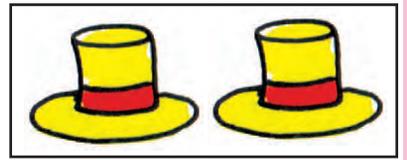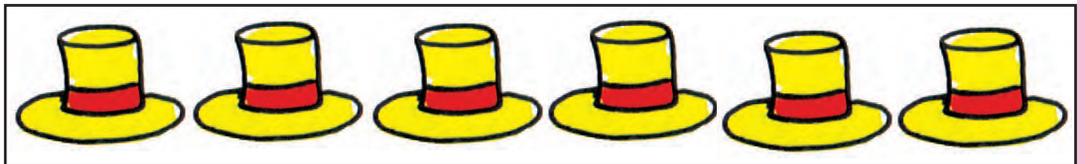
তিনটে ২-এর দল মিলে ☐ হলো। এখানে দল = ৩ ,

প্রতিদলে ২ টি টুপি।

, ,

ও

মিলে→

পেলাম ☐ + ☐ + ☐ + ☐ = ☐

☐ টি ২-এর দল মিলে ☐ হলো। এখানে দল

= ☐, প্রতি দলে ☐ টি টুপি।

তাই ২ + ২ + ২ + ২ + ২ = ☐

☐ + ☐ + ☐ + ☐ + ☐ + ☐ = ১২

" ২টো ২-এর দল মিলে ৪ হলো " — এটা ছোটো করে কীভাবে লিখব ?

২ × ২ = ৪ -এভাবে লিখব। '×' এই চিহ্নের নাম গুণ চিহ্ন।

২ বার ২ যোগ করেছি তাই বলব ২-এর সঙ্গে ২ গুণ করে 'গুণফল ৪ পেলাম'।

ছোটো করে নতুনভাবে লিখি

একটা ২-এর দল = ২ →

ছোটো করে পাই গুণফল

২ × ১ = ২

দুটো ২-এর দল = ৪ → ২ + ২ = ৪

↓

২ × ২ = ৪

☐ টি ২-এর দল = ৬

২ + ২ + ২ = ☐

২ × ☐ = ☐

শিখন পরামর্শ : যোগের মাধ্যমে গুণের প্রাথমিক ধারণা।

টি ২-এর দল =

+ +

+ =

২ × =

টি ২-এর দল = ১০

+ +

+ =

২ × =

ও
মিলে →
৩ + ৩ =
→
৩ × ২ =
গুণফল →
+
+
→
৪টি টিপ + ৪টি টিপ + ৪টি টিপ
= ১২টি টিপ

ছোটো করে পাই, ৪ + ৪ + ৪ = ১২

→ ☐ × ☐ = ☐

নিজে করি

(১) ৩ + ৩ + ৩ = ☐

→ ☐ × ☐ = ☐

(২) ☐ + ☐ + ☐ + ☐ + ☐ = ☐

→ ২ × ৫ = ☐

(৩) ৪ + ২ = ☐

→ ☐ × ☐ = ☐

(৪) ৫ + ৫ + ৫ = ☐

→ ☐ ☐ ☐ = ☐

(৫) ৭ + ৭ = ☐

→ ☐ ☐ ☐ = ☐

আলাদা আলাদা দল গড়ি :

→ ৩ × ☐ = ☐

৩টি করে ২টি ফুলের দল

→ ২ × ☐ = ☐

২টি করে ☐ ফুলের দল

শিখন পরামর্শ : দল গড়ে গুণের ধারণা।

আলাদা আলাদা দল গড়ি :

আলাদা আলাদা দল গড়ি :

→ ২ × ☐ = ☐

→ ৫ × ২ = ☐

আমাদের গ্রাম

বন্দে আলি মিঞা

আমাদের ছোটো গাঁয়ে ছোটো ছোটো ঘর,
থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর।
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই,
একসাথে খেলি আর পাঠশালে যাই,
হিংসা ও মারামারি কভু নাহি করি,
পিতামাতা গুরুজনে সদা মোরা ডরি।।

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কবিতাটি পড়বে।

আমাদের ছোটো গ্রাম মায়ের সমান,
আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।
মাঠভরা ধান আর জলভরা দিঘি,
চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি।
আমগাছ জামগাছ বাঁশঝাড় যেন
মিলেমিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন।
সকালে সোনার রবি পুবদিকে ওঠে,
পাখি ডাকে, বায়ু বয় , নানা ফুল ফোটে।

শব্দার্থ :

কেহ --- কেউ। কভু --- কখনো।
গুরুজন — বয়সে যিনি বড়ো। ডরি — ভয় পাই।
বায়ু --- হাওয়া/বাতাস। কিরণ --- আলো।
আত্মীয় --- নিজের পরিবারের লোকজন।
হেন—মতো।

Learning tips : *Students will do the activity.*

ছোটো করে নতুনভাবে লিখি

ছোটো করে নতুনভাবে লিখি

→ [ ] × [৪] = [ ]
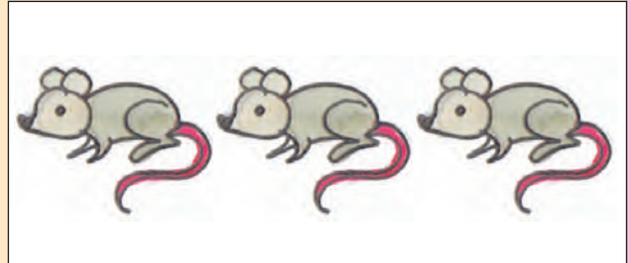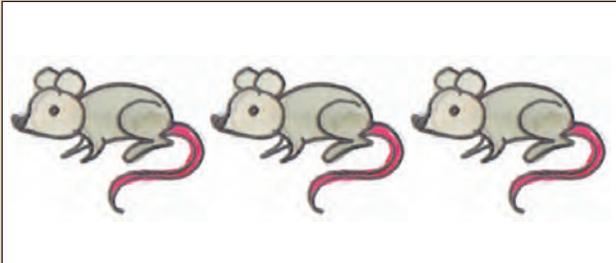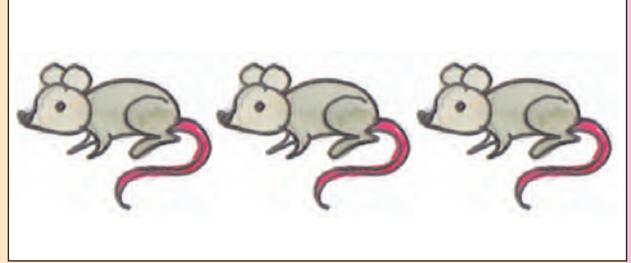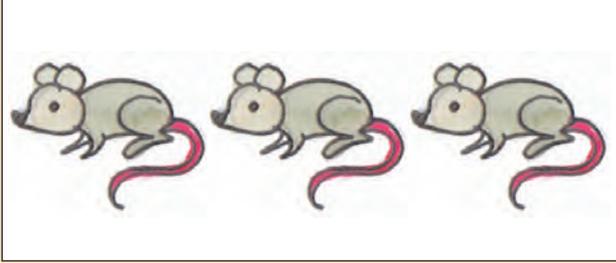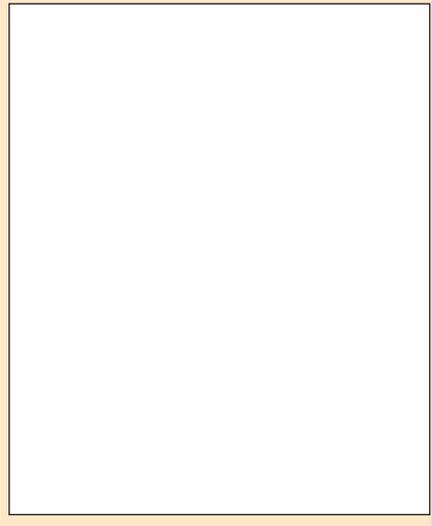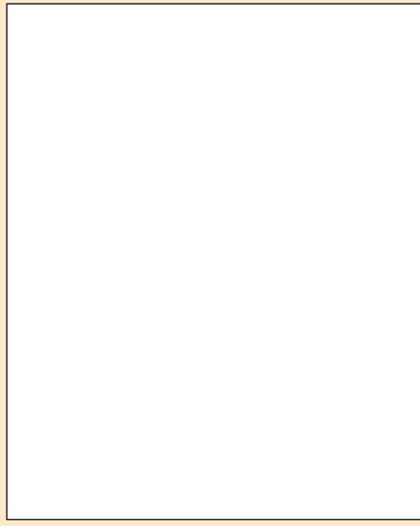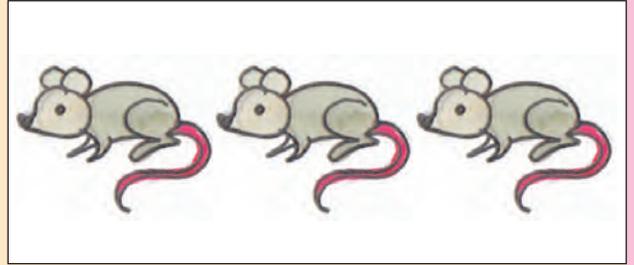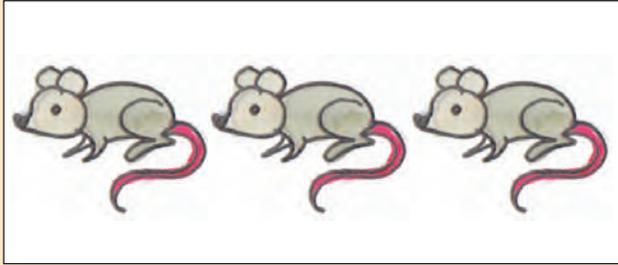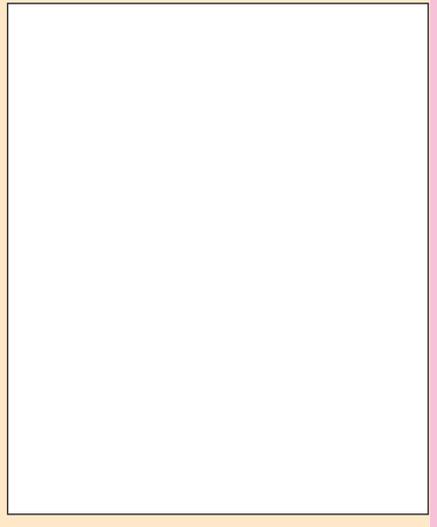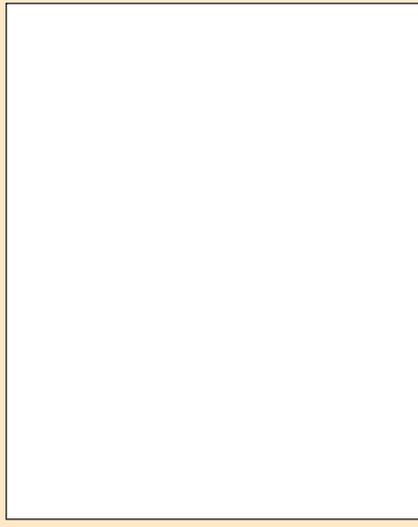
→ [৪] × [৩] = [ ] নিজে ছবি আঁকি

ফাঁকা থালায় কিছু নেই। অর্থাৎ শূন্যটি আপেল আছে।
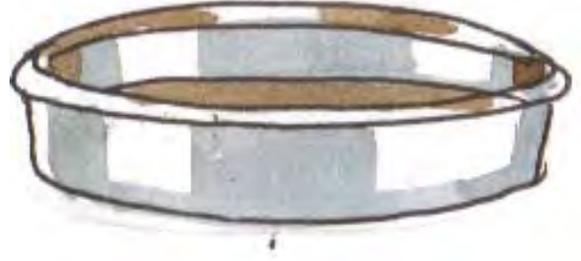
০ + ০ = ০

দুটো মিলে কোনো আপেল পেলাম না তাই ০

কোনো আপেল নেই তাই ০ ও কোনো আপেল নেই তাই ০

= কোনো আপেল নেই তাই ০

তাই, ০ × ২ = ০ = ২ × ০

ফাঁকা থালায় ফল দেখি ও ফাঁকা ঘরে সংখ্যা লিখি

০ + □ + □ = □

পেলাম, ০ × ৩ = □

অথবা ৩ × ০ = □
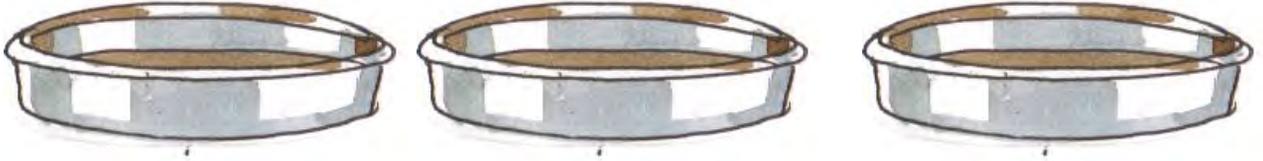
পেলাম, যেকোনো সংখ্যাকে ০ দিয়ে গুণ করলে □ হয়।

নিজে করি

(১) ২ × ৩ = □

(২) ৫ × ২ = □ = ২ × □

(৩) ৩ × ০ = □

(৪) □ × ৪ = ০

 শিখন পরামর্শ : সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণের ধারণা।
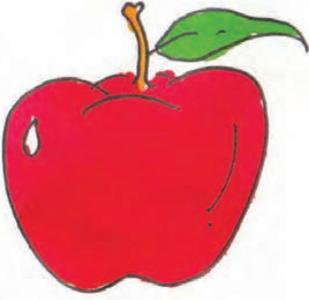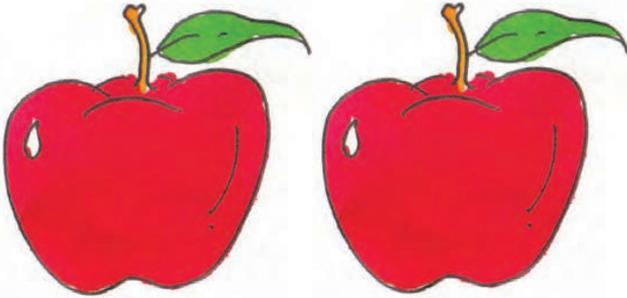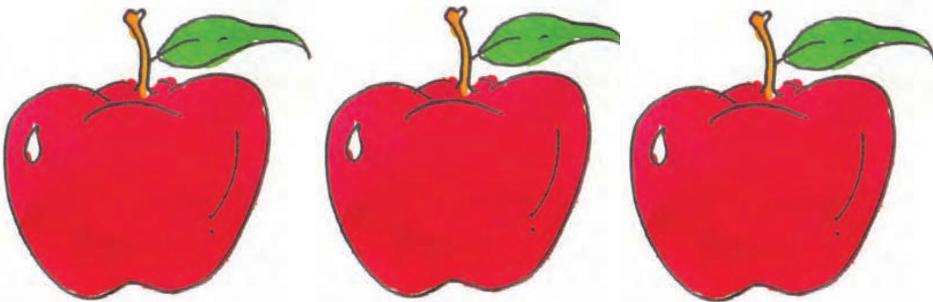
শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীদের ১ এর সঙ্গে বিভিন্ন সংখ্যার গুণের ধারণা তৈরি হবে।

→ □ × ৪ = ৪
→ □ × □ = ৫
→ ১ × ৬ = □

→ ১ × ৭ = ☐

→ ১ × ৮ = ☐

→ ১ × ৯ =

→ ১ × ১০ =
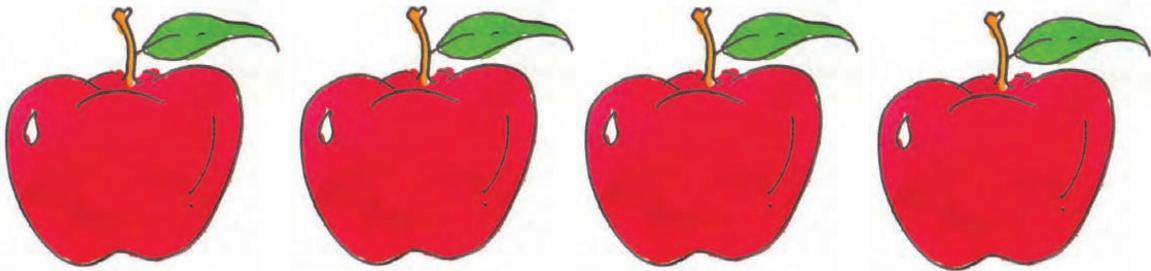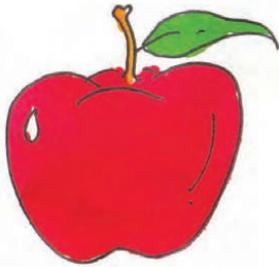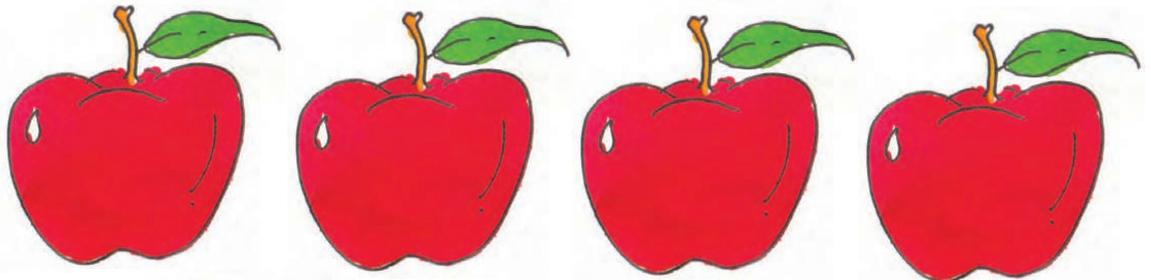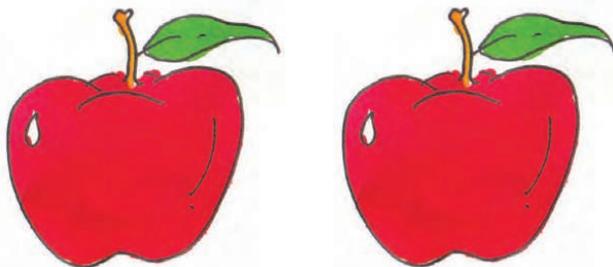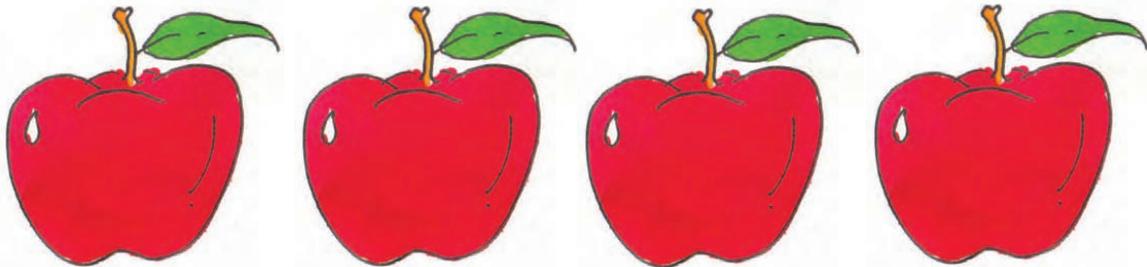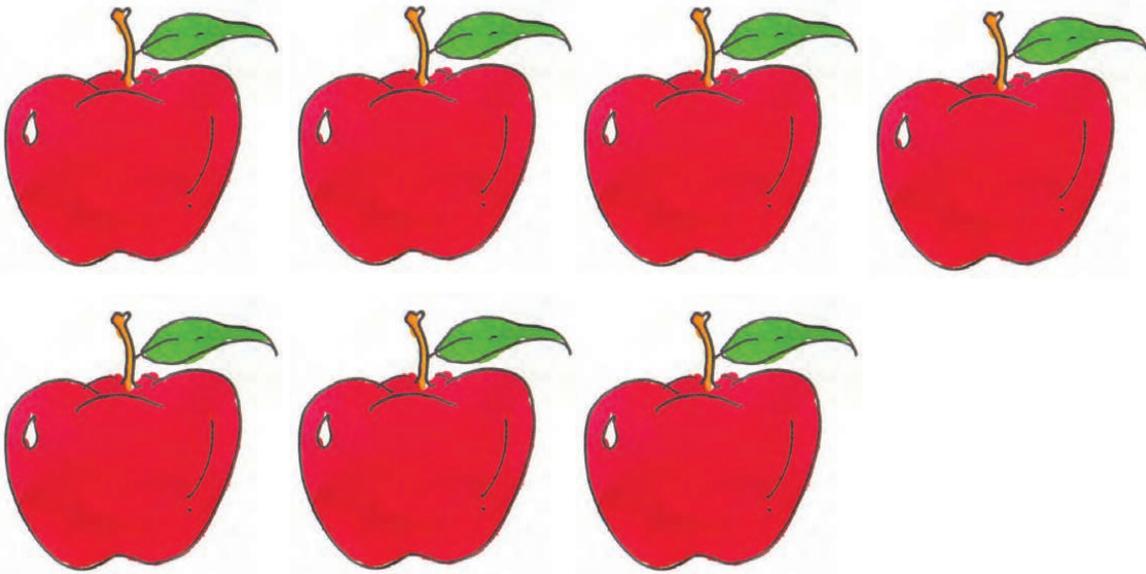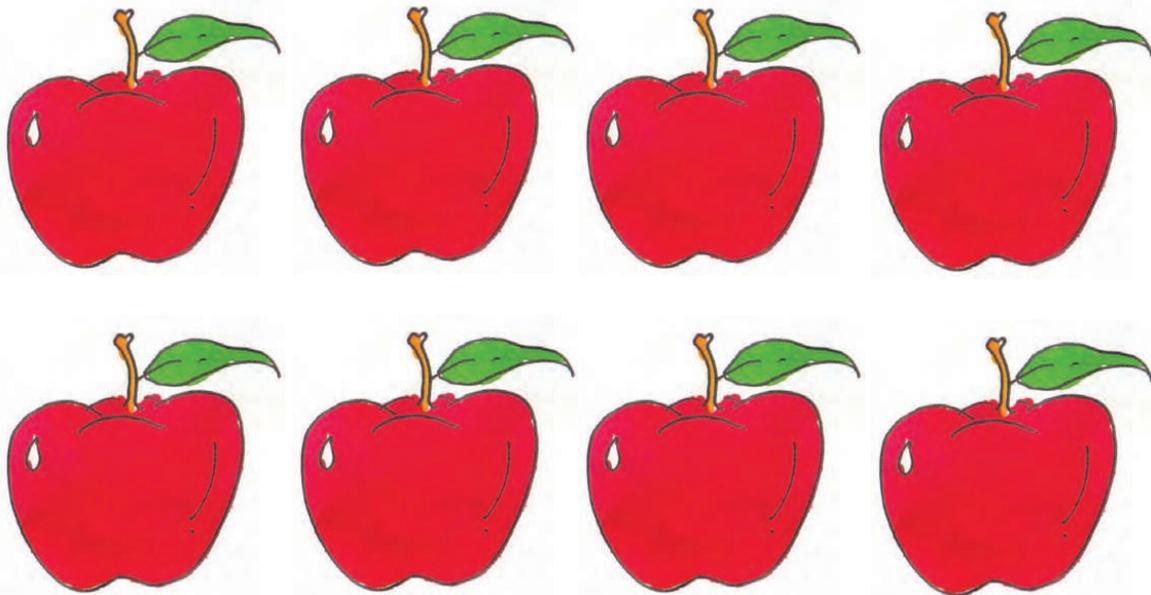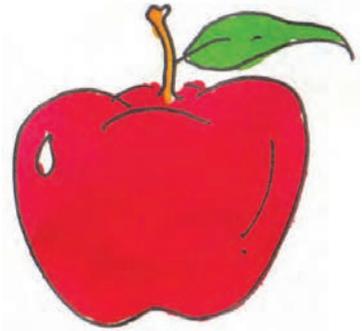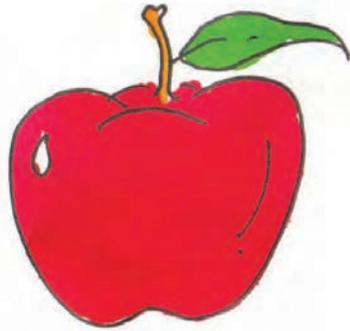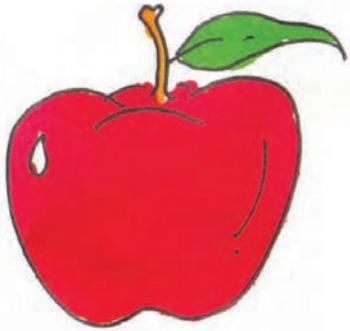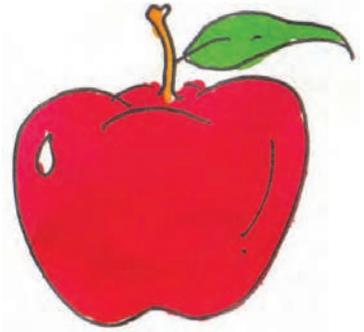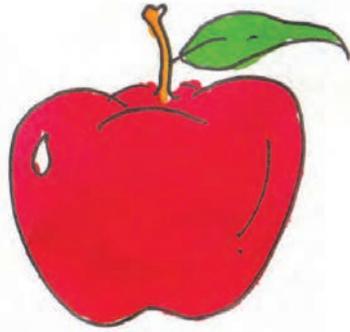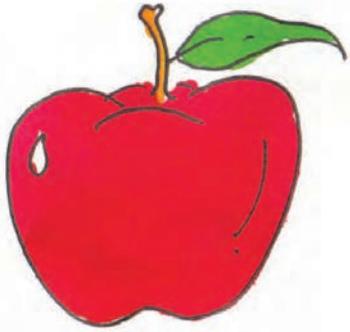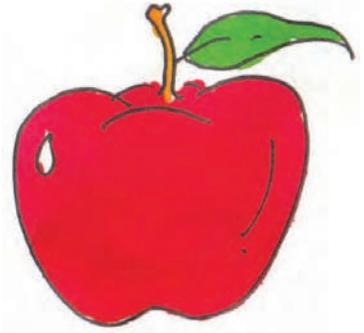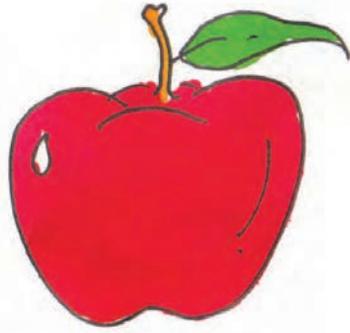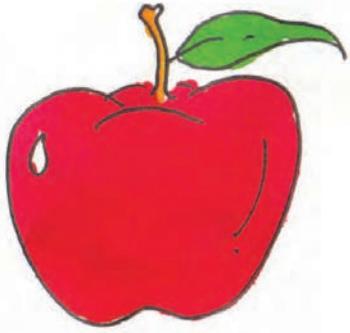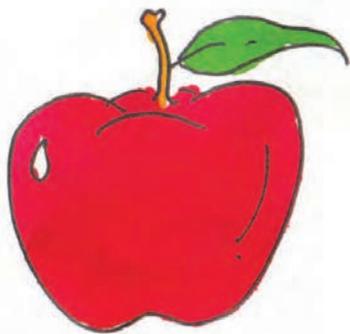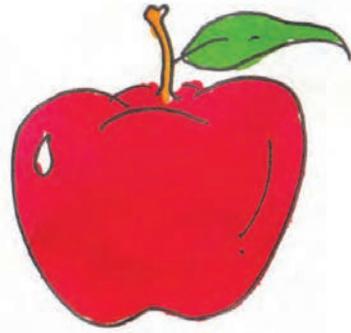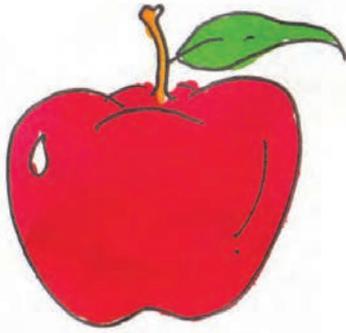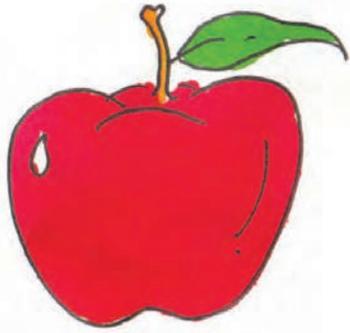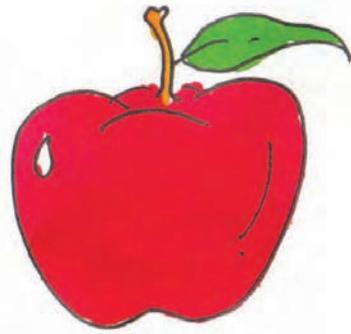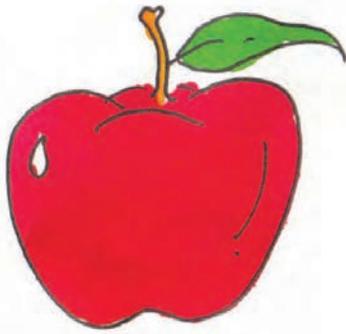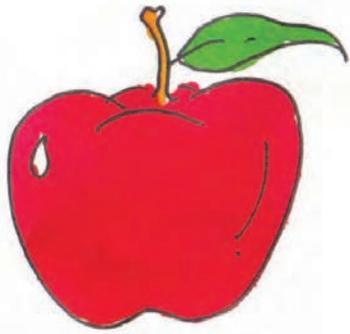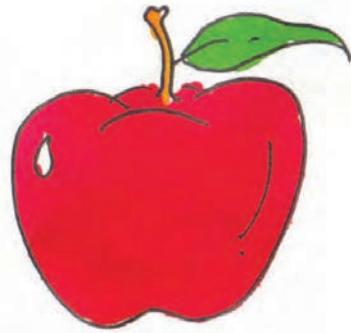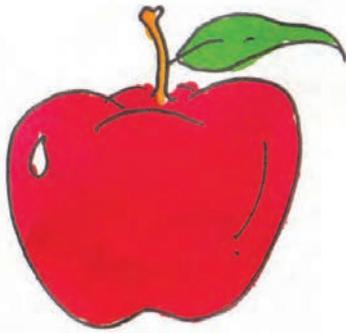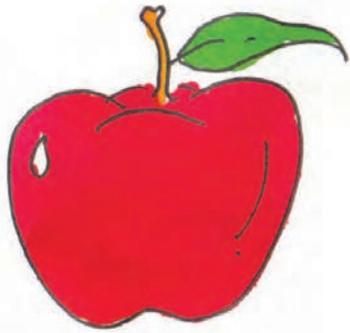
পেলাম, যেকোনো সংখ্যাকে ১দিয়ে গুণ করলে গুণফল সেই সংখ্যাই হয়।

নিজে করি

(১) ১ × ৮ = ☐

(২) ৭ × ১ = ☐

(৩) ১১× ☐ = ১১

(৪) ৬ × ☐ = ১ × ☐

(৫) ☐ × ১২ = ১২

(৬) ☐ × ১ = ১৮

খরগোশের লাফ দেখি ও কতটা এগোল মাপি	ছোটো করে লিখি
লাফ না দিলে যায় ০	২ × ০ = ০
১ লাফে যায় ২ → ☐	২ × ☐ = ☐
২ লাফে যায় ২ + ২ → ☐	২ × ২ = ☐
৩ লাফে যায় ☐ + ☐ + ☐ → ☐	২ × ☐ = ☐

শিখন পরামর্শ : ২-এর সঙ্গে বিভিন্ন সংখ্যার গুণের ধারণা।

খরগোশের লাফ দেখি ও কতটা এগোল মাপি	ছোটো করে লিখি
৪ লাফে যায় ☐ + ☐ + ☐ + ☐ → ☐	২ × ☐ = ☐
৫ লাফে যায় ☐ + ☐ + ☐ + ☐ + ☐ → ☐	☐ × ৫ = ১০
৬ লাফে যায় ☐ + ☐ + ☐ + ☐ + ☐ + ☐ → ☐	২ × ☐ = ☐
৭ লাফে যায় ☐ + ☐ + ☐ + ☐ ☐ + ☐ + ☐ → ☐	২ × ☐ = ☐

খরগোশের লাফ দেখি ও কতটা এগোল মাপি	ছোটো করে লিখি
৮ লাফে যায় ☐ + ☐ + ☐ + ☐ ☐ + ☐ + ☐ + ☐ → ☐	২ × ☐ = ☐
৯ লাফে যায় ☐ + ☐ + ☐ + ☐ ☐ + ☐ + ☐ + ☐ + ☐ → ☐	২ × ☐ = ☐
১০ লাফে যায় ১৮ + ২ → ☐	২ × ১০ = ☐
১১ লাফে যায় ☐ + ☐ → ২২	২ × ১১ = ☐
১২ লাফে যায় ☐ + ☐ → ☐	২ × ১২ = ☐

হাতেকলমে

১. ঠিক উত্তর বেছে নিয়ে লিখি :

১.১ আমাদের গ্রামে কেউ কাবুর (পর/আপন) নয়।

১.২ আমাদের গ্রামটি (ছোটো/বড়ো)।

১.৩ আমাদের গ্রামটি আমাদের (মায়ের/বন্ধুর) মতো।

১.৪ মাঠভরা ধান আর জলভরা দিঘি (সূর্যের/ চাঁদের) কিরণ লেগে ঝিকমিক করে।

১.৫ কবিতাটিতে মোট পঙ্‌ক্তির সংখ্যা (৭/১৪)।

২. কবিতাটিতে থাকা তিনটি যুক্তবর্ণের শব্দ হলো

....

শব্দ তিনটির যুক্তবর্ণগুলি লিখি আর সেই যুক্তবর্ণগুলি ব্যবহার করে নতুন শব্দ তৈরি করি :

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা ‘আমাদের গ্রাম’ কবিতায় ‘হাতেকলমে’র কাজগুলি করবে।

৩. পাঠ থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থানে বসাই :

৩.১ গ্রামের সকল শিশু ______যায়।

৩.২ গ্রামে______ধান আর______দিঘি আছে।

৩.৩ গ্রামে আত্মীয়ের মতো আছে ____ ____ ____

৩.৪ ____ ও ____ করা ভালো নয়।

৩.৫ ______থাকার আনন্দ অনেক।

৪. নীচের শব্দগুলির বিপরীত অর্থের শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লিখি :

বড়ো —————————— রাতে ——————————

অন্ধকার ——————————

অসমান ——————————

৫. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখি :

৫.১ আমাদের ছোটো গ্রাম কার সমান?

৫.২ চাঁদের কিরণ লেগে কারা ঝিকিমিকি করে?

৫.৩ . সকালে সোনার রবি পুবদিকে ওঠার পরে কী কী ঘটনা ঘটে?

See and say :

one shirt

one frock

 Learning tips : Students will have ideas about singular and plural numbers.

two shirts

two frocks

three shirts
three frocks

many shirts

many frocks

Read the words :

one	many
boat	boats
dog	dogs
hen	hens

one	many
table	tables
car	cars
tree	trees

Fill in the gaps :

one	many
pen	
	books

one	many
	stones

bottle

ছবি দেখে কিছু লিখি :

২ × ☐ = ☐

☐ × ☐ = ☐

শিখন পরামর্শ : ছবি দেখে গুণের ধারণা।

ছবি দেখে কিছু লিখি :

☐ × ☐ = ☐

৫ × ☐ = ☐

গুণফলের এককে ৪ থাকলে লাল রং দিই।

গুণফলের এককে ৬ থাকলে নীল রং দিই।

গুণফলের এককে ৮ থাকলে সবুজ রং দিই।
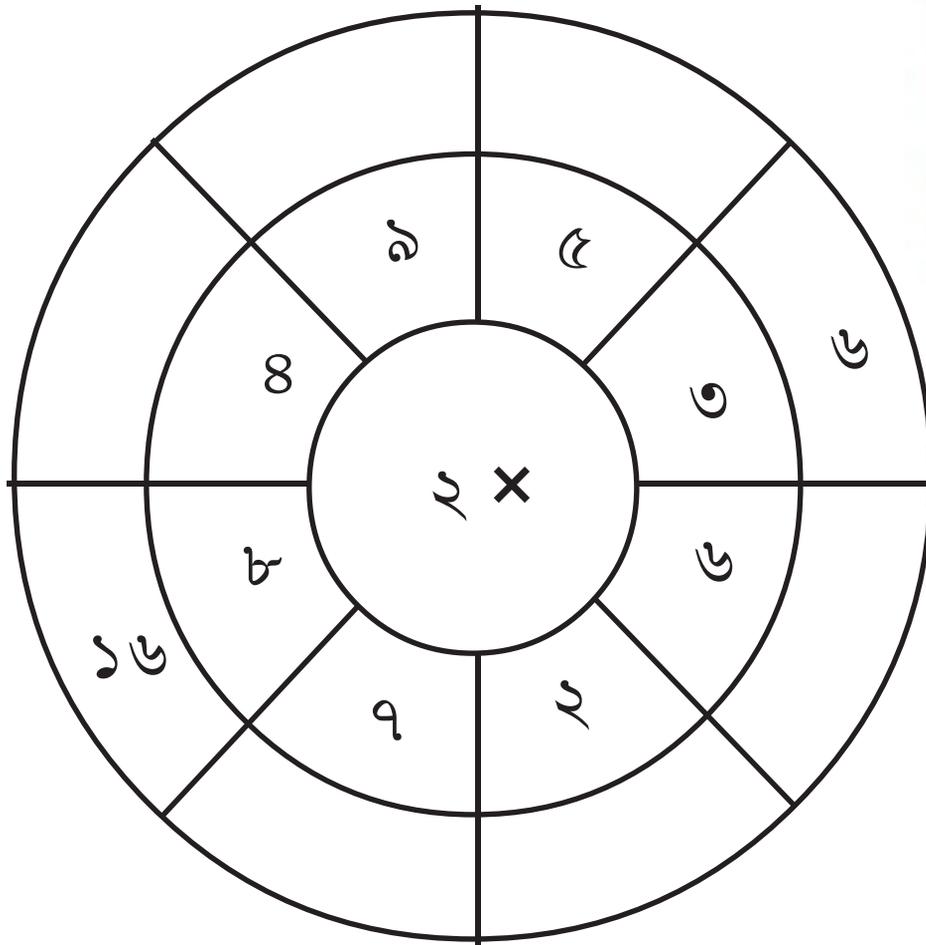
গাছের পাতার মজার খেলা

এক এক করে গাছের পাতা সাজিয়ে কটা পাতা পাই দেখি।

	৩ × ০ = ☐
	৩ × ১ = ☐
	৩ × ☐ = ☐
	৩ × ☐ = ☐

□ × ৪ = □
□ × ৫ = □
□ × ৬ = □

শিখন পরামর্শ : ৩-এর সঙ্গে বিভিন্ন সংখ্যার গুণের ধারণা।
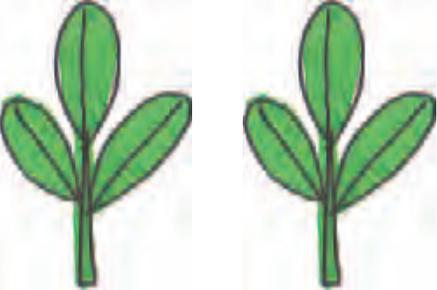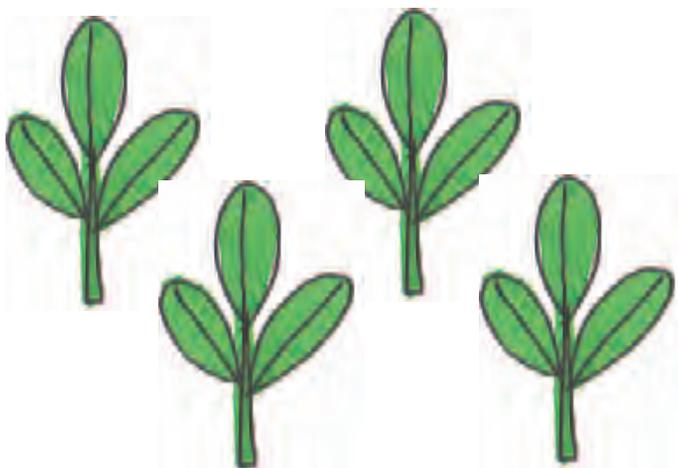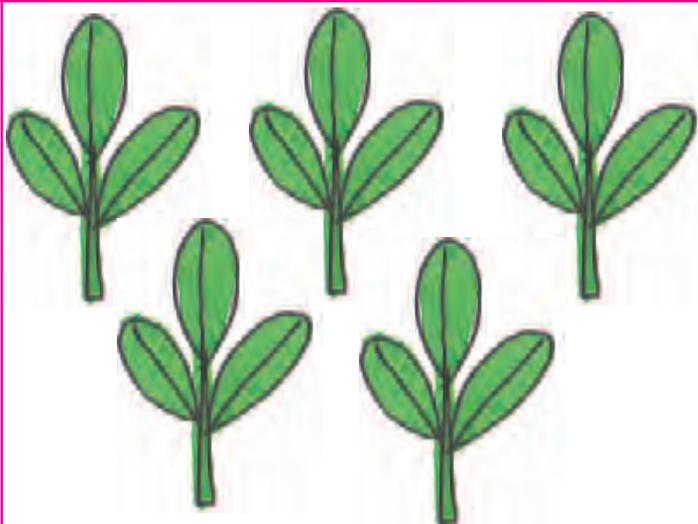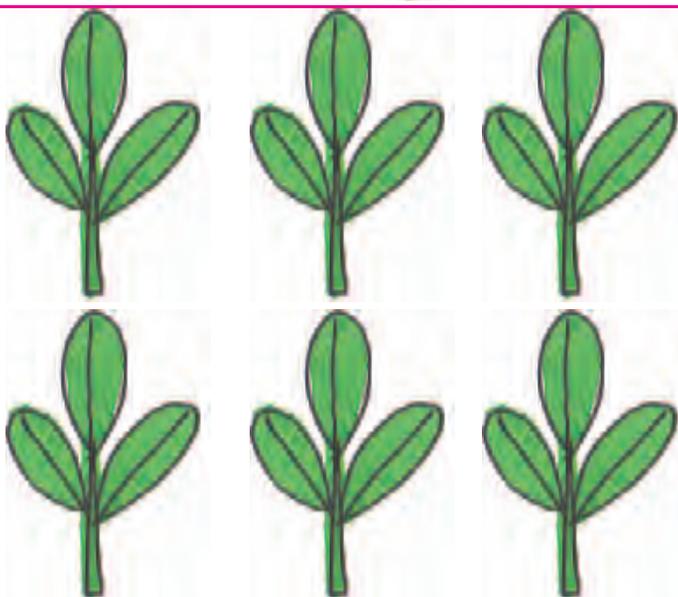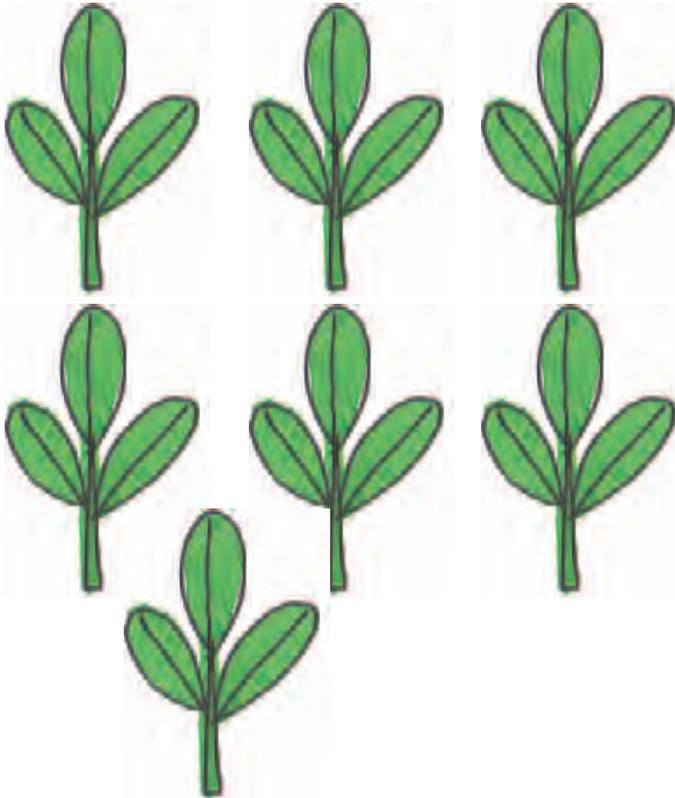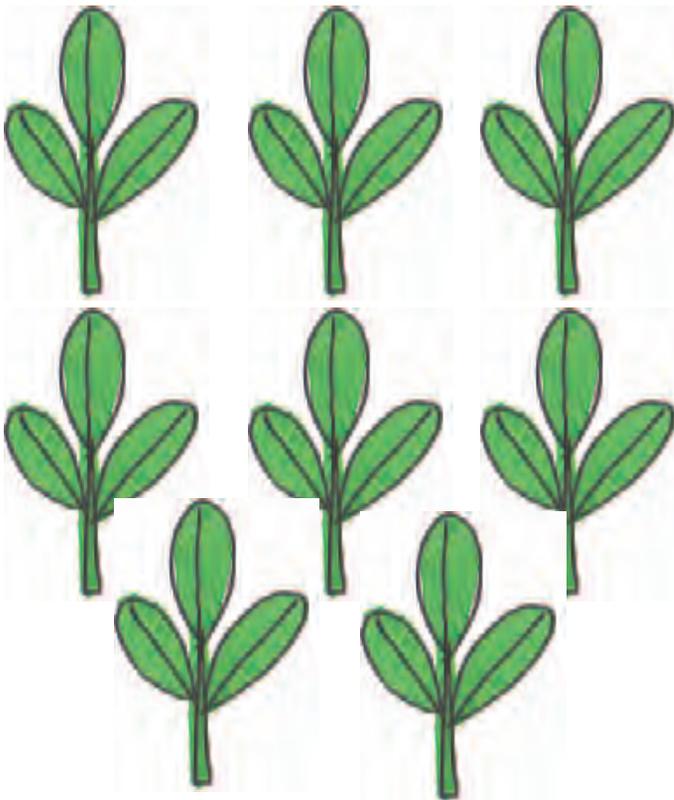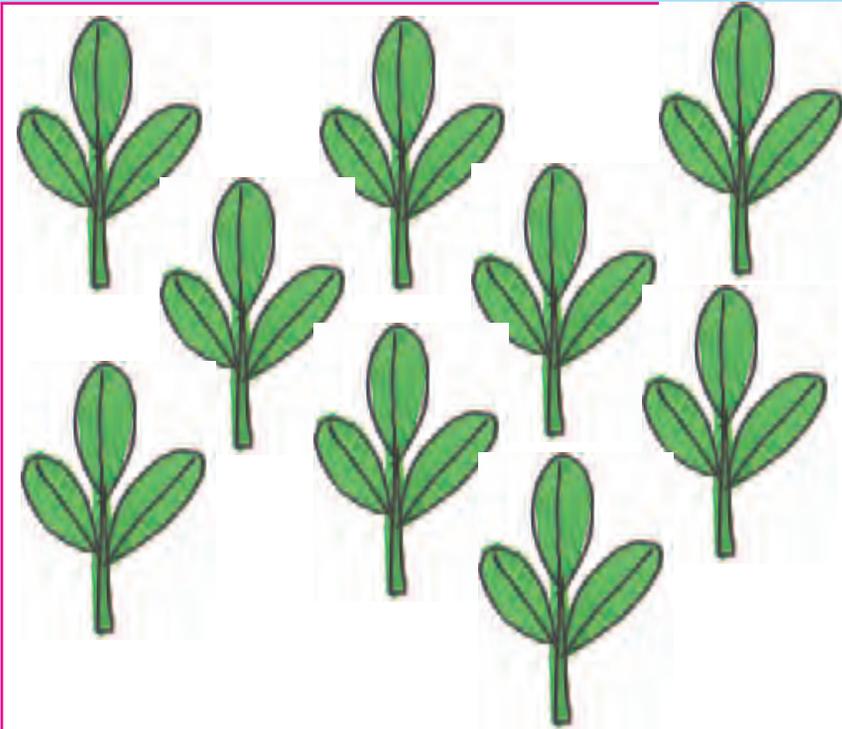
নিজে করি

১) ৩ × ৪ = ☐

২) ৩ × ৫ = ☐

৩) ৬ × ৩ = ☐

৪) ৩ × ৭ = ☐

৫) ৭ × ৩ = ☐

৬) ☐ × ৬ = ☐

৭) ৩ × ৯ = ☐

৮) ৩ × ০ = ☐

৯) ৩ × ☐ = ৩০

See, read and count :

Picture	Sentence
(one pen)	This is a pen.
(two pens)	These are two pens.
(one lion)	This is a lion.
(lions)	These are three lions.

Learning tips : Students will read the table. They will learn the difference between the use of 'this' and 'these'.

See, read and count :
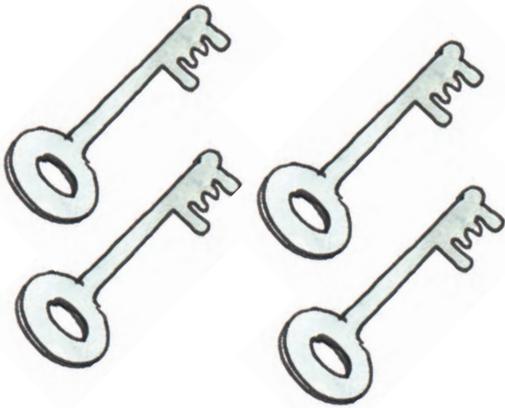
	This is a key.
	These are four keys.
	This is a cat.
	These are five cats.
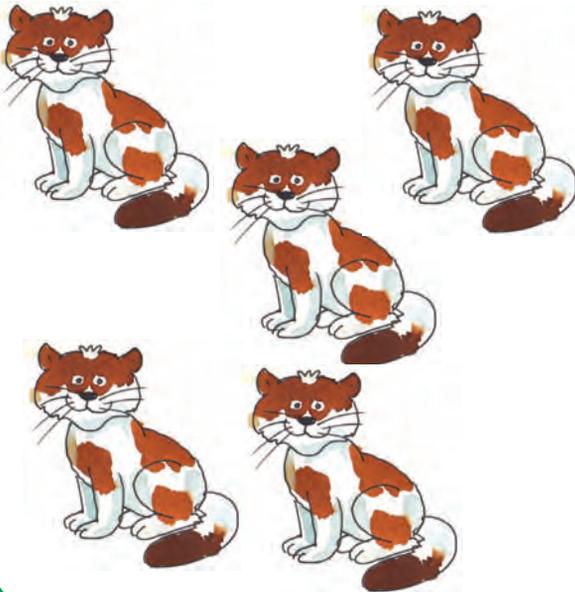
Read again :
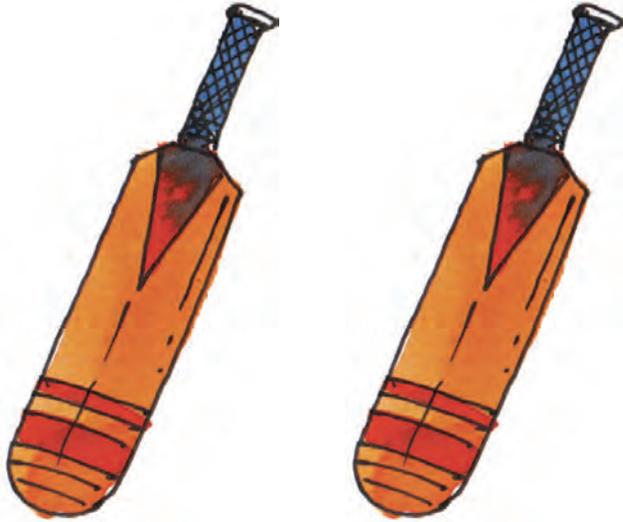
These are two bats.
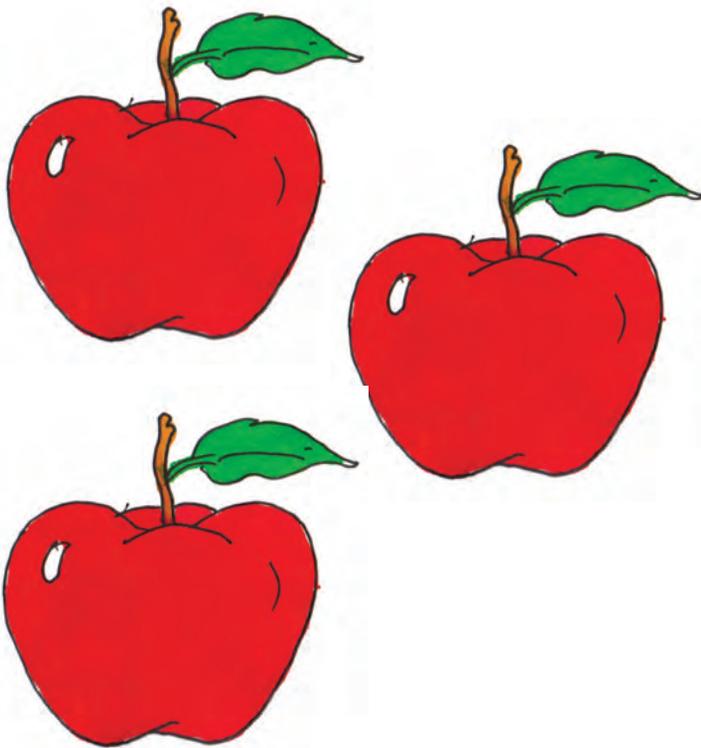
These are three apples.

Read again :

These are four dolls.
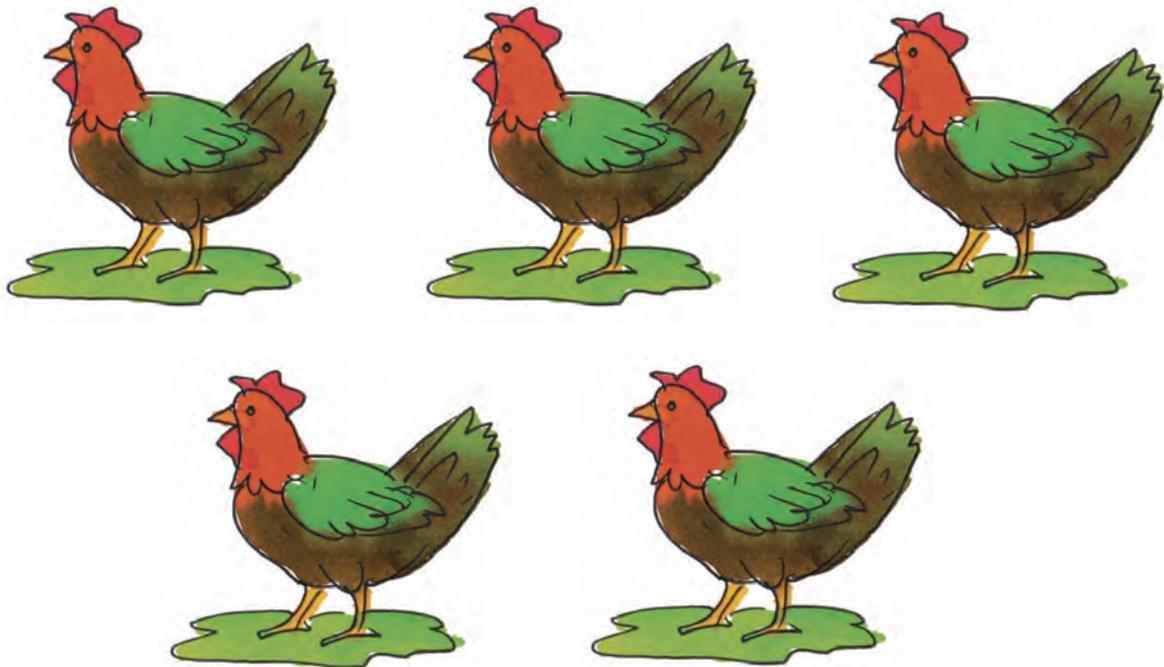
These are five hens.

টুনটুনির লাফ দেখি
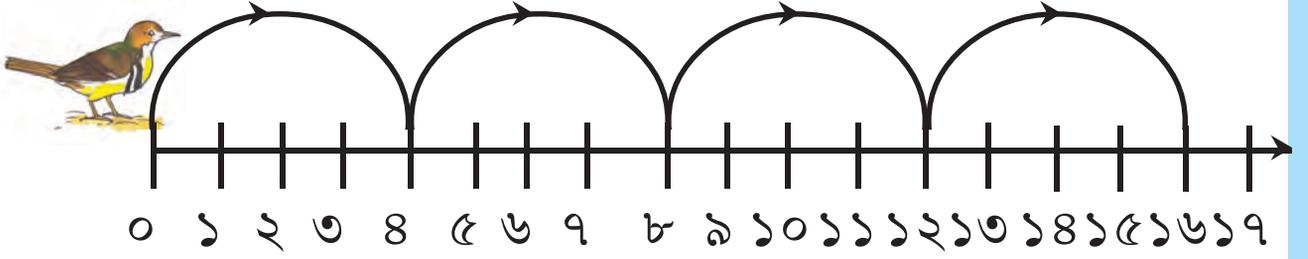
আজ আমরা টুনটুনির লাফ দেখব ও মজার কিছু তৈরি করব।

টুনটুনিটা

১ বার লাফিয়ে যায় ৪ ঘর

২ বার লাফিয়ে যায় ☐ + ☐ = ৮ ঘর

৩ বার লাফিয়ে যায় ৮ + ৪ = ☐ ঘর

৪ বার লাফিয়ে যায় ১২ + ☐ = ☐ ঘর

৫ বার লাফিয়ে যায় ☐ + ☐ = ২০ ঘর

শিখন পরামর্শ : ৪-এর সঙ্গে বিভিন্ন সংখ্যার গুণের ধারণা।

৬ বার লাফিয়ে যায় ২০ + ☐ = ☐ ঘর

৭ বার লাফিয়ে যায় ☐ + ☐ = ☐ ঘর

৮ বার লাফিয়ে যায় ☐ + ☐ = ☐ ঘর

৯ বার লাফিয়ে যায় ৩২ + ☐ = ☐ ঘর

১০ বার লাফিয়ে যায় ☐ + ☐ = ☐ ঘর

প্রথম ঘর থেকে তিন ঘর বাদ দিয়ে রং করি।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০
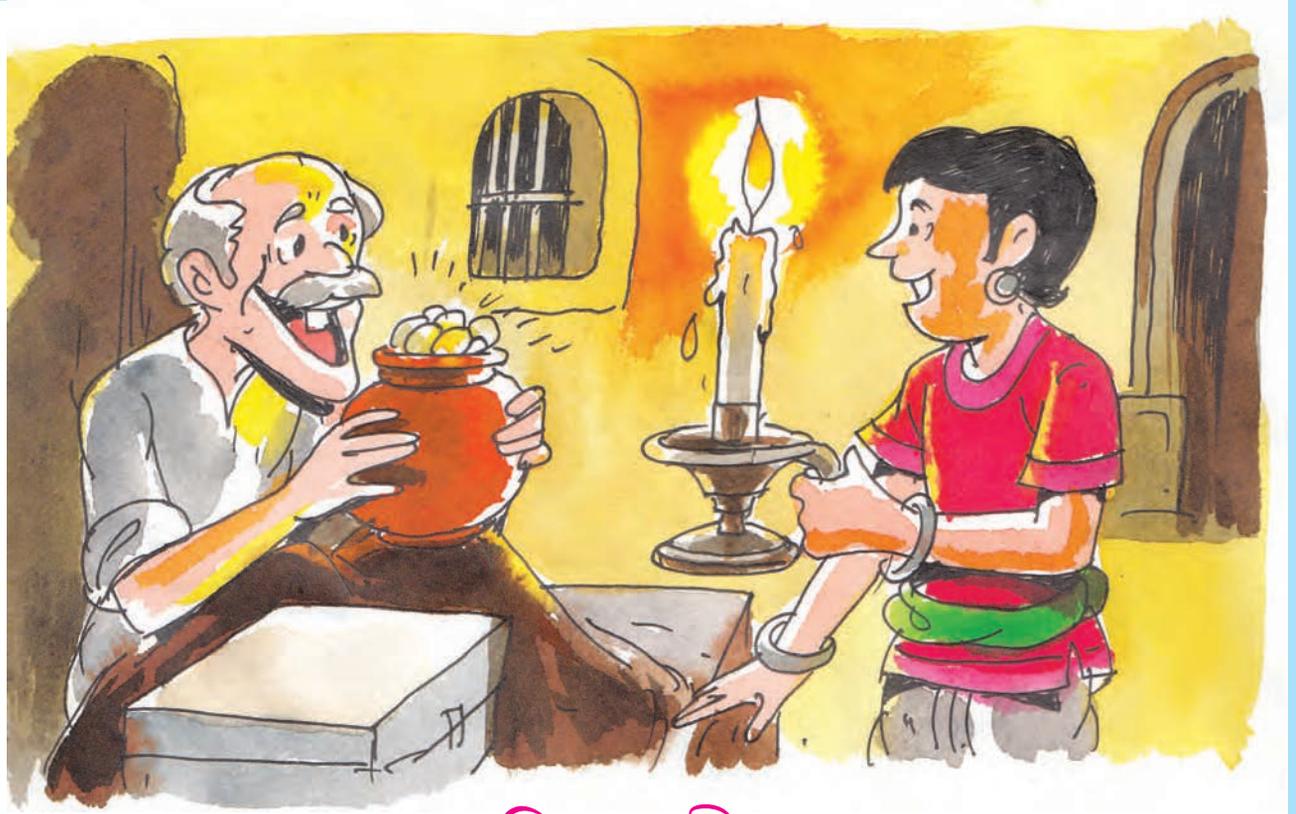
বুদ্ধির পরীক্ষা

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

এক বুড়োর দুই ছেলে ছিল। সারাজীবন ধরে খেটে বুড়ো অনেক টাকা-কড়ি জমিয়েছিল। বয়স হয়ে গেছে দেখে, বুড়ো ঠিক করল যে, তার ছেলে দুজনের মধ্যে যে বেশি উপযুক্ত হয়েছে, তারই হাতে টাকা-কড়ির ভার দিয়ে যাবে।

শিখন পরামর্শ : *শিক্ষার্থীরা উপরের গল্পটি পড়বে।*

এই বিষয়ে পরীক্ষা করবার জন্য একদিন বুড়ো তার রোগশয্যার পাশে দুই ছেলেকেই ডেকে আনিয়ে বললে, “দেখো, তোমাদের দুজনকে একটি একটি করে দুটি পয়সা দিচ্ছি। এক পয়সা দিয়ে তোমাদের এমন জিনিস কিনে আনতে হবে, যাতে আমার এই ঘর ভরে যাবে। যে তা পারবে, তাকেই আমার সমস্ত সম্পত্তির ভার দিয়ে যাব!”

একটি করে পয়সা নিয়ে দুভাই তো বাজারে বেরুল। কিছুক্ষণ পরে অনেক ভেবেচিন্তে, বড়ো ভাই এক পয়সার খড় কিনে নিয়ে এসে ঘরে বিছোতে লাগল। কিন্তু এক পয়সার খড়ে সমস্ত ঘরটাকে ভরা গেল না।

তার কিছুক্ষণ পরে ছোটোভাই এল এক পয়সা দিয়ে একটা মোমবাতি কিনে এনে। ঘরে এসে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিতে তার আলোয় ভরে গেল সমস্ত ঘর!

তখন বুড়ো সন্তুষ্ট হয়ে ছোটোছেলেকে বললে, ‘তোমাকেই দিয়ে গেলাম আমার সমস্ত সম্পত্তির ভার!’

শব্দার্থ : উপযুক্ত --- যোগ্য। ভার---দায়িত্ব। পরীক্ষা---যাচাই। শয্যা---বিছানা। সম্পত্তি---বিষয়-আশয়। সমস্ত --- পুরো। কিছুক্ষণ—কিছু সময়। সন্তুষ্ট—খুশি হওয়া।

হাতেকলমে

১. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখি :

১.১ বুদ্ধির পরীক্ষা গল্পটি কার লেখা?

১.২ গল্পে কজন মানুষের কথা পড়লে?

১.৩ বুড়ো লোকটি তার দুই ছেলেকে কটি পয়সা দিলেন?

১.৪ বড়ো ছেলে কী কিনে আনল?

১.৫ ছোটোছেলের প্রতি তার বাবা খুশি হলেন কেন?

২. নীচের শব্দগুলি ব্যবহার করে বাক্য লিখি :

জিনিস, খড়, ঘর, মোমবাতি।

৩. অর্থ লিখতে যুক্তবর্ণ আছে এমন শব্দ ব্যবহার করি :

ছেলে | পু | ত্র | বিছানা | | |

ভাই | | |

পয়সা | | | সব | | | |

ভার | | | |

৪. ঘটনাগুলি সাজিয়ে লিখি:

৪.১ বুড়ো তার দুই ছেলেকে কাছে ডাকলেন।

৪.২ একটি করে পয়সা নিয়ে দুভাই বাজারে বেরুল।

৪.৩ বুড়ো ঠিক করলেন তাঁর উপযুক্ত ছেলেকেই সম্পত্তির ভার দিয়ে যাবেন।

৪.৪ বড়ো ভাই খড় কিনে আনল, আর ছোটোভাই কিনল মোমবাতি।

৪.৫ বুড়ো তাঁর ছোটো ছেলেকেই সম্পত্তির ভার দিয়ে গেলেন।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা 'বুদ্ধির পরীক্ষা' গল্পটি পড়বে এবং '**হাতেকলমে**'র কাজগুলি করবে।

See the pictures. Fill in the gaps:
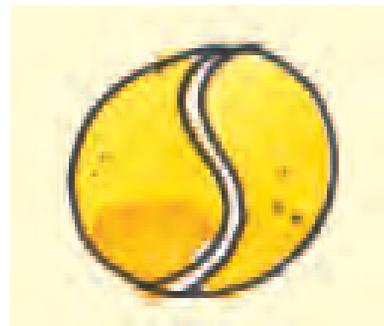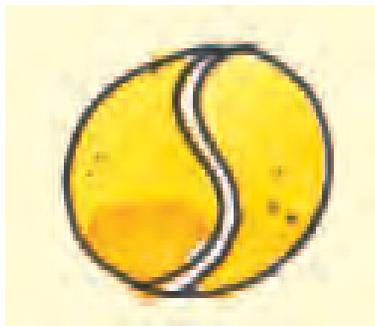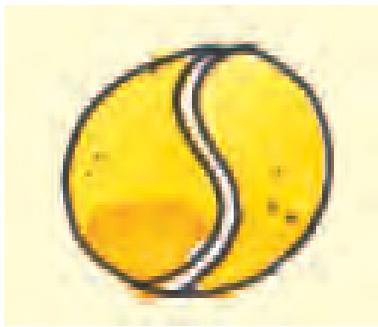
These are three ______.

These are ______ ______.

 Learning tips : Students will do the activities.
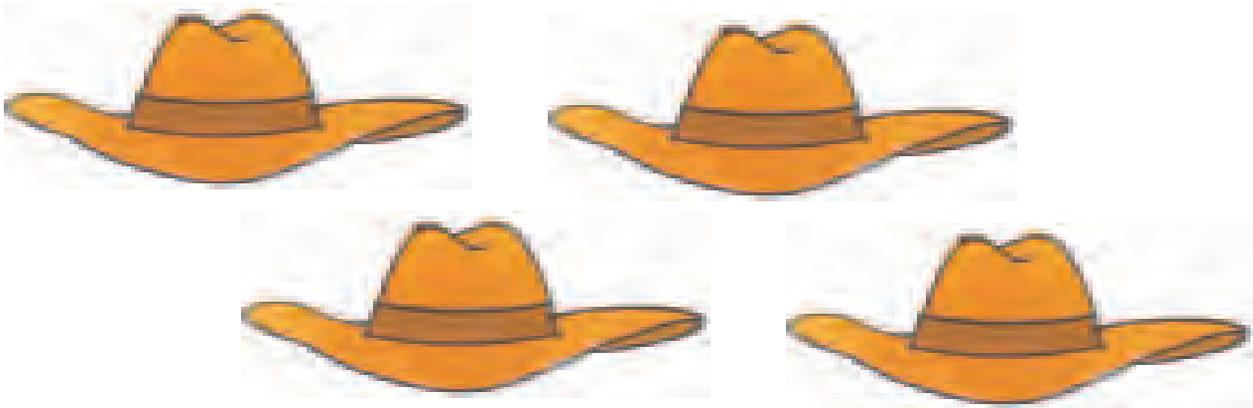
These______ ______ ______.

_______ _______ _______ _______.

See the pictures. Fill in the gaps with this and these :

1.
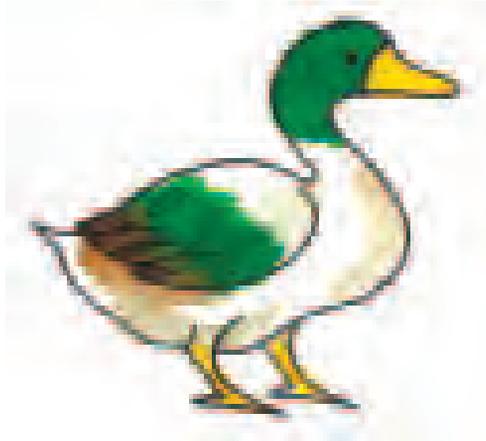
_____ is a duck.
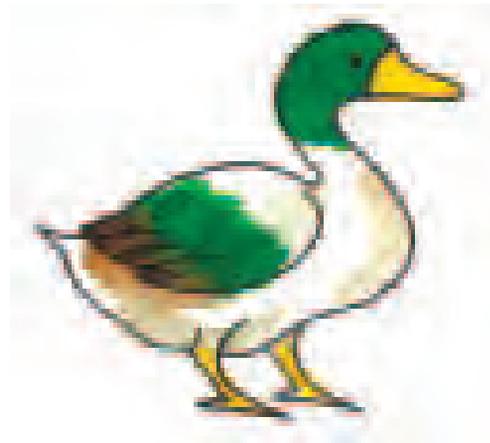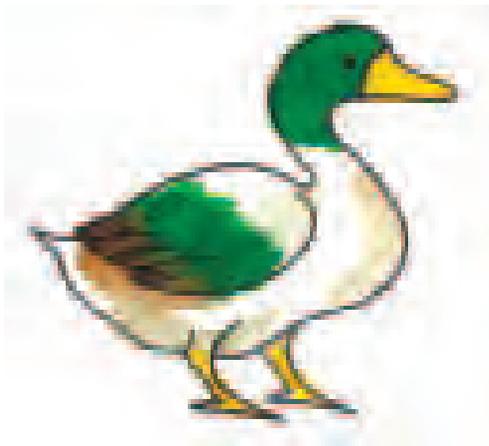
_____ are two ducks.

2.
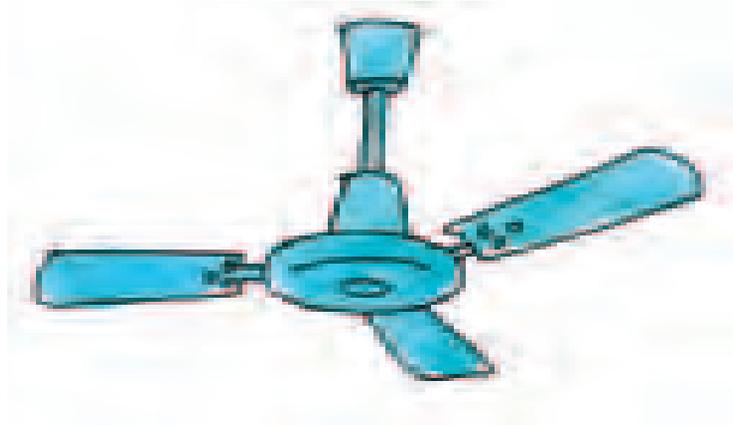
____ ____ a fan.
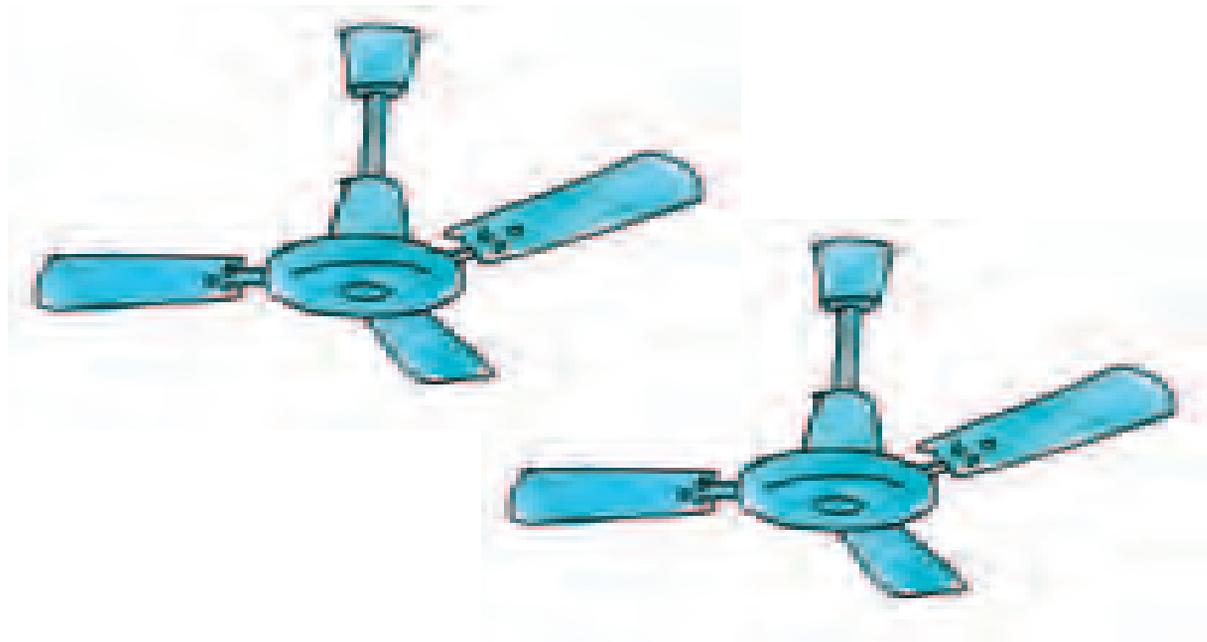
____ ____ ____fans.

3.

____ ____ ____ frog.

3.

____ ____ ____ ____.

নিজে করি :

প্রতিটি জারে ৩টি মাছ আছে।
৩টি জারে কতগুলো মাছ আছে দেখি।

একটি জারে আছে ☐ টি মাছ

৩টি জারে আছে ☐ × ☐

= ☐ টি মাছ

শিখন পরামর্শ : ছবি ও গল্পের মাধ্যমে গুণের ধারণা।

একটি গাড়িতে ☐ টি চাকা আছে। ওইরকম ☐ টি গাড়িতে কতগুলো চাকা আছে দেখি।

১টি গাড়িতে চাকা আছে ☐ টি

গাড়ি আছে ☐ টি

মোট চাকা আছে ☐ × ☐ টি

= ☐ টি
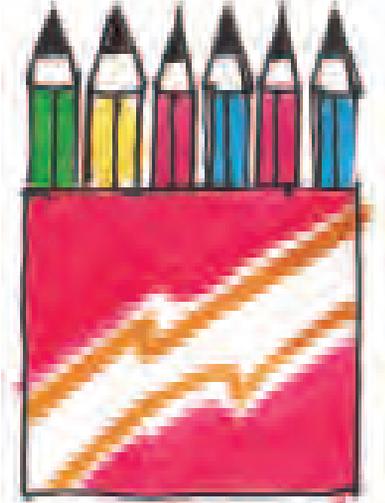
একটি পেনসিলের দাম ২ টাকা। ☐ টি পেনসিলের দরকার। ☐ টি পেনসিলের দাম কত টাকা হবে দেখি।

পেনসিল দরকার ☐ টি

☐ ☐ টাকা

(নিজে লিখি)

৬টি পেনসিলের দাম ☐ × ☐ টাকা

= ☐ টাকা

নিজে করি :

একটা নয়নতারা ফুলের ৫টি পাপড়ি। ৪টি নয়নতারা ফুলের কতগুলো পাপড়ি আছে দেখি।

১টি নয়নতারা ফুলের ☐ টি পাপড়ি আছে

☐ ☐ × ☐ টি পাপড়ি আছে

(নিজে লিখি) = ☐ টি পাপড়ি আছে।

শিখন পরামর্শ : গল্প ও ছবির মাধ্যমে গুণের ধারণা ও ভাষায় লেখার ধারণা।

একটি দড়িতে ৭টি রঙিন কাগজ ঝুলছে। এইরকম ৩টি দড়িতে মোট কটি রঙিন কাগজ ঝুলছে দেখি।

একটি দড়িতে ☐ টি রঙিন কাগজ আছে

৩ টি দড়িতে ☐ × ☐ টি রঙিন কাগজ আছে।

= ☐ টি রঙিন কাগজ আছে।

ভাষায় লিখি ও কষে দেখি।

একটি থালায় আছে ☐ টি ডিম

☐ টি থালায় আছে ☐ ☐ ☐

= ☐ টি ডিম
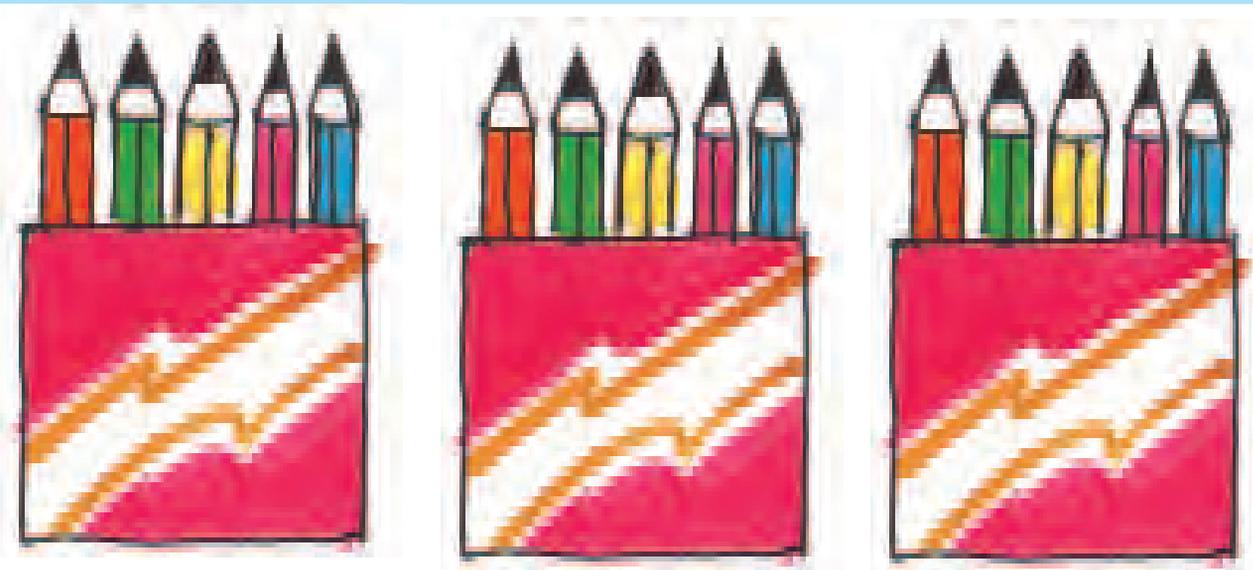
ভাষায় লিখি ও কষে দেখি।

একটি বাক্সে আছে ☐ টি রং পেনসিল।

☐ টি বাক্সে আছে ☐ ☐ ☐

= ☐ টি রং পেনসিল

পরোপকার

রজনীকান্ত সেন

নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল;
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে করে পরে অন্নদান।
স্বর্ণ করে নিজ রূপে অপরে শোভিত,
বংশী করে নিজ রূপে অপরে মোহিত !
শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে,
সাধুর ঐশ্বর্য শুধু পরহিত তরে।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কবিতাটি ঠিকভাবে উচ্চারণ করে পড়বে।

অন্যের উপকার করেছেন এমন কয়েকজন মনীষীর ছবি নীচে দেওয়া হলো। ছবির নীচে এঁদের নাম লিখি। বড়োদের কাছে এঁদের জীবনের গল্প শুনি:

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা মনীষীদের জীবন সম্বন্ধে জানতে পারবে।
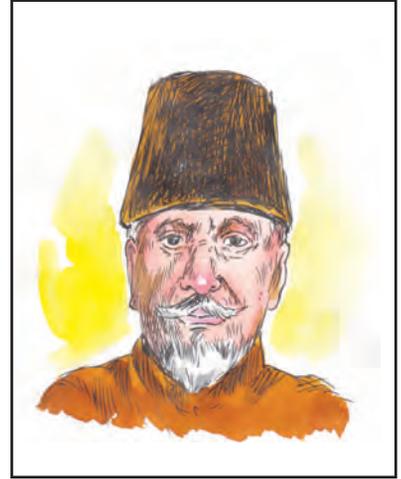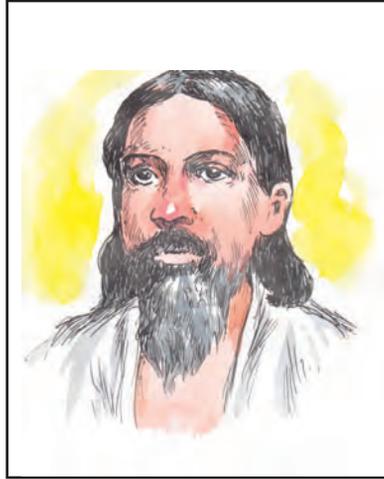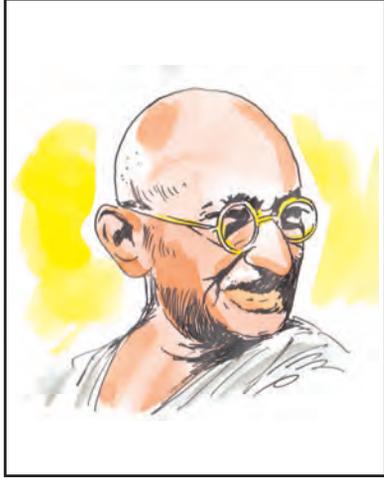
Read the sentences :

Mina and Bina are friends. They always walk to school together. Mina's father is a doctor. He treats sick people in the village. Bina's father is a farmer. He works in the field. They all love their village.

Tick (✓) the correct answer :

1. Mina and Bina always go to playground / school together.
2. Mina's father treats the sick / healthy people in the village.
3. Bina's father is a doctor / farmer.
4. They all love their village / town .

 Learning tips : Students will do the activity. Teacher will encourage the students to participate in the rhyme.

Listen and say :

The Baby in the Cradle

The baby in the cradle
Goes rock-a-rock-a-rock.
The clock on the dresser
Goes tick-a-tick-a-tick.
The rain on the window
Goes tap-a-tap-a-tap,
But here comes the sun,
So we clap-a-clap-a-clap!

ব্যাঙের লাফ দেখে ফাঁকা ঘরে বসাই

চাকার ফাঁকা ঘর ভরতি করি

× ৪

০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৮ ৪০

× ৫

০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৫ ৪০

 শিখন পরামর্শ : ৫-এর সঙ্গে বিভিন্ন সংখ্যার গুণের ধারণা।
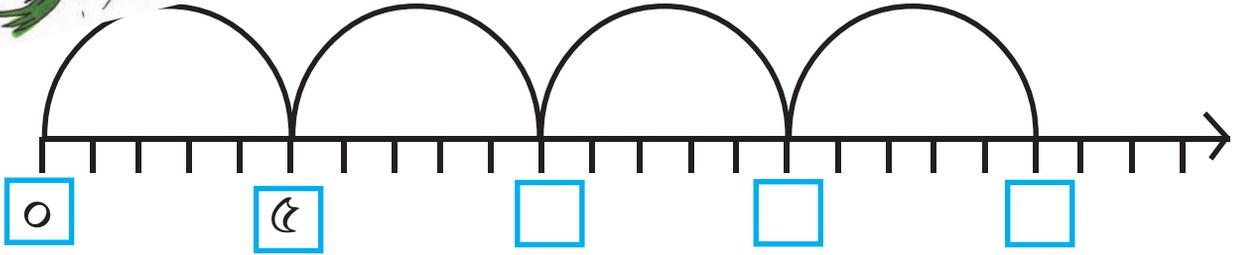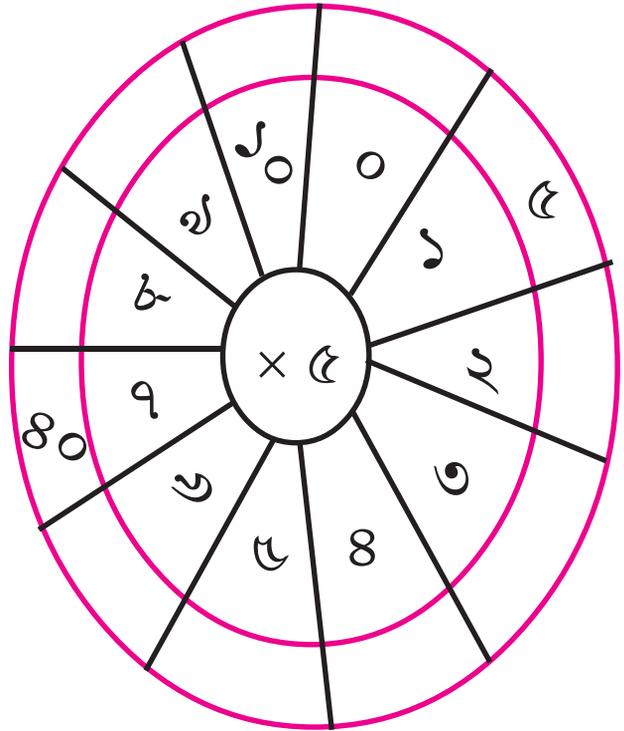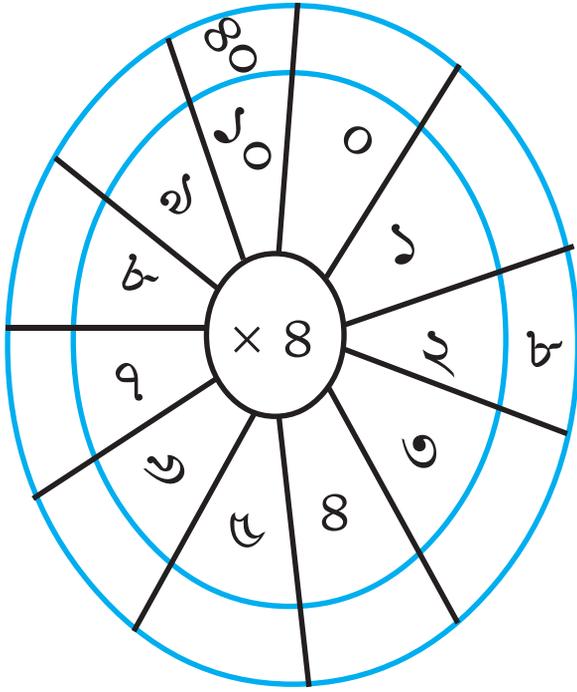
বল সাজাই ও কতগুলো বল লাগে দেখি

১ টি দলে ১০ টি বল ⟶ ১০ × [১] = ১০ টি বল লাগবে।

[ ] টি দলে [১০] + [১০] = [ ] × [ ] = [২০] টি বল লাগবে।

শিখন পরামর্শ : ১০-এর সঙ্গে বিভিন্ন সংখ্যার গুণের ধারণা।
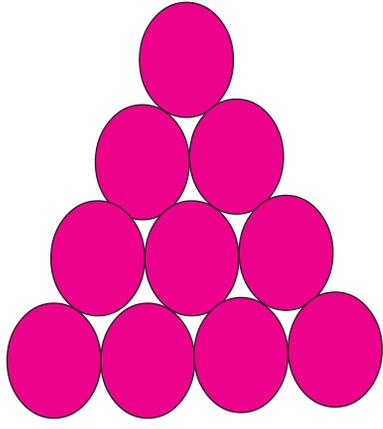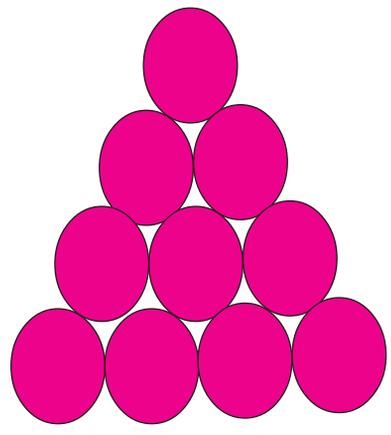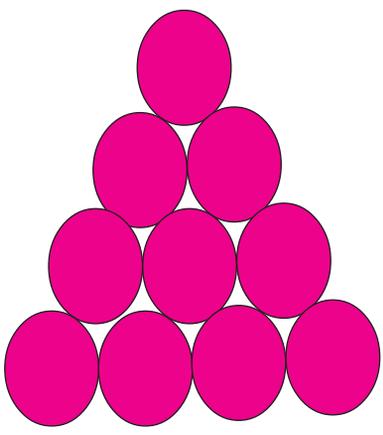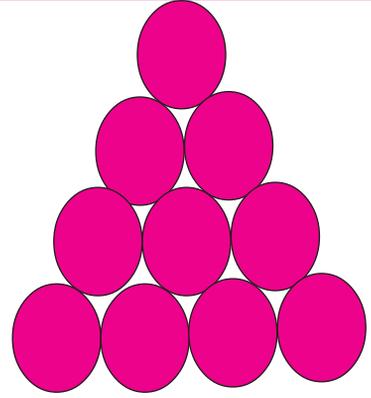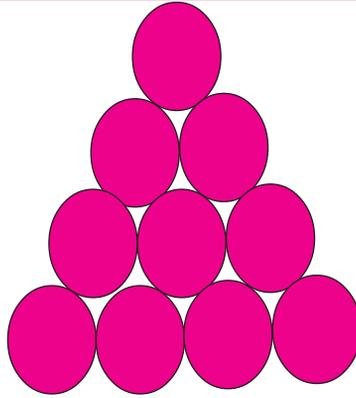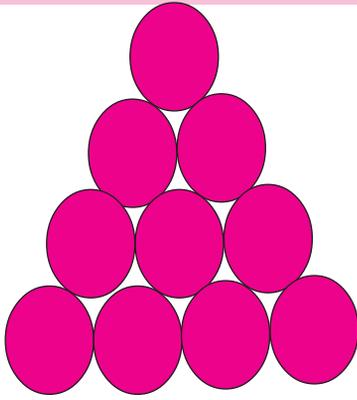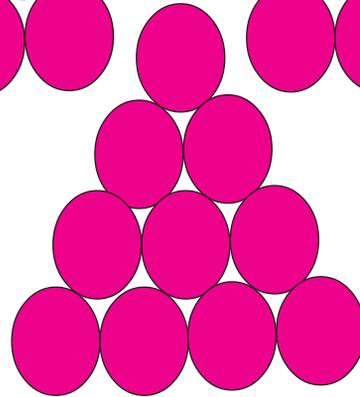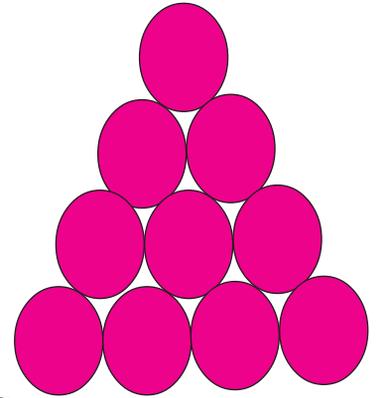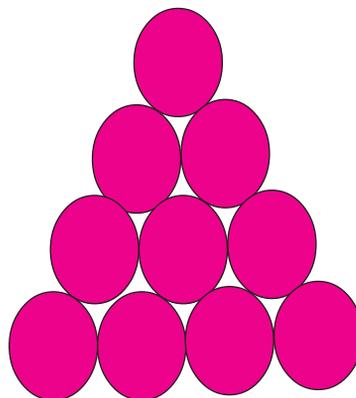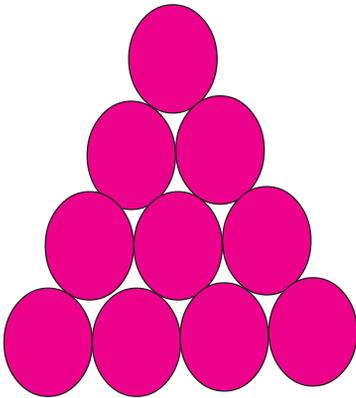
টি দলে + + = ×
= টি বল লাগবে।
টি দলে + + + =
× = টি বল লাগবে।

☐ টি দলে ☐ + ☐ + ☐ + ☐ + ☐
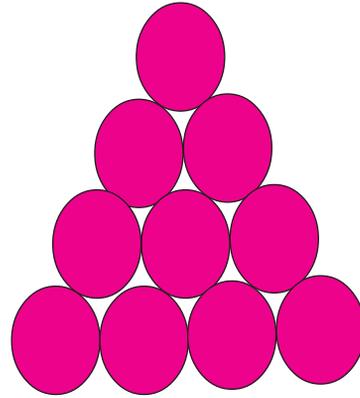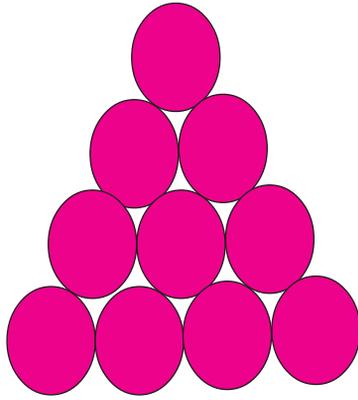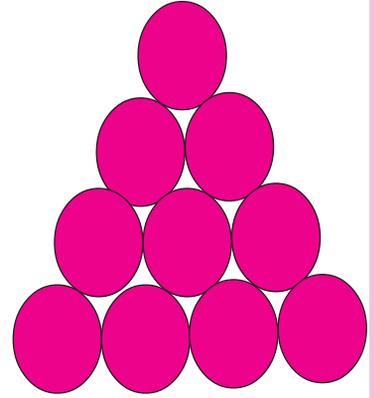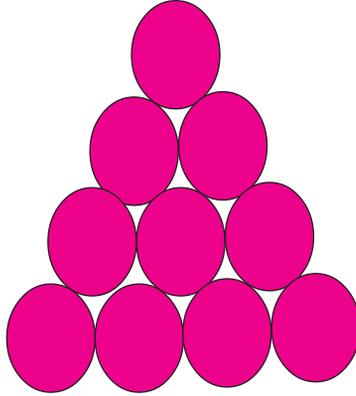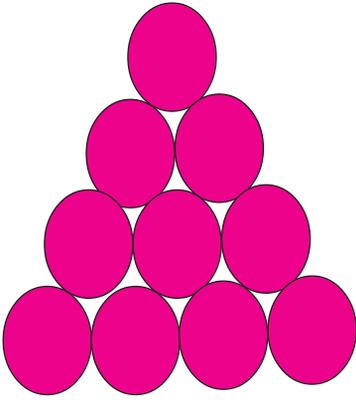
= ☐ × ☐ = ☐ টি বল লাগবে।

রঙিন কার্ডের মজা
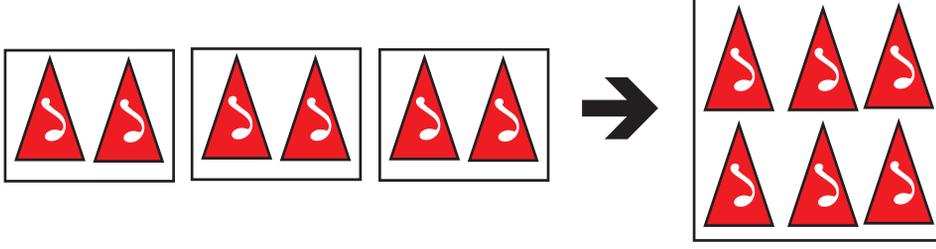
২ + ২ + ২ = ২ × ৩ = ৬

অন্যভাবে পাই এ

$$\begin{array}{r} ২ \\ \times\ ৩ \\ \hline ৬ \\ \hline \end{array}$$

এখানে গুণফল = ☐

কিন্তু ২-কে তিন বার নেওয়া হলো।

এই ২-কে কী বলব?

২-কে **গুণ্য** বলব। ২-কে ৩ বার নেওয়া হলো।

তাই ৩-কে **গুণক** বলব।

 শিখন পরামর্শ : গুণ্য, গুণক ও গুণফল সম্বন্ধে ধারণা।

২ + ☐ + ☐ + ☐

= ☐ × ☐ = ☐

অন্যভাবে পাই

এ

☐
× ☐
☐

এখানে গুণ্য = ২ , গুণক = ☐ ও গুণফল = ☐

☐ + ☐ + ☐

= ☐ × ☐ = ☐

অন্যভাবে পাই

এ

☐
× ☐
☐

এখানে গুণ্য = ☐ , গুণক = ☐ ও গুণফল = ☐
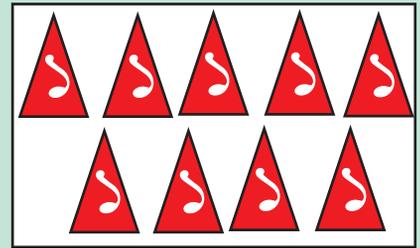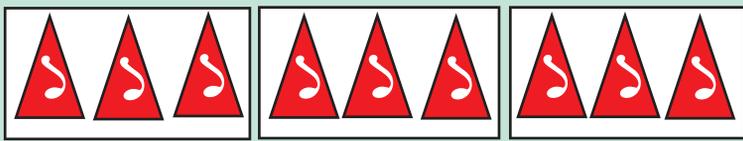
গাছে গাছে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

গাছে-গাছে ফলে আছে
আম জাম লিচু,
তা ছাড়াও যদি চাও
ফল আরও কিছু,

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা কবিতাটি ছন্দ বজায় রেখে পড়বে। তারপর তারা 'হাতেকলমে'র কাজগুলি করবে।

রাখা আছে মার কাছে
কুল বেল তাল,
ন্যাসপাতি জামরুল
কলা ও কাঁঠাল।

হাতেকলমে

১। ‘গাছে গাছে’ কবিতার কবির নাম ....।

২। কবিতায় মোট .... টি ফলের নাম রয়েছে।

৩। কবিতায় এমন একটি ফলের নাম রয়েছে, যে নামে একটি ফুলও রয়েছে। সেটি হলো ....।

৪। গাছে গাছে কোন কোন ফল ফলেছে?

৫। মার কাছে কোন কোন ফল রাখা আছে?

See, read and count :

 Learning tips : Student will read the sentences. They will learn learn the use of **those**.
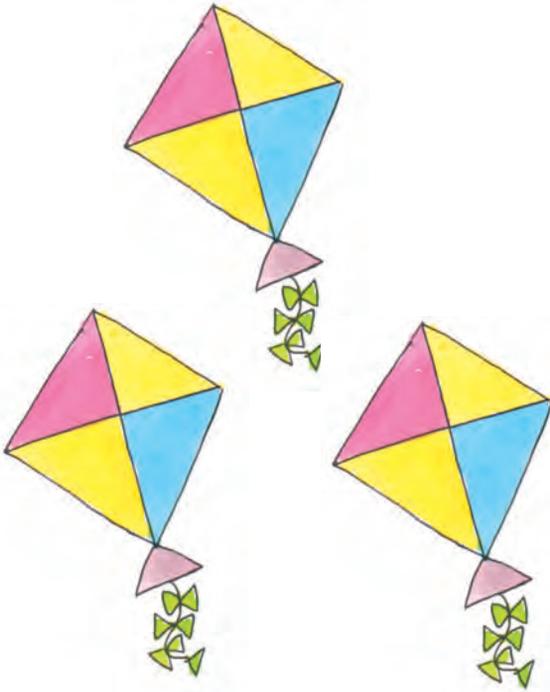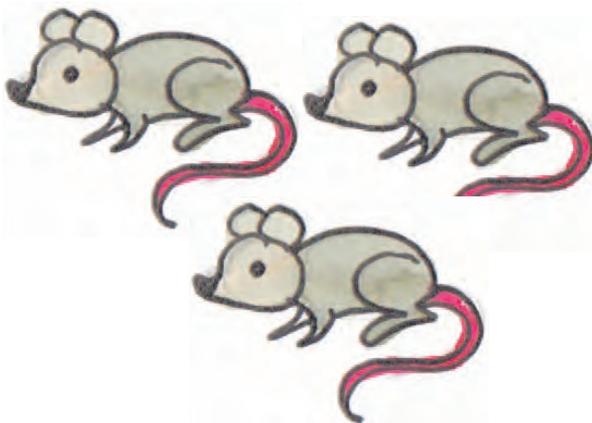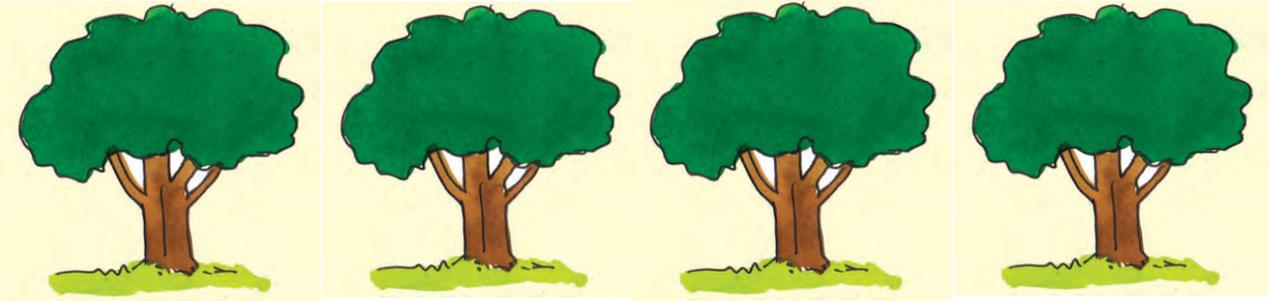
That is a tree.

Those are four trees.
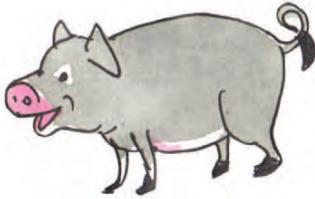
That is a pig.
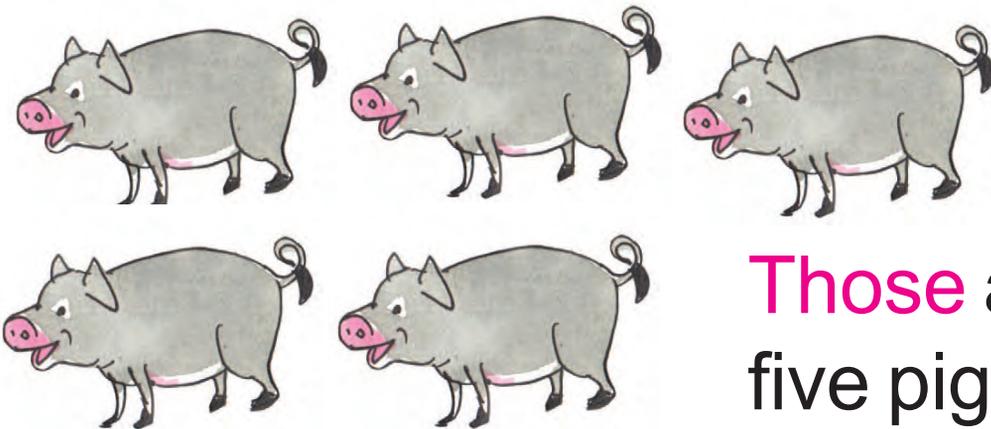
Those are five pigs.

Read again :

Those are two birds.
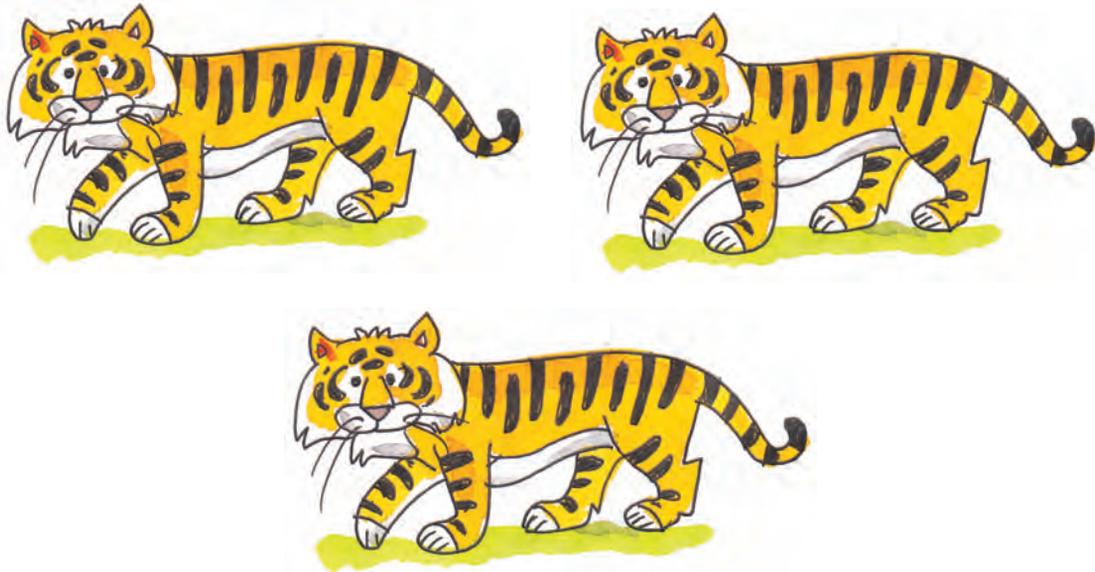
Those are three tigers.
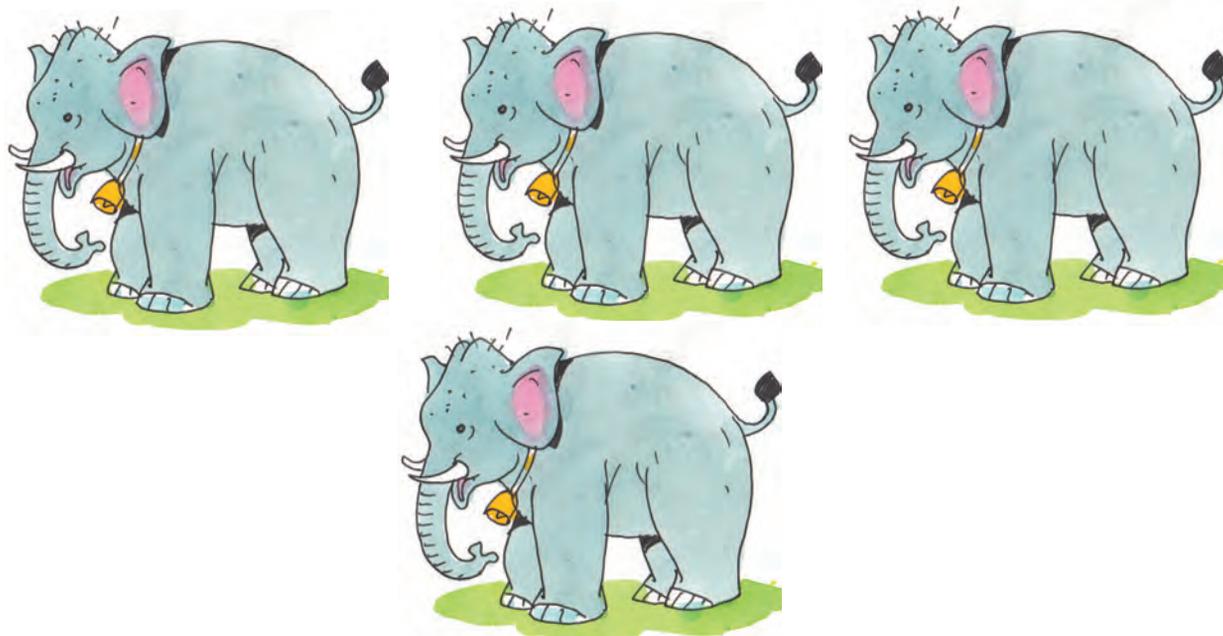
Those are four elephants.
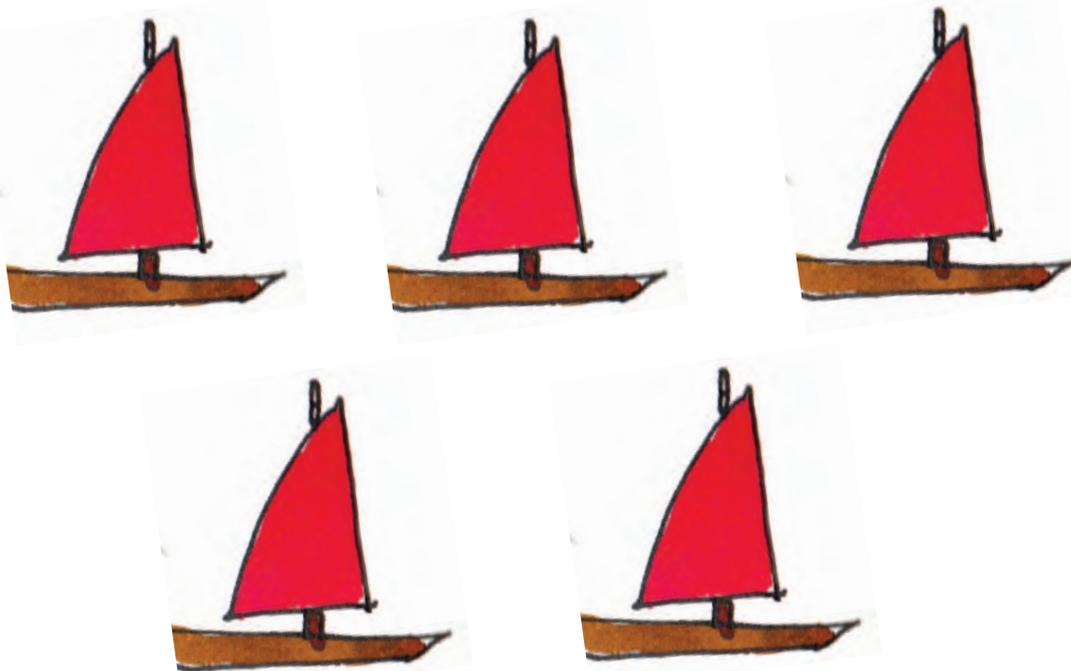
Those are five boats.

অন্যভাবে কিছু করি

মিঠুনের একটি ঝুড়িতে ১২ টি নারকেল আছে। ৩টি ঝুড়িতে কতগুলো নারকেল আছে দেখি।

৩টি ঝুড়িতে ১২ × ৩ টি নারকেল আছে।
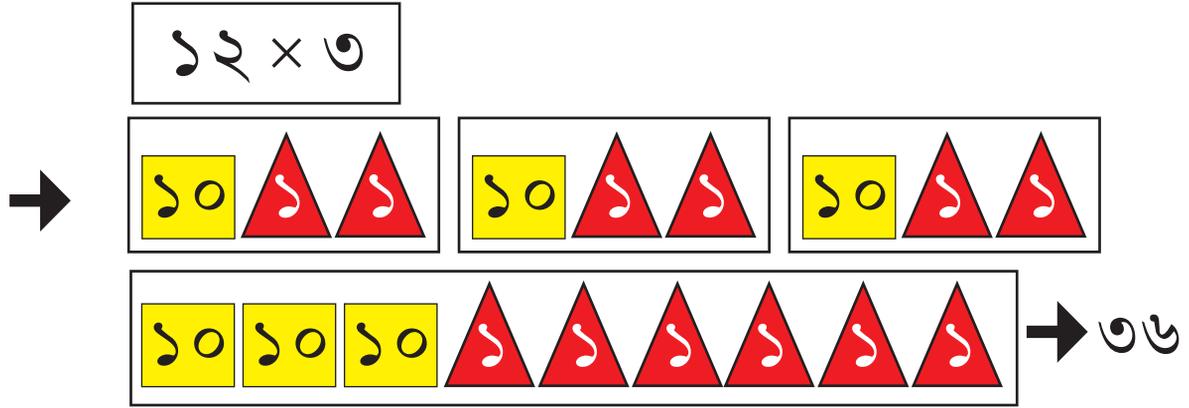
সহজে ১২ × ৩ -এর মান খুঁজি।

১২ × ৩

→ ১০ ১ ১ | ১০ ১ ১ | ১০ ১ ১

১০ ১০ ১০ ১ ১ ১ ১ ১ ১ → ৩৬

পেলাম,

১২ × ৩ = ১২ + ১২ + ১২

= ১০ + ২ + ১০ + ২ + ১০ + ২

= ১০ + ১০ + ১০ + ২ + ২ + ২ =

৩০ + ৬ = ৩৬

 শিখন পরামর্শ : কাজের মাধ্যমে দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের (৫ পর্যন্ত) সংখ্যা দিয়ে গুণের ধারণা এবং গুণফল ১০০-এর কম।

প্রথম পদ্ধতি

১২ × ৩ →

	১০	২
৩	১০ × ৩ = ৩০	২ × ৩ = ৬

দ	এ
৩	০
+	৬
৩	৬

দ্বিতীয় পদ্ধতি

কাঠি দিয়ে হাতেকলমে যাচাই করি

১২ →

১২ × ৩ →

→

স্কুলে যাই ও মজা করি

আমাদের স্কুলের পাশে একটা দোকান আছে। সেখান থেকে আজ আমি ১৪টা লজেন্স কিনলাম। প্রতিটা লজেন্সের দাম ২ টাকা। তাই আমি দোকানদারকে কত টাকা দেবো দেখি।

১টা লজেন্সের দাম ২ টাকা।

১৪ টা লজেন্সের দাম ১৪ × ২ টাকা।

প্রথম পদ্ধতি

আমি দোকানদারকে ☐ টাকা দিলাম।

স্কুলে আমার ২৩ জন বন্ধু। প্রত্যেককে ২টি করে লজেন্স দেবো। কতগুলো লজেন্স লাগবে হিসাব করে দেখি।

১ জনকে দেব ২টি লজেন্স।

২৩ জনকে দেবো ☐ × ☐ টি লজেন্স।

যদি প্রতি বন্ধুকে ৪টি করে বিস্কুট দিতাম, তবে ১৩ জন বন্ধুর জন্য কতগুলো বিস্কুট কিনতে হবে দেখি।

(নিজে করি)

শিখন পরামর্শ : গল্পের মাধ্যমে দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের (৫ পর্যন্ত) সংখ্যা দিয়ে গুণের ধারণা এবং গুণফল ১০০-এর কম।

See the pictures. Fill in the gaps:

1.
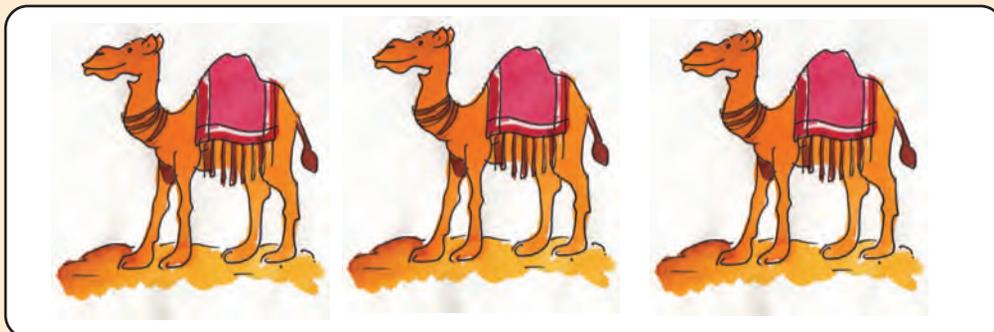
Those are three _____________.

2.
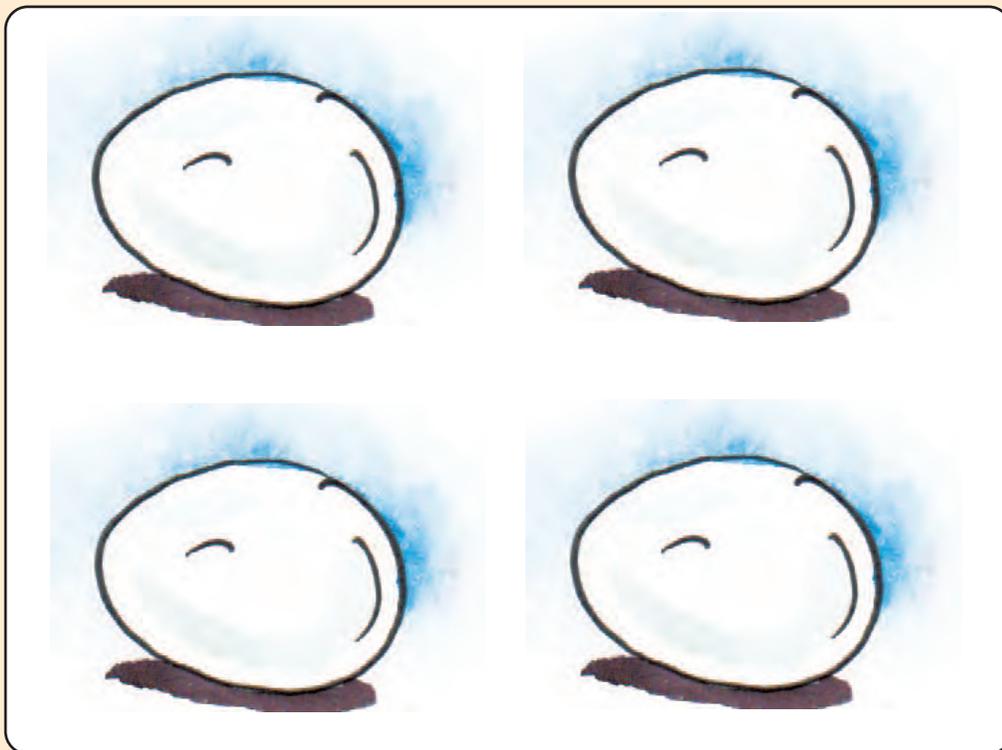
Those are _______ _______ ___ .

See the pictures. Fill in the gaps:

3.
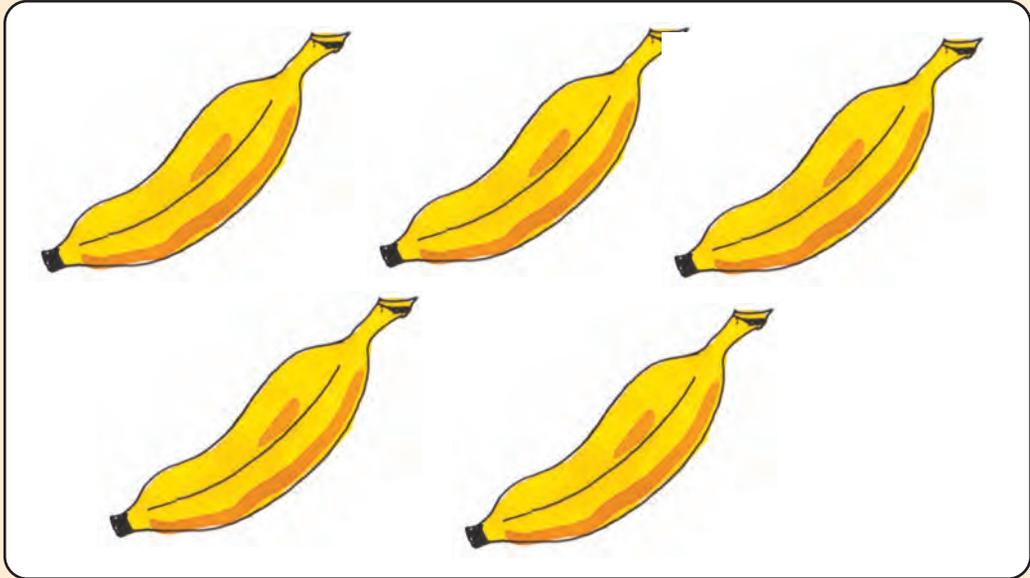
Those are three ____________.

4.

________ ________ ________ ________ .
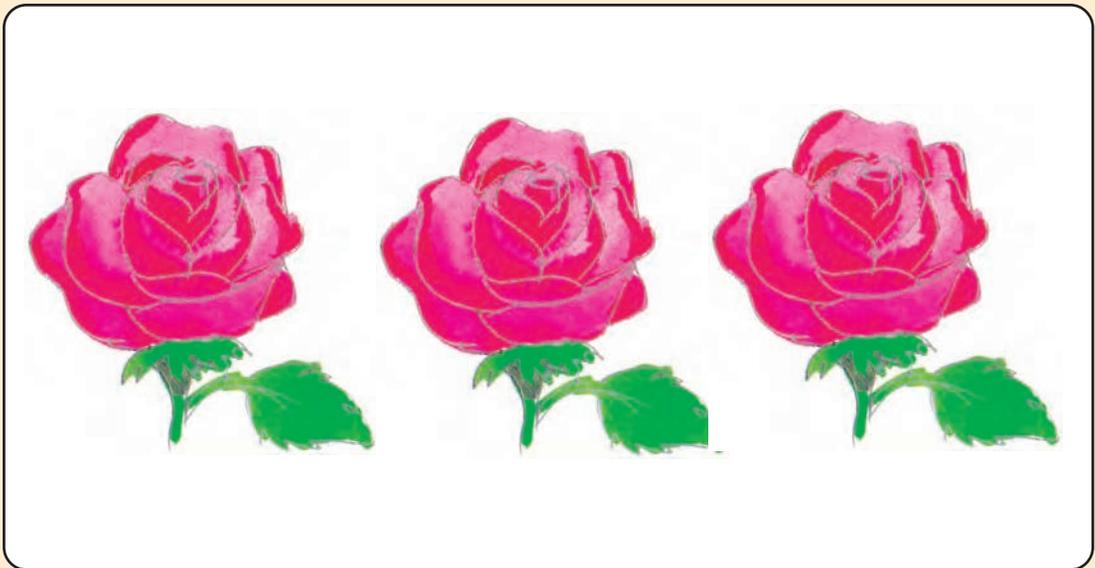
See the pictures. Fill in the gaps:

1. __________ is a hut.

1. __________ are two huts.

See the pictures. Fill in the gaps:

2. ________ ________ a frog.

2. Those ______ ______ frogs.

Learning tips : *Student will do the activities.*
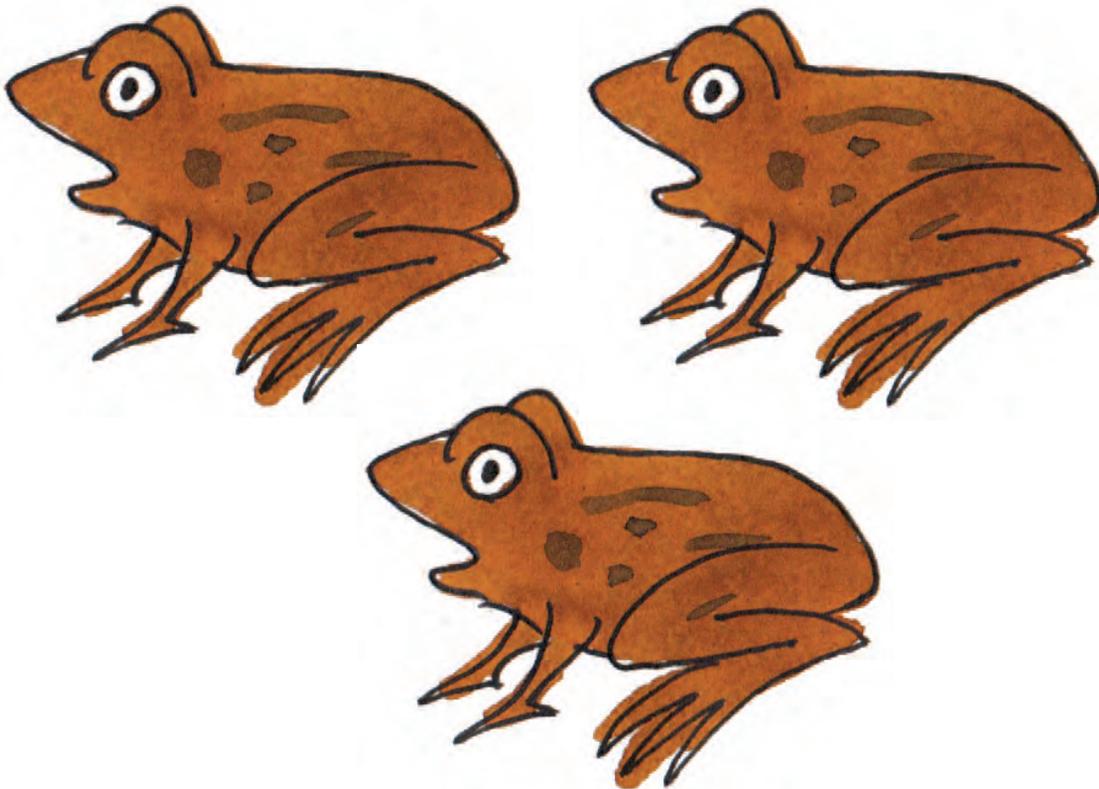
See the pictures. Fill in the gaps:

3. _____ _____ _____ dog.

3. _____ _____ _____ _____.

বাবার সঙ্গে বাজারে

আফসানা তার বাবার সঙ্গে বাজারে গেল। বাবা ৫ ডজন কলা কিনলেন। ১ ডজনে ১২টি কলা থাকে। হিসাব করে দেখি, বাবা কতগুলো কলা কিনলেন।

১ ডজনে কলা আছে ১২টি

৫ ডজনে কলা আছে ☐ × ☐ টি

প্রথম পদ্ধতি

শিখন পরামর্শ : দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা (৫ পর্যন্ত) দিয়ে গুণ যাতে গুণফল ১০০-এর কম।

হাতেকলমে :

১২
১০ ১ ১

১২ × ৫
১০ ১ ১
১০ ১ ১
১০ ১ ১
১০ ১ ১
১০ ১ ১

১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১ ১
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০
৬০

নিজে করি :

২। $\square \times \square = \square$

দ্বিতীয় পদ্ধতি

দ	এ
১	৮
×	৩

শিখন পরামর্শ : দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে গুণ।

নিজে করি

৩। দ এ

১ ৫

× ৬

নিজে করি

৫। দ এ

২ ৯

× ৩

৬। দ এ

২ ৪

× ৩

৭। দ এ

২ ৩

× ৩

৮। দ এ

৩ ৯

× ৩

আমার বাড়ির কাছে

বিনয় মজুমদার

আমার বাড়ির কাছে ওই রেলপথ আছে
সারাদিন গাড়ির আওয়াজ
শোনা যায়, দেখা যায় আমার ও জানালায়
গাড়ি দেখি, ভুলে যাই কাজ।

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা কবিতাটি পড়বে ও তারপর **'হাতেকলমে'**র কাজগুলি করবে।

শুনি আমি বসে ঘরে মাইকে ঘোষণা করে

কোন গাড়ি আসবে কখন।

দুবার ঘোষণা করেকিছুকাল পরে পরে

সেই দিকে চলে যায় মন।

আমি বসে আছি বাড়ি   শিয়ালদহের গাড়ি

ওইখানে আসবে এখন।

এ রূপ ঘোষণা শুনি   আমিও তো কাল গুনি

কখন গাড়িটি ছুটে আসে।

ভেঁপু বাজে শোনা যায়   এসেছে আমার গাঁয়

জানালায় দেখি অনায়াসে

গাড়ির হলুদ রং,   লেখা ফেলে তা বরং

দেখি আমি গাড়িটি চলেছে।

সহজেই বোঝা যায়   যারা যাবে গাড়িটায়

তারা খুব খুশি হয়ে গেছে।

শব্দার্থ : গুনি—গণনা করি। গাঁ—গ্রাম। এরূপ—এইরকম। ভেঁপু—বাঁশি। কাল—সময়।

হাতেকলমে

১. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখি :

১.১ জানালা দিয়ে কী দেখা যায়?

১.২ মাইকে কীসের ঘোষণা শোনা যায়?

২. স্তম্ভ মেলাও :

ক	খ
কর্ম	শোনা
ভ্রম	খুশি
আনন্দিত	কাজ
শ্রবণ	ভুল

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা কবিতাটি পড়বে ও তারপর **'হাতেকলমে'**র কাজগুলি করবে।

৩. বিপরীতার্থক শব্দ লিখি :

কাছে ____, যায় ____, আসবে ____, সহজ ____।

৪. বাক্য রচনা করি :

আওয়াজ, মন , জানালা , খুশি।

৫. যে যে যানবাহনে চড়েছি তাদের কথা কয়েকটি বাক্যে লিখি :

তাতে লিখি—যানবাহনের নাম, রং, দেখতে কেমন, কেমন গতিতে চলে, কেমন শব্দ হয়, কোথা থেকে কোথায় যায়, কোথায় গেছি, সঙ্গে কারা ছিল/ছিলেন, কেমন লেগেছে।

Look at the stars :
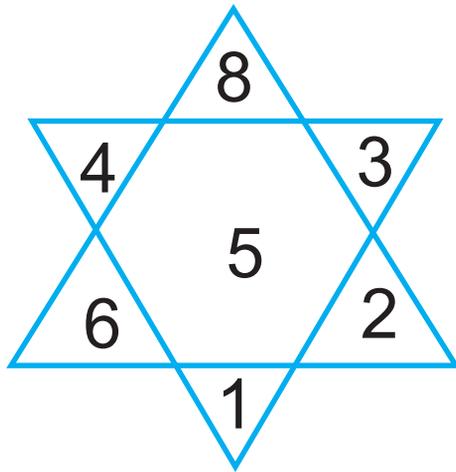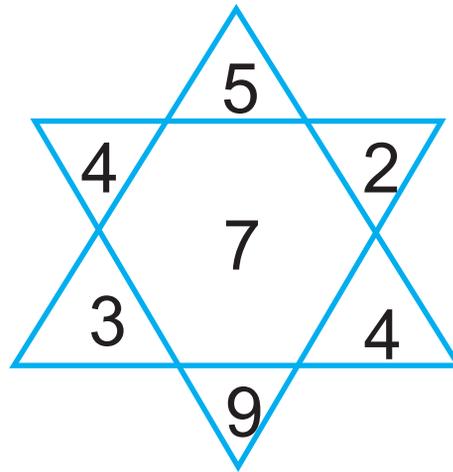
See the numbers. Colour the stars :

star A	star B
orange colour — numbers > 4	blue colour — numbers > 4
blue colour — numbers < 4	orange colour — numbers < 4

Learning tips : Students will do the activities. Teacher will encourage the students to participate in the **'Tell the class'** actvity.

- Add the numbers you have coloured in star A.

- Add the numbers you have not coloured in star B.

Tell the class :

Which bird do you like the most? Why do you like it?

সমান সংখ্যায় নাড়ু খাই :

আজ আমাদের বাড়িতে আমার দুজন বন্ধু মিতা ও মতিউর এসেছে। মা একটা প্লেটে ৬ টি নাড়ু দিয়ে গেলেন। আমরা তিনজনে সমান ভাগে ভাগ করে নেব।
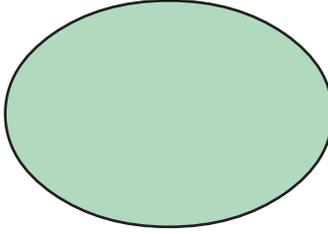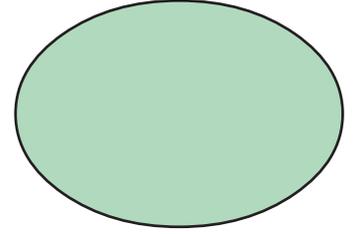
প্রথমে আমি প্রতি প্লেটে একটা করে নাড়ু রাখব বাকি রইল, ৬ – ৩ = ৩ টি নাড়ু
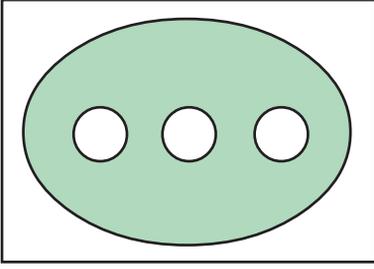
মায়ের দেওয়া নাড়ুর প্লেট

আমার প্লেট

মিতার প্লেট

মতিউরের প্লেট

এবার আমি প্রতি প্লেটে আরও একটি করে নাড়ু রাখব।

মায়ের দেওয়া প্লেটে বাকি রইল ৩ − ৩ = ০ টি নাড়ু

আমরা প্রত্যেক ☐ টি করে নাড়ু পেলাম

কীভাবে পেলাম দেখি,

৬		
−৩	১	বার
৩		
−৩	২	বার
০		

অর্থাৎ ৬ থেকে ধাপে ধাপে ৩ -কে ২ বার বিয়োগ করা হয়েছে।

তাই, ৬ টি নাড়ু ৩ জনের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করলে প্রত্যেক পাব [ ] টি নাড়ু। ছোটো করে লিখি,

৬ ÷ ৩ = ২ ,বলব ৬ কে ৩ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল ২ পাই। “ ÷ ” চিহ্নের নাম ভাগচিহ্ন।

১) ৯ টি তিনকোনা ভাবে কাটা কাগজ নিলাম—
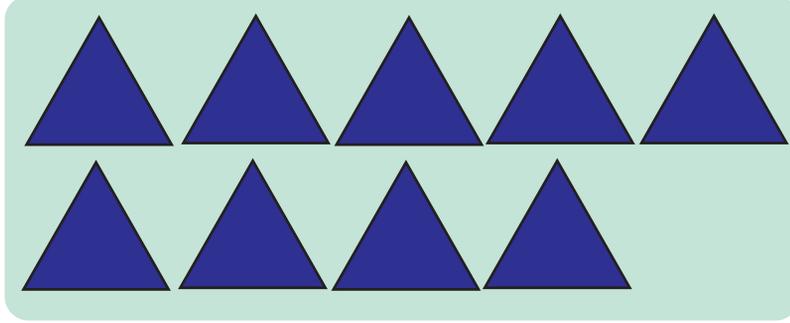
নীচের তিনটি করে কাগজ জুড়ে ফুল বানাই,
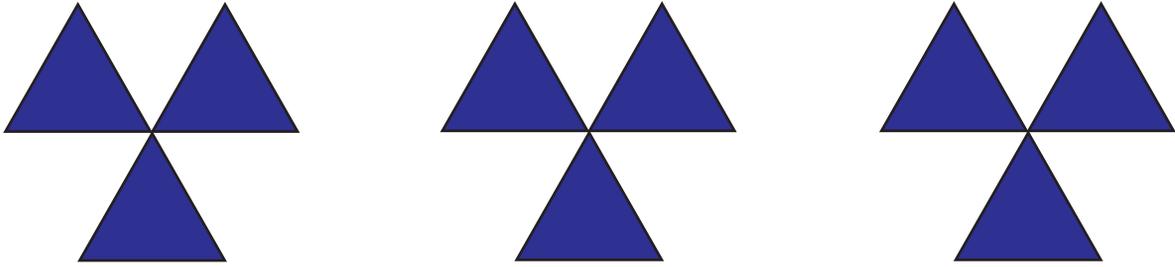
একটি কাগজের ফুলে পেলাম ☐ টি পাপড়ি।

কীভাবে পেলাম দেখি

কাগজের ফুল পেলাম

৯ ÷ ৩ = ৩ টি

$$
\begin{array}{r}
৯ \\
-৩ \\
\hline
৬
\end{array}
\rightarrow \quad ৩ \text{ বার}
$$

$$
\begin{array}{r}
-৩ \\
\hline
৩
\end{array}
\rightarrow \quad ৩ \text{ বার}
$$

$$
\begin{array}{r}
-৩ \\
\hline
০
\end{array}
\rightarrow \quad ৩ \text{ বার}
$$

শিখন পরামর্শ : বিয়োগ করে ভাগের ধারণা।

২) ৬ টি মাছের মতো করে কাটা কাগজের টুকরো নিলাম ২টি জারে সমান সংখ্যায় রাখতে হবে।

১ টি জারে ☐ টি মাছ রাখলাম।

প্রত্যেকটি জারে কাগজের মাছ পেলাম

৬ ÷ ২ = ☐ টি।

শিখন পরামর্শ : বিয়োগ করে ভাগের ধারণা।
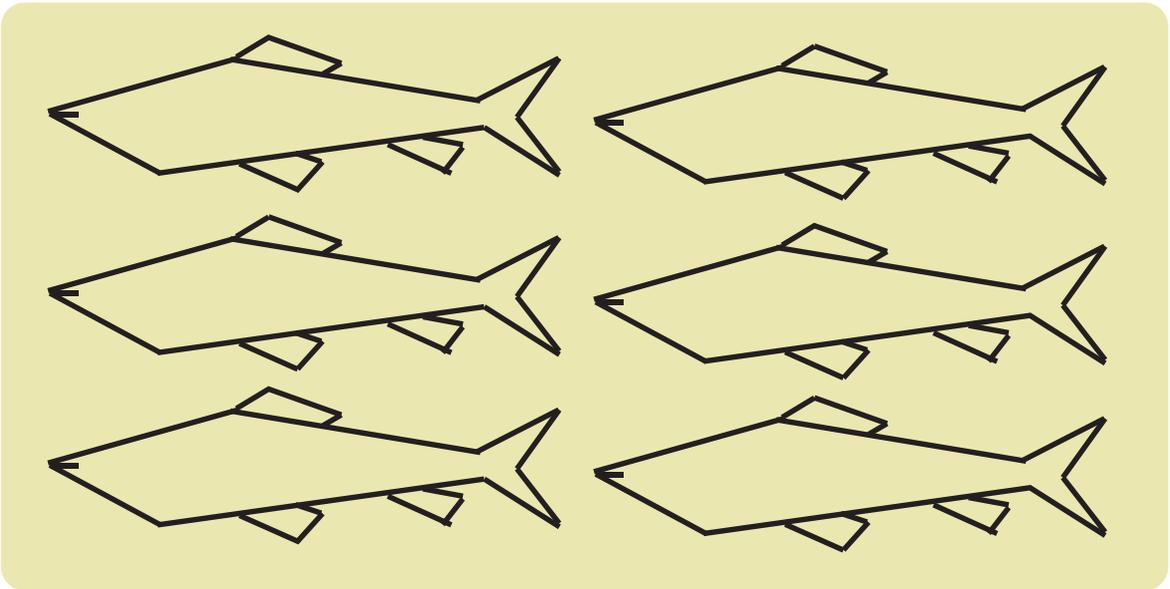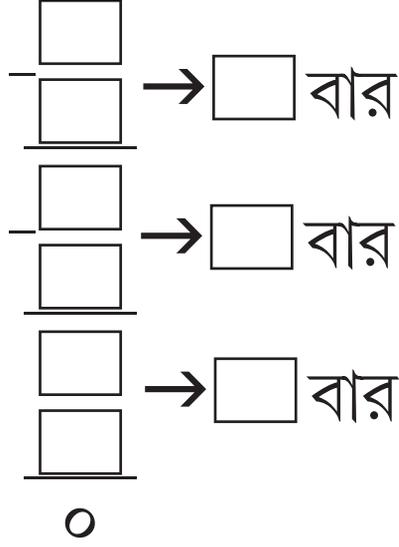
৩) ১২ টি সন্দেশের মতো করে কাটা কাগজের টুকরোকে ৪ টি থালায় সমান ভাগে ভাগ করে রাখি।
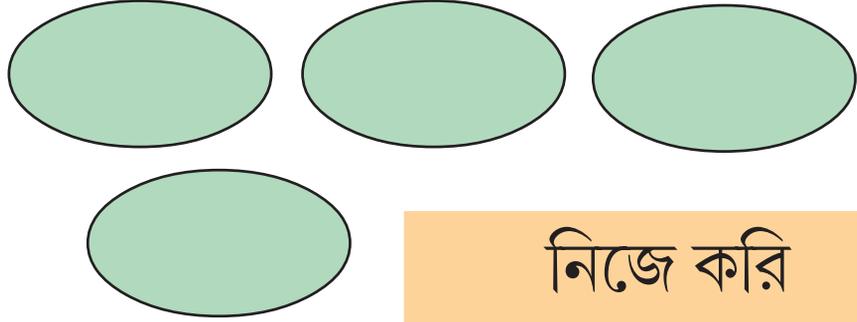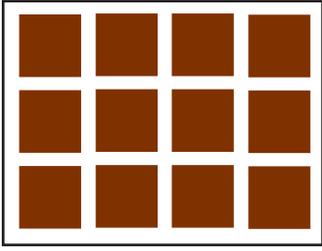
১ টি থালায় ☐ টি সন্দেশ রাখলাম।

পেলাম ১২ ÷ ৪ = ☐ টি।

নিজে করি

ও রোদ্দুর

শ্রী নির্মলেন্দু গৌতম

ও রোদ্দুর , সোনাবরণ
সাত-সকালে ভাই—
চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিলি
সোনালি রোশনাই !
ও রোদ্দুর, চাই যদ্দূর
আকাশ নীলে নীল !
ডাক্‌ছে পাখি ; ফুলের কুঁড়ি
খুশিতে ঝিল্‌মিল্‌।
ও রোদ্দুর , ঘাসের বুকে
করিস ঝিকিমিকি !

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কবিতাটি ছন্দ বজায় রেখে পড়বে।
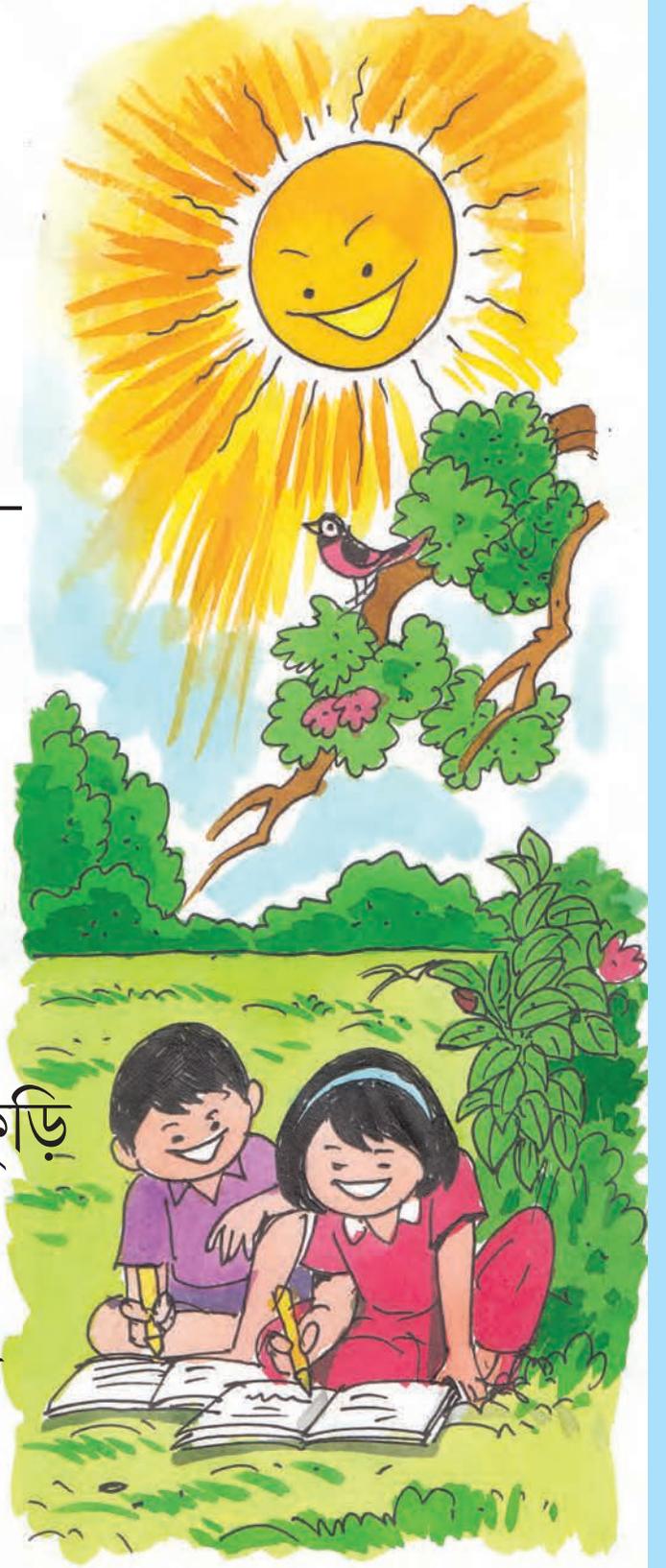
আয় খুকুভাই রৌদ্রে বসে

হাতের লেখা লেখি !!

শব্দার্থ : রোদ্‌দুর—রৌদ্র/রোদ,
সাত-সকালে—খুব সকালে, চতুর্দিকে—চারিদিকে,
রোশনাই—আলোর ছটা।

হাতেকলমে

১। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখি :

১.১ রোদ্দুর কখন ওঠে?

১.২ রোদ উঠলে আকাশ কেমন দেখায়?

১.৩ পাখি আর ফুলের কুঁড়ি রোদ উঠলে কী করে?

১.৪ রোদকে কোথায় ‘ঝিকিমিকি’ করতে দেখা যায়?

১.৫ খুকুভাই রোদে বসে কী করবে?

২। নীচের শব্দগুলির উপযুক্ত প্রতিশব্দ ঝুড়ি থেকে খুঁজে নিয়ে লিখি।

দীপ্তি, পুষ্প, রৌদ্র, স্বর্ণ

রোদ্দুর —

সোনা —

রোশনাই —

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা ‘হাতেকলমে’র কাজগুলি করবে।

৩। নদীতে ভাসমান একটি নৌকার ছবি আঁকো :
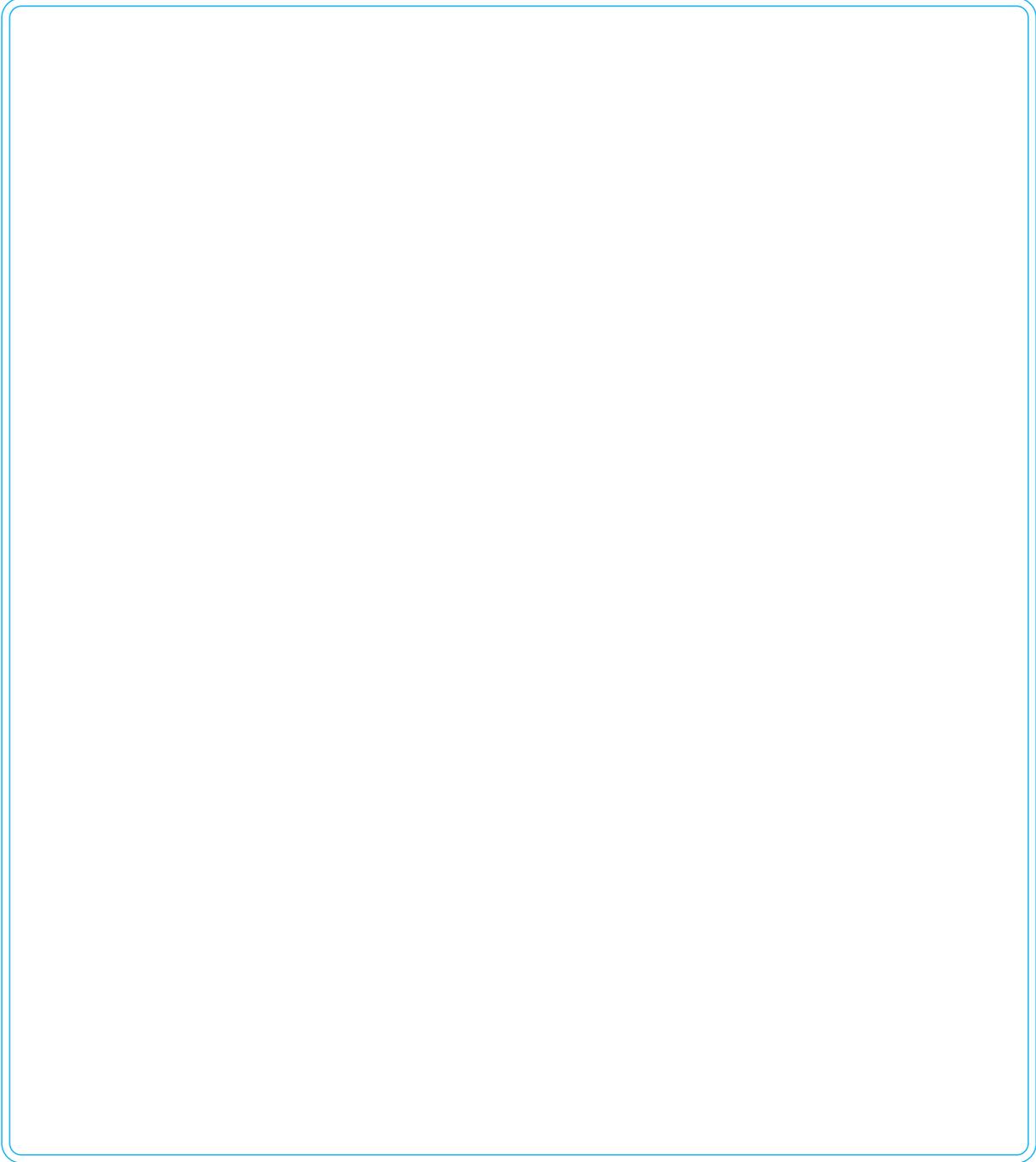
Listen and say :

SOME TEDDY BEARS

Some teddy bears are tiny
Some teddy bears are tall,
Some teddy bears are big and round,
And some teddy bears are small.
All teddy bears look happy
No teddy bear looks sad,
All teddy bears are very good,
And No teddy bear is bad.

 Learning tips : Teacher will encourage the students to participate in the rhyme.

বিন্দুগুলি যোগ করে ছবি আঁকি ও রং করি :
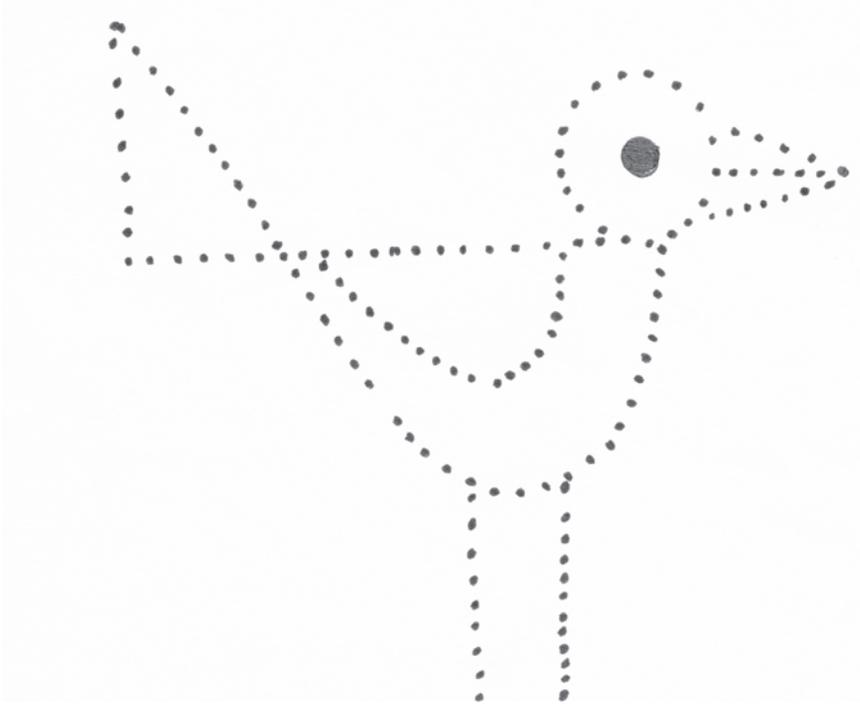
শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের ছবিগুলি সম্পূর্ণ করবে। ছবিগুলিতে রং করবে।

আলোর উৎসব

আজ উৎসবে আমরা মোমবাতি জ্বালাব। মিতা দিদি আমাদের ৪ জনকে ৮টি মোমবাতি সমান ভাগে ভাগ করে দিলেন। আমরা প্রত্যেকে কতগুলো মোমবাতি পেলাম হিসাব করে দেখি।

পেলাম, ৮ ÷ ৪ = ☐
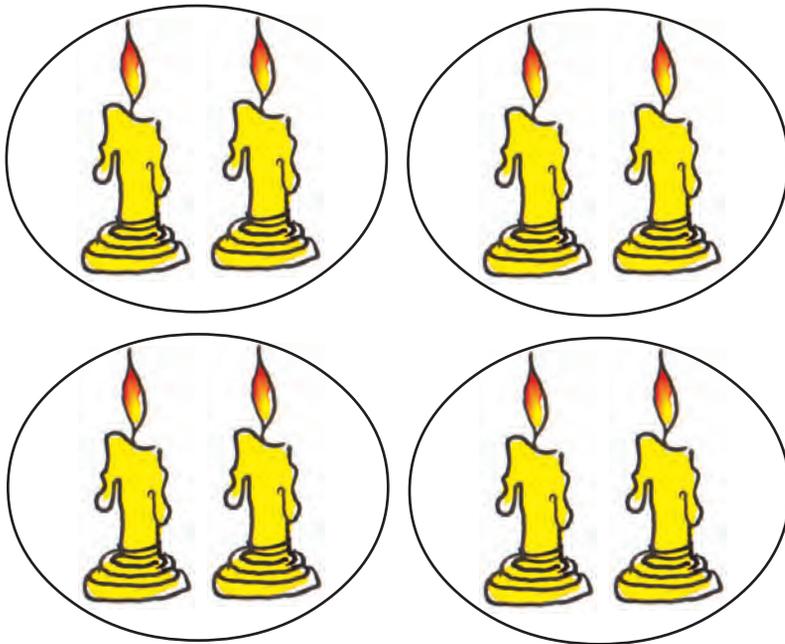
```
  ৮
- ৪
  ৪  → ১বার
- ৪
  ০  → ২ বার
```

প্রত্যেকে ☐ টি করে মোমবাতি পেলাম।

 শিখন পরামর্শ : দল গড়ে ও বিয়োগ করে ভাগের ধারণা হবে।

ঠিক করেছি কিনা যাচাই করি

১২ জন লোক নদীর এপার থেকে ওপারে যাবে। তিনটি নৌকা ঘাটে বাঁধা আছে। প্রতি নৌকায় সমান সংখ্যক লোক উঠবে। প্রতি নৌকায় কত জন লোক উঠবে হিসাব করি।

প্রতি নৌকায় উঠবে ☐ ☐ ☐ = ☐ জন।

ঠিক করেছি কিনা যাচাই করি ☐ × ☐ = ☐

বার বার বিয়োগের মাধ্যমে প্রকাশ করে নিজে ভাগ করি।

নীচের অঙ্কগুলি বার বার বিয়োগ করে ও দল গড়ে ভাগ করি।

১০ টি বল আছে। ২ টি ঝুড়িতে সমান সংখ্যায় রাখি।

১০ ÷ ২ = ৫
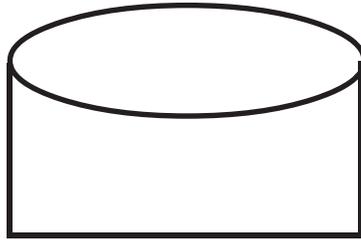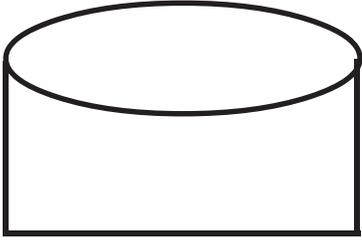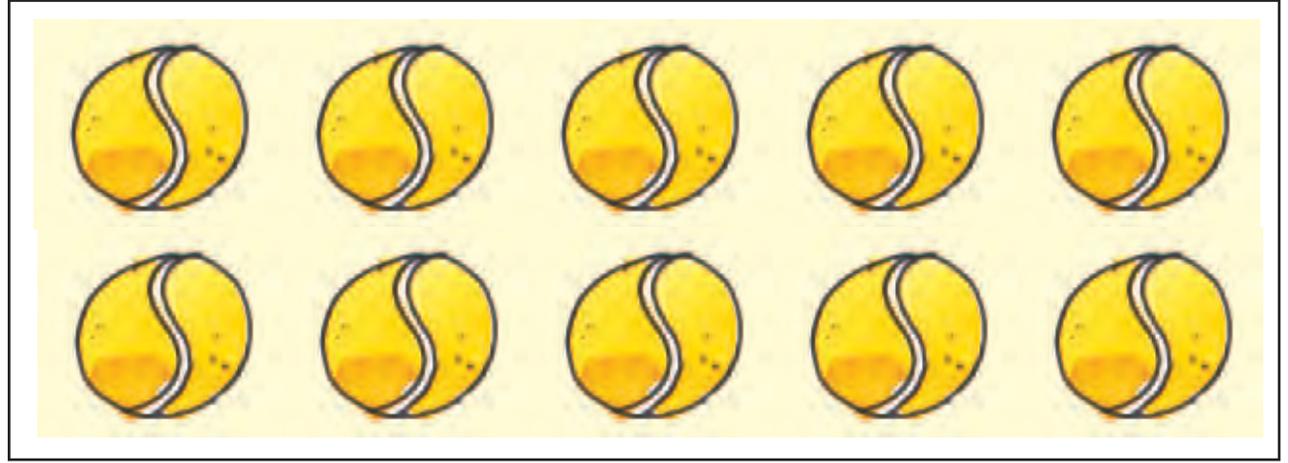
বার বার বিয়োগের মাধ্যমে প্রকাশ করে ভাগ করি।

১ টি ঝুড়িতে রাখলাম ☐ টি বল।

ঠিক করেছি কিনা যাচাই করি

৫ × ২ = ১০

১২ টি বেলুন আছে। ৩ টি জায়গায় সমান সংখ্যায় বেলুন ভাগ করে রাখি।
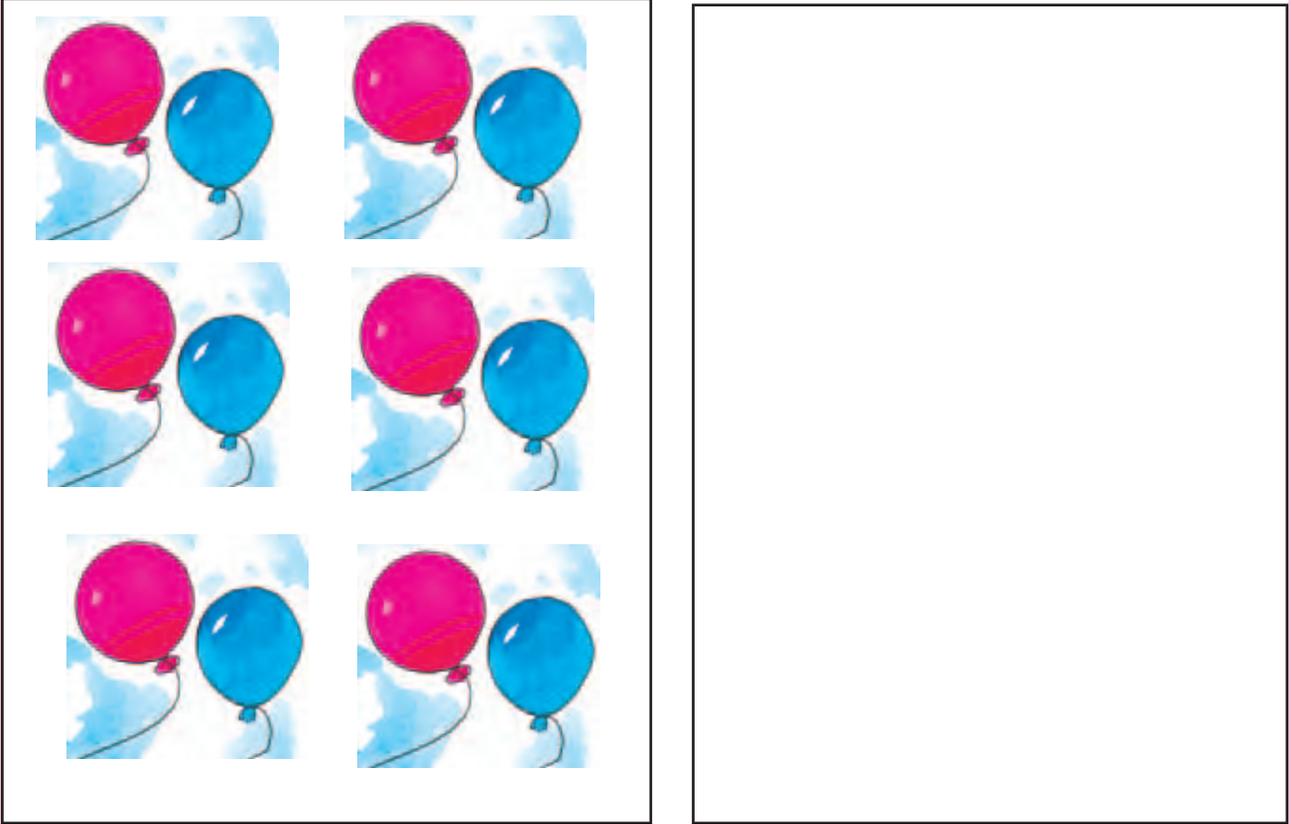
১টি জায়গায় ☐ টি বেলুন রাখলাম।

ঠিক করেছি কিনা যাচাই করি ☐ × ☐ = ☐

শিখন পরামর্শ : দল গড়ে ও বিয়োগ করে ভাগের ধারণা হবে।

আজ আমরা ৪টি দলে ভাগ হয়ে খেলা করব। আমরা মোট ২০ জন বন্ধু মাঠে খেলতে এসেছি। প্রতি দলে কতজন থাকব হিসাব করি।

☐ ÷ ☐ = ☐

প্রতিটি দলে ☐ জন থাকব।

ঠিক করেছি কিনা যাচাই করি

☐ × ☐ = ☐

কাঠি দিয়ে দল গড়ি

২১ ÷ ৩ কীভাবে পাই দেখি

২১ টি কাঠি নিলাম। ৩ টি দল গড়ি যাতে সমান সংখ্যক কাঠি থাকবে।

একটি দলে [ ] টি কাঠি আছে।

তাই , ২১ ÷ ৩ → → ৭

অন্যভাবে পাই,

```
    ৭
৩ | দ এ
  |-২ ১
  | ২ ১
  -----
      ০
```

[যেহেতু ৩ × ৭ = ২১]
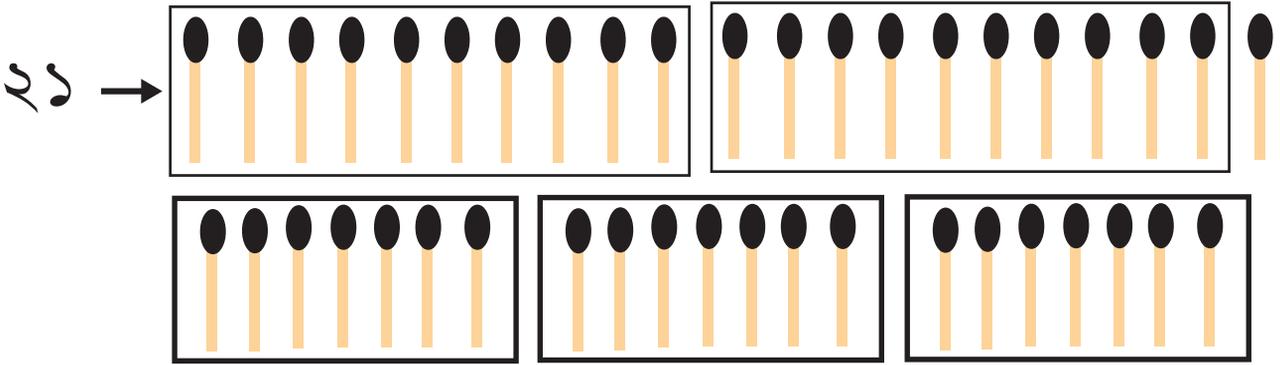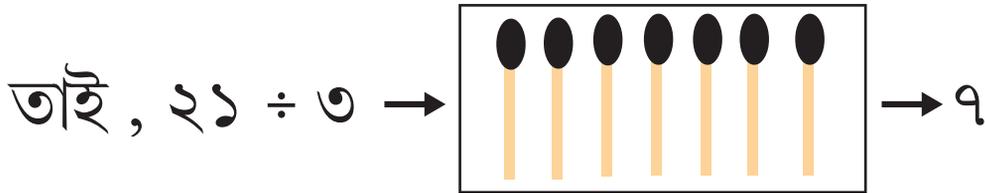
২১

− ৩ ➡ ১ বার

১৮

− ৩ ➡ ২ বার

১৫

− ৩ ➡ ৩ বার

১২

− ৩ ➡ ৪ বার

৯

− ৩ ➡ ৫ বার

৬

− ৩ ➡ ৬ বার

৩

− ৩ ➡ ৭ বার

০

২০ ÷ ৫ কীভাবে পাই দেখি

২০ টি কাঠি নিলাম। ৫ টি দল গড়ি যাতে প্রত্যেক দলে সমান সংখ্যক কাঠি থাকে।

২০ →
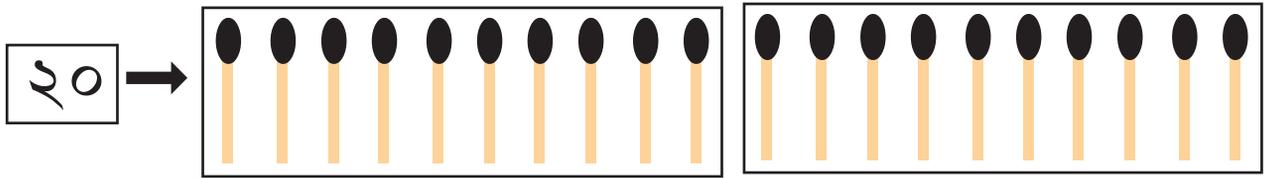
(নিজে কাঠি বসাই)

→ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

একটি দলে ☐ টি কাঠি আছে।

তাই ২০ ÷ ৫ → → ☐

☐

৫ | দ এ

−২ ০

২ ০

০
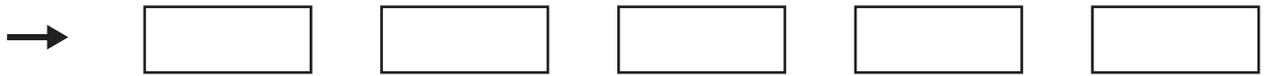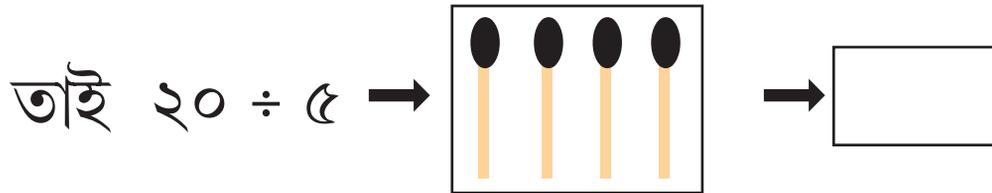
[যেহেতু ৫ × ☐ = ২০]

বিদ্যাসাগরের কথা

বাবার সঙ্গে হেঁটে কলকাতায় আসছে ছেলেটি। রাস্তার ধারে মাইলফলক দেখিয়ে বাবা চেনালেন ইংরেজি সংখ্যা। চটপট শিখে নিল সে। ইংরেজিতে লেখা ছিল ১৯। তারপর ১৮,১৭... এভাবে ১০। তারপর যতবার এল মাইলফলক, প্রতিবার সেই বালক

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা লেখাটি পড়বে। অর্থ অনুধাবন করবে।

নির্ভুল উত্তর দিল। বাবা তো অবাক। সত্যিই এত তাড়াতাড়ি শিখেছে? তাহলে ছেলের স্মৃতিশক্তি তো অসাধারণ! পরীক্ষা করার জন্য একটা মাইলফলক পেরিয়ে যাবার সময় ছেলের নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখলেন তিনি। কথায় কথায় তাকে ভুলিয়ে রেখে নিয়ে চললেন পরের মাইলফলকের দিকে। তাঁর সন্দেহ হয়েছিল, ছেলে হয়তো আন্দাজে সংখ্যা চেনাচ্ছে। পরের মাইলফলক ছেলেকে দেখাতেই সে বলল, এখানে ভুল লেখা আছে। হবে ৬, কিন্তু লেখা আছে ৫। বাবা বুঝলেন যে, ছেলের মেধার কোনো তুলনা হয় না।

পরবর্তীকালে এই বালকের পাণ্ডিত্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল বাংলার শিক্ষাজগৎ আর সাহিত্যক্ষেত্র। তাঁর অবদান আজও আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। এই

দিক্‌পাল মানুষটির নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছোট্ট ঈশ্বর-কে নিয়ে মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় আসার সময় মাইলফলকের ঘটনাটি ঘটে।

শব্দার্থ :

মাইলফলক — পথের পাশে কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে মাইলের সংখ্যা লেখা পাথরের ফলক। নির্ভুল — ঠিক। স্মৃতিশক্তি — মনে রাখার ক্ষমতা। নজর —দৃষ্টি। দিক্‌পাল — বিখ্যাত।

হাতেকলমে

১. ‘বাবার সঙ্গে হেঁটে কলকাতায় আসছে ছেলেটি।’

— ‘বাবা’ ও ‘ছেলে’-র পরিচয় দাও।

২. বাবা কীভাবে ছেলেকে ইংরেজি সংখ্যা চেনালেন ?

৩. বাবা কীভাবে তাঁর ছেলের মেধার পরিচয় পেলেন ?

৪. নীচের ঘটনাগুলি সাজিয়ে লিখি :

৪.১ পরীক্ষা করার জন্য একটা মাইলফলক পেরিয়ে যাবার সময় ছেলের নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখলেন তিনি।

৪.২ রাস্তার ধারে মাইলফলক দেখিয়ে বাবা চেনালেন ইংরেজি সংখ্যা।

৪.৩ তাঁর সন্দেহ হয়েছিল, ছেলে হয়তো আন্দাজে সংখ্যা চেনাচ্ছে।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা 'হাতেকলমে'র কাজগুলি করবে।

৪.৪ বাবা বুঝলেন যে, ছেলের মেধার কোনো তুলনা হয় না।

৪.৫ পরের মাইলফলক ছেলেকে দেখাতেই সে বলল, এখানে ভুল লেখা আছে।

৫. অর্থ লিখি :

চটপট __________ অবাক __________

উজ্জ্বল __________ নজর __________

৬. বাক্য রচনা করি :

স্মরণ, অসাধারণ, তুলনা, অবদান ।

See and Say :

It is a ball.
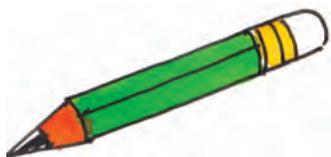
It is a pencil.

It is an ice-cream

It is a bag.

Use of introuctory it :

It is used in the beginning of a sentence in case of non-living things; for living things except human beings.

Learning tips : *Students will read the sentences, They will learn the use of* ***introductory it.***

See and write :

রঙিন কার্ড নিই :
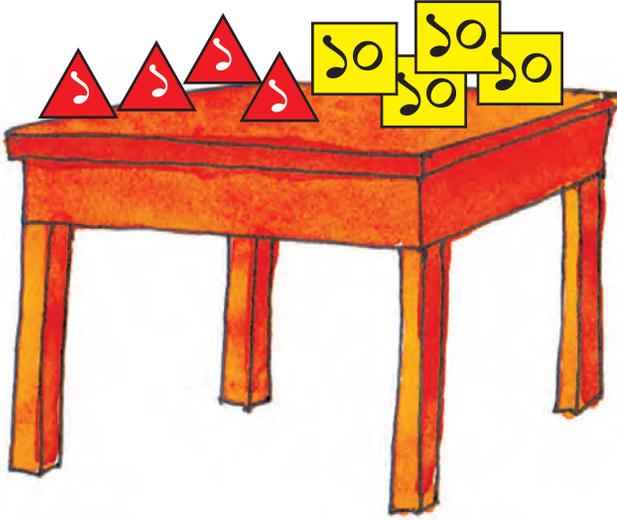
আজ আমি টেবিলে অনেক ১ ও ১০ কার্ড রেখেছি। বন্ধুদের নিয়ে কার্ডের সমান দল গড়ার চেষ্টা করব। এবার কি পেলাম দেখব ও ভাগফল লিখব।

চামেলি তুলল →

শিখন পরামর্শ : কার্ডের মাধ্যমে এক বা দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা (১ থেকে ৫ পর্যন্ত) দিয়ে ভাগের ধারণা।

তিনটি সমান দলে সাজিয়ে ফেলি

৯ ÷ ৩ → ১ ১ ১ → ৩

ভাগফল → ৩

যাচাই করি,

লীনা তুলল,

১২ → ৯ ÷ ৩ → ১০ ১ ১

→

→

সমান দুটি দলে সাজিয়ে পেল → ১২ ÷ ২
১ ১ ১
১ ১ ১
৬
ভাগফল →
যাচাই করি
দ এ
২ ১ ২
−
০
মেরি তুলল,
৩২ →
১০ ১০ ১০ ১ ১
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
১ ১ ১ ১ ১ ১
১ ১ ১ ১ ১ ১

চারটি সমান দলে সাজিয়ে পেল → ৩২ ÷ ৪
৮
ভাগফল →
যাচাই করি
দ এ
৩ ২
০

শিখন পরামর্শ : দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা (১ থেকে ৫ পর্যন্ত) দিয়ে ভাগ এবং ভাগশেষ শূন্য।

অলোক তুলল,

শিখন পরামর্শ : দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা (১ থেকে ৫ পর্যন্ত) দিয়ে ভাগ এবং ভাগশেষ শূন্য।

লঙ্কা গাছ লাগাই

আজ বাগানে লঙ্কা গাছ লাগানো হবে। ৩৬ টি চারাগাছ আনা হয়েছে। আমি, জেঠিমা ও মামাতো বোন ৩ টি সারিতে সমান সংখ্যক গাছ লাগাব।

আমরা প্রত্যেকে ☐ ÷ ☐

= ☐ টি গাছ লাগাব।

অন্যভাবে পাই,

১০ + ২ = ১২

	দ	এ
৩	৩	৬
	−৩	০
		৬
		− ৬
		০

যেহেতু, ৩ × ১০ = ৩০

৩ × ২ = ৬

 শিখন পরামর্শ : দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা (১ থেকে ৫ পর্যন্ত) দিয়ে ভাগ এবং ভাগশেষ শূন্য।

হাতেকলমে

যদি ৩৯ টি চারা গাছ থাকত, তাহলে আমরা ৩ জনে সমান সংখ্যায় ভাগ করে গাছ লাগালে প্রত্যেকে কতগুলো চারাগাছ লাগাব হিসাব করি। (নিজে করি)

১। আমরা আজ ৫ টি সারিতে সমান সংখ্যায় ভাগ হয়ে খেতে বসব। আমরা মোট ৬৫ জন বন্ধু একসঙ্গে খেতে বসব।

একটা সারিতে বসব, ☐ ☐ ☐

= ☐ জন।

অন্যভাবে পাই,

১০ + ৩ = ১৩

	দ এ
৫	৬ ৫
	−☐
	১ ৫
	−☐
	০

৫ × ১০ = ☐

৫ × ৩ = ☐

২। রমেশ গাছ থেকে ২৮ টি ডাব পেরেছে। দুটো থলিতে সমান ভাগে ভাগ করে রাখবে। প্রতি থলিতে কতগুলো ডাব রাখবে হিসাব করে দেখি।

প্রতি থলিতে রাখবে, ☐ ☐ ☐

= ☐ টি ডাব।

অন্যভাবে ভাগ করি ও যাচাই করে দেখি।

৩। ৬৪ টি লজেন্স দুটি প্যাকেটে সমান ভাগে ভাগ করে রাখি। প্রতি প্যাকেটে কতগুলি লজেন্স রাখব হিসাব করি।

প্রতিটি প্যাকেটে রাখব, ☐ ☐ ☐

= ☐ টি লজেন্স।

(নিজে করি)

হাতির মা

লীলা মজুমদার
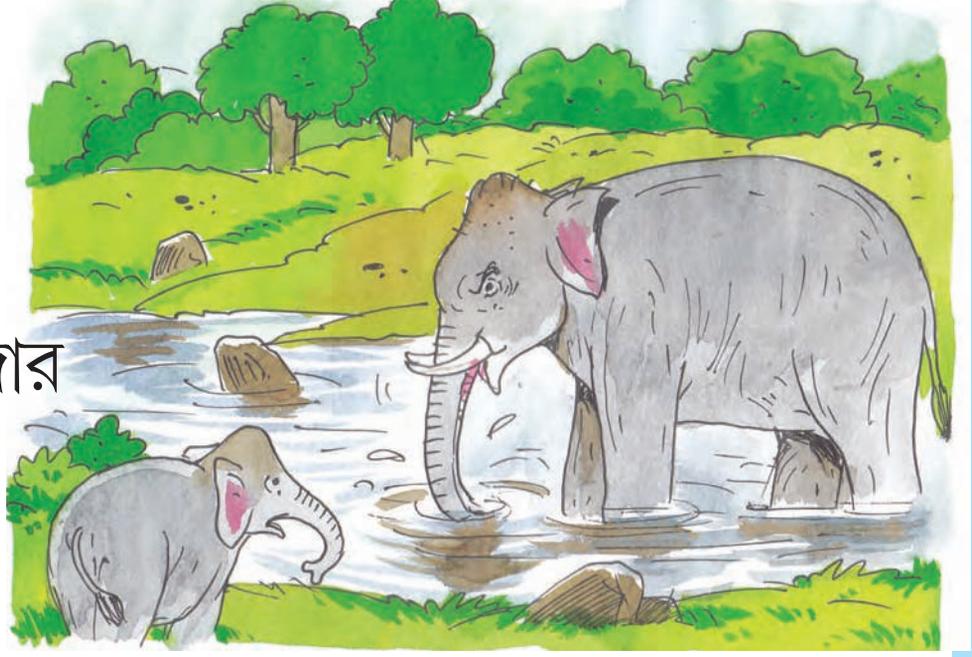
বেশিরভাগ বুনো জানোয়ার সারা রাত যেখানেই ঘুরে বেড়াক-না কেন, ভোর হবার কিছু আগে কোনো নদী বা পুকুরের ধারে এসে পেট ভরে জল খেয়ে নেয়। যাতে দিনের আলোয় আবার জল খেতে আসতে না হয়। কারণ দিনের আলোয় দেখা দেওয়া মানেই নিতান্ত অসহায় অবস্থায় শত্রুর চোখে পড়া। তাই ভোর আর সন্ধ্যা হলো ওদের জল খাবার উপযুক্ত সময়।

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা লেখাটি পড়বে ও লেখাটির মূলভাব অনুধাবন করবে।

এই সময়গুলো কিন্তু ছবি তোলার পক্ষে খুব ভালো নয়।

সুখের বিষয় সব জানোয়ার সেই নোনাপাথরে দুই-এক চাটন দিয়ে যায়। তাদেরও শরীর রাখার জন্য নুনের দরকার হয়।

একবার আমাদের এক ক্যামেরাম্যান বন্ধু কারো কাছে একটা ছোটো জলাশয়ের কথা শুনেছিল, তার পাশে নোনাপাথরও ছিল। সেখানে দিনের বেলাতেও অনেক জানোয়ার জল খেতে আসত।

জলাশয়টা খুব ছোটো, তাকে একটা গভীর গর্তও বলা যায়। ইংরেজিতে একে বলে ‘ওয়াটার হোল’। বন্ধুর ইচ্ছা কোন জানোয়ার কীভাবে জল খায়, তার ছবি

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা লেখাটি পড়বে ও লেখাটির মূলভাব অনুধাবন করবে।

তোলে। তাই বিকেল থাকতেই সে গিয়ে একটা গাছে উঠে বসল। তখন জলাশয়ের ধারে কেউ ছিল না।

একটু পরেই প্রকাণ্ড একটা পুরুষ হাতি এসে জল খেতে লাগল। জল খাচ্ছে তো জলই খাচ্ছে। তার জল খাওয়ার বহর দেখে বন্ধু তো অবাক হয়ে গেল।

এদিকে বন থেকে একটা বাচ্চা হাতিও বেরিয়ে এসে জলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু জল অবধি এগুতে সাহস পেল না।

বুড়ো হাতিটা তাকে দেখেই চটে গেল। শুঁড় নেড়ে তেড়ে এল, সে বেচারা অমনি জঙ্গলের দিকে ভাগল।

বুড়ো আবার জল খেতে আরম্ভ করল।

হঠাৎ তার পিছন দিক থেকে বাচ্চা হাতিটা আবার এসে হাজির হলো। এবার তার সঙ্গে তার মাও এসেছিল। মা-হাতি গায়ে-পায়ে বুড়ো হাতির চাইতে একটুও ছোটো ছিল না। মা আর ছেলে চুপ করে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল।

তারপর বাচ্চাটাকে দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে, মা একা

এগিয়ে এসে শুঁড় তুলে বুড়োর পিছনে এমনি জোরে সপাৎ করে এক বাড়ি মারল যে বুড়ো আঁতকে উঠে এক মুহূর্তও দেরি না করে, ল্যাজ তুলে বনে দিকে দৌড় দিল।

তখন মা বাচ্চার দিকে তাকাতেই সে, এগিয়ে এসে পেট ভরে জল খেল।

তারপর মাও জল খেয়ে, বাচ্চা নিয়ে হেলে-দুলে বনে ফিরে গেল।

বন্ধুও গাছ থেকে নেমে এসে, আস্তানার দিকে চলল। তার মানে হলো মানুষে আর জানোয়ারে আসলে খুব বেশি তফাত নেই।

শব্দার্থ : জানোয়ার—পশু। নিতান্ত—খুব। অসহায়—নিরুপায়। আস্তানা—বাসস্থান/ডেরা।

হাতেকলমে

১. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখি :

১.১ বুনো জানোয়াররা কোথা থেকে জল খায়?

১.২ কেন তারা ভোরবেলা আর সন্ধ্যায় পেট ভরে জল খেয়ে নেয়?

১.৩ কোন সময় ছবি তোলার পক্ষে ভালো নয়?

১.৪ শরীরে নুনের চাহিদা জন্তুরা কীভাবে মেটায়?

১.৫ ক্যামেরাম্যানের শখটি কী?

১.৬ বাচ্চা হাতি তার মাকে নিয়ে এসেছিল কেন?

১.৭ হাতিদের কাণ্ডকারখানার সময় ক্যামেরাম্যান কোথায় ছিলেন?

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা লেখাটি পড়ে **'হাতেকলমে'**র কাজগুলি করবে।

২. গল্পটি থেকে যুক্তব্যঞ্জন আছে এমন শব্দ খুঁজে বের করি। সেই যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করি।

৩. ‘ঙগ’ বসিয়ে লিখি : জ☐ল, দ☐ল, অ☐ন, প্রা☐ণ।

৪. বিপরীত অর্থের শব্দ লিখি :

উপযুক্ত ☐, পিছনে ☐, বুড়ো ☐, তফাত ☐,

৫. বাক্য রচনা করি : হাতি, মা, প্রকাণ্ড, মুহূর্ত, গর্ত।

Make meaningful words :

\+ tain = captain

\+ day = __________

\+ guin = __________

\+ go = __________

______   = __________
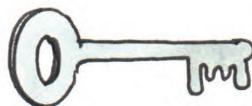
Learning tips : Students will make meaningful words with the help of pictures.

শিখন পরামর্শ : দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা (১ থেকে ৫ পর্যন্ত) দিয়ে ভাগ ও ভাগশেষ শূন্য থাকবে।

৩)   ৩৬ ÷ ৩ = ☐

☐ ☐ ☐ = ☐

৪) ক) ৩৬ ÷ ২ = ☐

খ) ৪৫ ÷ ৫ = ☐

গ) ৪৮ ÷ ৪ = ☐

ঘ) ৪২ ÷ ৩ = ☐

কটা জাম পড়ে আছে দেখি

দিদি আমাকে ৫ টি জাম দিল। আমি ও ভাই দুজন গোটা জাম সমান ভাগে ভাগ করে নেব। কে কতগুলো জাম নেব হিসাব করি।

১ টি করে দুটি থালায় জাম রাখলাম।

বাকি রইল ৫ — ২ = ৩

 শিখন পরামর্শ : ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল ও ভাগশেষ সম্বন্ধে ধারণা। ভাগশেষ, ভাজকের থেকে কম হবে তার ধারণা।
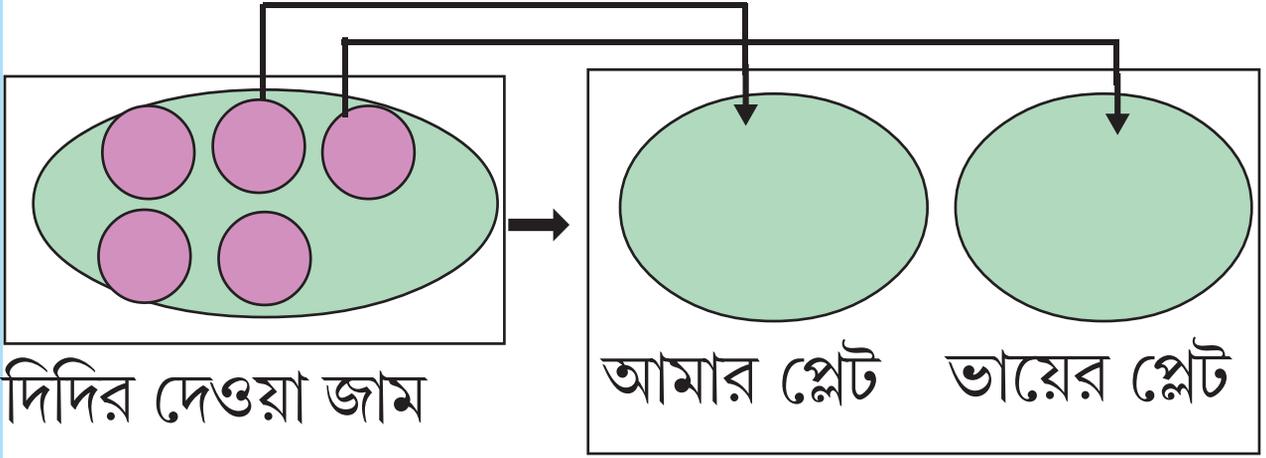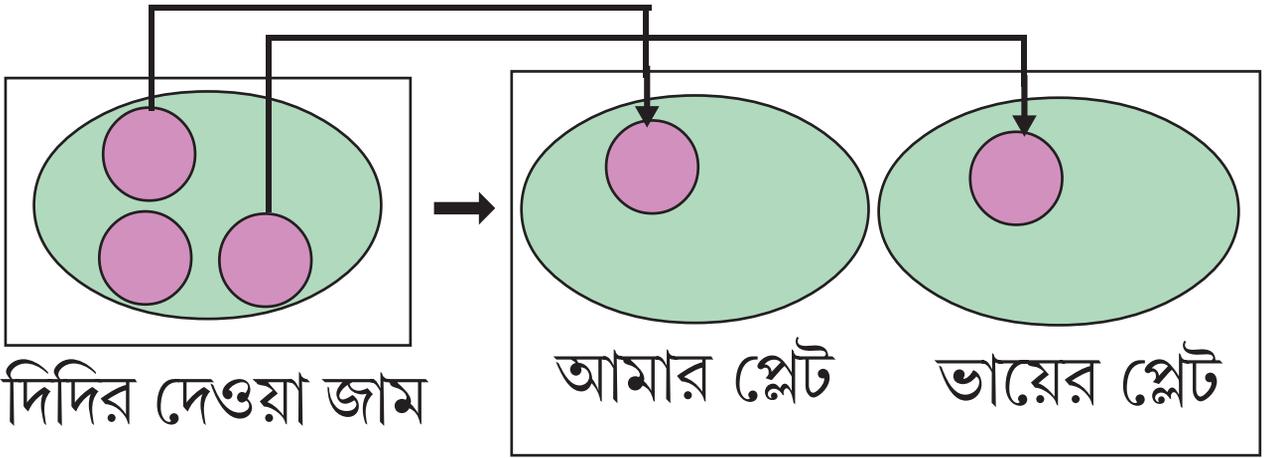
আরও ১ টি করে নিলাম, বাকি রইল [৩] – [ ] = [ ]

দিদির দেওয়া জাম
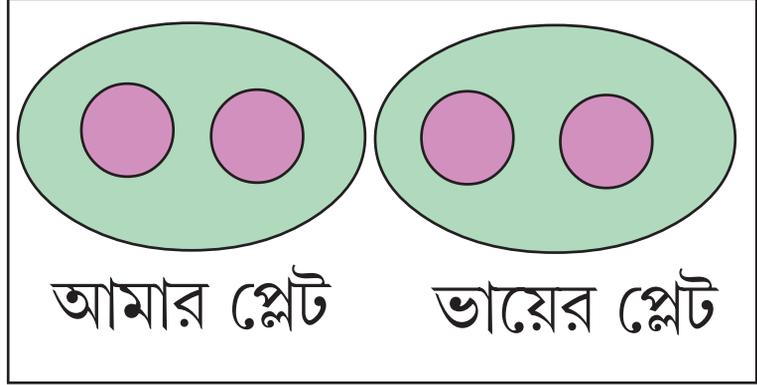
আমার প্লেট ভায়ের প্লেট

তাই দেখছি সবসময়ে সমান ভাগে ভাগ করা যাবে না। সমানভাবে ভাগ করার পর যেটা পড়ে থাকল তাকে কী বলব?

শেষে যেটা পড়ে থাকছে আর ভাগ করা যাচ্ছে না তাকে [ভাগশেষ] বলব। যাকে ভাগ করছি, তাকে [ভাজ্য] বলব। যা দিয়ে ভাগ করছি তাকে বলব [ভাজক]। ভাগ করে যেটা পেলাম তাকে বলব [ভাগফল]।

দেখছি, ভাগশেষ ভাজকের থেকে কম।

২ → ভাগফল
২) ৫ → ভাজ্য
– ৪
১ → ভাগশেষ
২ ↓ ভাজক

শব্দকল্পদ্রুম

সুকুমার রায়

ঠাস ঠাস্ দ্রুম দ্রাম্, শুনে লাগে খট্‌কা, —

ফুল ফোটে? তাই বল! আমি ভাবি পট্‌কা!

শাঁই শাঁই পন্ পন্, ভয়ে কান বন্ধ—

ওই বুঝি ছুটে যায় সে ফুলের গন্ধ?

হুড়মুড় ধুপধাপ্—ওকি শুনি ভাইরে!

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কবিতাটি ঠিকভাবে উচ্চারণ করে ছন্দ বজায় রেখে পড়বে।

দেখছ না হিম পড়ে—যেও নাক বাইরে।

চুপচুপ্ ঐ শোন্! ঝুপঝাপ্ ঝ—পাস্!

চাঁদ বুঝি ডুবে গেল? গব্ গব্ গ—বাস্!

ঘ্যাঁশ ঘ্যাঁশ ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ কত কাটে ঐ রে!

দুড়্ দাড়্ চুরমার—ঘুম ভাঙে কই রে!

ঘর্ঘর ভ্নভন্ ঘোরে কত চিন্তা।

কত মন নাচে শোন্—ধেই ধেই ধিনতা!

ঠুং ঠাং ঢং ঢং কত ব্যথা বাজে রে !

ফট্ ফট্ বুক ফাটে তাই মাঝে মাঝে রে!

হৈ হৈ মার্ মার্ 'বাপ্ বাপ্' চিৎকার—

মালকোঁচা মারে বুঝি? সরে পড় এইবার।

Read the sentences :

Arka's favourite game is football. He plays the game with his friends everyday. His brother, Raju also plays the game with them. It keeps them fit.

Fill in the gaps with words from the passage:

1. Arka's favourite game is ___________.
2. Arka plays the game with his ___________.
3. Raju is Arka's ___________.
4. The game keeps them ___________.

Learning tips : Students will read the sentences and do the activities. Teacher will encourage the students to participate in the rhyme.

Listen and say :

I love little pussy,
Her coat is so warm,
And if I don’t hurt her
She’ll do me no harm.
So I’ll not pull her tail,
Nor drive her away,
But pussy and I very
Gently will play.

নাটক দেখি

আজ আমাদের পাড়ায় নাটক হবে। আমরা ৩৬ জন নাটক দেখতে যাব। দুটো দিকে সমান ভাগে ভাগ হয়ে বসব। হিসাব করে দেখি একদিকে কতজন বসব।

১টা দিকে ☐ ☐ ☐ = ☐ জন বসব।

প্রথম পদ্ধতি,

১০ + ৮ = ১৮

```
     দ  এ
২ |  ৩  ৬
  | -২  ০
  |------
  |  ১  ৬
  | -১  ৬
  |------
        ০
```

 শিখন পরামর্শ : দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের (১ থেকে ৫ পর্যন্ত) সংখ্যা দিয়ে ভাগ।

যদি ৩৬ জন ৩ টি দলে সমান ভাগে ভাগ হয়ে বসতাম, হিসাব করে দেখি প্রতি দলে কতজন বসতাম।

প্রতিটি দলে বসতাম

জন

প্রথম পদ্ধতি,
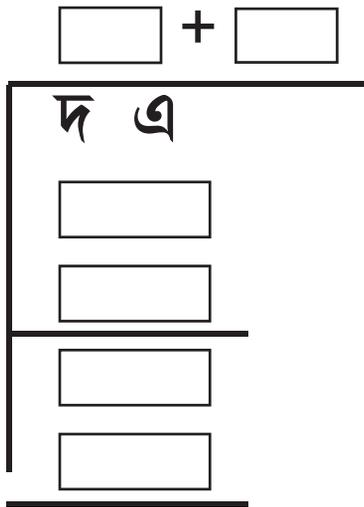
অন্যভাবে,
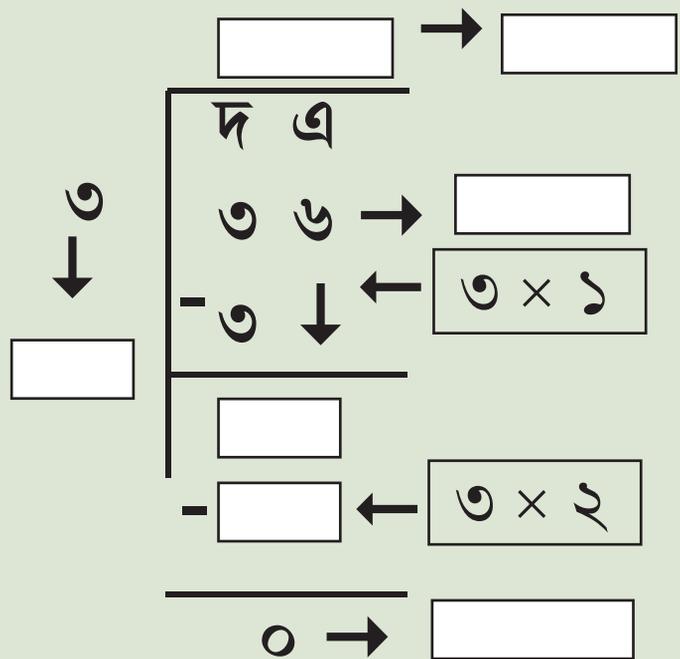
নীচের প্রতিটি ভাগ অঙ্কে ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল ও ভাগশেষ নির্ণয় করি:

	ভাজ্য	ভাজক	ভাগফল	ভাগশেষ
৪২ ÷ ৫	৪২	৫	৮	২
৩৩ ÷ ৩				
৪৭ ÷ ৩				
৫৫ ÷ ৪				
৬৪ ÷ ৫				
৮৭ ÷ ৪				
৩০ ÷ ২				
৭২ ÷ ৫				
☐ ÷ ২ নিজে বসাই				

 শিখন পরামর্শ : গল্পের মাধ্যমে ভাগের ধারণা।

গণিতের ভাষায় প্রকাশ করে সমাধান করি :

১. ১৩ টা ফল ৫ টা পাখিকে খেতে দেওয়া হবে। প্রত্যেকে সমান সংখ্যক গোটা ফল পাবে। কটা ফল অবশিষ্ট থাকবে হিসাব করি।

২. ২৩ টি টুপি কয়েকজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হলো। প্রত্যেকে ২ টি করে টুপি পেল। কটা টুপি পড়ে থাকল ও কজন টুপি পেল হিসাব করি।

৩. ৩৭ টি নারকেল আছে। ৩ জনের মধ্যে সমান সংখ্যায় ভাগ করে দিই। প্রত্যেকে কতগুলো গোটা নারকেল পাবে এবং কতগুলো নারকেল অবশিষ্ট থাকবে হিসাব করি।

See and say :

There is a car on the road.
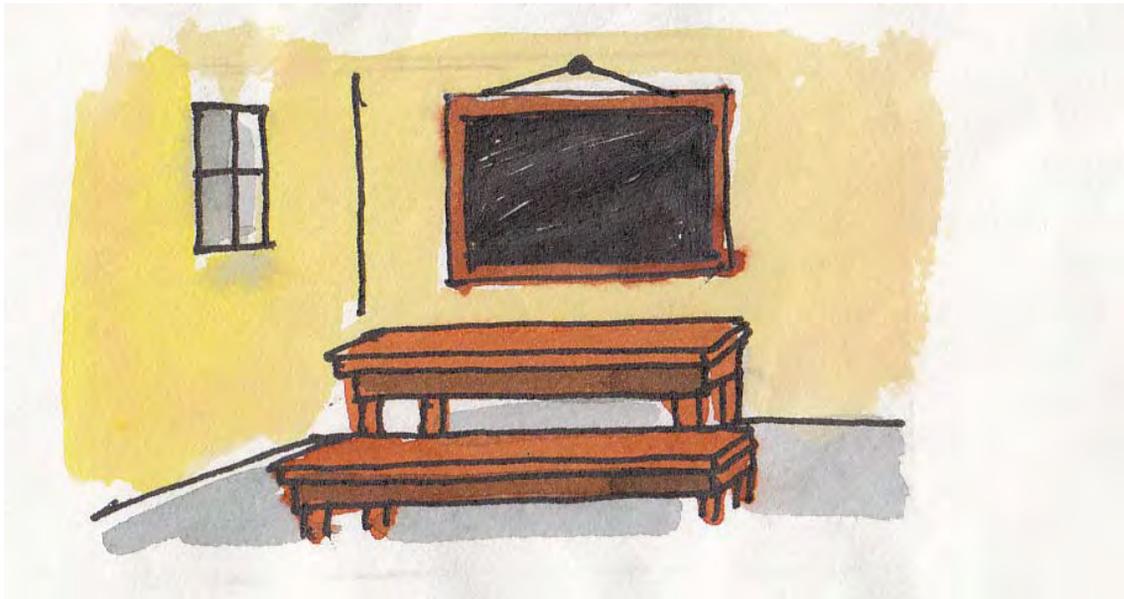
There is a black board in the classroom.
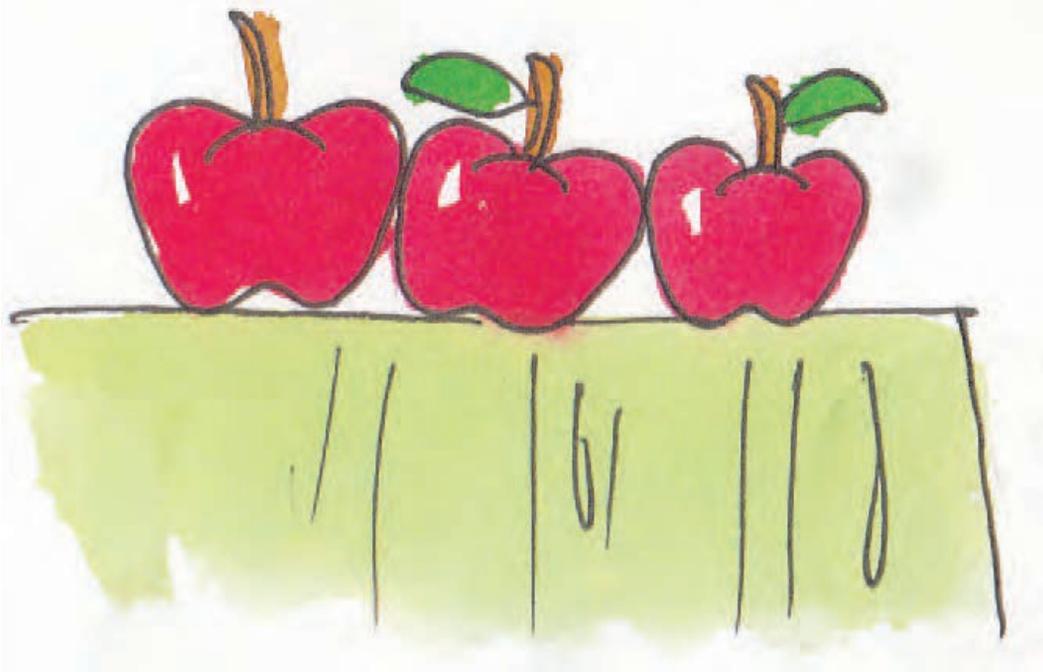
There are apples on the table.
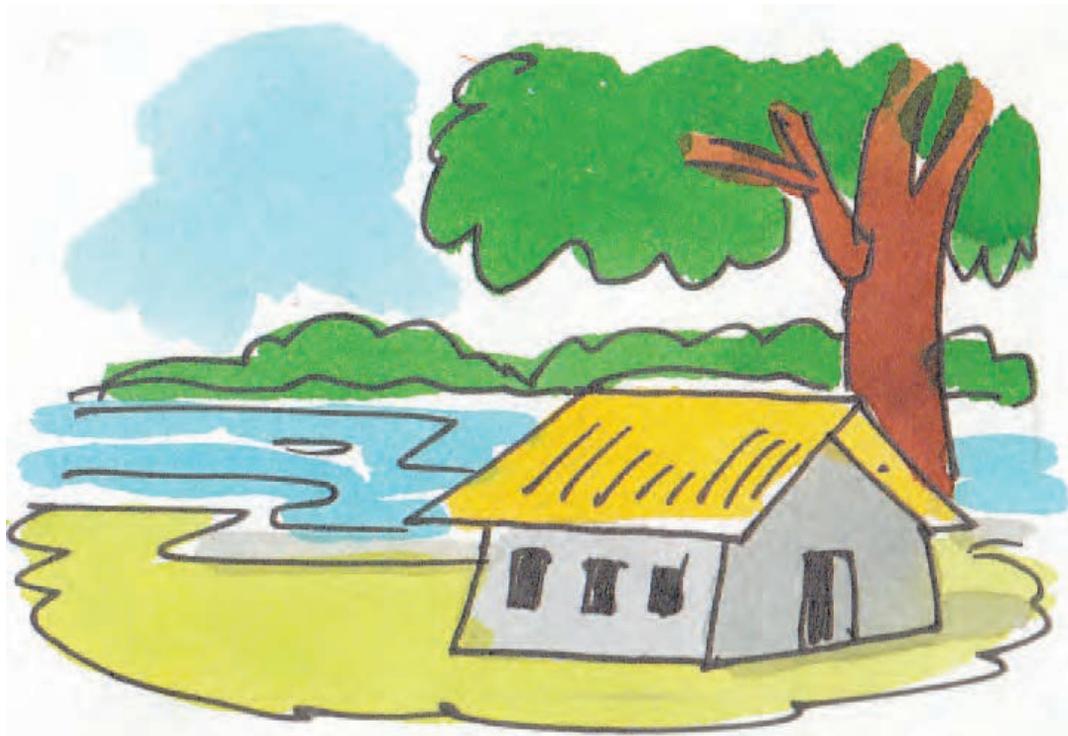
There is a hut beside the river.

Use of introductory there : There is used in the beginning of a sentence to show the place / location of persons, animals and things.

See and write:
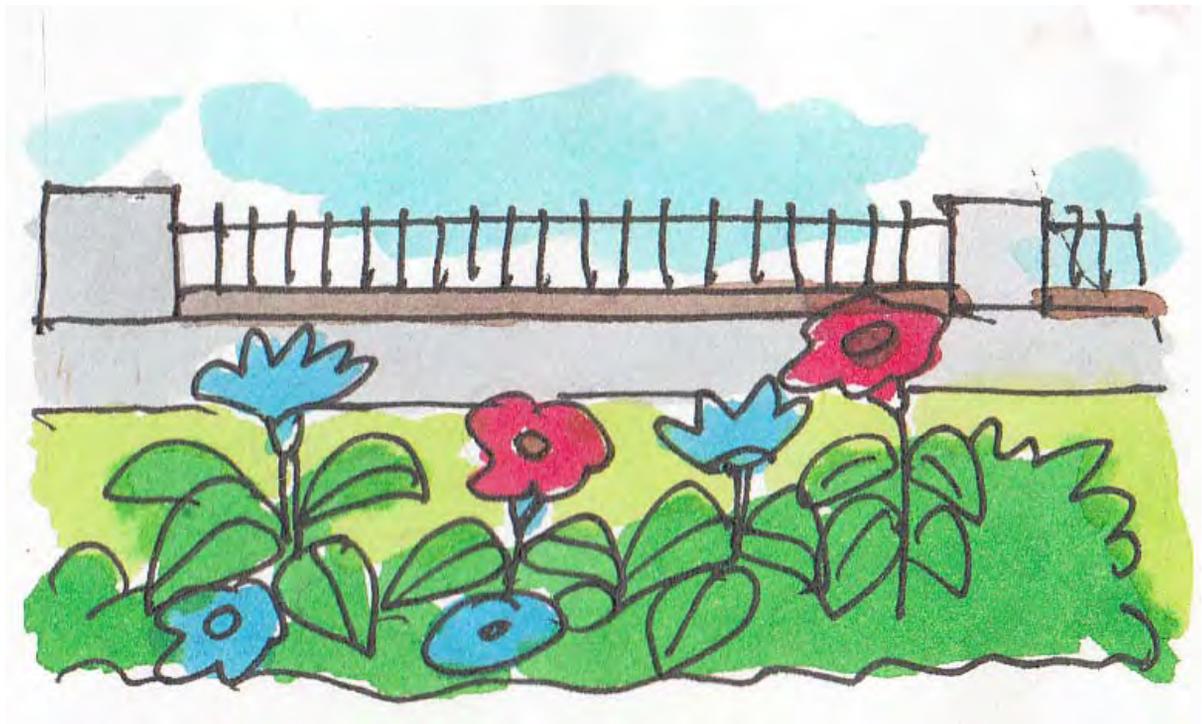
There are flowers in the garden

Learning tips : Students will read the sentences. They will learn the use of introductory there and do the activities.

Colour the pictures :

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে।
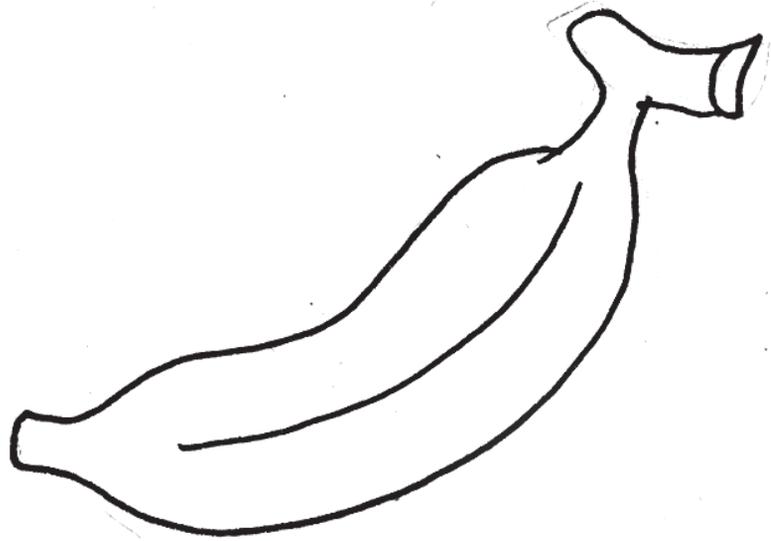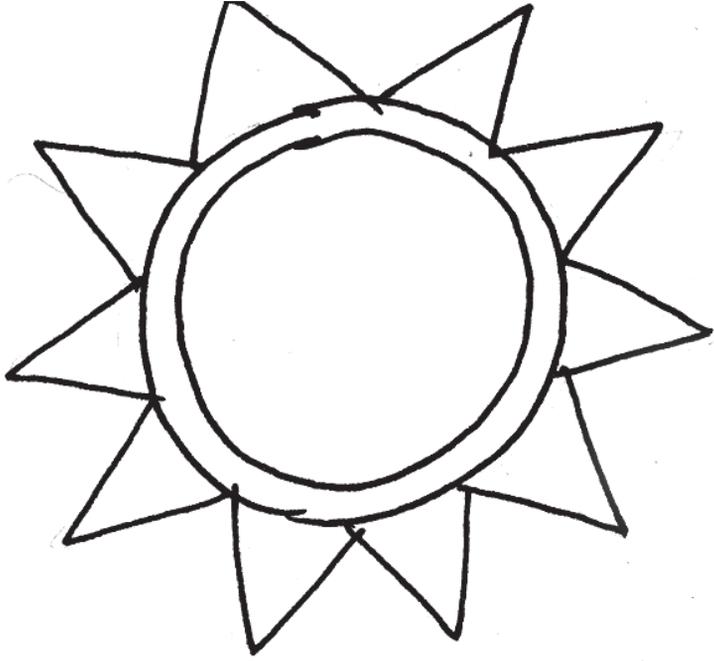
Colour the pictures :
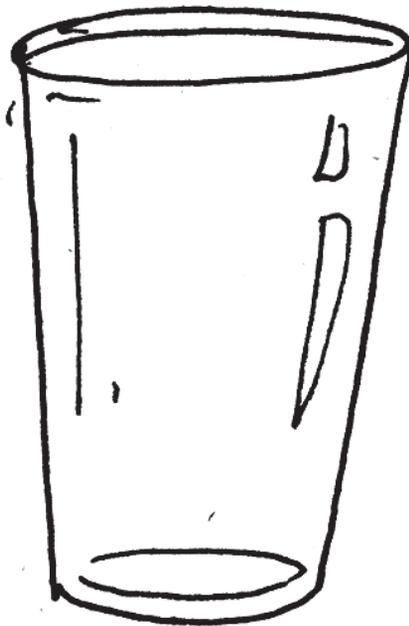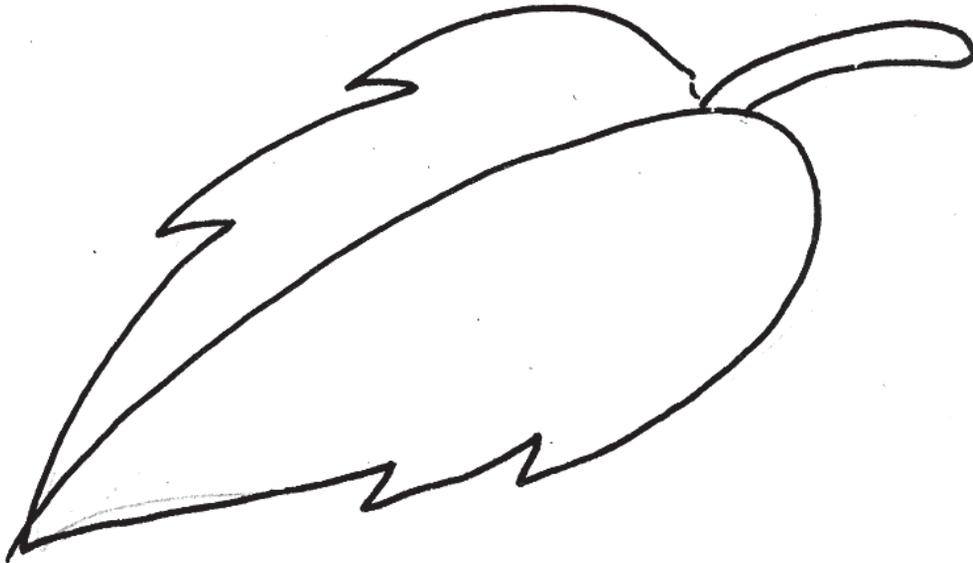
Colour the pictures :

বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ

ভূগোলের ক্লাস। শিক্ষকমশাই একটি প্রশ্ন করেছেন নরেনকে। উত্তর শুনে বললেন, 'ভুল হয়েছে।' তখনকার স্কুল শিক্ষকদের মধ্যে চল ছিল ছাত্রদের শাস্তি দিতে গায়ে হাত তোলার। ছাত্র নরেনকে ভুল উত্তর দেবার জন্য মারলেন তিনি। মার খেয়েও নরেন বারবার বলতে লাগল,—'আমার ভুল হয়নি, আমি ঠিকই বলেছি।' এতে মাস্টারমশাই আরও চটে গিয়ে তাকে হাত পাততে বললেন। নরেন জলভরা চোখে হাত বাড়িয়ে দিল। বারবার বলতে লাগল, 'আমার

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের লেখাটি পড়বে ও মূলভাবটি অনুধাবন করবে।

ভুল হয়নি।' মাস্টারমশাই সপাসপ কয়েক ঘা বেত বসিয়ে দিলেন নরেনের হাতে। নরেন বেত খেয়ে চুপটি করে বেঞ্চে বসে রইল।

বাড়ি ফিরে এসে কাঁদতে কাঁদতে নরেন তার মাকে সব কথা জানাল। মা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'বাছা, যদি তোর ভুল না থাকে তবে কিছুতেই কিছু আসে যায় না। ফল যাই হোক না কেন—সব সময়ে যা সত্য বলে মনে করবি তা করে যাবি। অনেক সময় হয়তো এর জন্য অন্যায় ফল সহ্য করতে হবে— তবু সত্যকে কখনো ছাড়িস না।'

মজার কথা হলো, পরদিন মাস্টারমশাই ভূগোলের বই খুলে দেখেন তাঁরই ভুল হয়েছিল। তিনি নরেনকে ডেকে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর থেকে কোনোদিন তিনি নরেনকে অবজ্ঞা করেননি।

এই নরেন কে? পোশাকি নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। সারা বিশ্ব তাঁকে চেনে স্বামীজি হিসেবে। স্বামী বিবেকানন্দ।

সত্য থেকে কোনোদিন তিনি ভ্রষ্ট হননি। সারা পৃথিবীকে দেখিয়েছেন মানবমুক্তি আর সেবাব্রতের পথ। স্বদেশকে তিনি মায়ের মতো ভালোবাসতেন।

শব্দার্থ :

সান্ত্বনা--- আশা দিয়ে শান্ত করা। অবজ্ঞা--- অবহেলা। বিশ্ব— পৃথিবী। ভ্রষ্ট— পতিত, বিচ্ছিন্ন। সেবাব্রত— জনগণের মঙ্গলসাধনা। স্বদেশ— নিজের দেশ।

হাতেকলমে

১.নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখি :

১.১ ইস্কুলে কীসের ক্লাস চলছিল?

১.২ নরেনের উত্তর শুনে শিক্ষকমশাই কী বললেন?

১.৩ নরেনকে শাস্তি পেতে হলো কেন?

১.৪ নরেনের মা নরেনকে কী বললেন?

১.৫ শেষে মাস্টারমশাই দুঃখ প্রকাশ করলেন কেন?

১.৬ ছোটোবেলার নরেন বড়ো হয়ে কী নামে পরিচিত হলেন?

২. ঘটনাগুলি সাজিয়ে লিখি :

২.১ ইস্কুলে চলছিল ভূগোলের ক্লাস।

২.২ উত্তর শুনে বললেন, 'ভুল হয়েছে'।

২.৩ মাস্টারমশাই সপাসপ কয়েক ঘা বেত বসিয়ে দিলেন নরেনের হাতে।

২.৪ শিক্ষকমশাই একটি প্রশ্ন করেছেন নরেনকে।

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা 'হাতেকলমে'র কাজগুলি করবে।

২.৫ মাস্টারমশাই ভূগোলের বই খুলে দেখেন তাঁরই ভুল হয়েছিল।

২.৬ নরেন বারবার বলতে লাগল, — 'আমার ভুল হয়নি, আমি ঠিকই বলেছি'।

২.৭ মা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'বাছা, যদি তোর ভুল না থাকে তবে কিছুতেই কিছু আসে যায় না।'

৩. বাক্যরচনা করি :

প্রশ্ন, সত্য, মজা, বই, পৃথিবী।

Fill in the gaps with **it / there** :

________ is Sunday afternoon. _________ are children in the park._______is a garden in the middle of the park._________ are many flowers in the garden. _________ is a beautiful scene.

Make meaningful words:

 Learning tips : Students will do the activities.
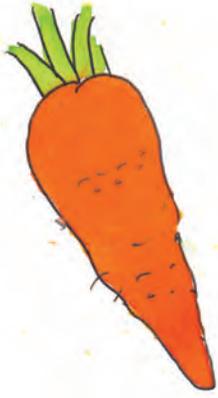
rot = ________

  ato = ________
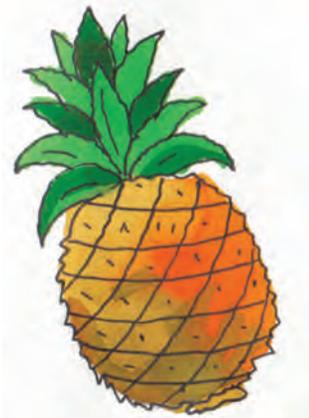
  pine = ________

________   = ________
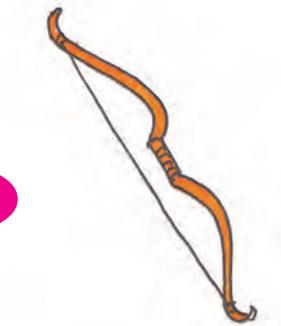
Look at the pictures. Fill in the gaps with names of colours :

There are many flowers in the garden.

The ____________ rose and the ____________ sunflower are friends.

“ The ____________ sky looks so beautiful,” says the Rose.

 Learning tips : Students will do the activity.
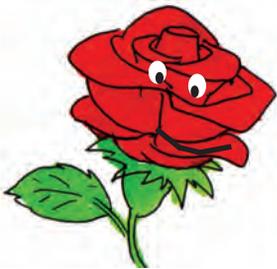
" Yes it is. I like the ———— grass," says the sunflower.

They see the ———— lily. The lily plays with the ———— lotus.

মনে করো, তুমি একটি ফুলের বাগানে গেছ। বাগানে গোলাপ সূর্যমুখী, চন্দ্রমল্লিকা আর জবা ফুল ফুটে রয়েছে। তুমি কোন ফুলটির সঙ্গে কথা বলতে আর কী কথা বলতে চাইবে তা কয়েকটি বাক্যে লেখো।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজটির মাধ্যমে তাদের মুক্ত চিন্তার প্রকাশ ঘটাবে। শিক্ষার্থীরা **rhyme**-এ অংশগ্রহণ করবে।

Listen and say :

If you ever watched a butterfly,
You would think the same,
To call him rather “flutterby”.
Is more a fitting name,

For what he has to do with butter
I cannot understand,
But he can surely flutter better
Than any insect can!

মেঘের মুলুক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ছিলাম মাঠে, এসেছি মেঘের মুলুক দার্জিলিঙে। কলকাতার চেয়ে সাড়ে সাতহাজার ফুট উঁচুতে। সেটা যে ঠিক কতখানি উঁচু, মনের ভিতরে তার একটা পরিষ্কার আন্দাজ করা ভারি শক্ত।

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের লেখাটি পড়বে ও মূলভাবটি অনুধাবন করবে।

দার্জিলিঙের পথে বনের শোভা বড়ো চমৎকার। একলা সে বনের ভিতর যেতে হলে প্রাণটি হাতে করে যেতে হয়, কিন্তু ট্রেনে যেতে কোনো ভয় নেই। একবার কিন্তু ট্রেনের সামনে একটা মস্ত বুনো হাতি পড়েছিল। সে হয়তো ট্রেনটাকে নতুনরকমের কোনো জানোয়ার মনে করে থাকবে, তাই বোধ হয় লাইনের উপর দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল যে সেটার সঙ্গে লড়বে কি ভাগবে। এমন সময় ড্রাইভার পোঁ করে বাঁশি বাজিয়ে ট্রেনখানাকে খুব জোরে চালিয়ে দিল আর হাতিও তা দেখে মাগো! বলে লেজ গুটিয়ে দে প্রাণপণে ছুট!

ট্রেনখানি সেই বনের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কেন্নোর মতো একেবেঁকে চলে। ত্রিশ ফুট পথ এগুলে তার এক ফুট উঁচুতে ওঠা হয়।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের লেখাটি পড়বে ও মূলভাবটি অনুধাবন করবে।

দেড়হাজার ফুট উঁচুতে উঠলে মেঘের সঙ্গে দেখা হয়। দেশে বসে আকাশের পানে তাকিয়ে আমরা যে-সব ভারী ভারী মেঘ দেখতে পাই, তারা মোটামুটি এইরকম উঁচুতেই থাকে। ক্রমে হয়তো ট্রেন তার ভিতরে ঢুকে যায়। তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না যে আমরা যাকে কুয়াশা বলি, এ ঠিক সেই জিনিস। দূরে থেকে তাকে দেখলেই সে মেঘ, আর ভিতরে ঢুকে দেখলেই সে কুয়াশা।

প্রায় সাড়ে চার-হাজার ফুট অবধি ট্রেনখানা বড়ো-বড়ো পাহাড়ের দক্ষিণদিক বেয়ে চলতে থাকে; সে-সব পাহাড়ের উত্তরে যে কী আছে তা দেখা যায় না। তারপর যেই হঠাৎ একবার মোড় ফিরে, সেই পাহাড়গুলোকে ডান হাতে ফেলে সে উত্তরমুখো হয়,

অমনি দেখা যায়, হিমালয়ের সাদা সাদা বরফে-ঢাকা চুড়োগুলো রোদে ঝিকমিক করছে।

তার পরে শীতটিও ক্রমে জেঁকে উঠতে থাকে, তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না যে এবারে এক নতুন রাজ্যে আসা গেছে; তার নতুনরকমের হাওয়া, নতুনরকমের শোভা; সেখানে নতুন ধরনের মানুষ, নতুনতর মেঘের খেলা।

দার্জিলিঙের পথে সবচেয়ে উঁচু স্টেশন হচ্ছে ঘুম। দার্জিলিং তারই এক স্টেশন পরে, আর খানিকটা নীচে। ঘুম থেকে দার্জিলিং মোটে পাঁচমাইল, এইটুকু যেতে আর বেশি সময় লাগে না। চলতে চলতে হঠাৎ একবার মোড় ফিরেই দার্জিলিং শহরটি দেখতে পাওয়া যায়। ময়রার দোকানে যেমন করে মিঠাইয়ের

থালাগুলি সাজিয়ে রাখে, পাহাড়ের গায়ে বাড়িগুলি অনেকটা সেইভাবে সাজানো। দেখতে ভারি সুন্দর লাগে। কিন্তু দার্জিলিঙের আসল শোভা ঘর-বাড়িতে নয়, সে হচ্ছে মেঘের আর হিমালয়ের আর আলো আর ছায়ার শোভা।

অনেকদিন ভোরের বেলায় উঠে দেখি; পাহাড়ের পিঠের উপরে মেঘের খোকারা ঘুমিয়ে আছে, তাদের মাথার উপর দিয়ে হিমালয়ের ঝাপসা ছেয়ে- রঙের চূড়াগুলি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তখনো সূর্য উঠেনি, পুবের আকাশে লাজুক হাসির মতো একটু আলো দেখা দিয়েছে মাত্র। ক্রমে হিমালয়ের মুখ রাঙা হয়ে উঠতে লাগল, ব্যস্ত হয়ে রং ঢেলে তুলি নিয়ে বসলাম, মনে হলো কতই কিছু আঁকব।

দুষ্ট মেঘের খোকা! রোদের গন্ধ পেয়ে সে বেচারাও তাদের বিছানা ছেড়ে উঠে বসেছে। তারপর এক পা দু পা করে, না জানি কোন দেশের পানে তারা রওয়ানা হলো। হিমালয় দিল ঢেকে, আমার আঁকবার আয়োজন সব দিল মাটি করে। দেখতে দেখতে তারা পাহাড় বন বাড়ি ঘর সব গ্রাস করে ফেলল। তখন আর আশপাশের বাড়ি ঘর গাছপালা কিছুই দেখবার জো নেই। আমাদের বাড়িখানা যে মজবুত পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছে, পুষ্পক রথের মতো শূন্যে উড়ে পরির মুলুকের পানে ছুটে চলছে না, এ কথাটি বিশ্বাস করা ভার হয়ে উঠল। আবার তার দশমিনিট পরেই দেখা গেল যে মেঘ সব উড়ে গিয়ে চারিদিক রোদ ঝকমক করছে।

ভোরে আর সন্ধ্যায় যখন ঘন ঘন রোদের রং বদলাতে থাকে, তখন হিমালয়ের চেহারাও পলে পলে নূতন হতে থাকে। এই মিছরির কুঁদের মতো, এই আগুনের মতো, এই সোনার মতো, এই মুক্তোর মতো, এই গরদের উপর চাঁদির কাজের মতো, এই খড়ির মতো যেন জাদুকরের ভেল্কি। এমনি করে দিনটি কেটে গিয়ে বিকালে আবার সোনার মতো, আগুনের মতো, মানিকের মতো হয়ে পালা শেষ করে। বেগুনি রঙের পাহাড়ের মাথায় সেই মানিকের মতো বরফ, সে যে কী সুন্দর, তার তুলনা কোথাও নাই। রাজরানির বহুমূল্য পোশাক আর মুকুট তার কাছে লাজে মাথা হেঁট করে।

এমনি করে রাত্রি এসে উপস্থিত হয়। তখন যদি

আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ থাকে, তবে তার শোভা হয় যেন আরো চমৎকার। অবশ্য তাতে তেমন তাক লাগিয়ে দেয় না, কাজেই সকলের কাছে তার তেমন আদর নাও হতে পারে। কিন্তু যে বোঝে, সে দেখেই বলে, 'আহা!'

(অংশ)

শব্দার্থ : আন্দাজ—অনুমান। ড্রাইভার—চালক। দার্জিলিং---পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি জেলা। হিমালয়—ভারতের উত্তরে অবস্থিত পর্বতমালা। মিঠাই—মিষ্টি। দুষ্ট—খারাপ। গ্রাস—গিলে ফেলা। মজবুত—শক্তপোক্ত। চাঁদি—রুপো।

হাতেকলমে

১. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখি :

১.১ মেঘের মুলুক বলতে লেখক কোন জায়গার কথা বলেছেন?

১.২ দার্জিলিঙের পথে ট্রেন কীভাবে চলে?

১.৩ দার্জিলিঙের পথে সবচেয়ে উঁচু স্টেশনটির নাম কী?

১.৪ পাহাড়ের গায়ে বাড়িগুলি কেমনভাবে সাজানো?

১.৫ দার্জিলিঙে কোন পাহাড় দেখা যায়?

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা ‘মেঘের মুলুক’ লেখাটি পড়ে **‘হাতেকলমে’**র কাজগুলি করবে।

১.৬ দার্জিলিঙে ভোরের আকাশটি দেখতে কেমন লাগে?

১.৭ সে দেখেই বলে, 'আহা!'—কে বলে?

২. নীচের শব্দগুলি থেকে যুক্তব্যঞ্জন খুঁজে নিয়ে লিখি :

দার্জিলিং — ☐, পরিষ্কার — ☐,
আন্দাজ — ☐, শক্ত — ☐, ট্রেন — ☐,
মূল্য — ☐।

৩. গল্প থেকে যুক্তব্যঞ্জনের শব্দগুলি লিখি। যুক্তব্যঞ্জন খুঁজে বার করি :

☐ — ☐, ☐ — ☐, ☐ — ☐,
☐ — ☐, ☐ — ☐, ☐ — ☐।

৪. একই অর্থবিশিষ্ট অন্য শব্দ লিখি যাতে যুক্তব্যঞ্জন আছে :

সাঁঝ — ☐☐ পাহাড় — ☐☐☐

আঁকা — ☐☐☐ মাঠ — ☐☐☐

Make sentences from the tables :

He She I you	am is are	a boy a girl a student

He is a boy.

This That These Those	is are	a star apples kites a rainbow

Learning tips : Students will make sentences from the table.

Tick (√) the correct alternative :

1. That (is/are) a bird.
2. They (are/am) players.
3. Trees (are/is) our friends.
4. I (is/am) in class two.
5. You (is/are) a brave girl.

Make sentences from the table :

He		a box
You	am	girls
I		students
We	is	boy
They		a tree
These	are	books
That		a kite

Learning tips : Students will do the activities.

সহজ পাঠে ঋতু বিষয়ে নানান বাক্য পড়ি

১) বাদল করেছে।

২) সর্ষে ছোলা ময়দা আটা
 শীতের র‍্যাপার নকশাকাটা।

৩) অক্ষয়বাবুর বাগানের কপির
 পাতাগুলো খেয়ে সাঙ্গ করে দিয়েছে।

৪) বর্ষা নেমেছে, গর্মি আর নেই।

৫) কর্তাবাবু বর্ষাতি পরে চলেছেন।

৬) গর্ত সবে ভরে গিয়ে ব্যাঙের বাসা হলো।

৭) উস্রিতে বান নেমেছে। জলের স্রোত বড়ো দুরন্ত।

৮) থেকে থেকে মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের চমকানি চলেছে।

৯) বৃষ্টি বাদল গেছে ছুটে,
 রোদ উঠেছে ঝিল্‌মিলিয়ে
 বাঁশের ডালে ডালে।

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা সহজপাঠের বাক্যগুলি পড়বে।

১০) ফাল্গুন মাস, কিন্তু এখনো খুব ঠান্ডা। কিছু আগে মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে।

১। 'সহজ পাঠ', দ্বিতীয় ভাগ থেকে ঋতু বিষয়ে আরো বাক্য লিখি :

....

....

....

২। আগের বাক্যগুলো থেকে কোন্ কোন্ ঋতু খুঁজে পাই খাতায় লিখি। কোন্ কোন্ মাস নিয়ে ঐ সব ঋতু তা লিখি। আমার প্রিয় ঋতুর নাম লিখি। ছবি আঁকি।

৩। নীচের যুক্তবর্ণগুলি ভেঙে লিখি ও শব্দগুলিকে বাক্যে ব্যবহার করি।

গ্রীষ্ম			বিদ্যুৎ		
বৃষ্টি			ফাল্গুন		
বর্ষাতি			বসন্ত		

৪। ছবি দেখে বাক্য সম্পূর্ণ করি :

৪.১ ————————রং ঘন নীল।

৪.২ বংশু ———————— মাথায় কোথায় যাবে?

৪.৩ কর্তাবাবু ________পরে চলেছেন।

৪.৪ গর্ত সব ভরে গিয়ে ————————বাসা হলো।

৪.৫ শীতের ________ নকশা কাটা।

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা সহজ পাঠের বাক্যগুলি পড়ে উপরের কাজগুলি করবে।
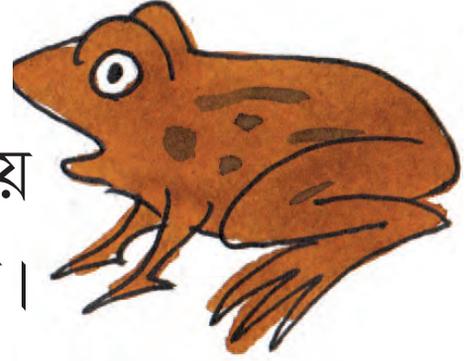
৫। নীচের শব্দগুলিকে বাক্যের প্রথমে, মাঝে ও শেষে ব্যবহার করি :

(১) নীল ক) নীল জামা পড়ে খেলতে যাব।

খ) আকাশের রং ঘন নীল

গ) আমি নীল রং ভালোবাসি।

(২) জল: ক)———————খ) ————————

গ) ————————

(৩) বর্ষা: ক)———————খ) ————————

গ) ————————

(৪) ছাতা: ক)——————— খ)————————

গ) ————————

গান: হৃদয় আমার নাচেরে ....

....

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা সহজ পাঠের বাক্যগুলি পড়ে উপরের কাজগুলি করবে।

Colour and write :
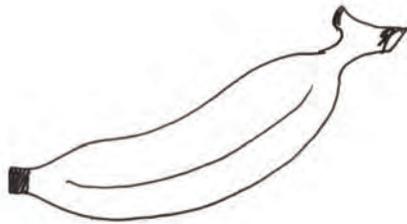
Do you like bananas?

Yes, I like bananas. / No, I do not like bananas.

Do you like apples?

Do you like orange?

Tell the class :

Which fruit do you like the most ?
Which colours do you find in that fruit?

 Learning tips : Students will do the activities.Teacher will encourage the students to participate in the **'Tell the class'** actvity.

‘সহজ পাঠ’ দ্বিতীয় ভাগে ‘ফুল নিয়ে’ নানান বাক্য পড়ি :

১. তাঁর ঘরে সুন্দর দেখে ফুলদানি রেখো।

২. তাতে কুন্দফুল থাকবে আর আকন্দ থাকবে।

৩. বিন্দুকে বলে মালাচন্দন তৈরি রাখা চাই।

৪. হারিয়ে-পাওয়া আলোটিরে
নাচায় ডালে ফিরে ফিরে
ঝুম্‌কো ফুলের লতা।।

১। উপরের বাক্যগুলি কোন কোন পাঠে আছে তা খুঁজে নিয়ে লিখি।

....

....

....

....

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে।

২। আমি যদি ফুলদানিতে ফুল রাখতে চাই, তাতে রাখব .... ফুল।

৩। আমার প্রিয় ফুল নিয়ে কয়েকটি বাক্য লিখি। তাতে লিখব :

(ফুলের নাম, রং, কোন ঋতুর ফুল, গন্ধ আছে কিনা)

____

____

____

____

____

____

____

____

৪। ফুলদানিতে দেখোতো ফুল আছে কিনা। না থাকলে দেখোতো ফুলের নাম তৈরি করতে পারো কিনা।

__________ __________ __________

__________ __________ __________

৫। এসো মেলাই কোন ফুলের কী রং :

ফুলের নাম	রং
জবা	নীল
গোলাপ	গোলাপী
অপরাজিতা	সাদা
জুঁই	হলুদ
গাঁদা	লাল

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে।

৬। প্রিয় দুটি ফুলের ছবি আঁকি ও রং করি ।

কাশফুল গাঁদাফুল জিনিয়া জুঁই
শিউলিফুল কদমফুল বেলফুল
পলাশফুল শাপলাফুল

৭। উপরের তালিকা থেকে কোন ফুলটি কোন ঋতুতে পাওয়া তা নীচে লিখি, আমার চেনা ফুলের নামও যোগ করি :

গ্রীষ্ম	বর্ষাকাল	শরৎ	হেমন্ত	শীত	বসন্ত	সব ঋতুতে

৮। অন্যভাবে বলি

ফুল কে বলি পু ষ্প ______ ।
গাছকে বলি বৃ ______ ।
পাতাকে বলি প______ ।
গাছের অনেক শাখা-প্র______ আছে।

৯। পদ্ম ফুল জলে ফোটে। বছরের সবসময় হয় না। তুমি যখনতখন পেতে চাইলে কী করবে? এসো কাগজ কেটে পদ্মফুল বানাই ও ঘর সাজাই।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে।

Look at the letter clusters :

Make names of flowers, fruits, animals and birds.

Names of flowers	rose,
Names of fruits	
Names of animals	
Names of birds	

Learning tips : Students will do the activities.

Count , add and write:

.... + ...

(number of flowers) (number of fruits)

....

= total number

.... + ...

(number of animals) (number of birds)

....

= total number

ঘড়ি দেখি

আগামীকাল আমরা বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যাব। ঘুম থেকে সকাল সকাল উঠতে হবে। ঘুম থেকে উঠে ঘড়িতে দেখছি —

ছোটো কাঁটা ৬-এর ঘরে।

বড়ো কাঁটা ☐-এর ঘরে।

এখন কটা বাজে?

এখন সকাল ৬টা বাজে।

শিখন পরামর্শ : ঘড়ি দেখতে পারার ধারণা।
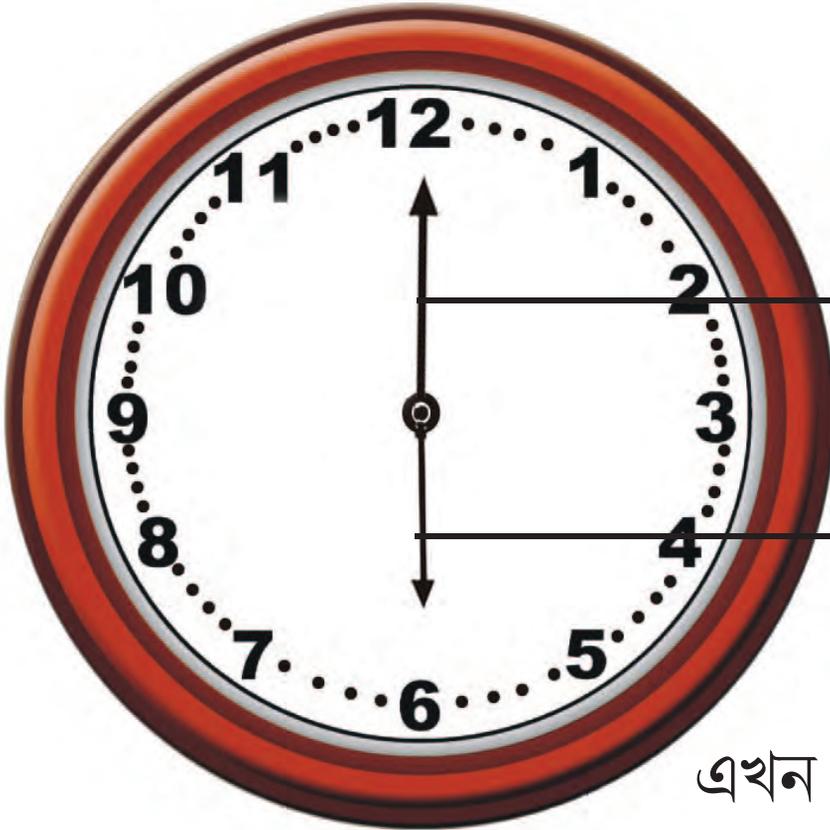
ঘড়িতে ছোটো কাঁটা ঘণ্টা এবং বড়ো কাঁটা মিনিট নির্দেশ করে।

নীচের ছবি দেখি ও ফাঁকা ঘরে লিখি।

যখন দুটো কাঁটাই ১২-এর ঘরে থাকে তখন সময় [ ] টা। (নিজে লিখি)

সময় দেখানোর জন্য ঘড়ির ওপর কাঁটা আঁকি।

৪ টে

৬ টা

৮ টা

১১ টা

২ টো

‘সহজ পাঠ’, দ্বিতীয় ভাগে ‘পাখি’ নিয়ে নানান বাক্য/পঙ্‌ক্তি পড়ি :

১. ফল্‌সা বনে গাছে গাছে
ফল ধরে মেঘ ঘনিয়ে আছে,
ঐখানেতে ময়ূর এসে
নাচ দেখিয়ে যাবে।

২. শালিখরা সব মিছিমিছি
লাগিয়ে দেবে কিচিমিচি।

৩. রোদ্দুর যেই আসে পড়ে
পুবের মুখে কোথা ওড়ে
দলে দলে ডাক দিয়ে কাকগুলো।

৪. তিনটে শালিখ ঝগড়া করে
রান্নাঘরের চালে।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে।

৫. যেতে যেতে নদীর তীরে

ব্যাঙগমা আর ব্যাঙগমীরে

পথ শুধিয়ে নিতেম আমি

গাছের তলায় বসে।।

১। 'সহজ পাঠ', দ্বিতীয় ভাগ থেকে পাখির কথা রয়েছে এমন আরো বাক্য/পঙ্‌ক্তি খুঁজে নিয়ে লিখি:

....

....

....

....

এসো পাখি নিয়ে শব্দ জানি

ডানা	নীড়	কাকলি	কূজন
কিচিরমিচির	কাক	পায়রা	দাঁড়কাক
পারাবত	ফাঁদ	কপোত	হুতোমপ্যাঁচা
বাবুই	মৌটুসি	চন্দনা	বকবকম
চন্দনা	পাপিয়া	কোকিল	শকুন
নীলকণ্ঠ	শঙ্খচিল	সারস	টুনটুনি
কাঠঠোকরা	রাজহাঁস	বনমোরগ	পক্ষ্ম

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে।

২। পাখি আর পাখির ডাক মেলাই

পাখির নাম	পাখির ডাক
ময়ূরের ডাক	কুহু
পায়রার ডাক	কেকা
কোকিলের ডাক	বকবকম

৩। এলোমেলো শব্দ সাজিয়ে অর্থপূর্ণ বাক্য লিখি :

৩.১ দেখতে বাসা বাবুইপাখির সুন্দর।

____

৩.২ মোরগ ভোর তারস্বরে হলে ডাকে।

____

৩.৩ সবুজ টিয়া বনে শ্যামল ওড়ে ।

____

৩.৪ ঘুলঘুলিতে চড়ুই-এর অট্টালিকার বাসা।

____

৩.৫ শালিখ রান্নাঘরের ঝগড়া তিনটি করে চালে।

____

৩.৬ মেলেছে বক ডানা শুভ্র।

____

৪। কোন পাখির গায়ের রং কেমন তা লিখি :

৪.১ হাঁস ________________

৪.২ মাছরাঙা ________________

৪.৩ কোকিল ________________

৪.৪ চড়ুই ________________

৪.৫ টিয়া ________________

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের পাখি বিষয়ক কাজগুলি করবে।

৫। স্তম্ভ মেলাই

‘ক’	‘খ’
কাক	মাথায় লাল ঝুঁটি
মোরগ	কাকের বাসায় ডিম পাড়ে
মাছরাঙা	শান্তির দূত
বাবুই	ছোঁ মেরে মাছ মুখে উড়ে যায়
কোকিল	নোংরা পরিষ্কার করে
পায়রা	দরজি পাখি

৬। শব্দ/ শব্দাংশ জুড়ে নতুন শব্দ তৈরি করি

রাজ ....। টুন ....।

মাছ ....। কাঠ ....।

..................প্যাঁচা। শঙ্খ ....।

নীল ....। মৌ ....।

কাকা ....। কিচির ....।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের পাখি বিষয়ক কাজগুলি করবে।

৭। উপরের ছবি দেখে পাখিগুলির নাম লিখি। প্রতিটি পাখিকে নিয়ে দুটি করে বাক্য লিখি :

৮। নীচের তালিকাটি পূরণ করি

মানুষের ডাক নকল করতে পারে এমন পাখি________

গান গায় এমন পাখি ________________

কর্কশ ভাবে ডাকে এমন পাখি ________________

নিশাচর পাখি ________________

আকারে বড়ো পাখি ________________

আকারে খুব ছোটো পাখি ________________

৯। আমার প্রিয় দুটি পাখির ছবি আঁকি ও রং করি।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের পাখি বিষয়ক কাজগুলি করবে।

Fill in the table :

About me	What I do	I am
Float in the sky. Take many shapes.	Bring rain.	
Have wings. Look like a bird.	Quickly travel long distances. Take people and goods with me.	
Ball of fire. Shine in the sky.	Give light and heat.	

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের সারণীগুলি পূরণ করবে। শিক্ষার্থীদের মুক্ত চিন্তার প্রকাশ ঘটবে।

অভিজ্ঞতা থেকে আকাশ সম্বন্ধীয় নীচের সারণিটি পূর্ণ করি।

আকাশ	দেখতে কেমন লাগে ?	আর কী কী দেখি
ভোরবেলায়		
বৃষ্টির আগে		
বৃষ্টির পরে		
রাত্রিবেলায়		

‘সহজ পাঠ’ দ্বিতীয় ভাগ থেকে প্রাণী নিয়ে নানান বাক্য পড়ি :

১. বেচারা গোরুগুলোর বড়ো দুর্গতি।

২. বাঘ ভাল্লুক অনেক আছে—

৩. বাজারে একটা আস্ত কাৎলা মাছ যদি পায়, নিয়ে আসে যেন।

৪. আঁচলেতে খই নিয়ে তুই
যেই দাঁড়াবি দ্বারে
অমনি যত বনের হরিণ
আসবে সারে সারে।

৫. কাঠবেড়ালি লেজটি তুলে
হাত থেকে ধান খাবে।

৬. উল্লাপাড়ার মাঠে শেয়াল ডাকছে—হুক্কাহুয়া।

২। 'সহজ পাঠ', দ্বিতীয় ভাগ থেকে প্রাণীর কথা রয়েছে, এমন আরো বাক্য / পঙ্‌ক্তি খুঁজে লিখি :

....

....

....

....

....

....

....

....

....

এসো প্রাণী সংক্রান্ত নানা শব্দ জানি

জন্তু	জান্তব	চতুষ্পদ	পশুরাজ	পশুশালা
অশ্ব	গজদন্ত	ব্যাঘ্র	করী	টাট্টু
মাহুত	গজেন্দ্র	মেষ	সর্প	খোলস
মৃগ	হ্রেষা	খেচর	শঙ্খ	হস্তিনী
জলহস্তী	কচ্ছপ	মৎস্য	ষণ্ড	

৩। নীচের শব্দগুলিতে যুক্তব্যঞ্জন খুঁজে দেখি আর তা ব্যবহার করে নতুন শব্দ তৈরি করি

চতুষ্পদ =	ষ্প	গোষ্পদ	গজেন্দ্র =		
শ্বাপদ =			অশ্ব =		
জান্তব =			ষণ্ড =		
ব্যাঘ্র =			দুম্বা =		
টাট্টু =			কৃষ্ণসার =		

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে (বিষয় : প্রাণী)।

৪। বাম দিকের সাথে ডান দিক মেলাই

বামদিক	ডানদিক
মৃগ	শুঁড়
হস্তী	খোলস
সর্প	কেশর
অশ্ব	কস্তুরী
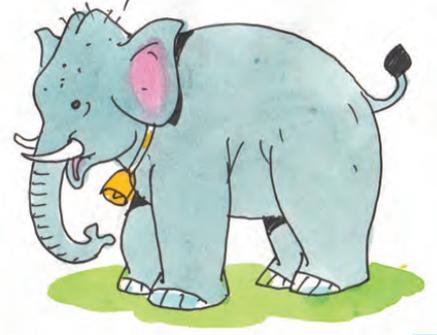
৫। শব্দঝুড়ি থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি :

৫.১ একটি চতুষ্পদ প্রাণী হলো ....।

৫.২ 'করী'কে বলি ...., আর ঘোড়াকে বলি ....।

৫.৩ 'বৃংহণ' হলো হাতির ডাক, ঘোড়ার ডাক হলো ....।

৫.৪ খোল থাকে ....-এর।

৫.৫ সিংহ থাকে .... -এ।

৫.৬ টাট্টু হলো ....।

৫.৭ জলেও থাকে ও ডাঙাতেও থাকে ....।

৫.৮ জলে থাকে ....।

৫.৯ খেচর বলতে বুঝি ....কে।

জেব্রা, হস্তী, হ্রেষা, কচ্ছপ, সমুদ্র, বাচ্চাঘোড়া, ব্যাং, মৎস্য, পক্ষী, জঙ্গল, অশ্ব

৬। প্রাণী সংক্রান্ত পাঁচটি শব্দ লিখি। প্রতিটি শব্দে যেন যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার থাকে।

................, ..., ..., ..., ...

৭। বাক্য রচনা করি :

জলহস্তী

___

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে (বিষয় : প্রাণী)।
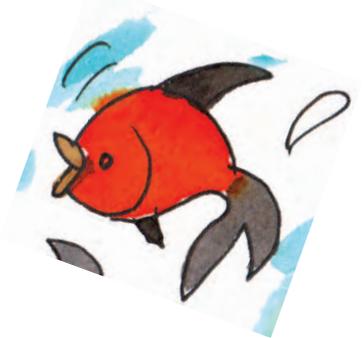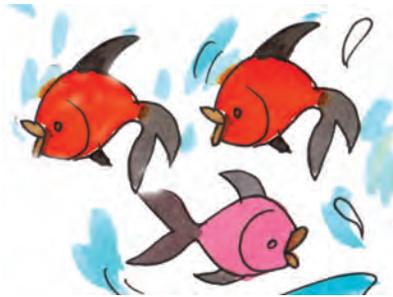
জেব্রা

গন্ডার

ব্যাং

৮। আমি কে হতে পারি ? বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে লিখি:

আমি কে ?

মাংসাশী
স্তন্যপায়ী
চতুষ্পদ
ডোরা দাগ

....

৯। আমার প্রিয় পশুর সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য লিখি। তাতে লিখি — কোন পশু, কোথায় দেখা যায়, কীভাবে ডাকে, কী খায়, কেন আমার প্রিয়।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে (বিষয় : প্রাণী)।

১০। আমার প্রিয় পশুর ছবি আঁকি :
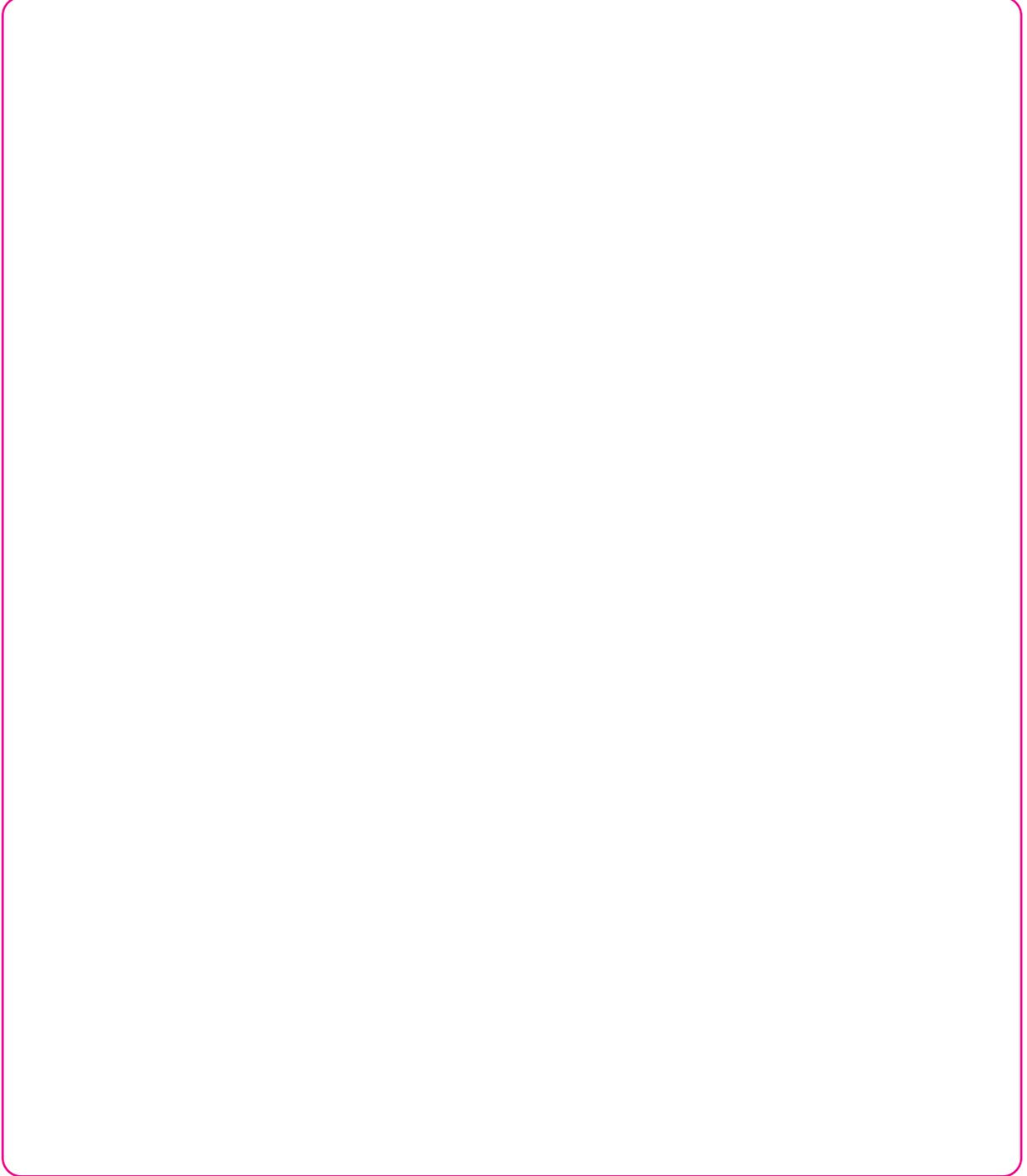
মিলি

পূর্ণেন্দু পত্রী

আমাদের এক বেড়াল আছে
মিলি
তার আবার তিনটে ছেলে
পিলি।
টুটুল বাবুর পড়ার টেবিল
তারই,
নীচে তাদের বসবাসের
বাড়ি।
পেট ভরাচ্ছে কতই না সাত
পাঁচে।
নজর তবু রান্নাঘরের
মাছে।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কবিতাটি ঠিক উচ্চারণ সহযোগে পড়বে। তারপর নীচের কাজটি করবে।

পোষ মানে এমন একটি প্রাণীর ছবি আঁকি। রং করি।
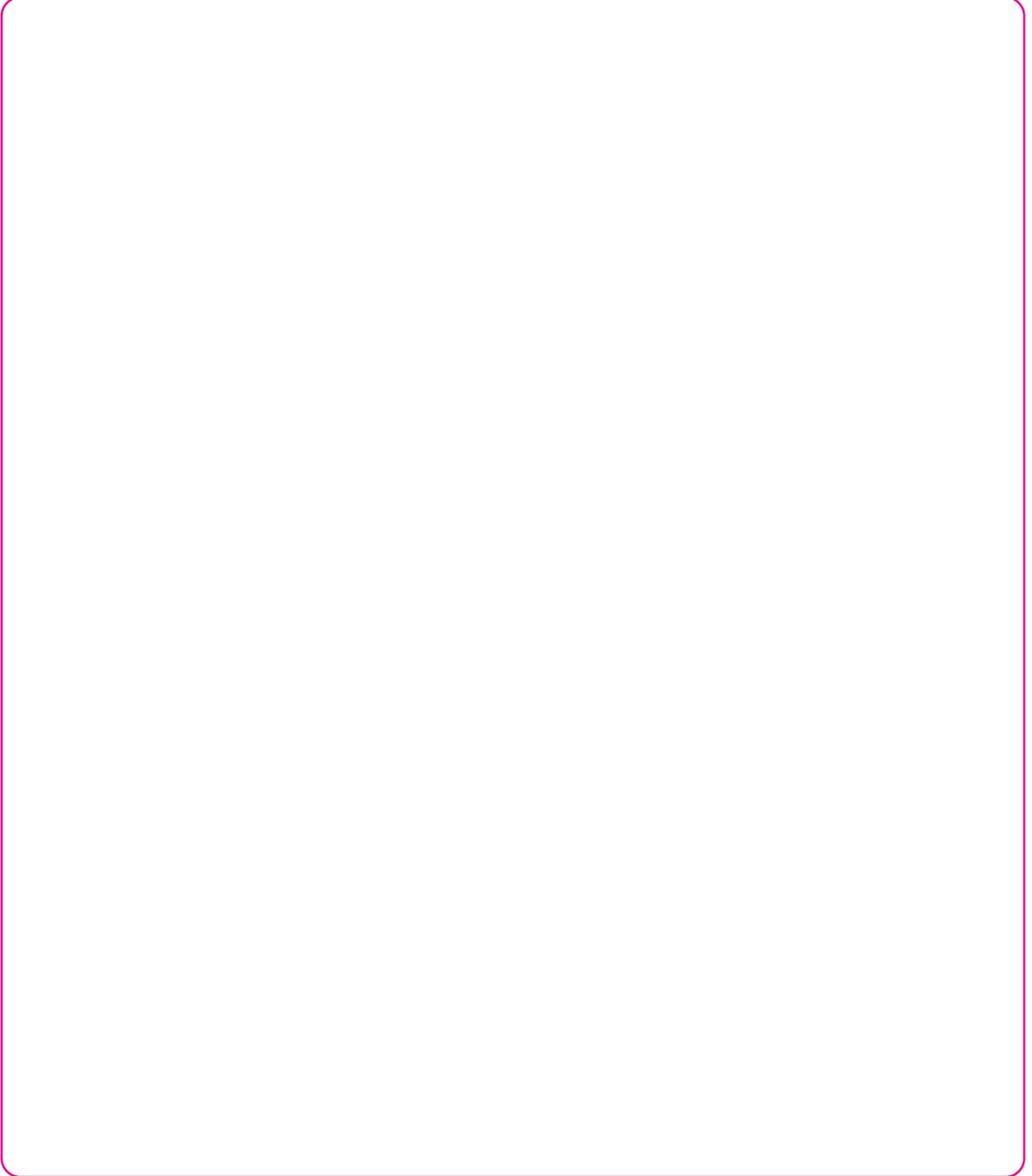
Read the sentences :

	I am Arjun. I **have** a cricket bat.
	You are Rubina. You **have** a beautiful smile.
	She is Rimi. She **has** a doll.

 Learning tips : Students will read the sentences. They will learn the use of **have** and **has** and do the activity.

Read the sentences :

He is Imran.

He has a football.
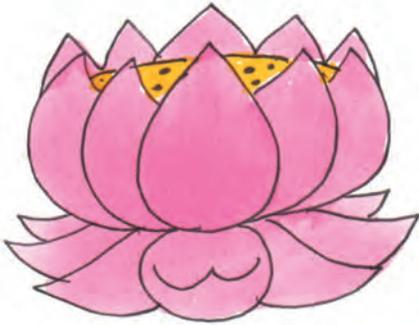
It is a butterfly.
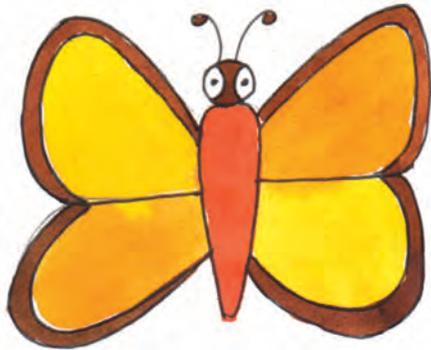
It has colourful wings.

Tick (✓) the correct alternative :

I am Rakhi. I have / has many friends. Mukti is my best friend. She has / have a brother. His name is Mrinal. Mrinal has / have a bicycle. It has / have two wheels.

Fill in the gaps with has/have :

I am Piklu. I __________ a football. Mita is my sister. She __________ a doll. The doll is very beautiful. It __________ long hair.

ঘড়ি দেখে ফাঁকা ঘর ভরতি করি :

পার্থ ঘুম থেকে ওঠে ☐ টায়।

পার্থ স্কুলে যায় ☐ টায়।

শিখন পরামর্শ : কাজের মাধ্যমে ঘড়ি দেখার ধারণা।

পার্থ স্কুলে মিড-ডে মিল খায় ☐ টোয়।

পার্থ স্কুল থেকে বাড়ি ফেরে ☐ টেয়।

পার্থ রাত্রি বেলার খাবার খায় টায়।

পার্থ ঘুমতে যায় ________ টায়।

নীচের ফাঁকা ঘরে সঠিক সময় লিখি। আমার লেখা সময়ের সঙ্গে ডিজিটাল ঘড়ির সময়ের মিল করি।
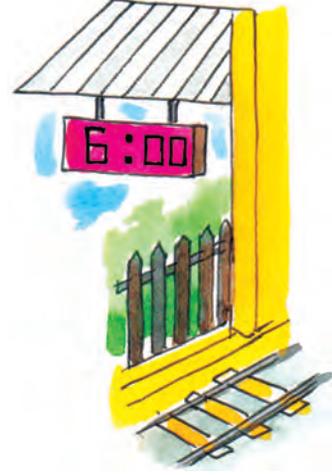
সহজপাঠে পরিবারিক সম্পর্কগুলি নিয়ে নানান বাক্য পড়ি

১) কন্যার নাম শ্যামা।

২) তিনি আর তার ভাই সৌম্য পাটের ব্যবসা করেন।

৩) আর আসবেন তাঁর দাদা বঙ্গবাবু।

৪) ঐখানে মা পুকুর-পাড়ে
জিয়ল মাছের বেড়ার ধারে

৫) ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয়
বেগনি রঙের শাড়ি।

৬) তাঁর ছোটো ছেলের অম্লশূল, বড়ো কষ্ট পাচ্ছে।

৭) যাত্রীদের আত্মীয় স্বজন অপেক্ষা করিয়া আছে।

১। পারিবারিক বা সামাজিক সম্পর্কের কথা আছে, এমন পাঁচটি বাক্য ‘সহজ পাঠ’ দ্বিতীয় ভাগ থেকে আমি খুঁজে নিয়ে লিখি।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে। (বিষয় - পরিবার)

২। বাক্যগুলো পড়ি। শূন্যস্থানে বসানো যায় এমন শব্দ 'সহজ পাঠ', দ্বিতীয় ভাগ থেকে খুঁজে বার করি ও শূন্যস্থানে লিখি।

২.১ ছোটো _____ মুখের হাসি দেখে বাবা-মার আজ খুব আনন্দ।

২.২ স্বর্ণ আর কর্ণ দুই _____।

২.৩ আজ মেঘ কেটে গিয়ে ঝলমল করছে _____।

৩। নীচের বাক্যগুলি পড়ি। শূন্যস্থানে যুক্তব্যঞ্জন বসাই।

৩.১ আমরা বি ________লয়ে লেখাপড়া করি।

৩.২ অসুখ হলে খুব ক_________ অনুভব করি।

৩.৩ আমাদের বয়স কম, আমরা বড়ই ছো ______।

৩.৪ রা______ বেলায় আকাশে অসং______ তারা দেখে আ______ হয়ে যাই।

৪। নীচের বাক্যগুলি থেকে পরিবার সম্পর্কিত শব্দ খুঁজি :

৪.১ আর আসবেন তাঁর দাদা বঙ্গবাবু। ——————

৪.২ শক্তিনাথ আর মুক্তিনাথ দুই ভাই। ————————

৪.৩ তার ছোটো ছেলের অল্পশূল, —————————

৪.৪ সেদিন দুর্লভবাবুর ছোটো কন্যার অন্নপ্রাশন।————————

৫। অনুরূপ যুক্তব্যঞ্জন সহ শব্দ তৈরি করি (ন্য, ত্ম, ব্য, ক্ত ব্যবহার করে) :

কন্যা — ☐ ☐ ☐

আত্মীয় — ☐ ☐

ব্যবসা — ☐ ☐

ডাক্তার — ☐ ☐ ☐

৬। আমার পরিবারের মানুষ-জন নিয়ে পাঁচটি বাক্য লিখি :

....

....

....

....

....

৭। আমাদের পরিবারকে বিভিন্ন পেশার বন্ধুরা সাহায্য করেন। তাদের কথা ভেবে নীচের ছকটি পূরণ করি :

বাড়ি বানান রাজমি ______।

মাঠে ফসল ফলান _____ষক।

বিদ্যালয়ে পড়ান শি_____কা/শি______ ক ।

অসুখ সারান বৈ _______।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে। (বিষয় - পরিবার)

৮। নীচের ছবিগুলি দেখি। প্রত্যেকের জন্য একটি করে বাক্য খাতায় লিখি :

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে।

৮। নীচের ছবিগুলি দেখি। প্রত্যেকের জন্য একটি করে বাক্য খাতায় লিখি :

Read the sentences :

	We read in a primary school. We have a garden in our school.
	They read in class two. They have many friends.

Tick (✓) the correct alternative :

1. I have / has a pet dog.
2. We have / has a blue bicycle.
3. You have / has a nice bag.
4. They have / has new pencil.

 Learning tips : Students will read the sentences. They will learn use of **have** and do the activities.

Fill in the gaps :

I am Bumba. My best friend is Piku. We _______ a bat and a ball. We _______ two other friends. They are Rahim and Ram. They _______ a football. We all play together.

আমরা গার্ডেনে খুব মজা করলাম। বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে ঘড়িতে দেখলাম →

বড়ো কাঁটা আছে ৬-এর ঘরে, ছোটো কাঁটাটা আছে ১ ও ২ এর মাঝখানে। তাহলে এখন কটা বাজে?

এখন দুপুর **১টা ৩০মিনিট** বা দুপুর **দেড়টা**।

নীচের ছবি দেখি ও ফাঁকা ঘরে লিখি।

২ টো ৩০ মিনিট বা আড়াইটে

৩ টে ৩০ মিনিট বা সাড়ে তিনটে

 শিখন পরামর্শ : ঘড়ি দেখে ৩০ মিনিটের ধারণা। বলতে ও লিখতে পারার ধারণা।
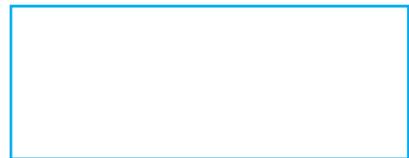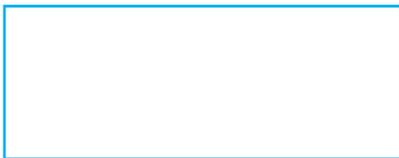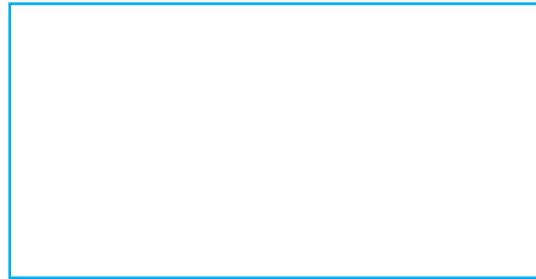
৪ টে ৩০ মিনিট বা
সাড়ে চারটে

১০ টা ৩০ মিনিট
বা সাড়ে দশটা

রহীম শাহ

আজ সারাদিন খেলাধুলা
আজ সারাদিন ছুটি
আজ সারাদিন ঘাসের উপর
করব লুটোপুটি
বন্ধু হব সবুজ পাতার
দিঘির জলে কাটব সাঁতার
বিকেল বেলা খোলা মাঠে
মাখব গায়ে হাওয়া,
হয়তো আবার হতে পারে
নদীর জলে নাওয়া।
আজ সারাদিন পাখির খোঁজে

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কবিতাটি পড়বে।

ঘুরব বনে বনে
দোয়েল শালিক ময়না টিয়া
হব মনে মনে।
পাখির মতো উড়তে উড়তে
আকাশ হব ঘুরতে ঘুরতে
দূর পাহাড়ে ছুটে যাব
হরিণছানার কাছে,
ঠিক যেখানে পাহাড় ঘেঁষে
ঝরনা ধারা নাচে।
আজ সারাদিন ছুটি আমার
আজ সারাদিন ছুটি
আজ সারাদিন আনন্দেতে
করব লুটোপুটি।

হাতেকলমে

১। কবিতায় শিশুটি যা যা করবে বলে ভাবে :

২। কবিতায় আছে এমন দুটি জলাশয়ের নাম

৩। কবিতায় আছে এমন চারটি পাখির নাম---

৪। কবিতায় আছে এমন একটি পশুর নাম

৫। শব্দার্থ লিখি :

লুটোপুটি ------------ নাওয়া ---------------

ঘেঁষে --------------- ঝরনা ---------------

৬। বিপরীতার্থক শব্দ লিখি :

খোলা --------------- দূর ---------------

ঠিক --------------- আনন্দ ---------------

৭। কবিতায় রয়েছে এমন যুক্তব্যঞ্জন শব্দ লিখি

৮। বন্ধু = ন্ধ = ন+ধ 'ন্ধ' রয়েছে এমন পাঁচটি শব্দ লিখি: ----------------------------------

----

৯। প্রতি সপ্তাহে যে দিনটিতে আমার ছুটি থাকে, সেটি হলো ----------------।

১০। সেদিন আমি যা যা করতে চাই

Fill in the gaps with correct words :

1. I ____________ (slip / sleep) on the bed.
2. Please come ____________ (hear / here).
3. ____________ (There / Their) are many birds in the sky.
4. Her ____________ (sun / son) reads in class two.
5. The floor is ____________ (wet / wait).

Learning tips : Students will do the activities.

Look at the picture. Fill in the gaps with the given words :

swim **walk** **fly**
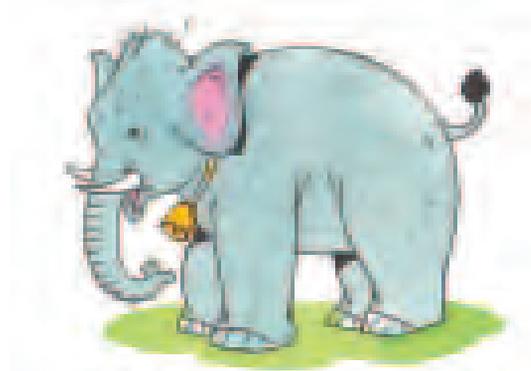
A bird can ———. An elephant can ———.
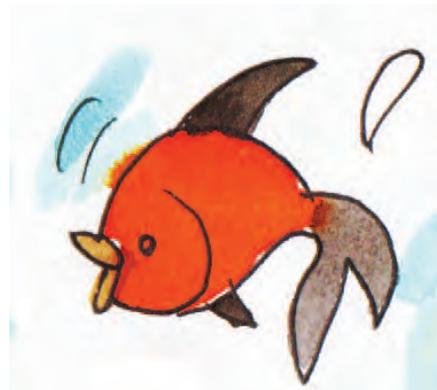
A man can ———.

A fish can ———.

একটি মাসের ক্যালেন্ডার দেখি ও উত্তর বলার চেষ্টা করি। যেদিনগুলি লাল দিয়ে লেখা সেগুলি রবিবার, বিশেষ দিন বা ছুটির দিন।

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
		১	২	৩	৪	৫
৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
২৭	২৮	২৯	৩০	৩১		

(১) একটি বছরে [ ] টি মাস। পরপর মাসগুলি হলো জানুয়ারি

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

(২) এই মাসে মোট কত দিন লিখি।

শিখন পরামর্শ : ক্যালেন্ডারে মাস ও দিনের ধারণা। লাল কালিতে লেখা দিনগুলি সম্বন্ধে ধারণা।

(৩) এই মাসের ৬ তারিখ কী বার এবং ওই দিন আমাদের সকলের স্কুলে কী থাকে লিখি।

(৪) এই মাসে কতগুলো বুধবার পাব হিসাব করি।

(৫) এই মাসের কোন বুধবার বিশেষদিন লিখি।

(৬) ২৬ তারিখে কী বার ও কেন লাল রং দেওয়া আছে বুঝে লিখি।

(৭) এই মাসে কতদিন আমাদের স্কুলে ছুটি থাকবে হিসাব করি।

(৮) আমরা এক শনিবারে স্কুলের বাগানে গাছ লাগাব। আমরা এই মাসে ☐ তারিখে বাগানে গাছ লাগাব।

(৯) এই মাসের ৪ তারিখে আমাদের বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হবে। সেই দিন কি বার হবে ক্যালেন্ডার দেখে লিখি।

(১০) এই মাসে কতগুলো রবিবার পাব হিসাব করে লিখি।

Listen and say :
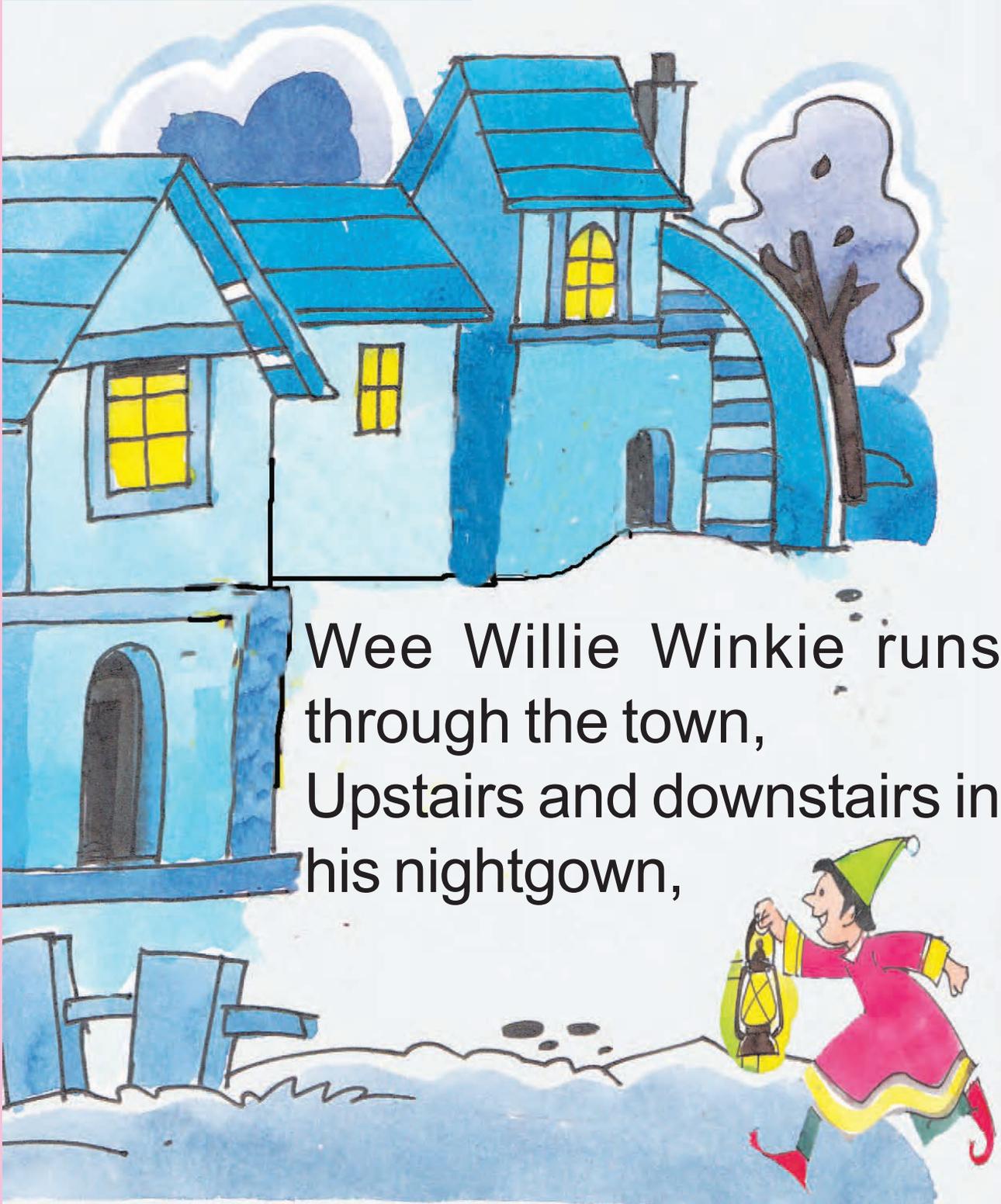
Wee Willie Winkie runs through the town,
Upstairs and downstairs in his nightgown,

Learning tips : Teacher will encourage the students to participate in the rhyme.

Listen and say :
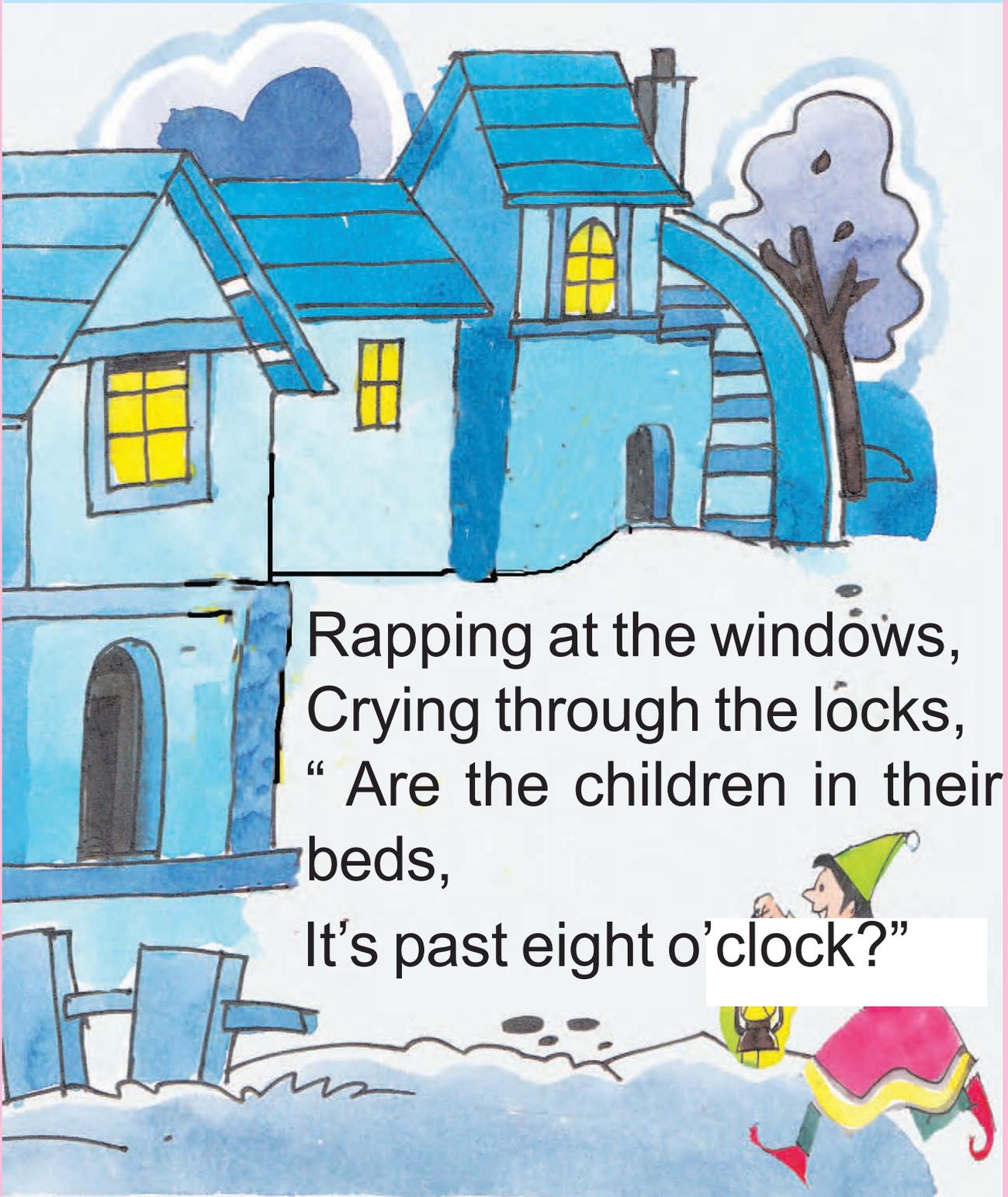
Rapping at the windows,
Crying through the locks,
" Are the children in their beds,
It's past eight o'clock?"

বাড়ির পাঁচিল তৈরি

আমাদের বাড়ির পাঁচিল তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল ২০১৩ সালের ৭ জুন। পাঁচিল তৈরি করতে ৮ দিন সময় লেগেছিল। দেখি কোন তারিখে কাজ শেষ হয়েছিল।

৭ + ৮ = ১৫

১৫ - ১ = ১৪ তারিখ

দ	এ
	৭
+	৮
১	৫

১৫ - ১ = ১৪

১৪ তারিখে কাজ শেষ হয়েছিল।

শিখন পরামর্শ : ক্যালেন্ডার থেকে দিনের হিসাবের ধারণা।

আমি ৮ মার্চ থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত স্কুলে অনুপস্থিত ছিলাম।

আমি ☐ দিন স্কুলে যেতে পারিনি।

দ	এ
১	৩
−	৮

☐ + ১ = ☐

হুগলি জেলার আঁটপুরে ২১ ডিসেম্বর মেলা বসে। ৩ দিন ধরে মেলা চলে।

মেলা শেষ হয় ☐ ডিসেম্বরে।

সহজ পাঠে উৎসবের, পালা পার্বণের কথা জানি

১) সেখানে কংসবধের অভিনয় হবে।

২) আজ আদ্যনাথবাবুর কন্যার বিয়ে।

৩) এখানে এসে দেখি, আঙিনায় বাদ্য বাজছে।

৪) দেখছি ছেলেরা খুশি হয়ে নৃত্য করছে।

৫) পূজার ছুটির দল, লোকজন মেলা এল দূর দেশ হতে।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে।

৬) ছুটির দিনে কেমন সুরে পুজোর সানাই বাজায়
দূরে।

৭) সেদিন দুর্লভবাবুর ছোটো কন্যার অন্নপ্রাশন।

৮) কল্লোলে কোলাহলে জাগে এক ধ্বনি—
অন্ধের কণ্ঠের গান আগমনী।

১। উপরের বাক্যগুলি কোন কোন পাঠে রয়েছে, তা লিখি। সহজ পাঠ, দ্বিতীয় ভাগ থেকে উৎসব, পালা-পার্বণের আরো কথা খুঁজে নিয়ে লিখি :

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের গুণের কাজগুলি করবে।

২। নীচের যুক্তব্যঞ্জনগুলি ব্যবহার করে নতুন শব্দ তৈরি করি। সেগুলি দিয়ে বাক্য রচনা করি :

ত্য, ন্ন, ন্য, ষ্ঠ, ল্ল, ন্ধ।

____

____

____

৩। উৎসব সংক্রান্ত নতুন নতুন শব্দ লিখি :

৪। সহজ পাঠ থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থানে বসাই :

৪.১ আকাশের কোণে ____________ চাঁদ ওঠে।

৪.২ ____________ গান নন্দী জানে তো?

৪.৩ পাড়ার ____________ সাফ করার দিন।

৫। নীচের প্রতিটি দিবস সম্পর্কে দুটি করে বাক্য লিখি :

৫.১ পরিবেশ দিবস

৫.২ প্রজাতন্ত্র দিবস

৫.৩ স্বাধীনতা দিবস

৫.৪ শিক্ষক দিবস

৫.৫ শিশু দিবস

৬। বিদ্যালয়ে অরণ্য সপ্তাহে কী কী করা হয় তা নিয়ে কয়েকটি বাক্য লিখি :

____

____

____

____

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজটি করবে।

একদিকে ঘুড়ি-লাটাই আর অন্যদিকে রং-তুলি। চলো ওদের কাছে পৌঁছানোর পথ খুঁজে বার করি।
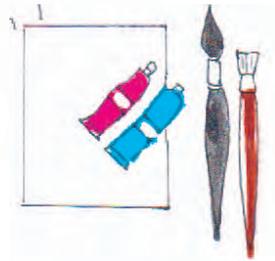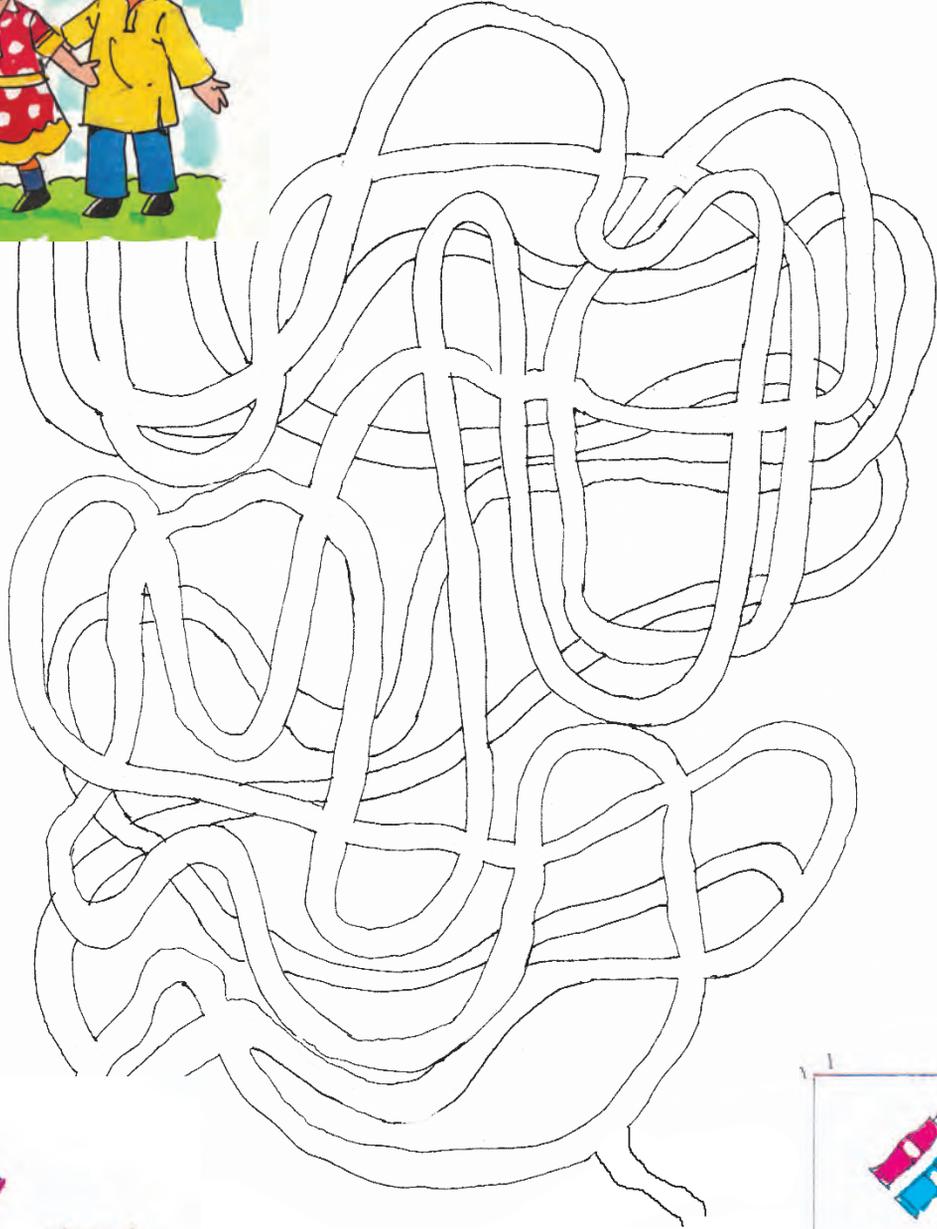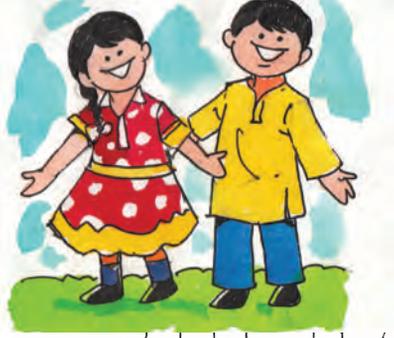
Read the sentences :

Actions	Yesterday	Today
	I played cricket.	I play cricket.
	We enjoyed our football match.	We enjoy our football match.
	You walked on the road.	You walk on the road.
	They talked to me.	They talk to me.

 Learning tips : Students will read the sentences. They will have the idea of past tense and do the activity.

Fill in the gaps :

Yesterday

1. I helped a man.
2. We ______ for the market
3. You worked very hard.
4. They _____ in joy.

Today

1. I help a man.
2. We start for the market
3. You _________ very hard.
4. They _____ in joy.

টাকা

১	০
+ ১	২

আমরা দুই বন্ধু মেলায় গেলাম। আমি ১০ টাকা দিয়ে বেলের পানা খেলাম। আমার বন্ধু ১২ টাকা দিয়ে লস্যি খেল। আমাদের মোট কত টাকা খরচ হলো হিসাব করি।

টাকা	পয়সা
২০	৫০
- ৩	৫০

একটা ধোসার দাম ২০ টাকা ৫০ পয়সা। একটা ইডলির দাম ৩ টাকা ৫০ পয়সা। একটা ইডলির দাম একটা ধোসার দামের থেকে কত বেশি হিসাব করি।

শিখন পরামর্শ : টাকা-পয়সার যোগ-বিয়োগের ধারণা।

টাকা	পয়সা
৪	৫০
+ ১	৫০

এক কাপ চায়ের দাম ৪ টাকা ৫০ পয়সা। একটা বিস্কুটের দাম ১ টাকা ৫০ পয়সা। এক কাপ চা ও একটা বিস্কুটের মোট দাম কত হিসাব করি।
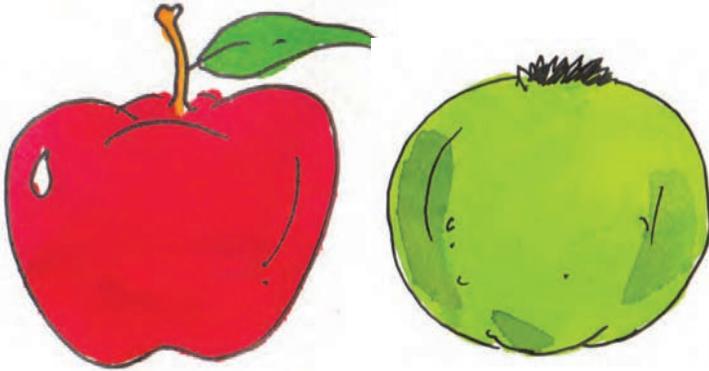
একটি আপেলের দাম ১০টাকা ও একটি পেয়ারার দাম ৩টাকা। একটি আপেলের দাম ও একটি পেয়ারার দামের মধ্যে পার্থক্য কত দেখি।

১টি সন্দেশের দাম ৬ টাকা। ১টি সিঙগারার দাম ৪ টাকা ৫০ পয়সা। ১টি লাড্ডুর দাম ৫ টাকা।

নিজে গল্প লিখি ও মোট দাম খুঁজি:

সহজপাঠে বাড়িঘর সংক্রান্ত বাক্য/বাক্যাংশ/পঙ্‌ক্তিগুলি খুঁজে দেখি

১। ও যাবে সংসারবাবুর বাসায়।

২। আঙিনায় বাদ্য বাজছে।

৩। তাঁর ঘরে সুন্দর দেখে ফুলদানি রেখো।

৪। তার দরমার বেড়া ভেঙে গেল।

৫। জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে
হোথায় হব বনবাসী,
কেউ কোত্থাও নেই।

৬। বাঁধব তোমার ছোট্ট কুঁড়ে।

৭। মিশ্রদের বাড়ি আশ্রয় নেব।

৮। আবার ফিরে আসি আপন গাঁয়ে।

৯। দোতলা ঘরের পালঙ্কের ওপর আছে।

১০। রান্নাঘর থেকে বিড়াল ডাকছে।

শিখন পরামর্শ : *শিক্ষার্থীরা সহজ পাঠের বাড়ি ঘর সংক্রান্ত বাক্যগুলি পড়বে।*

১। ‘সহজ পাঠ’, দ্বিতীয় ভাগ থেকে বাড়ি-ঘর সংক্রান্ত আরো বাক্য/বাক্যাংশ/পঙ্‌ক্তি খুঁজে নিয়ে লিখি।

২। নীচের কোন প্রাণীর বাসস্থান কী ধরনের তা ছবি দেখে লিখি :

২। নীচের কোন প্রাণীর বাসস্থান কী ধরনের তা ছবি দেখে লিখি :
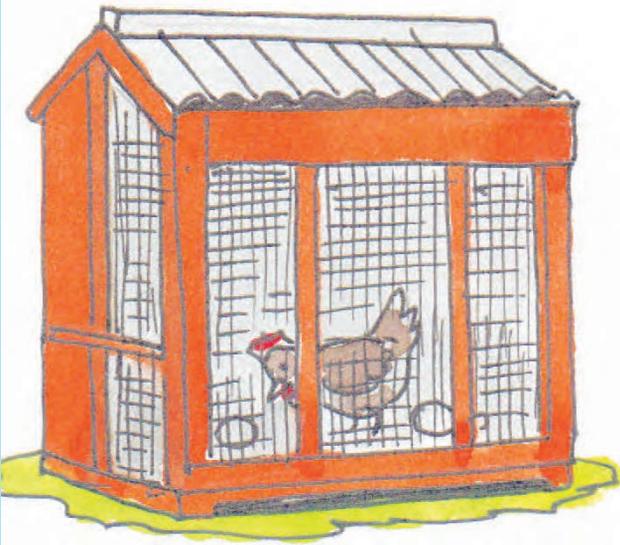
২। নীচের কোন প্রাণীর বাসস্থান কী ধরনের তা ছবি দেখে লিখি :
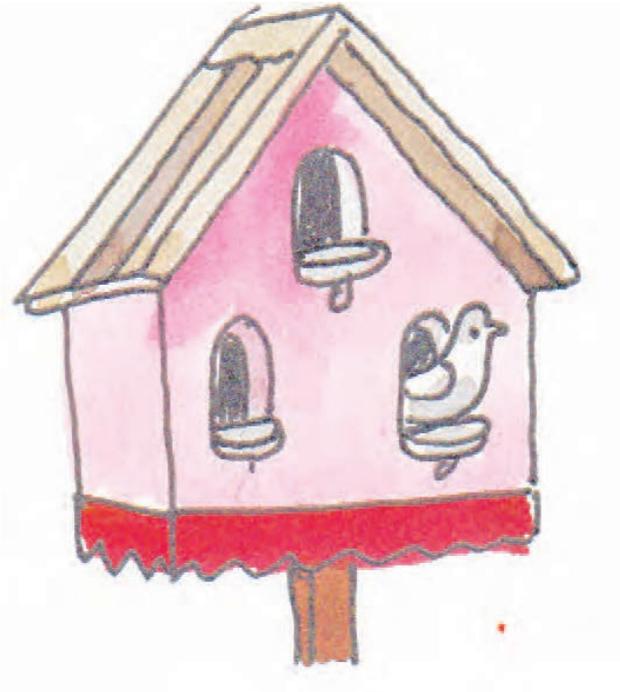
২। নীচের কোন প্রাণীর বাসস্থান কী ধরনের তা ছবি দেখে লিখি :

৩। ‘সহজ পাঠ’, দ্বিতীয় ভাগ থেকে আরো কিছু প্রাণীর নাম আর তাদের বাসস্থান সম্পর্কে লিখি :

____

____

____

____

____

____

এসো বাড়ি বিষয়ে নীচের শব্দগুলির সঙ্গে পরিচিত হই

ঘর	খিড়কি	বৈঠকখানা	চিলেকোঠা
রান্নাঘর	পাঁচিল	চাতাল	কার্নিস
ছাদ	চালা	পাল্লা	দরজা জানালা
কপাট	ঘুলঘুলি	চৌকাঠ	ইট
সিঁড়ি	জাফরি	বেড়া	

৪। নীচের শব্দগুলি বাক্যে ব্যবহার করি :

ঘুলঘুলি, চাতাল, কার্নিস, পাঁচিল, সিঁড়ি, ছাদ।

যেমন — চড়াই পাখি ঘুলঘুলিতে বাসা বাঁধে।

বাড়ির ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসের পরিচয়

ছবি	যে জিনিসের ছবি	যে কাজে লাগে

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা বাড়ি ঘর বিষয়ক শব্দগুলি পড়বে ও উপরের কাজগুলি করবে।

বাড়ির ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসের পরিচয়

ছবি	যে জিনিসের ছবি	যে কাজে লাগে
12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6		

৫। বর্ণগুলি যোগ করি, সহায়ক শব্দগুচ্ছ পড়ি ও নতুন শব্দ বানাই।

(ক) শ+র $\xrightarrow{\text{শ্র}}$ যেমন ঘর বাড়ি— আশ্রয়।

(খ) স+ত $\xrightarrow{\text{স্ত}}$ বড় বা বিশাল— —————।

(গ) ঙ+গ $\xrightarrow{\text{ঙ্গ}}$ মাঠ/ সামনের জায়গা— ————।

৬। নীচে নানান ধরনের বাড়ির ছবি দেখি। তাদের প্রতিটি সম্বন্ধে দুটি করে বাক্য লিখি।

৭। নীচের ছবিতে যে যে জিনিস আছে, তাদের নাম লিখি। সেগুলি কোন কোন কাজে লাগে তাও লিখি :

Read the sentences.
Fill in the table :

1. We followed the man.
2. They visited our house.
3. We moved to a new place.
4. I love my country.
5. You climb the tree.

Yesterday	Today

Read the sentences :

Long ago, people walked from place to place. Then someone tamed horses. People could go farther than ever before. They could go faster, too.

Learning tips : Students will read the sentences and do the activities.

After a while, someone made a wagon.Horses pulled the wagon. Then people could move big, heavy things.

Today we have cars, boats, planes, and trains. There are big trucks. These are all forms of transportation.

Fill in the gaps with words from the passage:

(1) Long ago, people ____________ from place to place.

(2) After taming horses, people could __________ farther than ever before.

(3) Horses ___________ the wagon.

(4) Cars, boats, planes __________ all forms of transportation.

১০০	৯৯	৯৮	৯৭	৯৬	৯৫	৯৪	৯৩	৯২	৯১
৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০
৮০	৭৯	৭৮	৭৭	৭৬	৭৫	৭৪	৭৩	৭২	৭১
৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০
৬০	৫৯	৫৮	৫৭	৫৬	৫৫	৫৪	৫৩	৫২	৫১
৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০
৪০	৩৯	৩৮	৩৭	৩৬	৩৫	৩৪	৩৩	৩২	৩১
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
২০	১৯	১৮	১৭	১৬	১৫	১৪	১৩	১২	১১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

শিখন পরামর্শ : লুডো খেলার মাধ্যমে যোগ-বিয়োগ।

আমি আর বুবাই সাপ লুডো খেলব।

খেলার নিয়মটা কী?

ছক্কায় পুট পড়লে খেলা শুরু হবে ও আর এক বার
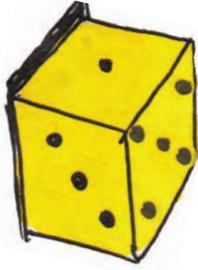
চালের সুযোগ পাওয়া যাবে।

মইয়ের তলায় ঘুঁটি এলে মইয়ের ওপরে উঠে যাবে।

সাপের মুখে ঘুঁটি পড়লে সাপের লেজে নেমে আসবে।
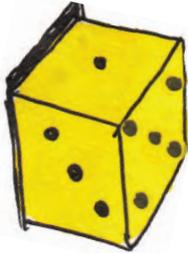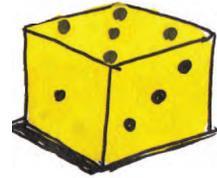
আমার পড়ল এবং তার পর পড়ল।

আমি প্রথমে ৫-এর ঘরে গেলাম। সেখান থেকে মইয়ে করে ২৮-এর ঘরে উঠলাম। মইয়ে করে কত ঘর এগোলাম?

	দ	এ
	২	৮
-		৫

খেলা চলতে চলতে বুবাইয়ের ঘুঁটি ৬৯ -এর ঘরে এল। সাপের মুখে পড়ে ঘুঁটি ২৫-এর ঘরে নেমে এল। বুবাইয়ের ঘুঁটি নেমে এল

	দ	এ
	৬	৯
-	২	৫

১. যদি আমার ঘুঁটি ৩১ -এ আসে। আমি কতঘর যাব দেখি।

	৩	১
-	১	০
	২	১

ঘর পিছিয়ে পৌঁছোব। অর্থাৎ ২১-১ = ২০ টা ঘর পিছিয়ে যাব।

শিখন পরামর্শ : খেলার মাধ্যমে যোগ-বিয়োগ।

২. বুবাইয়ের ঘুঁটি ১৭-এর ঘরে। কিন্তু তার পড়েছে।

দ এ

ঘুঁটি যাবে

\+ ______ ঘরে।

৩. যদি আমার ঘুঁটি ১৮-এর ঘরে আসে আর পড়ে তবে আমার ঘুঁটি ☐ ঘরে বসবে।

নিজে করি:

৪. আমার ঘুঁটি ☐ ঘরে। কিন্তু ছক্কায় ☐ পড়েছে।

তাই আমার ঘুঁটি ☐ ঘরে বসালাম।

দ এ

\+

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা ছবি দেখে কাজগুলি করবে।

Listen and say...

Way up in the sky
The butterflies fly.
While down in their nests
The butterflies rest.

 Learning tips : Teacher will encourage the students to participate in the rhyme.

With a wing to the left
And a wing to the right
The sweet little butterflies
Sleep all through the night.
The bright sun comes up.
The dew falls away.
Good morning, good morning
The butterflies say.

See and colour :

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের ছবিটিতে রং করবে।
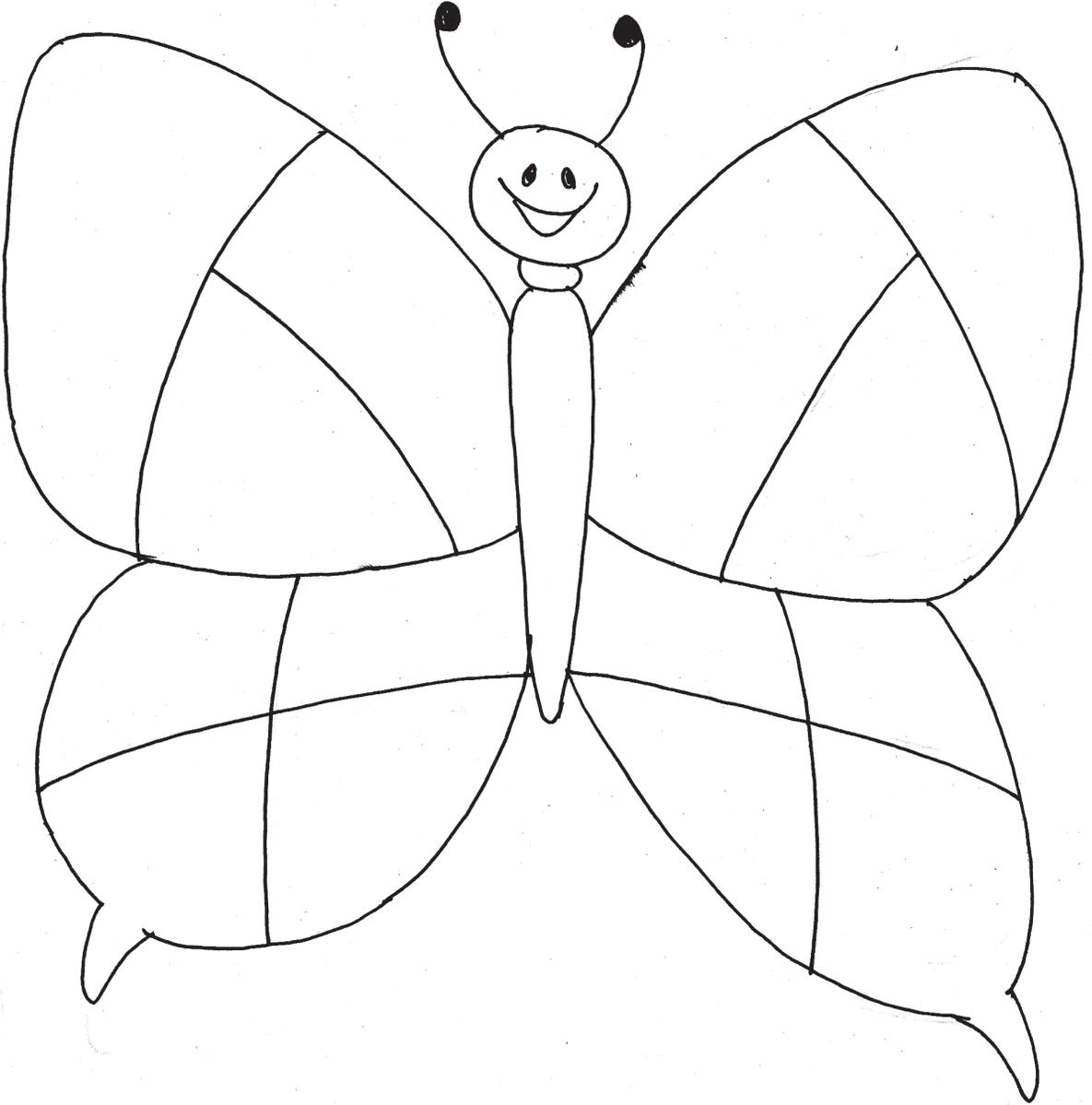
টবে মাটি ভরতি করি

ছবি ১

ছবি ২

শিখন পরামর্শ : সরল অঙ্কের ধারণা।

শীতকাল আসছে। টবে নতুন গাছ লাগানো হবে। প্রথমে ৯টি টবে মাটি ভরতি করলাম। তারপর আরও ৮টি টবে মাটি ভরতি করলাম। কিন্তু টবে মাটি ভরতি করতে গিয়ে ৫টি টব ভেঙে গেল। কটি টবে মাটি ভরতি করলাম হিসাব করি।

প্রথমে মাটি ভরতি করলাম ☐ টি টবে।

তারপরে মাটি ভরতি করলাম ☐ টি টবে।

মোট মাটি ভরতি করলাম ৯+৮ = ☐ টি টবে।

কিন্তু ৫টি টব ভেঙে গেল। তাই না ভাঙা মাটি ভরতি টব ১৭ - ৫ = [ ] টি।

ঘটনাটি গণিতের ভাষায় ছোটো করে পাই, ৯ + ৮ - ৫

= [ ] - ৫

= [ ]

১) আমি খাতা কিনব। তাই বাবা আমাকে ৫ টাকা দিলেন। মাও আমাকে ৪ টাকা দিলেন। আমি ৬ টাকা দামের একটা খাতা কিনলাম। এখন আমার কাছে [ ] টাকা আছে।

(ছোটো করে গণিতের ভাষায় লিখে হিসাব করি।)

২) নিজে মান খুঁজি :

ক) ৭+৮-৩ খ) ৩+৪-৭ গ) ৫+৯-৩

ঘ) ৫+২-৬ ঙ) ১৮+৩-৭ চ) ২৫+৫-১৩

কেক বিক্রি করি

একটি দোকানে ১৮টি কেকের প্যাকেট ছিল। তার থেকে দোকানদার ৮টি প্যাকেট বিক্রি করে দিলেন। তারপর ওই দোকানদার আবার ১০টি কেকের প্যাকেট কিনে দোকানে রাখলেন। এখন ওই দোকানে কটি কেকের প্যাকেট রইল হিসাব করি।

দোকানে কেকের প্যাকেট ছিল ☐ টি।

কেকের প্যাকেট বিক্রি হলো ৮টি। বিক্রির পরে কেকের প্যাকেট পড়ে রইল ১৮ − ৮ = ☐ টি।

আরও ☐ টি কেকের প্যাকেট কিনলেন।

এখন দোকানে মোট কেকের প্যাকেট হলো ১০ + ১০ = ☐ টি।

ঘটনাটি গণিতের ভাষায় ছোটো করে পাই ১৮ - ৮ + ১০ = ☐ + ১০ = ☐

হাতেকলমে

১৮ →

১৮ - ৮ →
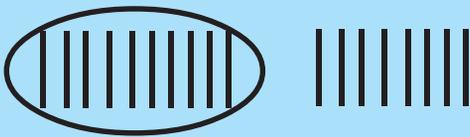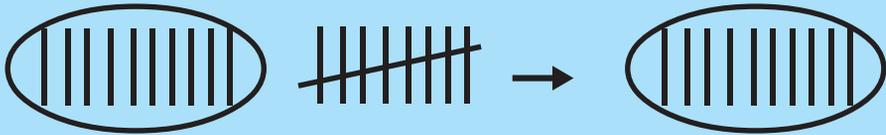
১৮ - ৮ + ১০ → → ২০
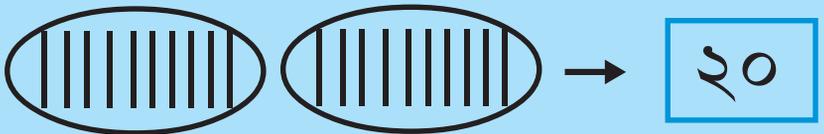
১। আমাদের ভ্যান গাড়িতে ৫জন যাত্রী বসে আছেন। ৩জন যাত্রী বাজারে নেমে গেলেন। কিন্তু আরও ২জন যাত্রী গাড়িতে উঠলেন। এখন ভ্যানগাড়িতে কতজন যাত্রী আছেন গণিতের ভাষায় ছোটো করে লিখে হিসাব করি। (নিজে করি)

২। নিজে মান খুঁজি :

ক) ৮-২+৫ খ) ৭-৩+১

গ) ৯-৪+৬ ঘ) ৫-১+৪

ঙ) ১২-৩+৬ চ) ২৭-৯+৫

কাগজের নৌকা তৈরি করি

আজ বৃষ্টি পড়ছে। আমরা ঠিক করেছি কাগজের নৌকা তৈরি করব। মিতালি ৭ টি কাগজের নৌকা তৈরি করেছে। আমি ২টি নৌকা জলে ভাসিয়ে দিয়েছি। মিতালিও ২টো নৌকা জলে ভাসিয়ে দিল। এখন মিতালির কাছে কতগুলো কাগজের নৌকা রইল হিসাব করি।

মিতালি তৈরি করেছিল ☐ টি কাগজের নৌকা।

আমি জলে ভাসিয়েছি ☐ টি কাগজের নৌকা।

এখন বাকি রইল ৭ - ২ = ৫ টি কাগজের নৌকা।

মিতালিও জলে ভাসিয়ে দিল ☐ টি কাগজের নৌকা।

এখন মিতালির কাছে রইল ৫ - ২ = ৩টি কাগজের নৌকা।

গণিতের ভাষায় ছোটো করে লিখে কী পাই দেখি :

৭ - ২ - ২

= ৫ - ২ = ৩

হাতে কলমে,

□	→	৭	|||||||
□	→	৭ - ২	||||||| → |||||
□	→	৭ - ২ - ২	||||| → ||| → ৩

১) থালায় ১২টি মোয়া ছিল। ভাই ৪টি মোয়া খেয়ে নিল। আমিও ৩টি মোয়া খেলাম। এখন থালায় কতগুলি মোয়া রইল গণিতের ভাষায় ছোটো করে লিখে হিসাব করি। (নিজে করি)

নিজে করি :

১. ৯ - ২ - ৩ ২. ৭ - ২ - ১ ৩. ৮ - ২ - ৬

৪. ৫ - ৪ - ১ ৫. ১৮-৫-৭ ৬. ২১-১৪-৭

গল্প পড়ি ও কষে দেখি

১. স্কুলের সামনের উঠোনে অনেক পাতা পড়ে আছে। একজন ছাত্র ১০টি শুকনো পাতা তুলে একটি ফাঁকা ঝুড়িতে রাখল। তার বন্ধু ওই ঝুড়িতে আরও ৯টি শুকনো পাতা রাখল। হাওয়াতে ওই ঝুড়ির থেকে ৬ টি পাতা উড়ে উঠোনে চলে গেল। ঝুড়িতে কটা পাতা রইল গণিতের ভাষায় ছোটো করে লিখে হিসাব করি।

শিখন পরামর্শ : সরল অঙ্কের ধারণার প্রয়োগ।

২. আমার কাছে ১৭টি লজেন্স আছে। আমার দাদা আমাকে ১২টি লজেন্স দিল। আমি ভাইকে ৪টি লজেন্স দিয়ে দিলাম। আমার কাছে এখন কটা লজেন্স রইল গণিতের ভাষায় ছোটো করে লিখে হিসাব করি।

৩. সুতপার কাছে ২৯টি রং পেনসিল ছিল। সে রফিককে ৮টি রং পেনসিল দিল। রীনাও সুতপার থেকে ৩ টি রং পেনসিল নিল। সুতপার কাছে এখন কতগুলো রং পেনসিল রইল গণিতের ভাষায় ছোটো করে লিখে হিসাব করি।

৪. মেলায় যাবার জন্য বাবা আমাকে ১৫ টাকা দিলেন। আমি ভাইকে ৬ টাকার বাঁশি কিনে দিলাম। বাবা আমাকে আরও ৮ টাকা দিলেন। এখন আমার কাছে কত টাকা আছে গণিতের ভাষায় ছোটো করে লিখে হিসাব করি।

৫. আমাদের স্কুলে ফেব্রুয়ারি মাসে ☐ দিন, মার্চ মাসে ☐ দিন ও এপ্রিল মাসে ☐ দিন ছুটি ছিল। তিন মাসে আমাদের স্কুলে মোট কত দিন ছুটি ছিল গণিতের ভাষায় ছোটো করে লিখে হিসাব করি।

নিজে করি

৫ × ৩

২০ - ৫

৩০ ÷ ২

১০ + ৫

১৫

১০

১২

২০

১৪

১৮

৩০

২৫

শিখন পরামর্শ : একটি সংখ্যাকে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের মাধ্যমে প্রকাশ।

সংখ্যা নিয়ে মজা করি

১,২,৩,৪,৫,৬ দিয়ে ফাঁকা ঘরগুলো ভরতি করি যাতে একই লাইনের যোগফল একই হয়।

পাশে লিখি:

১ + ৬ + ২ = ☐

২ + ☐ + ৩ = ৯

৩ + ☐ + ১ = ☐

সংখ্যা নিয়ে মজা করি

এবার আমি ২,৩,৪,৫,৬ ও ৭ দিয়ে ফাঁকা ঘর ভরতি করি যাতে একই লাইনের যোগফল একই পাই।
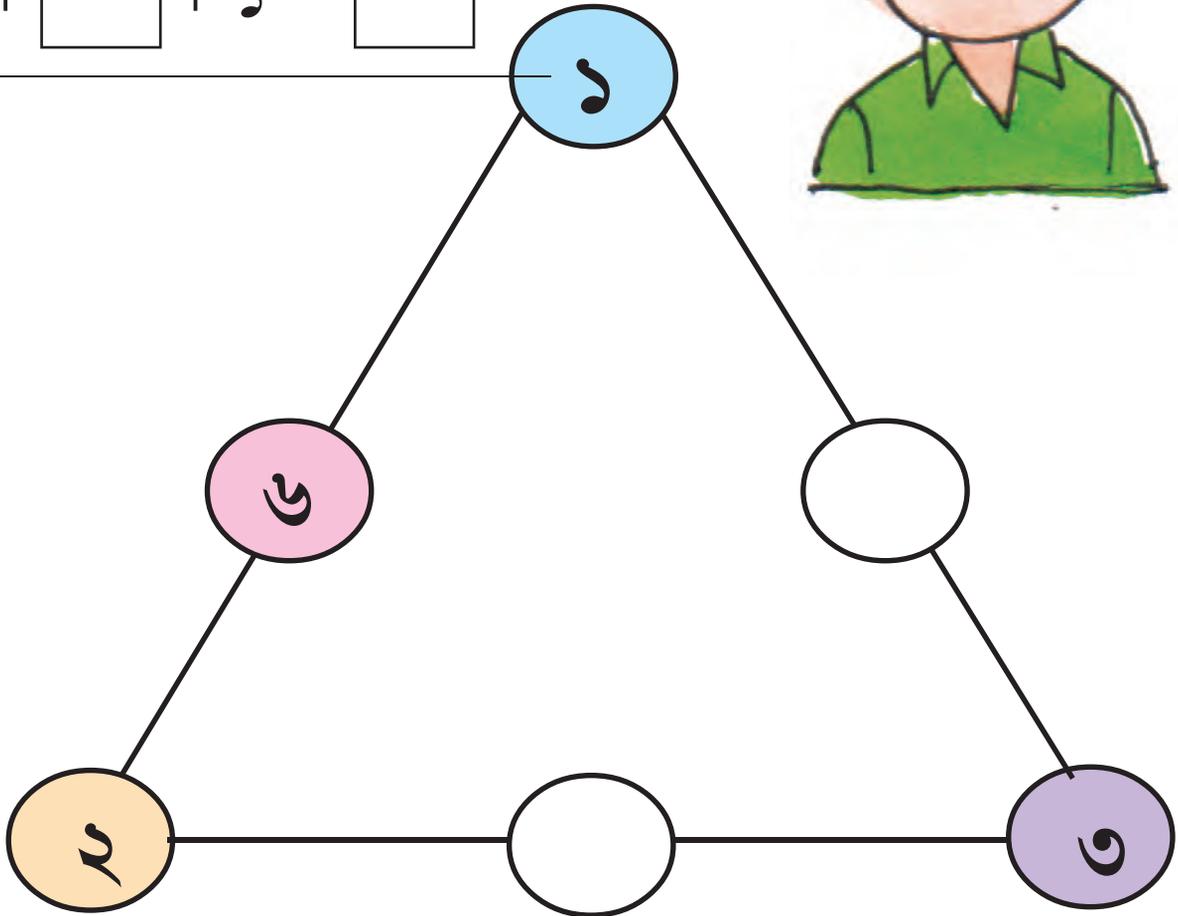
কীভাবে পেলাম দেখি

২ + ৭ + ৩ = ☐

৩ + ৫ + ☐ = ☐

৩ + ☐ + ☐ = ১২

কী সংখ্যা বসাব ভাবি

	?	
১০		১৪
৪	৬	৮

নিজে তৈরি করি

হারিয়ে যাওয়া সংখ্যা খুঁজি :

৭

৯

৫

১

৩

৫

৩

৬

৪
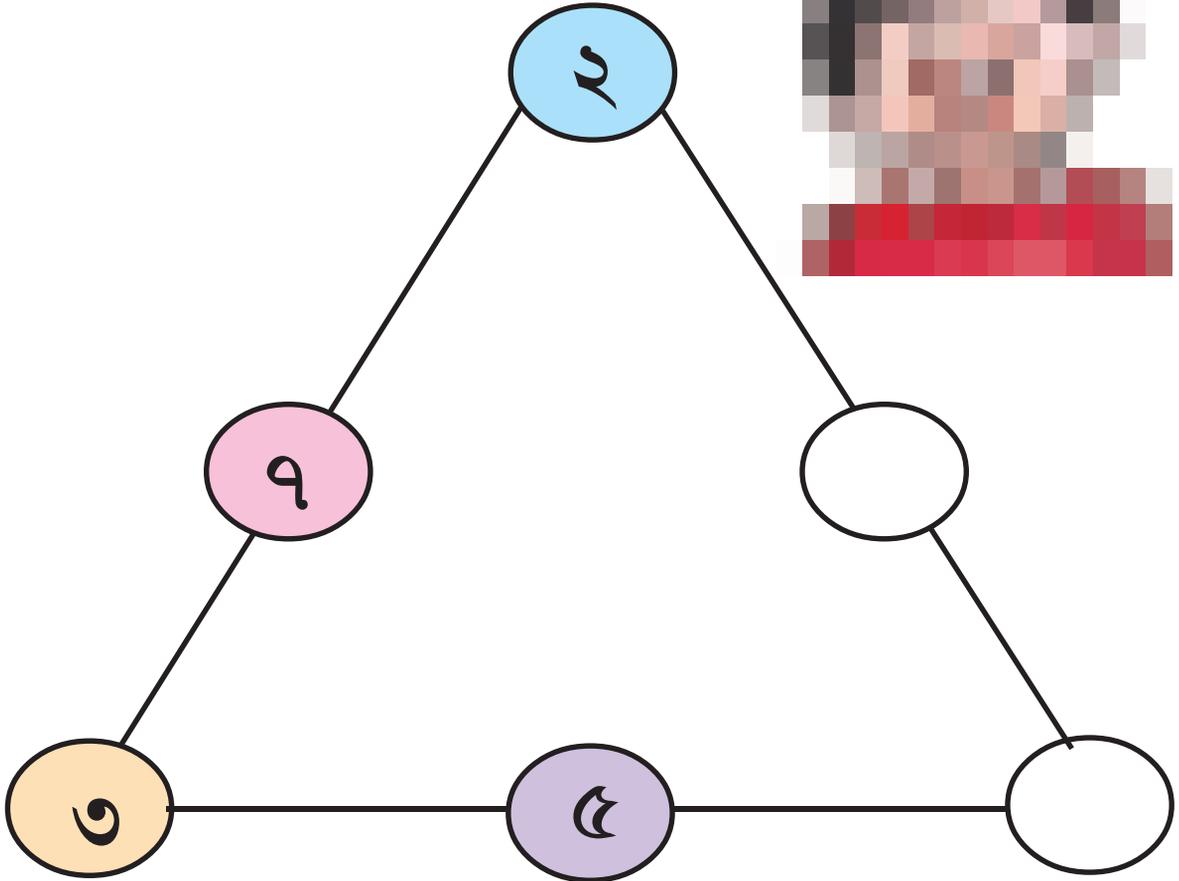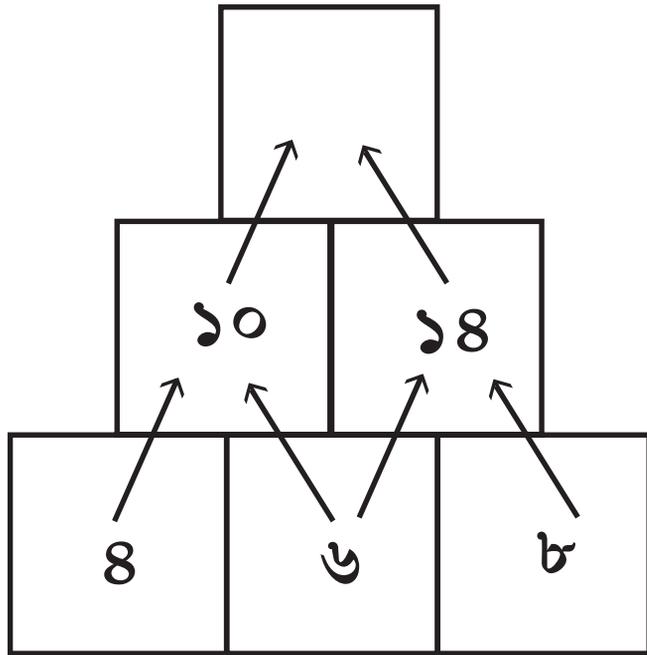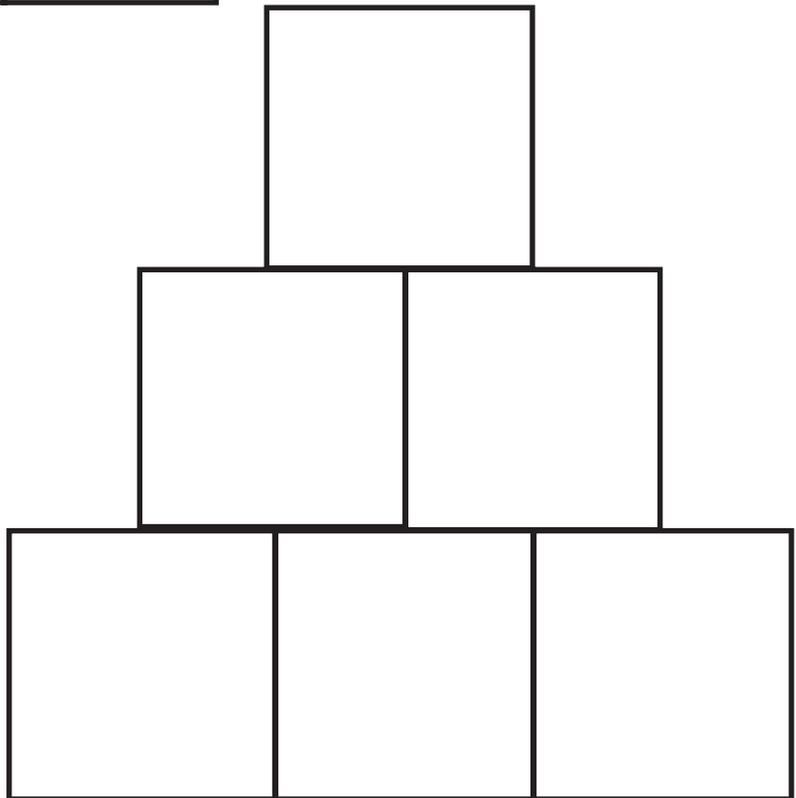
শিখন পরামর্শ : সংখ্যার মজা।
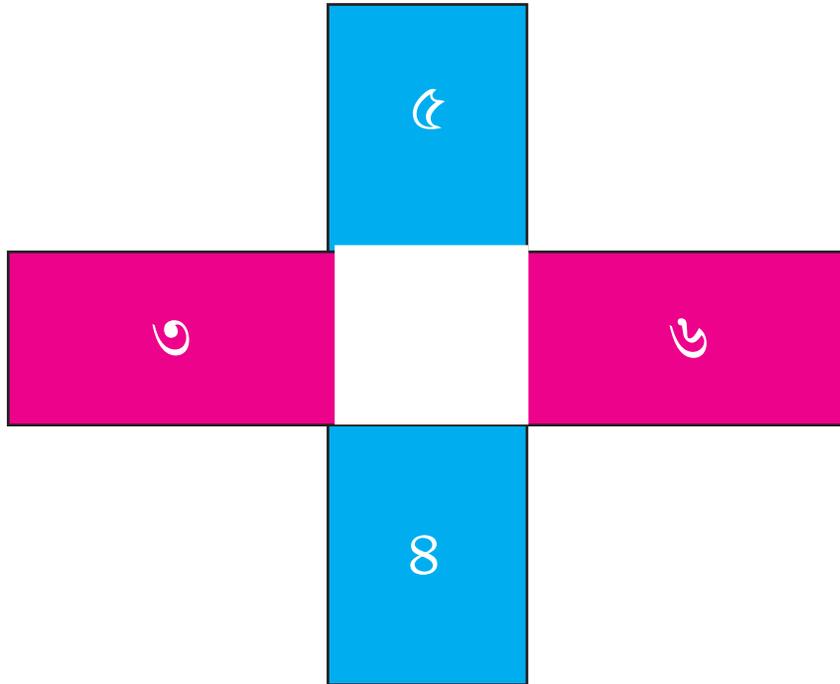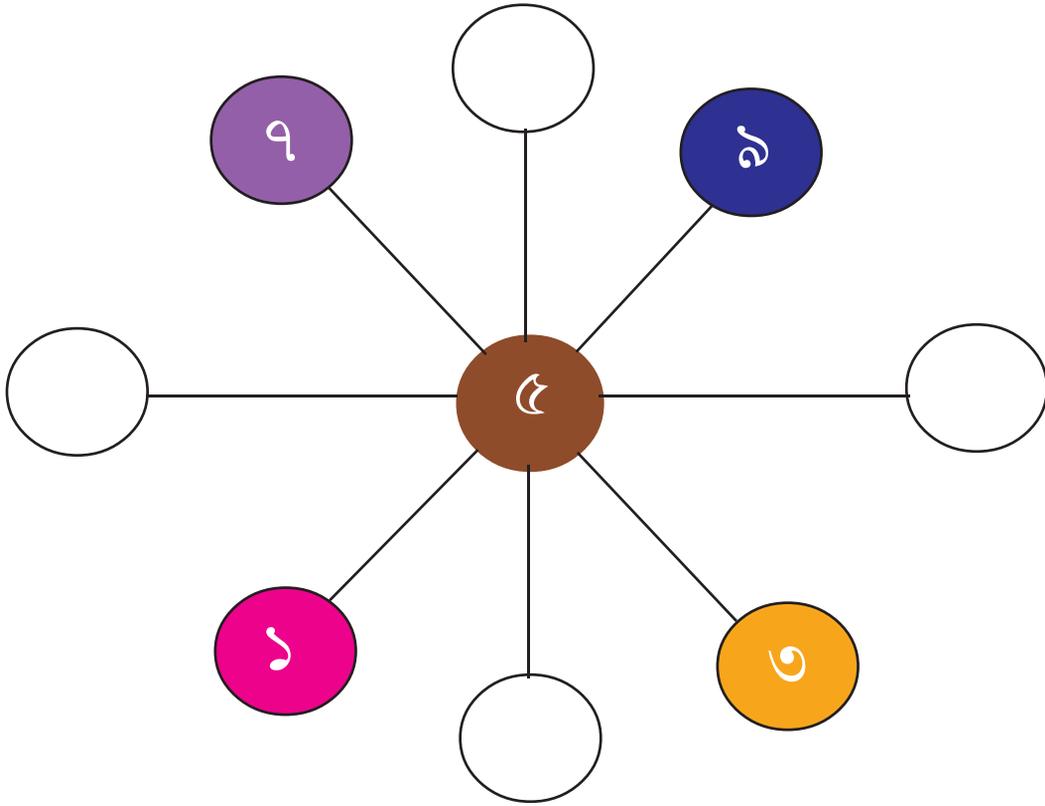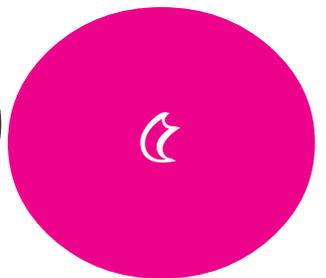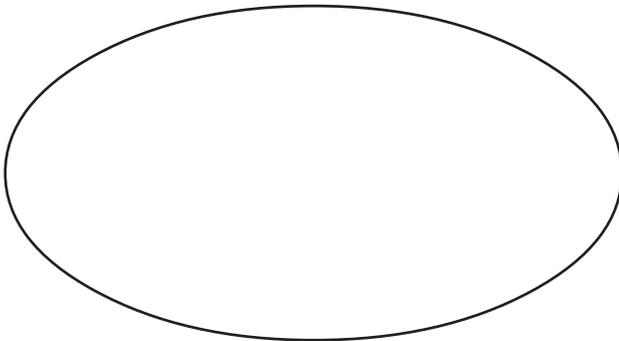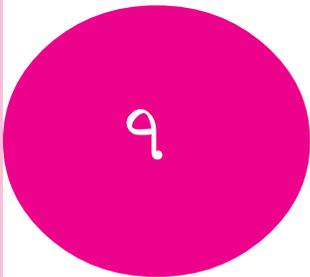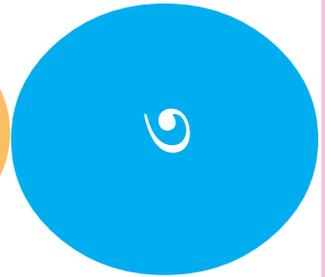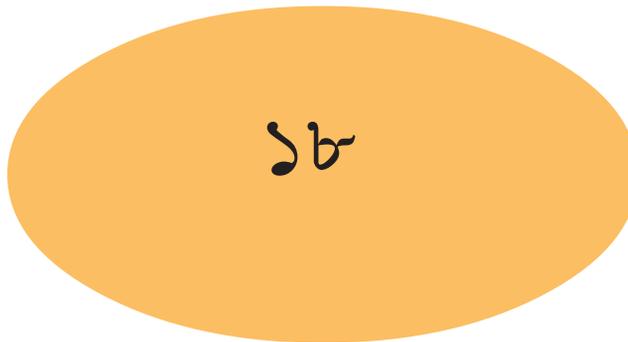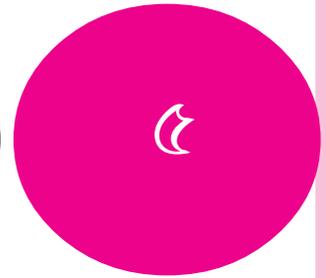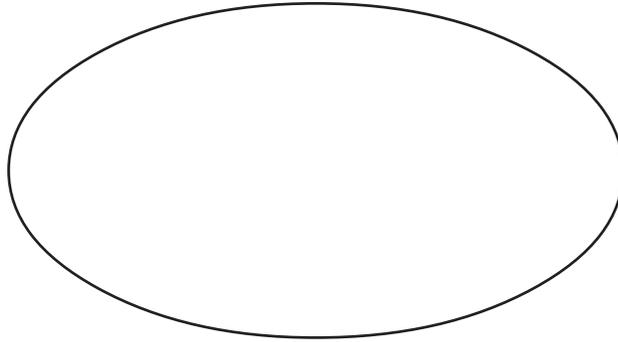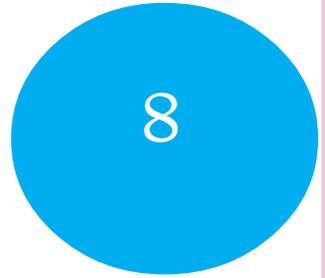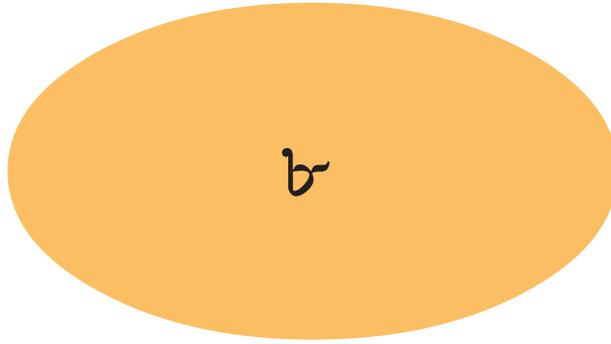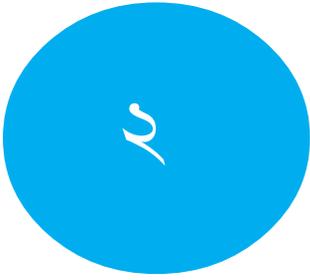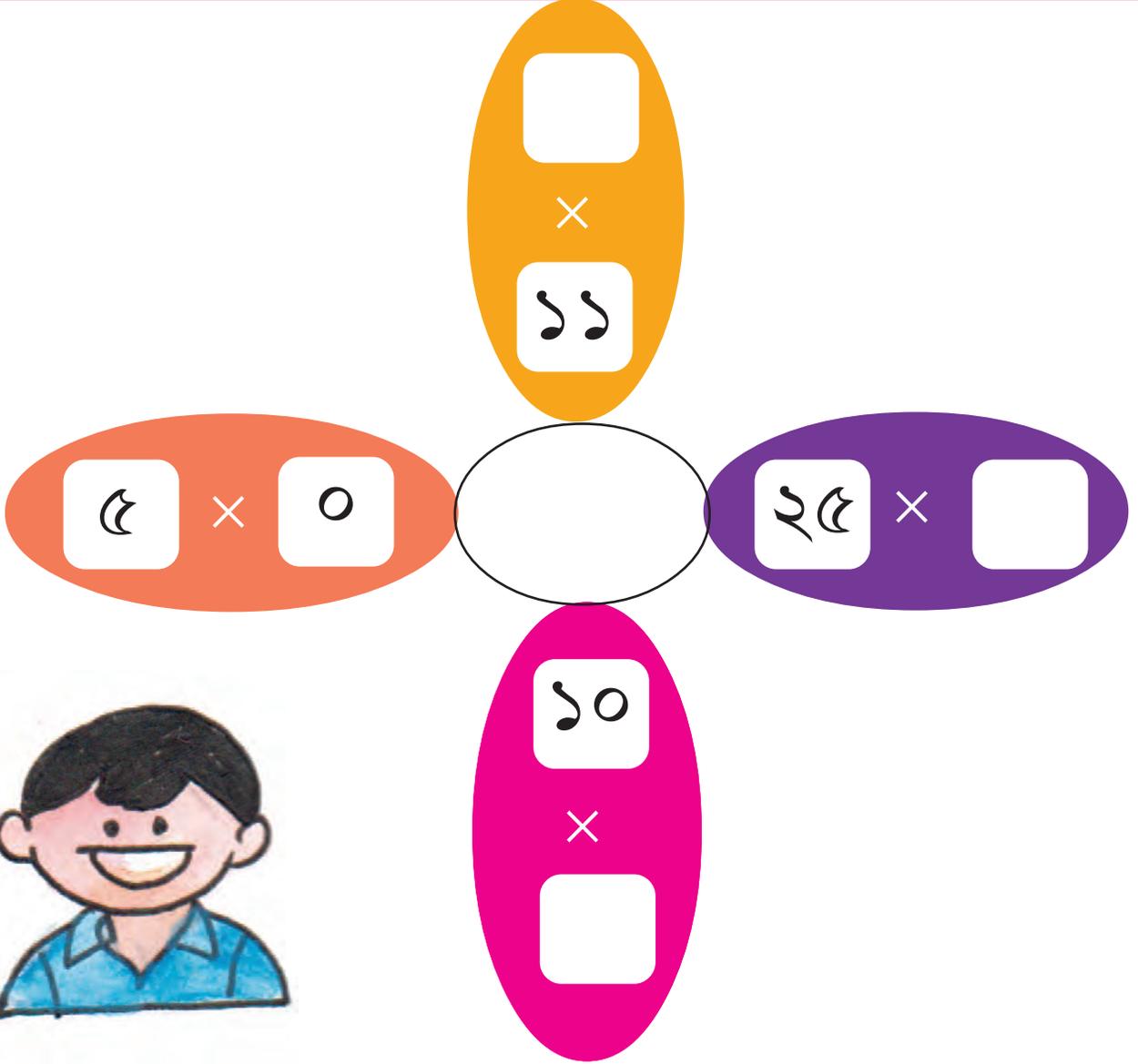
১। দুটো ২ দিয়ে ০, ১, ৪ পাওয়ায় চেষ্টা করি।

২। দুটো ৩ দিয়ে ০, ১, ৬ ও ৯ তৈরি করি।

৩। তিনটে ৩ দিয়ে কী কী পাই দেখি।

৪। যেকোনো সংখ্যার সঙ্গে কী যোগ করলে সেই সংখ্যাই পাব দেখি।

প্রজাপতি! প্রজাপতি!

প্রজাপতি! প্রজাপতি!
কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা।
টুকটুকে লাল নীল ঝিলমিল আঁকাবাঁকা,
কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা।।
মোর মন যেতে চায় না পাঠশালাতে
প্রজাপতি তুমি নিয়ে যাও সাথে করে
তোমার সাথে, প্রজাপতি।।
তুমি হাওয়ায় নেচে নেচে যাও

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্যে উপরের গানটি গাইবে।

আর তোমার মতো মোরে আনন্দ দাও,

এই জামা ভালো লাগে না

দাও জামা ঐ ছবি আঁকা।

কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা।।

তুমি টুলটুলে বনফুলে মধু খাও

মোর বন্ধু হয়ে সেই মধু দাও,

ওই পাখা দাও, সোনালি রূপালি পরাগ মাখা।

কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা।।

কাজী নজরুল ইসলাম
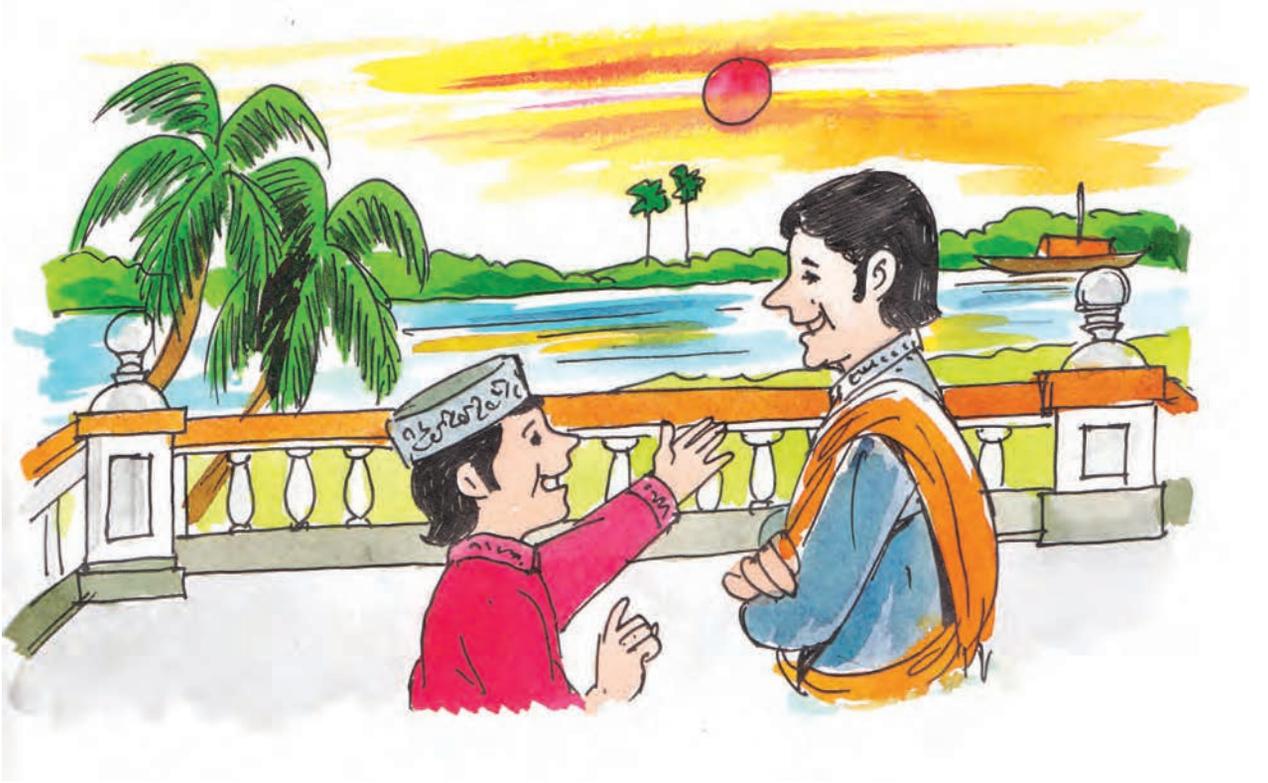
প্রথম পুরস্কার

স্বপনবুড়ো

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে প্রথম পুরস্কার পান তাঁর বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে। একটি গান রচনা করার জন্যে বাবা ছেলেকে এই পুরস্কার প্রদান করেন। এই ঘটনাটি একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার। কে জানে, এই পুরস্কারের প্রেরণা লাভ করে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে ‘নোবেল

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা নাটকটি পড়বে। শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের দ্বারা নাটকটি বিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হবে।

পুরস্কার’ পেয়েছিলেন কিনা। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমি একটি নাটিকা রচনা করে দিলাম। তোমরা ২৫ বৈশাখে অভিনয় করতে পারবে।

চুঁচড়োয় গঙ্গাতীরে একটি বাড়ির ছাদ। দূরে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। ছাদের রেলিং ছাড়িয়ে কয়েকটি নারকেল গাছের মাথা আকাশে উঁচু হয়ে উঠেছে। ভোরবেলা। আকাশে সবে সূর্য উঠছে। নানারকম পক্ষী-পাখালির ডাক শোনা যাচ্ছে। ভোরবেলার পরিবেশটি ভারী মধুর। কিশোর রবি আর তাঁর জ্যোতি দাদা ছাদে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন।

রবি।। জানো জ্যোতি দাদা, চুঁচড়োর এই গঙ্গার ধারের বাড়িতে এসে আমার কী যে ভালো লাগছে তোমায় কী বলব! মনে হচ্ছে, সারা পৃথিবী যেন আমার

কানে-কানে গান হয়ে ধরা দিয়েছে। মাথার ওপরকার আকাশটা অনেক নিচু হয়ে যেন আমার সঙ্গে মিতালী পাতায়! গঙ্গার ওপর দিয়ে যখন-তখন পাল তোলা নৌকো চলে যায়, আমার মনে হয় যেন ওদের সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাত্রা করি।
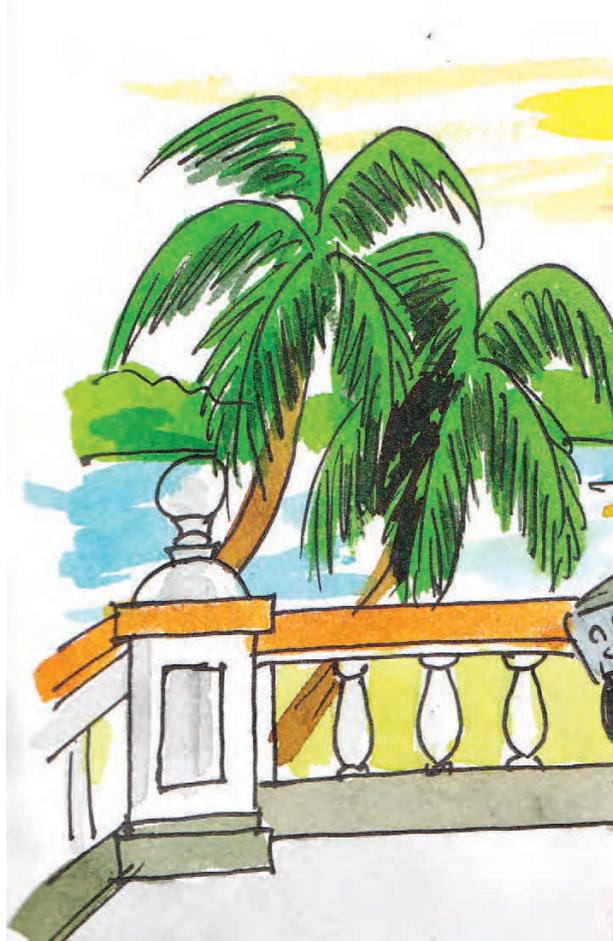
আর এই যে সকাল বেলা নাম-না-জানা পাখিরা সব ডেকে যাচ্ছে ... আমার মনে হচ্ছে ... ওরা যেন সবাই আমার কানে নতুন সুর শুনিয়ে যাচ্ছে ... । কত সুর যে আমার হৃদয়ে বাসা বেঁধেছে তোমায় কি বলব, জ্যোতি দাদা! কেবলি মনে হচ্ছে, সারা জীবন আমি শুধু গান শুনিয়ে যাই ...

জ্যোতি ।। চুঁচড়োয় এসে নতুন কোনো গান বাঁধলি রবি? তোর গানের সঙ্গে বাজাতে আমার খুব ভালো লাগে।

রবি ।। হ্যাঁ জ্যোতি দাদা। সেই যে খাতাটা তৈরি করেছিলাম জোড়াসাঁকোতে ... এখানে এসে গানে-গানে একেবারে ভর্তি হয়ে গেছে। একটু নিরিবিলি যায়গায় খাতা-পেন্সিল নিয়ে বসলেই নতুন ছন্দের নতুন সুরের গান তৈরি করে ফেলছি।

জ্যোতি ।। আমায় শোনাবি নে সেই সব গান, রবি?

রবি ।। নিশ্চয়। যে সব গানে সুর দিতে পারিনি...

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা নাটকটি পড়বে। শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের দ্বারা নাটকটি বিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হবে।

শুধু ছন্দটা মনকে দোলা দিয়েছে ... সেগুলো তো তোমার কাছেই তুলে ধরব। তুমি বাজাবে, আমি নতুন করে তাতে সুর জোগাব।

জ্যোতি ।। ঠিক আছে। আজ দুপুরবেলা তুই আমায় গানগুলো শোনাবি, রবি। আমি পিয়ানো বাজিয়ে নতুন-নতুন সুরের সৃষ্টি করব। তোর কথায় সুর জোগাতে আমার কিন্তু ভারী ভালো লাগে।

রবি ।।কাল গভীর রাত্রে আমার কী হয়েছিল জানো, জ্যোতি দাদা?

জ্যোতি ।। কী হয়েছিল, রে রবি?

রবি ।।অনেক রাত্তিরে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা নাটকটি পড়বে। শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের দ্বারা নাটকটি বিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হবে।

তখন সারা বাড়িতে কেউ জেগে নেই। দূর থেকে গঙ্গার কুলুকুলু শুনি । আমার কানে যেন নতুন ছন্দ জাগিয়ে দিলে। এপাশ-ওপাশ করতে লাগলাম। ঘুম আর কিছুতে আসে না! ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে উঠে এলাম এই ছাদে...।

জ্যোতি ।।একা একা তোর ভয় করল না, রবি?

রবি।। ভয়? ভয়ের কথা একবারও মনে হলো না, জ্যোতি দাদা! অথচ তুমি জানো, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আমার কীরকম ভূতের ভয় ছিল?

জ্যোতি ।।তারপর রবি?

রবি।।তারপর অনেকক্ষণ ধরে গঙ্গার দিকে তারিয়ে রইলাম। আকাশে চাঁদের আলো, ভাঙা-ভাঙা মেঘগুলো সেই চাঁদের ওপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে ... দেখে-দেখে আর চোখ ফেরাতে পারিনে! মনে হলো ... কত না-বলা গান এসে আমার বুকে বাসা বেঁধেছে। এই গঙ্গার স্রোতের মতো তারা মুক্তি পেতে চায়। নির্ঝরের স্বপ্ন

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা নাটকটি পড়বে। শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের দ্বারা নাটকটি বিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হবে।

ভঙ্গ হবে কবে? চাঁদের আলো গঙ্গার বুকে খেলা করে বেড়াতে লাগল ... আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

জ্যোতি ।।সারা রাত ঘুমুলি না, রবি? শুধু গঙ্গায় জল আর চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখলি?

রবি ।।একটা রাত না ঘুমুলে কী হয়, জ্যোতি দাদা? কিন্তু তার বদলে আমি কী পেয়েছি, জানো?

জ্যোতি ।।কী রে রবি?

রবি ।।ভোরবেলা একটি সুন্দর গান আমার মনে ধরা দিয়েছে।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা নাটকটি পড়বে। শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের দ্বারা নাটকটি বিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হবে।

জ্যোতি ।।সত্যি? সেই গানের প্রথম লাইনটি আমায় বলবি নে?

রবি ।।কেন বলব না, জ্যোতি দাদা? প্রথম লাইনটি হচ্ছে ...

'নয়ন তোমায় পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে-নয়নে ...'

জ্যোতি ।।[উৎসাহিত হয়ে] বাঃ! চমৎকার কথাটি তো! 'নয়ন তোমায় পায় না দেখিতে ... রয়েছ নয়নে-নয়নে ...' এমন সুন্দর কথাটিকে হারিয়ে দিতে পারিনে! আমি এক্ষুনি হারমেনিয়াম নিয়ে আসি। তুই গাইবি, আমি ধীরে ধীরে সুর তুলে নেব।

রবি ।।খুব ভালো কথা বলেছ, জ্যোতি দাদা। হারমোনিয়াম নিয়ে এসো, আমি গাইব।

[জ্যোতি হারমোনিয়াম নিয়ে এল। ওরা দুজনে ছাদের উপর বসল। রবি গান ধরল।]

গান

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ
নয়নে-নয়নে...
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ
গোপনে।।

জ্যোতি ।। বাঃ! সুন্দর হয়েছে। যেমন কথা তেমনি সুর।

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ
নয়নে-নয়নে...
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ
গোপনে।।

রবি ।।সত্যি জ্যোতি দাদা, আজ সারাদিন ধরে এই গান আমার মনে গুন-গুন করে ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করে ফিরছে।

জ্যোতি ।।[আনন্দে রবিকে জড়িয়ে ধরল] আমারো রবি আমারো। [গানখানি গাইল]

[ক্ষণিক বিরাম। পর্দা নেমে এল। আবার যখন যবনিকা উঠে গেল, দেখা গেল সেই ছাদ। আকাশে চাঁদ উঠেছে। দুজন চাকরের প্রবেশ]

ঈশ্বর॥ জানিস শ্যামচাঁদ, রোজ সন্ধ্যাবেলা কর্তামশাই এখানে ভগবানকে ডাকেন। তাই তাড়াতাড়ি মাদুর বিছিয়ে দিতে এলাম।

২য় ভৃত্য॥ আমায় আর কী করতে হবে, ঈশ্বরদা ?

ঈশ্বর॥ ধূপ-ধুনো দিবি ... রেকাবিতে করে ফুল এনে রাখবি। কর্তামশাই ফুল খুব ভালোবাসেন। নীচের বাগানে অনেক ফুল ফুটে আছে। ফুলের তো আর অভাব নেই।

[ওরা দু'জনে ধূপ জ্বেলে, মাদুর বিছিয়ে, রেকাবিতে ফুল রেখে চলে গেল। একটু বাদেই তানপুরা হাতে শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রবেশ]

শ্রীকণ্ঠ॥ তাইতো! কর্তামশাই এখনো ছাদে আসেননি দেখতে পাচ্ছি। নীচে রবিকেও খুঁজে পেলাম না । খাসা

গলা হয়েছে ওর। রবি যদি গান শেখে একদিন ওস্তাদ বনে যেতে পারবে।

[মাদুরে বসে তানপুরা নিয়ে নিজেই গান ধরলেন] কী আর করি আপন মনে নিজেই গলা সাধি...

'তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে..
কে সহায় ভব অন্ধকারে...'

[এমন সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এসে ছাদে প্রবেশ করলেন । ওঁর পাশে মাদুরে এসে বসলেন]

শ্রীকণ্ঠ॥ এই যে কর্তামশায়, আপনি এসে গেছেন। আজকাল রবি কী চমৎকার গান বাঁধছে। আর এই বয়সে ওর গলাও হয়েছে ভারী মিষ্টি। মাঘোৎসবের জন্যে আজ সকালে একটি গান যা লিখেছে... শুনলে আপনিও খুশি হবেন।

মহর্ষি॥ তাই নাকি শ্রীকণ্ঠবাবু? আমি তো কিছু খবর রাখিনি। আচ্ছা, আমি ঈশ্বরকে দিয়ে ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি...। ঈশ্বর ... ওহে ঈশ্বর...

[ঈশ্বরের প্রবেশ]

ঈশ্বর ॥ আজ্ঞে কর্তামশায় ...

মহর্ষি। রবিকে একবার নীচ থেকে ডেকে নিয়ে এসো। বলো, আমি ডেকেছি ...

ঈশ্বর ॥ যে আজ্ঞে কর্তামশায় !

[ঈশ্বরের প্রস্থান ও রবিকে নিয়ে প্রবেশ]

মহর্ষি। এই যে রবি ! শ্রীকণ্ঠবাবুর কাছে শুনলাম তুমি নাকি গান রচনা করছ। আমার উপাসনার আগে একটি শোনাও তো।

[রবি মাদুরে বসে সকালবেলার গানটি শোনালো। মহর্ষির দিকে তাকিয়ে দেখলে তাঁর মুদ্রিত দুই চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। শুধু শ্রীকণ্ঠবাবু অতি আনন্দে মাথা দোলাচ্ছেন। একটু বাদে মহর্ষি সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন]

মহর্ষি। শোনো রবি, তোমার গান শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি। দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানত ও

সাহিত্যের আদর বুঝত, তবে কবিকে সে পুরস্কার দিত। রাজার দিক থেকে যখন কোনো সম্ভাবনা নেই; তখন আমাকেই সে কাজ করতে হচ্ছে। এই নাও কবি, ... তোমার পুরস্কার।

[পকেট থেকে বের করে একটি পাঁচশো টাকার চেক রবির হাতে দিলেন। রবি তার পিতৃদেবের পদধূলি গ্রহণ করল]

Listen and say :

I am a Music Man

Leader: I am a music man,
I come from far away,
And I can play.
All: What can you play?
Leader: I play piano.
All: Pia, pia, piano, pia, piano.
Leader: I am a music man,
I come from far away,
And I can play.
ALL: What can you play?
Leader: I play the big drum.

Learning tips : Teacher will encourage the students to participate in the rhyme song.

ALL: Boomdi, boomdi, boomdi boom,
Boomdi boom, boomdi boom,
Boomdi, boomdi, boomdi boom,
Boomdi, boomdi boom.
Pia, pia, piano, piano, piano
Pia, pia, piano, pia, piano.

Leader: I am a music man,
I come from far away,
And I can play.
ALL: What can you play?
Leader: I play the trumpet.
ALL: Tooti, tooti, tooti, toot,
Tooti, toot, tooti, toot,
Tooti, tooti, tooti, toot,
Tooti, tooti, toot.

Boomdi, boomdi, boomdi boom,

Boomdi boom, boomdi boom,

Boomdi, boomdi, boomdi boom,

Boomdi, boomdi boom.

Pia, pia, piano, piano, piano,

Pia, pia, piano, pia, piano.

 Learning tips : Teacher will encourage the students to participate in the rhyme song.
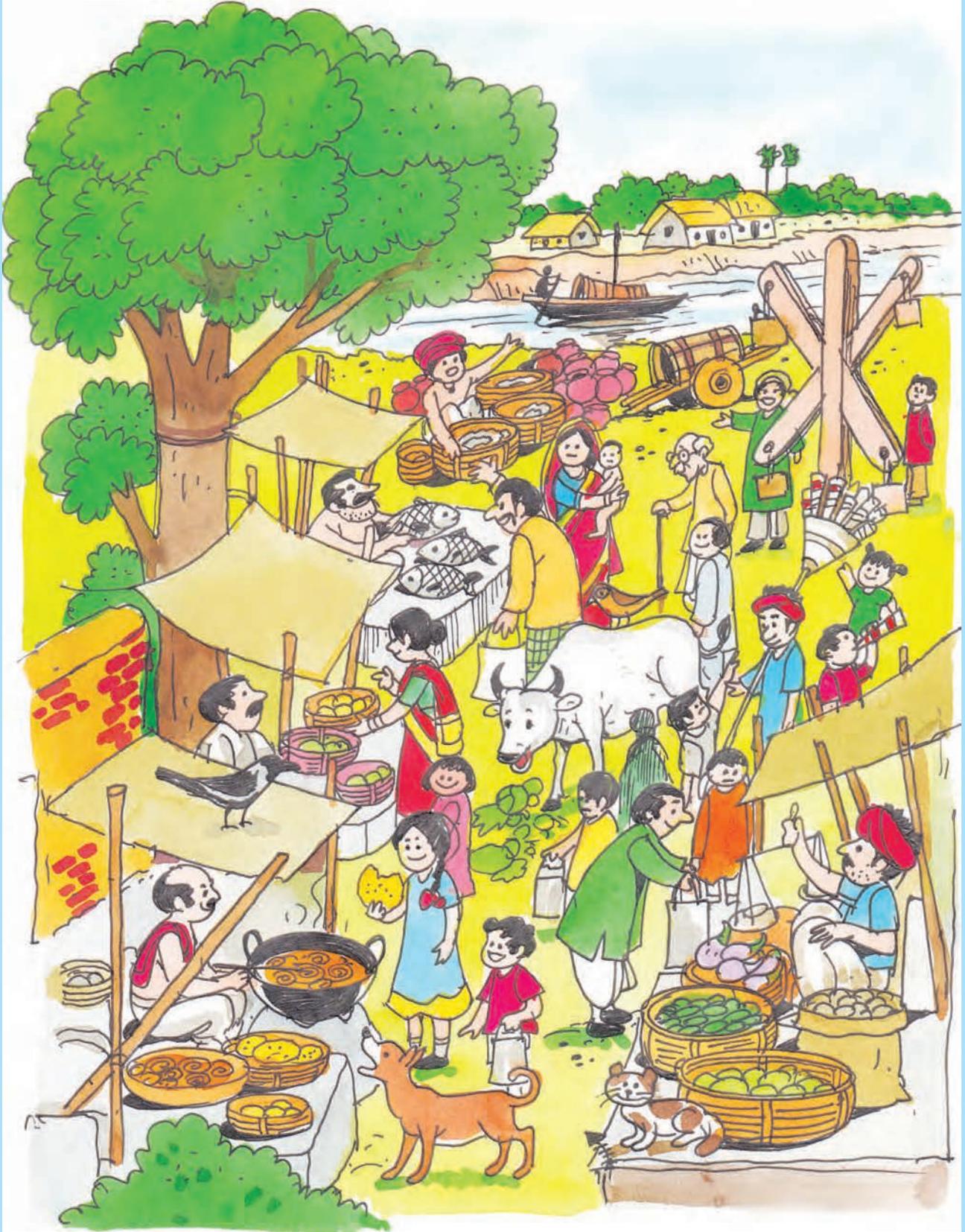
শিখন পরামর্শ : এই বইটিতে যে সমস্ত ভাবমূলের ব্যবহার রয়েছে শিক্ষার্থীরা ছবিতে তারই প্রতিফলন অনুসন্ধান করবে।

ছবিটি দেখি। ছবি সম্বন্ধে কয়েকটি বাক্য লিখি :

What do you see in the picture ? Write a few sentences about the picture.

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে।

ছবিটি দেখি ও কয়েকটি বাক্যে অঙ্কের গল্প লিখি :

ছড়া

জসীমউদ্দীন

কুতুর কুতুর ময়না,
কাল দেবো তোর গয়না।
কাঁসার নূপুর দুই পায়ে,
নেচে বেড়াস সব গাঁয়ে।
ঝুমকো কানে ঝুলবে,

নাকে নোলক দুলবে।
সবই দেবো কাল তোরে,
আজকে কাছে আয় তো রে।
তাগ ধিনা ধিন তাগ ধিনা
সুরে সামাল পাচ্ছি না।
একটুখানি গেয়ে গান,
জুড়িয়ে যা রে আমার প্রাণ।

৬০৫

আমার বাংলা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শোনো বলি এক আজব দেশের কথা
সে আজব দেশ আমার বাংলা-দেশ
বৈশাখে তার নিদারুণ কঠিনতা
আষাঢ়-শ্রাবণে বৃষ্টি-বাউল বেশ।
সোনার শরতে শুভ্র মেঘের মতো
অপরূপ সাজে সেজে থাকে সারা দিন

নানা উৎসব আনন্দ আছে যত
সব নিয়ে আসে—সে সুখ তুলনাহীন।
অঘ্রানে তার মায়ের মতন স্নেহ
সোনার ধান্যে করে সে আশীর্বাদ
ধান্যের ঘ্রাণে পবিত্র হয় দেহ
ফাল্গুনে পাই নবজীবনের স্বাদ।
কত আর লিখি, লেখার তো নেই শেষ
স্বপ্নেতে গড়া আমার এ বাংলা-দেশ।।

তেরো পার্বণের ছড়া

সুনীল জানা

একটি সে দেশ আছে, বাংলা যে নাম তার।
এমন দেশটি খুঁজে কোথাও পাওয়া ভার।
আকাশ ছড়ানো খুশি, বাতাসে গানের সুর।
নদ নদী মাঠ ঘাট সেই সুরে ভরপুর।
বাঙালির বুকে বাজে খুশিভরা রেশ তার।
পূজা পাল-পার্বণে ভরা বুক দেশটার।
কারণে বা অকারণে আনন্দ উৎসব।

ঘরে ঘরে দেশ জুড়ে, কে রাখে হিসেব সব?
দিন কাটে, মাস কাটে, কেটে যায় বৎসর—
উৎসব লেগে থাকে বাঙালির ঘর ঘর।
ছয় ঋতু, বারো মাস— কুলোয় না তবু তার,
বারো মাসে তাই তেরো পার্বণ বার বার।।
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ বা — কি আষাঢ়, কি শ্রাবণ
মাসে মাসে চাই তার দু' একটা পার্বণ।
ভাদ্র বা আশ্বিন, কার্তিক অঘ্রান
উৎসবে উচ্ছল বাঙালির মন প্রাণ।
পৌষে কি মাঘ মাসে ফাল্গুনে চৈত্রে
জমে নানা উৎসব নানা বৈচিত্র্যে।
শেষ নেই, সীমা নেই— গ্রীষ্মে কি বর্ষায়
শরৎ হেমন্ত শীত বসন্তে আসে যায়
কত কি যে উৎসব কত উপলক্ষে।
শত দুখে কষ্টেও বাঙালির বক্ষে
ফুর্তির বান ডাকে, রং লাগে চোখে তার—
বারো মাসে তাই তেরো পার্বণ বার বার।।

Pleasure Reading :

Sparrow

Little brown sparrow, sat upon a tree,
Way up in the branches, safe as
he can be !
Hopping through the green leaves, he
will play,
High above the ground is where
he will stay.

The Ostrich

Here is the ostrich straight and tall,
Nodding his head above us all.
Here is the spider scuttling around,
Treading so lightly on the ground.
Here are the birds that fly so high
Spreading their wings across the sky.
Here are the children fast asleep,
And in the night the owls do peep,
“Tuit tuwhoo, tuit tuwhoo!”

The Big, Red Train

Peep ! Peep! The Whistle's blowing,
The bright green light is glowing,
The big, red train is going,
Toot! Toot ! We are on our way!

Two Little Dickie Birds

Two little dickie birds sitting on a wall
One named Peter, one named Paul.
Fly away Peter, fly away Paul,
Come back Peter, come back Paul !

শিখন পরামর্শ

- জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯ এই দুটির নথিকে ভিত্তি করে দ্বিতীয় শ্রেণির শিশুদের জন্য এই নতুন বই রূপায়িত হলো।
- উপরোক্ত দুটি নথিই ভারমুক্ত আনন্দময় শিখনের কথা বলে। নতুন বইটি প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা ও গণিতের সমন্বয়ে এবং সেইসঙ্গে বর্ণময়চিত্র, নাচ, গান, কৃত্যালি ও খেলাধুলার সংযোজনে গড়ে উঠেছে।
- শ্রেণিশিখনের ক্ষেত্রে যে চারটি ভিত্তির কথা বলা হয়েছে, তা হলো—

  ১. শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা (child centric learning)

  ২. হাতে কলমে প্রয়োগের মাধ্যমে শিখন (activity-based learning)

  ৩. সমন্বিত শিখন (integrated learning)

  ৪. আনন্দময় শিখন (joyful learning)
- দ্বিতীয় শ্রেণির আমার বই-এর সমন্বিত শিক্ষা পরিকল্পনা রূপ পেয়েছে বিভিন্ন ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ।
- শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় শ্রেণির 'আমার বই'-এর সঙ্গে খাতাও ব্যবহার করবে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'সহজপাঠ', দ্বিতীয় ভাগ রয়েছে এই সমন্বিত শিক্ষা পরিকল্পনার কেন্দ্রে।
- বইটির প্রথমভাগে (এক) প্রথম শ্রেণির আমার বই-এর সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে কিছু কর্মপত্র দেওয়া হয়েছে যাতে শিশু গত বছরের অর্জিত সামর্থ্যের পুনরালোচনা করতে পারে।
- দ্বিতীয় শ্রেণির প্রথম ভাগে শিক্ষার্থীরা প্রথম ভাষার ক্ষেত্রে যুক্তব্যঞ্জনও শিখবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই ৩ থেকে ২৫ পাতা জুড়ে বর্ণের ক্রমিক বিন্যাস অনুসারে (বিভিন্ন যুক্তব্যঞ্জন সম্বলিত) ভিত্তিপাঠ এবং নানা যুক্তব্যঞ্জনের 'হাতেকলমে' চর্চার পরিসর তৈরি করা হয়েছে। এই অংশটি নমুনা হিসাবে ব্যবহার হবে। এই ধরনের আরো নানারকম উপকরণ এবং প্রয়োজনীয় TLM শিক্ষিকা/শিক্ষক শ্রেণিশিখনের জন্য ব্যবহার করবেন।
- দ্বিতীয় শ্রেণির প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য অর্জনের জন্য বইটির দ্বিতীয় ভাগের (দুই) শিখন সামগ্রী রচনা করা হয়েছে।
- প্রতিটি শিখন উপকরণ ও কর্মপত্র এমনভাবে রচনা করা হয়েছে, যাতে শ্রেণিশিখনের সময়ই শিশুর অলক্ষে তার নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক মূল্যায়ন (Continuous and Comprehensive Evaluation/CCE) হয়ে যায়। মূল্যায়ন হবে প্রস্তুতিকালীন এবং পর্যায়ক্রমিক—উভয় প্রকৃতিরই । CCE এর জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা প্রস্তুত ও পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত ও গৃহীত Peacock Model- ই অনুসৃত হবে।
- আশা করা যায়, রাজ্যের সকল শিক্ষিকা ও শিক্ষকের সহায়তায় দ্বিতীয় শ্রেণির 'আমার বই' শিক্ষার্থীর খুব কাছের বন্ধু হয়ে উঠবে।

এই পাতাটি শ্রেণিশিখনের কাজের জন্য শিক্ষার্থী ব্যবহার করবে।

নিজের কাজে লাগাই

এই পাতাটি শ্রেণিশিখনের কাজের জন্য শিক্ষার্থী ব্যবহার করবে।

নিজের কাজে লাগাই

এই পাতাটি শ্রেণিশিখনের কাজের জন্য শিক্ষার্থী ব্যবহার করবে।

আমার পাতা

এই বই তোমার কেমন লেগেছে? লেখো:

আমার পাতা

এই বই তোমার কেমন লেগেছে? লেখো: